বিধ্বস্ত সিরিয়ার হৃদয় হতে এক নারীর
অনিঃশেষ যাত্রার ধারাবর্ণনা

দ্য ক্রসিং

ইন্টারন্যাশনাল পেন পিন্টার প্রাইজ বিজয়ী

সামার ইয়াজবেক

অনুবাদ : তানজিনা বিনতে নূর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং

বই সম্পর্কে

পেশায় সাংবাদিক সামার ইয়াজবেককে আসাদ সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক নির্বাসন দেয়া হয়। যখন সিরিয়ার অভ্যুত্থান রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়, তখন তিনি এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর হন এবং এ উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার গোপনে সিরিয়া ভ্রমণ করেন। সীমান্তের কাঁটাতার পেরোনো গোপন ভ্রমণ–বইটি তাঁর এই গোপন অভিযানগুলোরই বর্ণনা, যা একই সঙ্গে বিরল, শক্তিশালী এবং তাঁর মাতৃভূমির সীমান্তে ঘটে যাওয়া ক্ষতচিহ্নের সাহসী সাক্ষ্য।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম দিককার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভগুলো থেকে শুরু করে আইসিসের আগমন পর্যন্ত, তিনি এই বইয়ে সেসব লড়াইয়ের প্রতিটি মুহূর্তকেই জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন; নৃশংসতার মধ্যেও মানবতার প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন; আর ব্যাখ্যা করেছেন কেন এত মানুষ তাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে শুধু প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যেতে চাইছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখক সম্পর্কে

সামার ইয়াজবেক ১৯৭০ সালে সিরিয়ার জেবলে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি একই সঙ্গে সিরিয়ান টেলিভিশনে স্ক্রিপ্ট রাইটার (চিত্রনাট্য রচয়িতা) এবং সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে আছে *সিনামন* (দারুচিনি) এবং *এ ওম্যান ইন দ্য ক্রসফায়ার* (ক্রসফায়ারে একজন নারী)। অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে সিরিয়ার বিপ্লবের প্রথম চার মাস নিয়ে লেখা তাঁর ডায়েরি (যার জন্য তিনি PEN পিনটার, PEN Tucholsky ও PEN অক্সফাম-নেভির পুরস্কার জিতেছেন)।

২০১০ সালে তাঁকে 'বৈরুত ৩৯'-এর একজন হিসেবে মনোনীত করা হয়। 'বৈরুত ৩৯' হলো চল্লিশের কম বয়সী আরবের শ্রেষ্ঠ ৩৯ জন সাহিত্যিকের তালিকা।

সরকার কর্তৃক সিরিয়া থেকে নির্বাসনের পর বর্তমানে তিনি প্যারিসে বসবাস করছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং

[বিধ্বস্ত সিরিয়ার হৃদয় হতে এক নারীর
অনিঃশেষ যাত্রার ধারাবর্ণনা]

সামার ইয়াজবেক

অনুবাদ : তানজিনা বিনতে নূর

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং
মূল : সামার ইয়াজবেক
অনুবাদ: তানজিনা বিনতে নূর

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৮
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে

মূল্য : ৫০০ [দুইশ পঞ্চাশ] টাকা মাত্র
Price: BDT 500.00 | US $ 18.00

THE CROSSING
by Samar Yazbek
Translated by Tanjina Binte Nur

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash
ISBN: 978-984-93471-2-5

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের উৎসর্গ

তাহনিক হাসান সাদাফ
তাশফিক হাসান আরাফ
আমার দুই পৃথিবী, নাড়ীছেঁড়া অবলম্বন—ওদের অনুপ্রেরণার জন্যই আমার সৃষ্টিশীল কিছু করতে নিয়ত তাড়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা

কয়েক বছর ধরেই আমরা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ইউরোপে শরণার্থীদের ঢল নামতে দেখেছি এবং এই ভেবে অবাক হয়েছি যে কী সেই পরিস্থিতি, যা মানুষকে তাদের ঘর, পরিবার এবং নিজ দেশ ছেড়ে এমন অনিশ্চিত ভয়ংকর জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে তাদের কোলের শিশুটিও সমুদ্রের অমার্জনীয় ঢেউয়ের হাত থেকে রেহাই পায় না!

২০১৫ সালের ১৩ নভেম্বর প্যারিস হামলার ঘটনাও আমরা দেখেছি, যেখানে হাসি-খুশিভরা এক কনসার্টের সন্ধ্যা শেষ পর্যন্ত বিলাপবিধ্বংসী এক রাতে পরিণত হয়েছিল; কনসার্টস্থল ও এর আশপাশের বার ও রেস্তোরাঁর সামনে আইসিসের দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলি ও আত্মঘাতী বোমায় প্রাণ হারিয়েছিল ১৩০ জন মানুষ।

বিশ্ব গণমাধ্যমে শরণার্থী আর সন্ত্রাসীদের ক্রমাগত সংবাদবার্তায় বিশ্বের মানুষ এখন প্রায় ভুলতেই বসেছে যে সিরিয়া একটি সাধারণ দেশ, যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো বোমা যখন সেখানে আঘাত হানে, তখন হয়তো কোনো বোন তার পাশে শোয়া ছোট বোনটিকে একটি গল্প শোনাচ্ছিল অথবা কোনো মা বা বাবা তাঁদের সন্তানের মুখের খাবার জোগাড়ের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন।

সামার ইয়াজবেকের শক্তিশালী লেখনী আপনাকে তার প্রথম লাইন থেকেই আকৃষ্ট করবে। তাঁর সাহিত্য রচনার সক্ষমতা এতটাই অপূর্ব যে আপনি খাঁচায় বন্দী পাখির ডাক শুনতে পাবেন; তাঁর বর্ণনা এতটাই বাস্তব যে আপনি চমৎকার সাজে সজ্জিত নারীর শরীর থেকে ভেসে আসা সুঘ্রাণও নিজের নাকে অনুভব করতে পারবেন। আর তারপর বোমার একটি আঘাত, আর ধুলায় ধূসরিত প্রান্তরের প্রতিচ্ছবিটিও আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সামার একজন এমন দৃঢ়চেতা নারীলেখক, যিনি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর কোনো তোয়াক্কা করেন না এবং যা তিনি বলতে চান তা বলতে কোনো সংকোচ করেন না।

বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে আপনি হয়তো ভাববেন, এ তো জানা গল্প। এগুলো আপনি খবরে দেখেছেন, পত্রিকায় পড়েছেন। সিরিয়ার যুদ্ধ তো সেই ২০১১ সাল থেকেই চলছে। কিন্তু ইয়াজবেক যা করেছেন, তা আমরা বিদেশি সংবাদদাতারা করতে পারিনি। কারণ, এটা তাঁর নিজের দেশ, তাঁর ভাষায় তাঁর 'অপূর্ব' মাতৃভূমি, যেখানে তিনি বড় হয়েছেন। সুতরাং, সেখানকার ভয়াবহ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় সাক্ষী তো তিনি নিজেই।

এই বইয়ে বর্ণিত ঘটনাগুলো ২০১২ ও ২০১৩ সালে সামারের তিনটি গোপন সফরের সময় সেখানকার স্থানীয় লোকদের মুখে শোনা, যারা যুদ্ধের মধ্যেই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের বাকি বিশ্ব পরিত্যাগ করেছে বলে মনে করছে।

এই বই আপনাকে ২০১১ সালের আরব বসন্তের কথাও মনে করিয়ে দেবে। শুরুর দিকে গণতন্ত্রের প্রত্যাশায় তাদের একাগ্রতা ছিল সীমাহীন। কিন্তু অর্থশক্তিতে বলীয়ান একটি উগ্রপন্থী দলের কাছে তাদের সেই ব্যগ্রতার পরাজয় সত্যিই হৃদয়কে নাড়া দেয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য না পাওয়াটাও একটা বড় কারণ।

আজকের সিরিয়ার নাগরিকেরা এক উভয়সংকটে বন্দী, যেখানে একদিকে তাদের নিজেদের সরকারই হীন স্বার্থে তাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করছে, আরেকদিকে আছে আইসিসের ভয়ংকর মৃত্যুদণ্ড।

নিজের কনিষ্ঠ কন্যার সঙ্গে প্যারিসে বসবাসরত নির্বাসিত সামার ইয়াজবেকের সিরিয়া ভ্রমণ তাঁর দুঃসাহসী নির্ভীকতারই প্রতীক। সেটা আরও স্পষ্ট হয় এ কথা জানার পর যে তিনি ছিলেন সে সময় সরকারের 'ওয়ান্টেড' তালিকার শীর্ষে এবং একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন আলায়ি, বাশার আল-আসাদের সময়কার সবচেয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের চোখে তিনি ছিলেন আসাদপক্ষীয় সন্দেহভাজন আর সুন্নি সেনাবাহিনীর চোখে তিনি ছিলেন একজন শিয়া নাস্তিক।

ফ্রান্সে বসবাসের মধ্য দিয়ে উভয় বিশ্বের সঙ্গেই তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছে। লোকদের মুখ দিয়ে তাদের নিজেদের কাহিনি শোনানোর চেষ্টা তাঁর হৃদয়ের ব্যথা ও বিহ্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ও ধারালো লেখনীর দ্বারা তিনি আমাদের সামনে যে বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, তা নেহাতই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংবাদ নয়; ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভে নৃশংসতার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া এক নেতার ও তাঁর ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক অভিযোগপত্র। সেই সঙ্গে এটি একটি মনোজাগতিক বিশ্লেষণও বটে, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা ও ভয়ের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য করা হচ্ছে। কে জানে এই ত্রাস থেকে আদৌ কোনো দিন কারও মানসিক মুক্তি মিলবে কি না।

সন্দেহ নেই, একুশ শতকের সবচেয়ে জঘন্যতম ট্র্যাজেডিগুলোর শীর্ষে রয়েছে সিরিয়ার যুদ্ধ, যেখানকার মানুষগুলোর জীবন থেকে আনন্দ আর প্রাণোচ্ছলতা বিদায় নিয়েছে। সামারের ভাষায়, 'মৃত্যুই যেখানে একমাত্র বিজয়ী।'

–ক্রিস্টিনা ল্যাম্ব

(পুরস্কারজয়ী লেখিকা ক্রিস্টিনা ল্যাম্ব *সানডে টাইমস* পত্রিকার চিফ ফরেন করেসপনডেন্ট বা শীর্ষ বিদেশি সংবাদদাতা। তিনি প্রায় সারা বিশ্ব থেকে সংবাদ সরবরাহ করেছেন, যার মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, লিবিয়া এবং সিরিয়ার শরণার্থী সংকট অন্যতম। তাঁর সর্বাধিক বিক্রীত বই—*আই এম মালালা* এবং *ফেয়ারওয়েল কাবুল*)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের কথা

দিন যত গড়াচ্ছে, মানুষ তত অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ছে। বিশ্বের প্রতিটি কোণে আজ নিগৃহীত হচ্ছে মানবতা; অথচ যতক্ষণ নিজের গায়ে তার আঁচ না লাগছে, ততক্ষণ আমরা শুধু শোক জানিয়েই দায়িত্ব সারছি। মোহে অন্ধ গোষ্ঠীগুলো আজ নৃশংসতার সীমায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, কিন্তু আমরা মানবতা দেখাতে ঠিক ততটাই কার্পণ্য করছি।

সামার ইয়াজবেক-এর *দ্য ক্রসিং* বইটি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহতম ট্র্যাজেডির অন্যতম সিরিয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিববরণ—মর্মস্পর্শী, করুণ। সামারের অত্যন্ত সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আমাদের মৃতপ্রায় মানবিক অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলবে বলে আমার ধারণা। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধের দৃশ্যগুলোর বর্ণনা কলমের আঁচড়ে তুলে নিয়ে আসা কোনো সহজ ব্যাপার নয়।

একটা ব্যাপার অনুধাবনযোগ্য, সিরিয়ার যুদ্ধটা শুরুতে ছিল কেবল মুক্তিকামী সিরীয়দের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই। কিন্তু যুদ্ধের পারদ যখন উর্ধ্বে উঠতে থাকে তখন এ লড়াইয়ের মঞ্চ প্রতিদিন পাল্টাতে থাকে। নাম না জানা অসংখ্য কুশীলব তৎপর হয়ে ওঠে সিরিয়ার মানচিত্রকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য। অনেক বিদেশি শক্তি তো বটেই, স্বার্থের টানে সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুক্তিকামী দলগুলোও শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির ফলেই সেখানে জন্ম নেয় উগ্রবাদী বিভিন্ন উপদল, যা পরবর্তীতে সারা বিশ্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ বই লেখকের নিজ মাতৃভূমিকে স্পর্শ করার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে রচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত, রক্তস্নাত, বেঁচে থাকার সুতীব্র লড়াইয়ের যে ধারাবর্ণনা তিনি দিয়েছেন—সবই নিজের চোখে দেখা করুণ সত্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং বর্তমান সিরিয়ার সেই জলজ্যান্ত ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যে সিরিয়াকে আমরা এতদিন স্থিরচিত্র কিংবা কিছু ভিডিওক্লিপ আকারে দেখে এসেছি। বোমায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের পর শহর, যুদ্ধবিমান থেকে নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুদানব, উদ্বাস্তু মানুষের গ্লানিময় জীবন—সবকিছু লেখক তুলে এনেছেন পরম মমতায়। একই সঙ্গে সেখানে যুদ্ধরত এবং বিবদমান প্রত্যেকটি সশস্ত্র দল সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাঠককে নতুন করে ঋদ্ধ করবে।

প্রথম অনুবাদকর্ম হিসেবে *দ্য ক্রসিং* অনুবাদ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্ব অনুভব করছি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। লেখার মান উন্নয়নে পাঠকের যে কোনো সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

জয় হোক মানুষের। জয় হোক মানবতার।

–তানজিনা বিনতে নূর
৩১ মার্চ ২০১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্য ক্রসিং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সীমান্তে প্রথমবার

[আগস্ট ২০১২]

কাঁটাতারে জড়িয়ে আমার পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপছিলাম আমি। তুর্কি সেনাদের দৃষ্টি এড়াতে দীর্ঘ সময় ধরে রাত নামার প্রতীক্ষা করছিলাম। অবশেষে মাথা তুলে ওপরে তাকালাম, সন্ধ্যার আকাশ রাতের কালোয় ঢেকে যাচ্ছে। কাঁটাতারের ঠিক নিচে ছোট্ট একটি গুপ্ত গর্ত তৈরি করা হয়েছে, যাতে শুধু একজন মানুষ কোনো রকমে ঢুকতে পারবে। হামাগুড়ি দিয়ে আমি যখন দুই দেশের সীমানানির্ধারণী কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে আসছিলাম, আমার পা মাটিতে দেবে যাচ্ছিল এবং কাঁটায় লেগে আমার পিঠ ছিলে যাচ্ছিল।

আমি একটা লম্বা শ্বাস নিলাম। তারপর কিছুটা নিচু হয়ে দৌড় দিলাম, যতটা দ্রুত আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। কারণ, আমাকে এমনটাই করতে বলা হয়েছিল। দ্রুত থেকে দ্রুততর। স্প্রিন্টের গতিতে আধা ঘণ্টা দৌড়ানোর পরই আমি সীমান্ত থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছাতে পারব। আমি ও আমার সাথিরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে চললাম, যতক্ষণ না বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে এলাম। ওরকম পাথুরে এবড়োথেবড়ো মাটিতে সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়েও আমি খুব হালকা অনুভব করছিলাম। আমার হৃদয় দুলছিল, আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি নিজের মনে বিড়বিড় করছিলাম : আমি ফিরে এসেছি! এটা কোনো ছবির দৃশ্য নয়, এটা বাস্তব। আমি দৌড়াচ্ছিলাম আর বলছিলাম, আমি ফিরে এসেছি...আমার মাতৃভূমির বুকে!

আমাদের পেছন থেকে গুলির শব্দ আসছিল, তুরস্কের সীমান্ত দিয়ে ভারী সামরিক যান চলাচলের শব্দ পাচ্ছিলাম, তারপরও আমরা দৌড়ে পেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছিল যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। আমার পরনে ছিল একটা লম্বা জ্যাকেট, লুজ-ফিটিং ট্রাউজার আর মাথায় বিশেষভাবে বাঁধা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্কার্ফ। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপাশে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল, আমরা সেটাও পেরিয়ে এলাম। আমার এবারের এই ভ্রমণে আমার গাইডরা এবং আমি পরস্পরের অপরিচিত ছিলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি জানতাম না পরে আমি এসব ঘটনা লেখার সুযোগ পাব কি না; শুধু মনে হচ্ছিল আমি মরে যাব, অন্য আরও অনেকের মতো। এটাই হবে মাতৃভূমিতে আমার শেষ আগমন।

রাতের আঁধার আরও গাঢ় হলো, এখন পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

আরও অনেক পরে, যখন ১৮ মাসের মধ্যে আমি আরও বেশ কয়েকবার এই পথ দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম, তখন আমার চোখে অনেক পরিবর্তন ধরা পড়েছিল : সীমান্তের নিকটবর্তী আন্তাকিয়া বিমানবন্দরের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থাই সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে সিরিয়ায় কী ঘটে চলেছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামার সময়, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে সামনে আমার ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে, এমনকি ব্যথায় কাঁপতে থাকা আমার দুপায়ের কথাও।

পাহাড়ের ওপাশের গোড়ায় পৌঁছানোর পর আমি অন্তত ১০ মিনিট ধরে চেপে বসে রইলাম, যাতে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমার যুবক সাথিরা ভেবেছিল, দীর্ঘদিন পর নিজের মাতৃভূমিতে ফিরতে পেরে আমি বোধ হয় আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি তা ভাবছিলাম না। এত দীর্ঘ সময় ধরে দৌড়ানোর ফলে আসলে আমার ফুসফুস যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি তাই ফুসফুসটাকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইছিলাম। তা ছাড়া আমি দাঁড়াতেও পারছিলাম না।

অবশেষে আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছালাম। স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেওয়া শুরু করলাম। দুই গাইড মায়সারা ও মোহাম্মদের সঙ্গে আমি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসলাম। তারা দুজন ছিল একই পরিবারের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজন যোদ্ধা এবং তাদের বাড়িতে আমার আশ্রয় নেওয়ার কথা। মায়সারা ছিল একজন বিপ্লবী যোদ্ধা, যে আসাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু পরে সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেয়। মোহাম্মদ ছিল মাত্র ২০ বছরের তরুণ এবং ব্যবসা প্রশাসনের ছাত্র, যে পরে মায়সারার মতোই; প্রথমে বিক্ষোভ ও পরে সশস্ত্র যোদ্ধার তালিকায় নাম লিখিয়েছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যখন আমরা একত্রে কাজ করছিলাম, সে আমার খুব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। গাড়ির সামনের দিকে ছিল আরেকজন যুবক ও ড্রাইভার।

আমরা ইদলিব প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, যা ছিল আসাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে আংশিকভাবে মুক্ত একমাত্র এলাকা। যুদ্ধরত সিরিয়ান বিপ্লবী দল 'সিরিয়ান ফ্রি আর্মি'র তৈরি করা অসংখ্য রোডব্লকের মধ্য দিয়ে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছিলাম। চারপাশে অসংখ্য জলপাইয়ের বাগান। আমি যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সেখানেই সশস্ত্র যোদ্ধা আর বিজয়চিহ্নিত ব্যানার দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজেকে আবেগমুক্ত রাখতে এবং আমার চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে আমি আমার মাথাটা গাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছিলাম। দূর থেকে ভেসে আসা শেলের শব্দের মধ্য দিয়ে আমাদের এই পথচলা মনে হচ্ছিল যেন কোনো দিনই শেষ হবে না। সেই সঙ্গে আসাদ বাহিনীর কবল থেকে অনেকটাই মুক্ত সিরিয়ার এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটিও আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে রোমাঞ্চ তৈরি করছিল।

মাটির কিছু অংশ শত্রুমুক্ত হলেও আকাশসীমার পুরোটাই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে; পুরো আকাশে যেন আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন মাটির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একের পর এক বোমা ফেলে চলেছে। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর আমার চারপাশের জগৎটাকে নিখুঁতভাবে আমার মস্তিষ্কে তুলে নিচ্ছিলাম। ধ্বংসের মেশিন দিয়ে সাজানো চারপাশ। জ্বলন্ত আকাশ। তার মাঝখানে ধেয়ে চলা একমাত্র গাড়িতে একজন নারী আর চারজন পুরুষ জলপাই বাগানের মাঝ দিয়ে সারাকেবের দিকে ছুটে চলেছে।

আমার স্মৃতিতে সিরিয়ার যে ছবি রয়েছে তা পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানগুলোর একটি। আমি আমার শৈশবের কথা মনে করছিলাম। রাকার নিকটে ইউফ্রেতিস নদীর পাড়ে আল-তাবকা (আল-দাওরা নামেও পরিচিত) শহরে কাটানো আমার রঙিন শৈশবের দিনগুলো আর সিরিয়ার প্রধান বন্দর শহর লাতাকিয়ার পার্শ্ববর্তী জাবলেহ শহরের উপকূল এলাকা, যেখানে আমি আমার বয়ঃসন্ধিকাল কাটিয়েছি। আমার জীবনের অনেকটা সময় আমি রাজধানী দামেস্কে আমার মেয়ের সঙ্গে একা কাটিয়েছি; আমার পরিবার, সমাজ ও আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। আমি ছিলাম স্বাধীন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতাম, কিন্তু আমার লাইফস্টাইলের জন্য আমাকে অনেক প্রত্যাখ্যান, সমালোচনা ও কটু বাক্যও শুনতে হয়েছে। রক্ষণশীল সমাজে নারী হয়ে জীবনযাপন করা অনেক কঠিন, বিশেষত যেখানে আপনার প্রচলিত নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ যেখানে নেই। উত্তর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলে আমার প্রথম সফরের যে শেষ স্মৃতিটি আমার মনে ছিল তা হলো—এটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আমার পরবর্তী বর্ণনার সবকিছুই বাস্তব। একমাত্র কাল্পনিক চরিত্র হলো বর্ণনাকারী অর্থাৎ আমি। কারণ আমি হলাম সেই আপাত-অবিশ্বাস্য চরিত্র, যে এত ধ্বংসের মাঝেও সীমান্ত অতিক্রম করতে পেরেছে; যেন আমার জীবনটা একটা সুদূর বিস্তৃত উপন্যাসের প্লট মাত্র। আমার চারপাশের ঘটনাগুলো আমি যতই আত্মস্থ করছিলাম, ততই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম। নিজেকে আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তের আলোকে বানানো একটি চরিত্র মনে হচ্ছিল, যার কাজ শুধু ছুটে চলা। তাই আমি বাস্তব আমাকে একপাশে সরিয়ে এই কাল্পনিক চরিত্রটি হয়ে উঠলাম, যার প্রতিক্রিয়াগুলো তার জীবনের এগিয়ে চলার লক্ষ্যের সমানুপাতিক। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করছে সে এখানে? কেন এসেছে? নিজের অস্তিত্বের শিকড় সন্ধান করতে? নাকি পরিচয় খুঁজতে? নাকি নির্বাসনে? নাকি ন্যায়বিচারের সন্ধানে? নাকি এই অহেতুক রক্তপাতের উন্মত্ততা দেখতে?

২০১১ সালের জুলাইতে আমাকে জোরপূর্বক ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠানো হয়। আমার সিরিয়া ত্যাগ সহজ ছিল না। বিপ্লবের শুরুর মাসগুলোতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করার কারণে 'মুখাবারাত' (সরকারি গোয়েন্দা বাহিনী) বাহিনীর সদস্যরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমাকে আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। আমার আরও অপরাধ ছিল, আমি ওই বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বিপ্লবীদের ওপর চালানো অন্যায় নির্যাতন ও হত্যার ব্যাপারে বেশ কিছু আর্টিকেল লিখেছিলাম। কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছানোর পর আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনে আমার দায়িত্ব ও স্বপ্নের কথা স্মরণ করে আমি প্রতিনিয়ত উত্তর সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার তাড়া অনুভব করতাম। আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার চিন্তাই আমাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম একজন শিক্ষিত মানুষ ও লেখিকা হিসেবে আমার দেশবাসীর স্বার্থে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। আমার লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও নারীদের জন্য কিছু করা এবং শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করা। যদি এই যুদ্ধাবস্থা চলতেই থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা এড়ানোর কোনো সুযোগ থাকবে না। আমি তাই যেসব অঞ্চল আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছে সেসব অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ খুঁজছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাতের কালো আঁধারে আমাদের গাড়িটি একের পর এক রাস্তা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। আমি যাদের আশ্রয়ে যাচ্ছিলাম, তারা পরবর্তী সময়ে আমার নতুন জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। খুব সাবধানে আমরা সারাকেবের সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করলাম। সারাকেব এখনো সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। রেডিও টাওয়ারের চূড়ায় লুকিয়ে থাকা স্নাইপার এখনো প্রতিদিন নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি যে বিল্ডিংয়ে ছিলাম সেটির কয়েকটি অংশ ছিল, যা একটি উঠানকে কেন্দ্র করে চারপাশে বিন্যস্ত। একসময় নিশ্চয় এটা স্বচ্ছল ও অতিথিপরায়ণ কোনো পরিবারের বাসস্থান ছিল। সেই পরিবার এখন কোথায় কে বলবে! স্থানীয় এক নারীর ভাষায় সবাই 'সরে পড়েছে'। যা হোক, বিল্ডিংটির ভূগর্ভস্থ একটি কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। আমার বাঁ পাশের কক্ষটিতে থাকে মায়সারার সবচেয়ে বড় ভাই আবু ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী নুরা। আমি এখানে তাদের অতিথি। আর ডান পাশের কক্ষটি মায়সারার, তার স্ত্রী মানাল ও সন্তানেরা—রুহা (১১), আলা (৭), মাহমুদ (৪) ও তালা (২.৫) ওই কামরার বাসিন্দা। এই বিল্ডিংয়ে তাদের বয়সী মা ও খালাও থাকেন, যাঁরা উভয়েই চলন শক্তিহীন। আয়ুশি নামে তাঁদের প্রায় ৫০ বছর বয়সী একজন অবিবাহিত বোন আছেন। ওই বৃদ্ধাদের তিনি দেখাশোনা করেন।

তখনো আমি জানতাম না যে দেশের জন্য আমার মেজবানদের এবং আমার চিন্তাধারা একই ধরনের, যা পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন তৈরি করেছিল। জাতি হিসেবে সিরিয়ানরা খুবই অতিথিপরায়ণ। আমরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আমাদের রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা একত্রে মেঝেতে ফোমের ম্যাট্রেস ও প্লাস্টিকের মাদুর বিছিয়ে খেতে বসলাম। রুহা ও আলা, মেয়ে দুটি সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে রইল। আমি তাদের বন্ধুবৎসল মুখগুলোর দিকে তাকালাম। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনের বাস আসাদ বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায়, সুতরাং তাদের দেখতে যাওয়া অসম্ভব।

ওই সন্ধ্যায় আমি বাড়ির মহিলাদের আমার জীবনের কিছু অংশ শোনাচ্ছিলাম। কীভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে আমি প্রথম বাড়ি ছেড়েছিলাম। এই ঘটনা তাদের শোনানোর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা আমার আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারে ও আমার ওপর ভরসা করতে পারে এবং সত্যিকার স্বাধীনতার আসল মানেটা বুঝতে পারে এবং এর সঙ্গে জড়ানো দায়িত্ববোধটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উপলব্ধি করতে পারে। আমি তাদের দেখাতে চেয়েছিলাম, কীভাবে দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা যায়। যে জীবনযাপনকে সিরীয় সমাজ রীতিনীতির লঙ্ঘন ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ বলে মনে করে থাকে। আমার স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর আমার মেয়েটাকে মানুষ করতেও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে আমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছিল তা-ও তাদের বললাম। জীবন সে সময় কত কঠিনই না ছিল! শুধু লেখিকা ও সাংবাদিক হওয়ার কারণে আমার নিজের পরিবার ও সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করেছিল। এই পুরো বর্ণনায় তারা আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। আমিও তাদের জবাব দিচ্ছিলাম। আমার সারাকেবে আসার যাত্রা সম্পর্কেও আমি তাদের কিছুটা বলেছিলাম।

***

সীমান্ত অতিক্রম করার আগে আমি তুরস্কের রেহানলি শহরের একটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি বিশেষ জরুরি বিভাগ খোলা হয়েছিল বোমার আঘাতে আহত সিরিয়ানদের জন্য। সারি সারি প্লাস্টিক শিটের বিছানায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত-পা, কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও নিষ্প্রাণ চোখ নিয়ে শুয়ে আছে অসংখ্য মানুষ, আমার দেশের মানুষ! আমার সঙ্গে ছিল মায়সারা ও তার শ্যালক মানহাল, যে সারাকেবের বিপ্লবের প্রথম সারির একজন কর্মী। চার বছর বয়সী ডায়না ও এগারো বছর বয়সী সায়মার কামরায় প্রবেশ করার আগে মানহাল আমাকে নিজেকে স্থির রাখার পরামর্শ দিল।

ডায়নার মেরুদণ্ডে বুলেটের আঘাত লেগেছিল যা তাকে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে। সে স্থিরভাবে বিছানায় শুয়ে ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা আতঙ্কিত ও বজ্রাহত খরগোশ-ছানা। আশ্চর্যই বলতে হবে যে বুলেটের আঘাতে শুধু তার মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছোট্ট শরীরের পুরোটা উড়ে যায়নি! ঘটনার সময় সে তার নাশতার রুটি কেনার জন্য সড়ক পার হচ্ছিল। এই ছোট্ট মেয়েটার পিঠে বন্দুক তাক করার সময় স্নাইপার লোকটি কী ভাবছিল এবং তার থেকে কী হুমকি প্রত্যাশা করছিল, এটা জানার আমার খুব ইচ্ছা!

ডায়নার পাশের বিছানাটি সায়মার। বোমার আঘাতে তার এক পা উড়ে গেছে এবং স্প্লিন্টারের আঘাতে তার বাঁ হাত সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার দ্বিতীয় পা'ও আঘাতপ্রাপ্ত এবং সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। তাদের ঘরের সামনে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ হামলা চালানো হয়। এতে সায়মার মাসহ মোট নয়জন মারা যায়। তার চাচি তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সায়মা যখন চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল তার দৃষ্টিতে আমি কাতরতা ও ক্ষোভের মিশ্রণ দেখতে পেলাম। তার কোমর থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একটি সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। যেখানে তার পা থাকার কথা সে জায়গাটা খালি। কত কথা আমার মনে হচ্ছিল কিন্তু এই বাচ্চাটাকে বলার মতো আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। আমি শুধু তার মাথায় হাত রাখলাম। সে হাসল।

এই ফ্লোরে সায়মা বা ডায়নারই এমন অবস্থা—তা নয়। তাদের পাশের কক্ষের ছেলেটিও পা কেটে ফেলার জন্য অপেক্ষা করছিল। বোমায় তার পা-ও উড়ে গেছে। তারপরও তার দৃষ্টিতে হাসির আভাস ছিল। আরেকজন যুবক তার পা থেকে স্প্লিন্টার সরিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা করছিল যাতে সে সিরিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। তার নাম আবদুল্লাহ। সে ছিল একজন গ্রুপ কমান্ডার। আমার দ্বিতীয় সফরের সময় যখন তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল। তখন আমাদের মধ্যে কথা হয় এবং আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে পড়ি। আমি তখনো জানতাম না যে সিরিয়ায় আমার তৃতীয় আগমনের সাথি হবে সে এবং তার চমৎকার বাগদত্তা স্ত্রীর সঙ্গে কফি খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে।

সীমান্তের ঠিক আগে, তুরস্কের ওই হাসপাতালে শুধু সেসব সিরিয়ান ছিল, যাদের শরীরের কোনো না কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওই তরুণেরা তাদের ওই ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে হাসপাতালের জানালা দিয়ে তাদের মাতৃভূমির দিকে তাকিয়ে থাকে; এত কাছে যে তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়, অথচ তবু কত দূরে! এখান থেকেই আমি সীমানা অতিক্রম করার প্রথম পদক্ষেপ নিই—আমি আমার মেজবানদের বললাম।

আমি তাদের বললাম কীভাবে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমরা পাড়ি দিয়েছি, এক সীমানা পেরিয়ে আরেক সীমানায় প্রবেশ করেছি, জানা তবু অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমাব বলে। আমার নির্বাসিত জীবন ও মাতৃভূমির সীমানার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার সেই মুহূর্তটি আমার জীবনের এক অপার্থিব মুহূর্ত। বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে সীমানা পেরিয়ে আসা, একটা চুলের মতো চওড়া যার সীমারেখা। অথচ এইটুকু জায়গাতেই কত কাহিনি রচিত হয়ে যাচ্ছে, বলার বা শোনার কেউ নেই। লোকেরা এর মধ্য দিয়ে যায়-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসে; মাঝে স্থির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি কাঁটাতারের বেড়া, শান্তির চিহ্ন হয়ে। কিন্তু সত্যি শান্তি আনতে পারে কি? জালের ছাঁকনিতে পানি ধরে রাখার মতোই এ এক অসম্ভব চেষ্টা!

***

সারাকেবে আমার প্রথম অবস্থানের সময় ডায়নাকে গুলি করা স্নাইপারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। আমার আশ্রয়দাত্রীরা আমাকে তার বুলেট থেকে বাঁচার জন্য সড়ক বাদ দিয়ে কীভাবে ঘরের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। স্নাইপারের রাইফেল এড়াতে বিল্ডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমরা যখন চলছিলাম সবার দরজা আমাদের জন্য খোলা ছিল। শহরবাসীর অনেকেই তাদের বাড়ির চারপাশের সীমানাদেয়াল ভেঙে ফেলেছিলেন। ফলে বাড়ির মধ্য দিয়েই রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এসব অপরিচিত লোকের বাড়ির মাঝ দিয়ে, কখনো-বা তাদের বাড়ির জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে, আবার কখনো ছাদের মই বেয়ে আমরা চলাচলের রাস্তা করে নিয়েছিলাম।

একবার আমি মোহাম্মদ ও আরও দুই যুবকের সঙ্গে একজন বৃদ্ধার লিভিংরুমের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও এর জবাব দিলেন। কিন্তু তাঁর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও নড়লেন না। অপরিচিত ও স্থানীয়দের এভাবে তাঁর বাড়ির মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়ায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ার আগে আমি একঝলক তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন যেন আমাদের চারজনকে তিনি দেখতে পাননি। এভাবেই অসংখ্য বাড়ির মাঝ দিয়ে চলাচল করে আমরা নিজেদের নিরাপদ রাখতাম। গুলির হাত থেকে বাঁচার আর কোনো বিকল্প রাস্তাও ছিল না।

আমার এই সফরের শেষ দিনে এক বাড়ির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় এক নারীর কাছে আমি শুনেছিলাম যে একটি ১২ বছরের মেয়েকে তার যৌনাঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। সংবাদটা আমাকে মুহূর্তের জন্য স্থবির করে দিয়েছিল। আমি চলন শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার সাথিরা আমাকে ডেকে বলেছিল, 'কী করছেন? ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়। আপনার চামড়াকে আরও মোটা করতে হবে!' ওই ঘটনা আমার নিজের দুঃখ নিজের মধ্যে দাবিয়ে রাখতে শিখিয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই মুহূর্তে সিরিয়ায় একমাত্র বিজয়ী ছিল 'মৃত্যু'। এ ছাড়া যেন আর সব মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র মৃত্যুই অমোঘ সত্যের চারপাশে বিরাজ করছিল।

***

আমি স্থানীয় নারীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও প্রজেক্ট হাতে নিলাম। কিন্তু সফলতা এত সহজে ধরা দিল না। একদিন আমি কয়েকজন বিধবা ও যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের মহিলা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। সে সময় বেশ কিছু চমৎকার নারী প্রতিবেশী সারাকেব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আমাকে শোনাতে এল। ছোট্ট আলা আমার পাশেই বসে তাদের কথা শুনছিল আর আমার হাত ধরে টানছিল। তার বড় বোন রুহা তাদের মাকে সাহায্য করছিল এবং আড় চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তাদের দুজনকেই খুশি করতে চাইছিলাম। তাই আমি আলার কানে কানে বললাম যে আমাদের উচিত মেহমানদের কথা মন দিয়ে শোনা। সে আমার কথা শুনল। চিবুকের নিচে দুই হাত রেখে অতিথি নারীদের কথা শোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ ধরনের আনন্দদায়ক ঘটনা সত্ত্বেও কাজটা কঠিন ছিল। আমি যে নারীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম তাদের বাড়িতে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। গাড়িতে সব সময় মোহাম্মদ আমার সঙ্গে থাকত, কিন্তু বিধবা নারীদের বাড়িতে পুরুষ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল, বিশেষত ইদ্দতের সময় (ইসলামি আইন অনুযায়ী কোনো নারীর স্বামীর মৃত্যুর পর ৪ মাস ১০ দিন সময়ের মধ্যে সে অন্য পুরুষের সামনে আসতে পারে না। এই সময়কে ইদ্দত বলা হয়)। ইদলিব প্রদেশের বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো গ্রামগুলোতে যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে তা হলো, ওই নারীদের ঘর সব সময়ই ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। যদিও তাদের পানির সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল। তারা ভ্রু আঁকত, চোখ সাজাত এবং দরিদ্র সত্ত্বেও তাদের ঘরগুলো থেকে পরিচ্ছন্ন সুগন্ধির ঘ্রাণ ভেসে আসত। এমনকি সবচেয়ে দরিদ্র ঘরটিতেও আমি সস্তা সাবানের ঘ্রাণ পেয়েছি। দরিদ্রতম সংসারের নারীরাও তাদের ভাঙা, ধ্বংসপ্রায় ঘরের বিশেষ যত্ন নিত এবং ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়েই তাদের সন্তানদের মুখ মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিত। মাথার ওপরের ছাদ থাকাটাই যেখানে অনিশ্চিত সেখানে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসও সময়ের সঙ্গে বদলে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রাফিতি হলো ক্যালিগ্রাফি ও ড্রয়িংয়ের মিশেলে তৈরি সিরিয়ার বিপ্লবীদের ব্যবহার করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরূপ। পুরো সারাকেবের দেয়ালে দেয়ালে এই গ্রাফিতি ছড়িয়ে আছে। একদিন এক বিধবা ও তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ফিরে আসার সময় মোহাম্মদ প্রস্তাব করল সারাকেবের বেশির ভাগ গ্রাফিতির চিত্রকরকে দেখতে যাওয়ার। কারণ তিনি ছিলেন একই সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ (শহীদ এখানে রাজনৈতিক অর্থে, ধর্মীয় নয়) যোদ্ধাদের এবং বোমায় নিহত ব্যক্তিদের দাফন কাজে নিয়োজিত।

'আমি শুধু শরীরগুলো দাফন করি।' সে আমাকে বলেছিল। 'আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেকের কাহিনি বলতে পারব। কিন্তু সেটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। আমি সারাকেবের শহীদদের দাফন করি আর সারাকেবের দেয়ালগুলোয় ছবি আঁকি। আমি কখনো এ জায়গা ছেড়ে যাব না।'

আমরা কথা বলছিলাম সারাকেব কালচারাল সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এর গায়ের দ্যুতিময় আলো চারপাশের নির্জীব পরিবেশকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। রাস্তার উল্টো পাশে মোহাম্মদ হাফ নামের জনৈক শহীদের বাড়ি যার দেয়ালে তাঁর নামে রচিত শোকগাথা অঙ্কিত রয়েছে। 'এটা সত্যি, হাফ : চোখ কখনো চোখের পাপড়িকে ভুলে যায় না, যেমন ফুল কখনো তার শিকড়কে অস্বীকার করতে পারে না।' পাশের আরেকটি দেয়ালে লেখা, 'দামেস্ক, আমরা চিরদিন এখানেই থাকব।'

আমরা বিভিন্ন গলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এই শহরের দেয়াল ও দোকানের সামনে, যেখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখা রয়েছে, আমি সেগুলোর ছবি তুলেছিলাম। অসংখ্য তরুণ, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর জানাজার সময়সূচি প্রায় সর্বত্রই শোভা পাচ্ছিল। ধূসর সূর্য আর শুষ্ক ধুলার মাঝ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। খুব অল্প কিছু লোক আমাদের অতিক্রম করেছিল। তাদের চোখগুলো ছিল লাল, কিন্তু দ্যুতিময়। সেখান থেকেও আমরা স্নাইপারের বুলেটের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

সেই সন্ধ্যায় মায়সারার এক আত্মীয় যুবক তাদের বাড়িতে এসেছিল। তার গায়ের রং ছিল কালো এবং গালগুলো ঝলসানো। সে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। তারপর তার কাহিনি বলতে শুরু করল—কীভাবে বোমার শেলের আঘাত তার জমি ও ফসল পুড়িয়ে দিয়েছে। তার জীবিকার একমাত্র উৎসটি ধ্বংস করে দিয়েছে। সে এসব কথা বলছিল আর দেয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদছিল। যুবকটির মা তখন আমাদের সঙ্গেই বসে ছিলেন। ছেলের বর্ণনা শুনে তাঁরও চোখের দৃষ্টিতে ভয় আর আতঙ্ক এসে ভর করছিল। কারণ তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। আমরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে স্নাইপারের বুলেটের আওয়াজ শুনছিলাম।

'স্থানীয়দের শাস্তি দিতে তারা শহরের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা খেত-খামারে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে,' পরদিন সকালে মোহাম্মদ আমাকে বলল। আমরা সে সময় আরও গ্রাফিতি দেখছিলাম। 'কিন্তু এখনই তারা আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করবে কি না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। করতেও পারে!' আমরা ওপরের পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকালাম, বোমার আঘাতে সব যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'যখন কাছাকাছি কোথাও বোমা পড়ে, সে শব্দ কখনো ভোলার নয়,' সে হাসতে হাসতে বলল। সে সময় ট্যাংকের একটা কনভয় শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আলেপ্পোর দিকে।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলে সে আবার বলল, 'যখন সশস্ত্র লড়াই শুরু হবে, তখন সারাকেব হবে সীমানির্ধারণী অঞ্চল। এখানে বোমাবর্ষণ কখনো বন্ধ হবে না।'

আমরা একটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সামনে থামলাম।

'এই বাড়িটাতে প্রথমে আগুন লাগানো হয় এবং ছেলেদের একজনকে হত্যা করার পর বোমার আঘাতে এটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ছেলেটি মারা গেছে তাকে জেলে অনেক নির্যাতন করা হয়েছিল। তারা ছিল সাত বোন আর দুই ভাই, তাদের বাবা ছিল না। ছেলেটাকে মারার পর তার লাশটা গাড়ির পেছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং রাস্তা দিয়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়। এতে তার শরীরের সব চামড়া ছিলে গিয়েছিল। তার দোষ ছিল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া। বিক্ষোভের ভিডিও ধারণ করছিল এমন একজনকেও আটক করা হয় এবং ট্যাংকের চাকার সামনে শুইয়ে রাখা হয়। বলা হয়, তার গায়ের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে দেওয়া হবে। তারা ইঞ্জিনও চালু করে। এভাবে কতক্ষণ রাখার পর তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং তাকে অ্যারেস্ট করে।'

'যা তারা ধ্বংস করছে, আমরা তা পুনর্নির্মাণ করব। ওই পাশের ওই বাড়িটা দেখছেন?' মোহাম্মদ দ্বিতল একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলল, যেখানকার দেয়ালে বেশ বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছিল। 'সেখানে তার বোনদের একজন থাকত। তারা শুধু তার ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে সেখানটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

যদিও সব ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে ধারাবাহিকভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাই যেভাবে মনে আসছে, সেভাবেই বর্ণনা করছি।

একদিন মায়সারা ও মোহাম্মদ আমাকে তাদের সঙ্গে আল-আতরেব শহরের একটা জায়গায় নিয়ে গেল। সেটা ছিল একটা 'ট্যাংক গ্রেভইয়ার্ড' অর্থাৎ যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত সব ট্যাংক ও আগ্নেয়াস্ত্রের সমাধি। বড় বড় মেশিনারিগুলোকে আগুনের তাপে গলিয়ে ফেলা হয়েছে, চারপাশে ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের স্তূপ। নীরবতা। নির্জনতা। পুরো আল-আতরেব শহরে একটা শব্দও ছিল না কোথাও। এমনকি একটু ফিসফিসানি বা দলচ্যুত কোনো কুকুরের ডাকও নয়। 'প্রলয়' বা 'পূর্ণ ধ্বংস' কথাটার সত্যিকার মানে আজ এখানে এসে আমি বুঝতে পারলাম। সমগ্র শহরে শুধু একটা সরু গলির শেষ মাথায় একটা ছোট্ট দোকানে মোমের আলো আমাদের নজরে এল, আর এত দূর থেকে আমরা শুধু একটা নারী ছায়ামূর্তিকে হাত নাড়তে দেখলাম। আল-আতরেব যে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ভূতের নগরীতে পরিণত হয়নি, কিছুটা জীবনের চিহ্ন যে এখনো এখানে আছে, তার প্রমাণ বলতে এটুকুই। আর আরেকটা জিনিস, কাছেই কোথাও চলছিল অবিরাম বোমাবর্ষণ।

সারাকেবে ফেরার জন্য গাড়িতে চড়লাম। আমাদের সঙ্গে একজন কমান্ডার ছিলেন। তিনি গাড়ির পেছনে আমার বাঁ পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর রাইফেল তুলে নিলেন এবং এতে গুলি ভরতে শুরু করলেন। আমি কেঁপে উঠলাম। তারপর তিনি একটা গ্রেনেড বের করলেন এবং ডান হাতে সাবধানে সেটাকে জড়িয়ে রাখলেন। এই সবুজ গোলাকার বস্তুটি আমাকে আরেকবার কাঁপিয়ে দিল। আমি মুহূর্তের জন্য একে ছুঁয়ে দেখলাম। আমরা একটা বিপজ্জনক এলাকা পাড়ি দিচ্ছিলাম। কমান্ডার শক্ত হাতে গ্রেনেডটা ধরে রাখলেন এবং গাড়ির জানালার সঙ্গে তাঁর রাইফেলটা চেপে রাখলেন। আমি লক্ষ করে দেখলাম, কীভাবে একটা সতর্ক নেকড়ের মতো তাঁর দৃষ্টি পুরো রাস্তাটার ওপর বিছিয়ে থাকল।

'হয় সরকারি বাহিনীর কুকুরগুলো, নয়তো ফ্রি আর্মির পক্ষে কাজ করা ঠগ আর লুটেরাগুলো এ সময় বাইরে বের হয়,' তিনি বললেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি শিগগির আবিষ্কার করেছিলাম যে, 'ফ্রি আর্মি' শুনলে যে সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত একদল লোকের কথা মনে হয়, বাস্তবে মোটেও এরা তা ছিল না। বরং এরা ছিল বিপথগামী একটা দল, যাদের আচরণ ছিল আলাদা ও অদ্ভুত নিষ্ঠুর থেকে দয়াশীল, সব ধরনের মিশেল। এই লড়াকু সেনারা ছিল অতি সাধারণ লোক, যাদের রাস্তায় দেখলে আলাদা করে চেনার উপায় নেই; কিন্তু তারা বিপ্লবের চেতনা বা মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সামগ্রিকভাবে তাদের ফোকাসও নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং, তাদের নাম 'সশস্ত্র সাধারণ জনগণের বাহিনী' হওয়াটাই বেশি যুক্তিসংগত ছিল।

সামনের সিটে মায়সারাও তার বন্দুক নিয়ে সতর্ক রইল আর আমাদের ড্রাইভার একাগ্রচিত্তে সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। আমার ডান পাশে মোহাম্মদও ছিল সশস্ত্র ও তৈরি। সন্ধ্যার গাঢ় আঁধার গলে আমরা পথ চলছিলাম, উঁচু সাইপ্রেস গাছগুলো সংকীর্ণ রাস্তাটার দিকে গলা নামিয়ে দিয়েছিল। সবার দেখাদেখি আমিও সাহসী হওয়ার ভান করলাম। কিন্তু আমার সামনে বসা কমান্ডারের হাতের রাইফেল এবং এই মুহূর্তে পকেটে রেখে দেওয়া গ্রেনেডটা আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে হয়তো শেষ নিশ্বাস নেওয়ার সময় এসে গেছে। বন্দুকের মাজল ঠিক আমার দিকে তাক করা ছিল—একটা ছোট্ট, ক্ষুধার্ত মুখ আর ব্যারেলটা ঠিক যেন আমার দুই চোখের মাঝ বরাবর তাকিয়ে আছে। ট্রিগার টেনে ধরার জন্য আমার আঙুলগুলো কয়েক সেন্টিমিটার নাড়ালেই চলবে। তারপরই জীবনপ্রদীপ নিভে গিয়ে নেমে আসবে অকূল আঁধার। হঠাৎ কমান্ডারের কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠলাম এবং বাস্তবে ফিরলাম।

'আমরা সবাই এখানে আছি। কেউ আপনার একটা চুলও স্পর্শ করতে পারবে না।'

সারাকেবের দিকে যেতে যেতে আমার মনোযোগ সরানোর জন্য কমান্ডার আমাকে একটি কাহিনি শুনিয়েছিলেন।

'...আমরা তাকে ছয় দিন পর পেয়েছিলাম,' তিনি বললেন। 'জঙ্গলের মধ্যে পড়ে ছিল। ২০১২ সালের ২৪ মার্চ নিখোঁজ হয়েছিল, যেদিন সারাকেবে আর্মিরা আক্রমণ চালিয়েছিল। তার হাত-পা বাঁধা ছিল এবং একটা ঢিবির ওপর পড়ে ছিল। তার থেকে একটা মারাত্মক দুর্গন্ধ আসছিল। দূর থেকে তার শরীরটাকে মনে হচ্ছিল মাটিতে পড়ে থাকা একটা পচা পাপোশ, কিন্তু আসলে সেটা ছিল আববুদ পরিবারের জোয়ান ছেলেটির গলিত লাশ। তার ঘাড়ে একটা গভীর ক্ষত ছিল। চারপাশে বিপুল রক্ত জমাট বেঁধেছিল। তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পশুর মতো জবাই করা হয়েছিল। তার কাপড় ছিল অক্ষত, শুধু সেগুলোতে অনেক ধুলা জমে ছিল। সারাকেবে আর্মি আক্রমণের পর সে-ই ছিল প্রথম শহীদ। আমরা ভেবেছিলাম, অন্যদের মতো তাকেও হয়তো আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু আসলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের কাছে সে মৃত্যুর পরও ছয় দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল, হয়তো এটাই সান্ত্বনা।

'আমি নিশ্চিত তাকে গোপনে ধরা হয়েছিল। ওই দিন তার সঙ্গে তার বন্দুক ছিল না, সেটা সে ঘরেই ফেলে গিয়েছিল। সে বাইরে গিয়েই নিখোঁজ হয়ে যায়। তার অস্ত্রটা সঙ্গে থাকলে তাকে ধরা এত সহজ হতো না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, তাকে কৌশলে বাইরে নেওয়া হয়েছিল। তার ঘাড়ের ক্ষতটা পেছন থেকে আঘাত করে করা হয়েছিল। তার গায়ের কাপড় ছিল একেবারে নতুন।

'শহর আক্রমণের কিছুক্ষণ পরই আর্মিরা সরে গিয়েছিল। তারা আমাদের বোকা বানিয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক সৈন্য রয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল শনিবারের দিন। তারপর তারা মঙ্গলবারে ফিরে এসেছিল তাফতানাজ ও জারজানাজ দখলের আশায় এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলে নির্যাতন ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। জারজানাজের ৭০টি আর সারাকেবের ১০০টি ঘরে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ট্যাংক নিয়ে তারা প্রবেশ করে এবং বিল্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে সেগুলো চালিয়ে দেয়। তারা চলে যাওয়ার পর সারাকেবেকটা ধ্বংসস্তূপের ঢিবিতে পরিণত হয়।

'সেদিন তারা আমাদের কিছু দক্ষ যুবককে হত্যা করেছিল। সাদ বারিশকে তার বিছানায় পাওয়া গিয়েছিল হাতে ও পায়ে শ্র্যাপনেল বিদ্ধ অবস্থায়। সে সময় বাসায় তার বোন ও বোনের ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। তারপর তার বোনের ছেলে উদয় আল-আমরকে তার মায়ের আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছিল। তারপর মামা-ভাগনে দুজনকে টেনে রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল। শ্রাপনেলের আঘাতে জর্জরিত সাদ অমানুষিক চিৎকার করছিল, কিন্তু তারা এতে কান দেয়নি। বরং তাদের দুজনকে টেনে নিয়ে যেতেই থাকে। তারা সারাকেবের রাস্তা দিয়ে ততক্ষণ তাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়েছে, যতক্ষণ না তাদের চামড়া ছিলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তারপর তারা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গিয়েছিল।

'উদয়ের মা চিৎকার করতে করতে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন। তারা তাঁকে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তারপর তারা সেখান থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পর আমরা গুলির শব্দ পেলাম। উদয়ের মা প্রথমে দৌড়াচ্ছিলেন। পরে হামাগুড়ি দিয়ে গুলির শব্দের উৎসের দিকে যেতে লাগলেন। আমরা সাদ ও উদয়কে দেয়ালে ঝোলানো অবস্থায় পেয়েছিলাম। তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র গুলির চিহ্ন ছিল। এমনকি সাদের সদ্য জখম হওয়া হাত ও পা-ও বাদ দেয়নি।

'কিছু সময় পর আরেকদল সৈন্য সেই মায়ের বাড়িতে এসেছিল তাঁর দ্বিতীয় ছেলেকে ধরার জন্য। এক ছেলেকে তাঁর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পর তাঁর দ্বিতীয় সন্তানটিকেও তারা নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা ছিল ক্ষুধার্ত, তাই তাঁকে তাদের জন্য রান্নাও করতে হয়েছিল। একজন তাঁকে ধমকে উঠলে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমার বাড়িতে এসে, আমার খাবার খেয়ে, আমাকেই ধমকাচ্ছ?" সেই সৈন্য ধমকানো বন্ধ করল এবং তার কমরেডকে বলল, যেন মহিলাটির কোনো ক্ষতি করা না হয়। তবে তারা দ্বিতীয় ছেলেকে ছাড়ল না। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। যখন তারা চলে যাচ্ছিল, ওই সৈন্যটিকে মায়ের কান্নার সামনে অসহায় ও দুঃখী মনে হচ্ছিল। তিনি তাদের পা ধরে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছিলেন। তবু তারা তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরে ফিরিয়ে তারা দিয়েছিল বটে, তবে মৃত অবস্থায়।

'তবু বিপ্লবীরা হাল ছাড়েনি। তারা নির্যাতন, বোমাবাজি বা হত্যাকে ভয় পায় না এবং নিজেদের পরিবারকে রক্ষার সংগ্রামও তারা বন্ধ করেনি, এমনকি গুলিবিহীন অবস্থায়ও। বিপ্লবীদের মধ্যে ছয়জন অস্ত্রহীন অবস্থায় ফাঁদে পড়েছিল, আর্মিরা তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। যে ঘরটাতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ঘরের বৃদ্ধ মালিকটিকেও তারা হত্যা করতে যাচ্ছিল। যদিও তিনি ছিলেন একজন অতিশয় বৃদ্ধ লোক। সে সময় ওই বৃদ্ধ লোকটির স্ত্রী তাদের পায়ে পড়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের পায়ে চুমো দিচ্ছি। ভিক্ষা চাইছি বাবারা, তাকে মেরো না...তোমাদের পায়ে পড়ি...দয়া করে তাকে ছেড়ে দাও...সে খুবই নিরীহ...সে কিছুই করেনি।" তারা তাঁকে প্রাণে মারেনি ঠিকই, কিন্তু মারাত্মকভাবে পিটিয়ে আহত করে এবং রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। তারপর ওই ছয় বিদ্রোহীকে—যাদের সবার বয়স ছিল বিশের কোঠায়—তাদের ধরে নিয়ে একটা দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে বসিয়ে গুলি চালায়। তারপর এমনভাবে সে স্থান ত্যাগ করে, যেন কিছুই হয়নি।

'পরের দিন তারা সারাকেবের রাস্তায় টহল দেওয়া শুরু করে। তারা মোহাম্মদ আব-বুদকে রাস্তার মাঝখানে আটকায়, তার পিঠে গুলি করে এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার ভাই জুহাইরকে গ্রেফতার করে। সেদিন তারা মোহাম্মদ বারিশকেও হত্যা করে, যাকে আমরা পূর্বে "মোহাম্মদ হাফ" নামে উল্লেখ করেছি। কারণ এই নামেই সে সবার কাছে পরিচিত ছিল। তারা তার (হাফ) সামনে আসার সাহস পায়নি। কারণ সে ছিল বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং সারাকেবের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাটালিয়নের হাফ কমান্ডার। তাকে হত্যার জন্য একটা হেলিকপ্টার সকাল থেকে আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরছিল এবং বন্দুক হাতে প্রস্তুত সেনারা তাতে বসা ছিল। সেই সঙ্গে তাদের সমর্থনে মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল "বিএমপি" সজ্জিত সৈন্যদের একটি গাড়ি, যা অবিরাম চারদিকে গুলিবৃষ্টি করে যাচ্ছিল। যখন তারা তাকে মেরে ফেলল এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলো যে সে বেঁচে নেই, কেবল তখনই তারা তার মৃতদেহের কাছে গিয়েছিল এবং নেচে-গেয়ে লাফিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। তিন মাস ধরে নির্যাতন চালানোর পর, জুহাইর আব-বুদকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর কিছুদিন পরই সারাকেবের রাস্তায় হাঁটার সময় স্নাইপারের বুলেটে তার মৃত্যু হয়।

'তারা আমাদের ওপর সাময়িক বিজয় লাভ করেছে। আমরা গুলি চালিয়েছি কালাশনিকভ দিয়ে, আর তারা জবাব দিয়েছে ট্যাংকের গোলা আর বিমান থেকে ফেলা বোমাবারুদ দিয়ে। কিন্তু তারপরও আমি বলব, এটা শুধুই তাদের একটা "সাময়িক" বিজয়।'

এখানেই কমান্ডারের কাহিনি শেষ হলো। কারণ আমরা সারাকেবে প্রবেশ করেছিলাম। তবে এটা জানিয়ে রাখি, তাঁর বলা শত কাহিনির মধ্যে আমি কেবল এই একটাই লিখতে পেরেছি। যখনই আমি আমার এই প্রথম সীমান্ত পার হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের টুকরো টুকরো স্মৃতি আমার মনে ভেসে ওঠে। যেসব নারীর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, যেসব তরুণ যোদ্ধা আমাকে তাদের কাহিনি শুনিয়েছে, তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সীমানা পেরোনোর সময়কার ওই অনিশ্চয়তা যেন এখনো আমার মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কীভাবে আরেকটা দেশের সীমানা পেরিয়ে আমি আমার মাতৃভূমিতে প্রবেশ করেছিলাম! আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল একগুচ্ছ জলপাইয়ের বাগান। যত জায়গাতে আমি গাড়িতে করে গিয়েছি, সর্বত্র দেয়ালে আঁকা বিপ্লবী পোস্টার ও পতাকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লোকজনের ক্লান্ত দৃষ্টি আমাকে ব্যথিত করেছে। রাতের চাদর মাড়িয়ে আমাদের গাড়ি যখন চলছিল, তখন রাস্তার বেশ কিছু জায়গায় আমাদের ফ্রি আর্মির চেকপোস্ট পার হতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছিল। এই রোডব্লকগুলো বেশি বড় ছিল না এবং বিপ্লবীরাও পরস্পরের চেনা-জানা বলে মনে হচ্ছিল; পূর্ণ ও আংশিক স্বাধীন সব অঞ্চলে একই অবস্থা ছিল।

একদিন আমরা গাড়িতে রওনা দিলাম বিনিশের উদ্দেশে। আমাদের লক্ষ্য ছিল দুটি—পথে যেতে যেতে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সিরিয়ার দাবিতে মিছিলে যোগ দেওয়া এবং পরে একটা বিপ্লবী ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আমি ওই ব্যাটালিয়নের সঙ্গে দেখা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম। তারা ছিল সিরীয় সমাজের একটি বিচ্ছিন্ন অংশের প্রতিনিধি। তারা কারা এবং কী চায়, কেন তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে এবং কীভাবে তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—এসব জানা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাহলেই দেশের ভেতরকার অবস্থা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। তার চেয়েও বড় যে বাস্তবতা, সেটি হলো তাদের সামরিক সহায়তা ছাড়া ইদলিব প্রদেশের গ্রামগুলোতে প্রবেশ করা খুবই কঠিন।

বিনিশ শহরের দিকে যাওয়ার পথে আমরা একটা গ্রাম পার হলাম। সেখান থেকে একদল যুবকসহ আরেকটি গাড়ি আমাদের সঙ্গ নিল। তারা আলেপ্পোর দিকে যাচ্ছিল। তাদের বেশির ভাগের বয়স ছিল বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। আমাদের চলার মধ্যেই চারদিক থেকে বোমা ফাটার আওয়াজ হচ্ছিল, মাঝেমধ্যে বিমানের শব্দও পাচ্ছিলাম। মায়সারা ও মোহাম্মদ আমাকে দ্রুত আশ্বস্ত করল যে আমরা নিরাপদ আছি, কিন্তু তখনো আমরা নিরাপদ এলাকা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিলাম।

বিনিশের র‍্যালিতে একজন নারীও ছিল না। সব ব্যানারে কালেমা তাইয়েবা লেখা ছিল। হাজার হাজার পুরুষের সমুদ্রে আমার নিজেকে ভীষণ একা মনে হলো; তারা খুবই অসন্তুষ্টভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, পর্দাহীন নারী হিসেবে। যদিও রক্ষণশীল মফস্বল শহরগুলোতে বেশির ভাগ নারীই হিজাব পরে থাকে, তবে হিজাব ছাড়া নারীও সেখানে রয়েছে। মূলত, যুদ্ধের ও ISIS-সহ অন্যান্য সামরিক বাহিনী আসার আগে সিরিয়ায় মাথা না ঢাকা নারীদের হরহামেশাই চোখে পড়ত এবং এটা স্বাভাবিক ছিল।

কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও যখন আমাকে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, তখন তারা আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছিল। তারা স্লোগান ও হাততালি দিয়ে মিছিলটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং একজন শায়খ বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমাদের যেহেতু মিছিলের সঙ্গে শহরের বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না, আমি তাই এই সুযোগে নিজেদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘরের সিঁড়িতে বসে র‍্যালি দেখা কয়েকজন নারীর সঙ্গে কথা বলে নিতে চাইলাম।

'আমরাও একসময় এই র‍্যালিতে অংশ নিতাম,' একজন মহিলা আমাকে বললেন। 'কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। বোমা আর স্নাইপারের ভয়ে কোনো পুরুষ আমাদের নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না।'

বিনিশের মাটি স্বাধীন হলেও আকাশ স্বাধীন হয়নি। বিমান আর ট্যাংকের অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বিনিশের আকাশকে ব্যস্ত রেখেছিল। সিরিয়ান আর্মি মাটিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াইয়ে বেশ কয়েকবার হারের পর আর শহরে ঢোকার সাহস করেনি। তাই তারা রাতে এবং ভোরে আসত, বোমা ছুড়ত তারপর পালিয়ে যেত। যারা মারা যেত, তাদের বেশির ভাগই ছিল নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। আর স্থানীয় ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর লড়াইও অবিরাম চলছিল।

'এটাই আমাদের ভাগ্য'—আমি বেশ কয়েকজন যুবককে বলতে শুনেছিলাম।

***

ওই সন্ধ্যায় আমাদের একটি ডিনারের দাওয়াত ছিল। মিছিল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি মাথায় একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমি অহেতুক আমার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু যখন আমি দাওয়াতে পৌঁছালাম, তখন আমার মাথায় স্কার্ফ ছিল না। বিপ্লবীদের অনেকেই আমার সঙ্গে হাত মেলায়নি। আমরা খুবই জরুরি ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বললাম এবং তারা আমাকে এটাও জানিয়েছিল যে এমন অনেক বিপ্লবী দল আছে, যারা আমি যথাযথভাবে পর্দা না করা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবে না। তবে কেউই ইসলামিক স্টেট গঠনের বিষয়ে কোনো কথাই বলল না। আমরা একটা সাধারণ রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেই আলাপ করলাম। সে সময় উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়নের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। সত্যিকার অর্থে উগ্র মনোভাবাপন্ন ব্যাটালিয়নের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং তারা ততটা বিস্তৃতও ছিল না। আগস্ট মাসে আমার এই সফরের মাত্র কিছুদিন আগেই তারা আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু প্রতিটা বড় ধরনের গণহত্যার পর তারা সংখ্যায় বাড়তে লাগল। সে সময় সারাকেবের ৭৫০ বা এই সংখ্যক যোদ্ধার মধ্যে মাত্র ১৯ জন ছিল আরব মুজাহিদিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল জলপাই বনে অবস্থিত একটি লুকানো ঘরের মধ্যে এবং আয়োজকেরা আমাদের তাদের সেরা আপ্যায়নটাই করেছিলেন। গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন ত্রিশোর্ধ্ব একজন যুবক, খুবই সুদর্শন ও শান্ত ব্যক্তি, বিনিশ শহরের স্থানীয়। তার এবং তার অনুসারী যোদ্ধাদের কোমল আচরণ ও মুক্ত চিন্তাধারা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। সে সন্ধ্যায় আমাদের আলোচনা ছিল বেশ কিছু বিষয়কে ঘিরে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা এবং তা সমাধানে চাপ অব্যাহত রাখা এবং একটি সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ এড়ানো কতটা জরুরি তার বিশদ ব্যাখ্যা।

'সরকারি বাহিনীর নৃশংসতার জবাবে জনগণও ধীরে ধীরে সহিংস হয়ে উঠছে,' তাদের একজন বলল, 'কিন্তু সেটা এখনো কম, বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।'

কিছুদিন পর ওই একই লোক আমাকে আরও কিছু কথা বলেছিল। সে বলেছিল কীভাবে সরকার ধর্মীয় ব্যবধানকে পুঁজি করে লোকদের উসকে দিচ্ছে। 'কিছুদিন আগে গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে একজন আলায়ি যুবককে হত্যা করা হয় এবং আমরা এর প্রতিবাদ করি। সরকার যে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে, তা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তারা চায় সুন্নিরা আলায়িদের আক্রমণ করুক। এটা এখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না, এতে যদি আমাদের প্রাণও যায়, পরোয়া নেই। কিন্তু যদি কারও পুরো পরিবারকে মেরে ফেলা হয় এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ ও ক্রোধ জন্ম নেবে, তার সঙ্গে আমরা লড়ব কী করে? এ ধরনের ক্ষোভ সময়ের সঙ্গে মুছে যায় না, বরং তীব্র হয়!'

এই যুবককে কয়েক মাস পর কিছু মুখোশধারী ব্যক্তি হত্যা করে, যারা সিরীয় ছিল না।

***

সেদিনের রাতের খাবারে বসে এবং পরে যতক্ষণ আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, পুরোটা সময়ই আমি ফ্রি আর্মির পক্ষ হয়ে কিছু দলের লুটতরাজের ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনেছিলাম। আবার কিছু স্বতন্ত্র ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে কিডন্যাপিংয়ের ঘটনাও ঘটছিল। তারা আমাকে বলল যে যদিও এসব ঘটনার বেশির ভাগই ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের সহায়তাস্বরূপ, তারপরও মাঝেমধ্যে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এরূপ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘটনা ঘটত। শুরুর দিকে ততটা জোরালো না হলেও পরে এসব ঘটনার ব্যাপকতা বেড়ে গিয়েছিল। আমি যাদের অতিথি ছিলাম, তাদের দ্বারাও এমন কিছু 'ভুল' ঘটনা ঘটেছে বলে তারা স্বীকার করল। সেই সঙ্গে কীভাবে তারা সে ভুল শুধরে আবার বিপ্লবের সঠিক ধারায় ফিরে এসেছে, তা-ও বলল। সম্ভবত এই দলটি ইদলিব, আলেপ্পো ও হামা নিয়ে গঠিত সমগ্র উত্তর সিরিয়ার বিপ্লবী মতাদর্শের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ এমন অনেক দল আছে উত্তর সিরিয়ায়, যারা মনে করে বিপ্লবকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা আর কখনো সম্ভব নয়। যদিও আমি যতগুলো ব্যাটালিয়নের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা সবাই আমাকে উপরিউক্ত দলের মতো একই কথা বলেছিল।

তাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে অর্থ ও অস্ত্রের জোগান এই দলগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা। অনেকবারই আমি পরাজিত বা আহত যোদ্ধাদের বলতে শুনেছি যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ছিল না। কিন্তু নব্য উগ্রপন্থী গ্রুপগুলো ছিল যথেষ্ট সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত। সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করা এই গ্রুপগুলো, যাদের উগ্রপন্থী বলা হচ্ছিল, নির্দিষ্ট কিছু রাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছিল। উত্তর সিরিয়ায় ছড়িয়ে থাকা বিপ্লবী দলগুলোর প্রায় সবাই একই কথা বলেছিল যে অর্থাভাবে ভোগা দরিদ্র সেনারা উগ্রপন্থী দলগুলোর সংস্পর্শ এড়াতে সম্ভাব্য সবকিছুই করছিল, যেমন তাদের জিনিসপত্র বেচে দেওয়া। তারা এমনভাবে একে অন্যকে সাহায্য করছিল, যেন তারা একই পরিবারের সদস্য এবং কখনো কখনো তারা তাদের স্ত্রীদের গয়নাও বিক্রি করে দিত।

আমার উপস্থিতিতে একবার এক গ্রুপ কমান্ডার রাইফেল কেনার জন্য চাঁদা তুলছিল। তখন একজন মহিলা তার বিয়ের আংটি খুলে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কমান্ডার সেটি নিতে রাজি হননি। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'যদি আমরা এতটা নিচে নেমে যাই, তাহলে আমাদের সঙ্গে মন্দ লোকের পার্থক্য কী থাকবে? আমরাও তো তাহলে বাশার আল-আসাদের মতোই পাষণ্ড বলে পরিচিত হব।' তিনি অনেক ক্রুদ্ধ ও হতাশ ছিলেন। আরও বড় পরিসরে ক্যাম্পেইন চালানোর মতো যথেষ্ট হাতিয়ার তাঁর ও তাঁর দলের কাছে ছিল না। তাঁরা লড়াইটা আলেপ্পো থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায় অসহায় বোধ করছিলেন এবং তাঁদের কোনো ব্যাকআপ ছিল না। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ব্যবসা চালু রেখেছিল, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ এসব দলকে সুসজ্জিত করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি বা একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একতাবদ্ধ 'কমান্ড স্ট্রাকচার' গঠনেও তাদের কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয় বিরোধী দল এই যুদ্ধে নিজেদের জড়ায়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা বিপ্লবী দলগুলোর চেয়ে সব অর্থে দুর্বল ছিল। তারা এমনকি জনগণের দুর্দশা লাঘবেরও কোনো চেষ্টা করেনি। বরং আসাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, তা মাঝেমধ্যে তাদের বিরুদ্ধেও শোনা যেত।

'এ রকম বোমাবর্ষণ ও বন্দীদশা চলতে থাকলে, ক্ষুধা-স্নাইপার-গ্রেফতারের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে যেতে হলে, একসময় সবাই ওই ইসলামিস্ট দলে যোগ দিয়ে হাতিয়ার তুলে নেবে,' কমান্ডার আমাকে বললেন।

আমি জানতে চাইলাম, 'সরকার কি এটাই চায়?'

'ওই শালার নেতাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুন! বিরোধী দলের বড় বড় নেতারা, কথায় কথায় যারা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুলি আওড়ায়—কোথায় এখন তারা?' তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়েছিলেন। 'সিনিয়র নেতারা তুরস্কে কী করছে? আসল যুদ্ধের ময়দান তো এটা! আমরা প্রতিদিন মরছি, আর মরতেই থাকব। প্রাণ ছাড়া দেওয়ার মতো তো আমাদের আর কিছুই নেই, কিন্তু তবু আমরা রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাব। এতে হয়তো আমরা মরে যাব, কিন্তু আমাদের সন্তানেরা এই আসাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়বে, দরকার হলে তাদের সন্তানেরাও। আর এই অবস্থায় বাকিরা সব কোথায়?'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর সৈন্যরা যখন আমাকে তাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা জানাচ্ছিল সে সময় কাছেই কোথাও বড় ধরনের বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। আমরা ১০ জনের মতো ছাদের বারান্দায় বসা ছিলাম এবং জলপাই বাগানের মধ্য দিয়ে সামনে তাকিয়ে ছিলাম। চাঁদের আলো এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে তাতে আমরা আমাদের চারপাশের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎই যেন পুরো আকাশ জ্বলে উঠল।

'তাফতানাজের ওপর এই বোমাবর্ষণ চলছে,' কেউ একজন বলেছিল। তারপর তারা আবার স্বাভাবিক কথাবার্তা আরম্ভ করল এবং আমাকে খাওয়া না থামাতে অনুরোধ করল। তবে আমি আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। আমি নীরবে আমার খাওয়া শেষ করলাম এবং সে সময় আমার হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সেদিন আপনি চলে যাওয়ার পর তারা আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছিল। আল্লাহর শুকরিয়া যে আপনি সেদিন সময়মতো বেরিয়ে গিয়েছিলেন'—পরে তাদের একজন আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল।

***

সারাকেবে ফিরে আমরা ছিলাম ভীত-আতঙ্কিত অবস্থায়, চারপাশে শুধু গোলাবারুদের শব্দ হচ্ছিল। সেদিন ভোর পাঁচটা থেকে আমরা এভাবে বসে ছিলাম। দিনে বোমাবাজির কোনো নির্দিষ্ট ধরন না থাকলেও রাতের একটা রুটিন ছিল। প্রতি আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পরপর কোথাও একটা করে বোমা ফেলা হতো। গত তিন দিনে ১৩০টির মতো বোমা ফেলা হয়েছে। মায়সারার স্ত্রী মানাল বলল, যেদিন থেকে বিপ্লব শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা একটা রাতও শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি। সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা হয়তো তারা একটানা ঘুমাতে পারে, তারপর আবার জেগে ওঠে। তাদের চোখ সারাক্ষণই জ্বলজ্বল করে।

সেদিন ভোরেই বোমাবর্ষণ শুরু হলে আমি দ্রুত আলা ও কুহাকে নিয়ে মাটির নিচের আশ্রয়কক্ষে চলে গেলাম। আলা আমার কোমর জড়িয়ে রেখেছিল, আর রুহা আমার হাত। ওদের নিয়ে আমি খুবই ধীরে নামছিলাম, কারণ ওরা যেভাবে আমাকে ধরে রেখেছিল, তাতে একটা অসতর্ক পদক্ষেপে আমাদের তিনজনেরই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আশ্রয়কক্ষটি মূলত ছিল বাড়ির স্টোররুম। এর একটা দরজা প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করা ছিল। কারণ, একবার নাকি গোলার একটা টুকরো আকাশ থেকে পড়েছিল, মানাল আমাকে এমনটাই জানিয়েছিল। বেশির ভাগ নারী ও শিশুই এখানে আশ্রয় নিত, ছেলেদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। যুবক ও তরুণেরা ওপরেই থাকত বৃদ্ধাদের সঙ্গে।

আয়ুশির বোন, বাড়ির বড় মেয়েটি বলল, 'বয়স্ক বৃদ্ধারা নড়াচড়া করতে পারেন না। আর তাঁদের নিচে নামিয়ে আনা অনেক সময়ের ব্যাপার, ততক্ষণে গোলার আঘাতে সবার মারা পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই তাঁরা তাঁদের কক্ষেই থাকেন। যখন বোমাবাজি বন্ধ হয়, আমরা মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে কারও না কারও মৃত্যুসংবাদ শুনতে পাই। বৃদ্ধারা সে সময় তাঁদের কক্ষের জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি আসার তিন দিন পর তাদের দাদির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, এর আগ পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন এবং আমার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। পরে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

আশ্রয়কক্ষে নামার পর আলা, রুহা ও তাদের ছোট্ট বোন তালা নিজেদের মধ্যে খেলা আরম্ভ করে দিল এবং নারা ধরনের মিসাইল ও রকেট নিয়ে কথা বলা শুরু করল। আলার হাতে একটা শ্র্যাপনেলের টুকরো ছিল, যেটা সে স্যুভেনির হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল।

আশপাশের ঘর থেকেও অনেকে এই আশ্রয়কক্ষে এসে জমা হয়েছিল। অনেকের বাড়িতেই এমন আশ্রয়কক্ষ ছিল না। যে পরিবারের বাড়ি স্নাইপারের সরাসরি লক্ষ্যভেদের মতো জায়গায় অবস্থিত, তারাও এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি তাদের বাড়ি দেখেছি—প্রতিটি দেয়ালে অজস্র বুলেটের গর্ত। সে বাড়ির কর্ত্রী আমাকে জানিয়েছিলেন, যখনই তাঁর এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার প্রয়োজন হতো বা বাড়ির উঠান পার হওয়ার প্রয়োজন পড়ত, তিনি কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্নাইপারকে লক্ষ করতেন, কিন্তু এমন ভান করতেন যেন তিনি তাকে দেখতে পাননি। তারপর দৌড়ে গিয়ে পানি পান করতেন বা বাচ্চাদের খাবার দিতেন বা টয়লেটে যেতেন।

'মনে হচ্ছিল, আমি যেন ওই শুয়োরের বাচ্চাটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি,' তিনি হাসতে হাসতে বলছিলেন। তার পরনে ছিল একটা গোড়ালি অবধি লম্বা প্রিন্টেড জামা এবং মাথায় একটা ফুলেল স্কার্ফ। এখানকার সব নারীই লম্বা জামা পরেন, তবে তার জামাটা অন্যদের তুলনায় এবং তার বর্তমান অবস্থার হিসেবে একটু বেশিই রংচঙে ছিল।

সেদিনটাও অন্যান্য দিনের মতোই কাটল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝে শব্দ বলতে ছিল শুধু বোমা পড়া আর স্নাইপারের বুলেটের। ওই নারীর ছোট ছেলেটি তার মায়ের জামার কোণ ধরে দোল খাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার হাত মুখে পুরে কান্না জুড়ে দিল।

'ভয় পেয়ো না, বাছা! যখন বোমা পড়ে, তখন অন্তত স্নাইপারের বুলেট চলে না। তখন তুমি খেলতে পারবে,' তার মা তাকে বলছিল। তার মুখে হাসি ছিল এবং সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। সে তার ছেলেকে এক হাতে তুলে নিল এবং বাতাসে ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল। সে সময় আমরা তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। বাড়িটা ছিল খালি, শুধু একটা রুমের মেঝেতে একটা মলিন কার্পেট বিছানো ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নতুন আরেকটি প্রতিবেশী পরিবারও আমাদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। আলাই প্রথম তাদের দেখতে পায় এবং বলে, 'ওদের মা আমাদের পক্ষে, কিন্তু বাবা বাশারকে সমর্থন করে। আমার বাবা হলো বিপ্লবীদের পক্ষে। আর ওই মেয়েরাও তাদের বাবার মতো বাশারকেই সমর্থন করে, তার মানে ওরা আমাদের দলের নয়, কিন্তু তবু তারা এখানে আশ্রয় নিতে পারে, যাতে বোমায় মরে না যায়।'—ছোট্ট মেয়েটি আমাকে বোঝাচ্ছিল।

পুরো পরিবারে এই ছোট্ট আলাই ছিল আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তার গায়ের চামড়া ছিল মসৃণ আর তার বাদামি চোখের মতো চোখ আমি আর কারও দেখিনি। আলা সব সময় যেন লাফিয়ে চলত। প্রতি ঘণ্টায় একবার করে চুল আঁচড়াত আর তার পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে চুলে ফুল গুঁজে রাখত। সে সারাক্ষণ সবার ওপর নজর রাখত এবং প্রতিবার আশ্রয়কক্ষে আশ্রয় নেওয়ার সময় মনে হতো, সে যেন একটু বড় হয়েছে। সে তার ছোট বোন তালারও অনেক যত্ন নিত। তালা ছিল কিছুটা মানসিক বিকারগ্রস্ত, যার কারণ ছিল সীমাহীন ভয় ও উদ্বেগ। আশপাশের সব বাচ্চার প্রতিই সে ছিল সহানুভূতিশীল, কিন্তু তাদের কাউকে আমার কাছে ঘেঁষতে দিত না। আশপাশের বিভিন্ন প্রতিবেশীর মৃত্যু বা গুম হয়ে যাওয়ার খবর প্রথমে আমি তার কাছেই শুনতাম।

কিছুক্ষণের জন্য বোমার শব্দ থামলে সে তালার হাত থেকে তার স্যুভেনিরটা (শ্র্যাপনেলের টুকরো) নিয়ে নিল এবং শান্তভাবে বলল, 'ছোট বাচ্চাদের বোমা নিয়ে খেলতে হয় না।' যদিও সে নিজে ছিল মাত্র সাত বছরের মেয়ে, কিন্তু যখনই আবার বোমা পড়া শুরু হলো, সে দৌড়ে গিয়ে তার ছোট বোনকে শক্ত করে জড়িয়ে বসে রইল।

আশ্রয়কক্ষের এক কোনায় নিজের সন্তানদের নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা এক নারী এ সময় বলে উঠল, 'বাশারের লোকেরা সবাই লুটেরা—তা সে সৈন্য হোক, গুপ্ত পুলিশ হোক বা "শাবিহা" নামের সশস্ত্র সেনাদলের সদস্য হোক। তারা ট্রাকভর্তি অস্ত্র নিয়ে আসে, লোকদের নির্বিচারে হত্যা করে, তারপর আমাদেরই সম্পদ দিয়ে সে ট্রাক ভর্তি করে চলে যায়। তারা আমাদের সন্তানদের মেরে ফেলছে, আমাদের সম্পদ লুট করছে, তাতেও তাদের ঝাল মিটছে না। তারা আমার ওয়ার্ডরোব থেকে সব কাপড় নিয়ে উঠানে ছুড়ে ফেলেছে এবং তাতে মলমূত্র ত্যাগ করেছে; এমনকি আমার পুরোনো বিয়ের কাপড়টাকেও রেহাই দেয়নি।' বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলেছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার কাছে প্রায় ৪০ বছর বয়সী এক নারী বসে ছিলেন, যিনি ১০ বছরের একটি ছেলের পিঠ মালিশ করে দিচ্ছিলেন। একমাত্র এই ছেলেই তার কাছে ছিল, কিন্তু সে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। সে কথা বলত না, তার গাঢ় নীল চোখগুলো সব সময় জ্বলজ্বল করত।

সিরিয়ায় থাকাকালে আমি অনেক বোবা শিশুকে দেখেছি। এই ছেলের চেহারা ছিল খুবই সুন্দর, কিন্তু তার খোলা মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরত। মহিলাটি আমাকে জানালেন, তাঁর আরও দুটি ছেলে ছিল। তাদের একজনকে তাঁর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি যখন তার কাহিনি আমাকে শোনাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ সরাসরি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেগুলোতে কোনো পানি ছিল না। তিনি বলেছিলেন, তিনি এখন আর কাঁদেন না।

তিনি বলেছিলেন, 'যারা সর্বপ্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, আমার ভাই ছিল তাদের একজন। তাকে এখানকার সবাই "মোহাম্মদ হাফ" নামে চেনে। সে সারাকেবের একজন "আদর্শ নায়ক"।' তাঁর কথা শুনে আমার কমান্ডারের বলা কাহিনি এবং সারাকেবের দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতির কথা মনে পড়ল।

'তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছিল, কিন্তু হঠাৎ সরকারি বাহিনী তাদের ওপর বোমা ফেলতে শুরু করে এবং সবার চোখের সামনে নয়জন যুবককে হত্যা করে। আমার ভাই তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছে। আমরা তো প্রতিদিনই মরছি, কিন্তু আমার ভাই আমাকে বলেছিল, "মরবই যখন তখন কাপুরুষের মতো নয়, যে মৃত্যু আমাদের শোভা পায়, সেভাবে মরব।" তারা আমার সেই ভাইকেও হত্যা করেছে। যখন আমরা পালানোর চেষ্টা করছিলাম, তখন তারা আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।' মহিলাটি বলে চললেন।

'আমার দুটি ভাইকে তারা হত্যা করেছে এবং আমার ছেলেকে আমার আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছে। কত তাদের পায়ে পড়ে ভিক্ষা চেয়েছি, তারা কর্ণপাতও করেনি। আমার দ্বিতীয় ছেলেটি বেঁচে আছে বলে শুনেছি, কিন্তু সে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছে। কোথায় আছে, জানি না। সব গিয়ে আমার কাছে শুধু এই বোবা শিশুটাই বাকি আছে।' এ কথা বলে তিনি তাঁর কোলে শুয়ে থাকা অসুস্থ ছেলেটিকে দেখালেন। বাচ্চাটি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি আবার বললেন, 'আমার যে ছেলেটা যুদ্ধে গেছে, সে বলেছে, সিরিয়া মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে ঘরে ফিরবে না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারপর তিনি তাঁর বড় দুই ছেলের ছবি বের করে আমাদের দেখালেন। প্রথম ছেলেটি ১৯ বছরের, সবুজ চোখ এবং কোঁকড়া চুল। আর দ্বিতীয়টি নেহাতই ছেলেমানুষ, যার এখনো গোঁফও গজায়নি। তারপর তিনি তাঁর ভাই মোহাম্মদ হাফের একটি ছবি বের করলেন এবং উঁচুতে তুলে ধরলেন। চতুর্থবার তিনি তাঁর শহীদ ছেলেটির আরেকটি ছবি বের করলেন এবং মাটিতে মাথা ঠেকালেন।

'ওকে ওরা আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি তাকে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে মেরে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে। আমি তাদের পা ধরেছি, ভিক্ষা চেয়েছি তবু তারা আমার ছেলেকে ছাড়েনি। আমি তাদের পেছনে দৌড়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে তারা ওকে নিয়ে চলে গেছে। আমার বাচ্চাটাকে তারা কী নির্দয়ভাবে মেরেছে...'

***

সেদিন সকালে ওই আশ্রয়কক্ষটি এমনই নানা কাহিনিতে ভরে উঠেছিল। সন্ধ্যায় কয়েকটা গ্রাম ঘুরে আসার পর আবার যখন আমরা ওই আশ্রয়কক্ষে জমায়েত হলাম, তখনো এ ধারা জারি ছিল। জাবাল জাভিয়া থেকে একজন বিপ্লবী দলের কমান্ডার তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর চোখগুলো প্রাণবন্ত হলেও মুখে ছিল গাঢ় গভীর চিন্তার ছায়া, সে ছায়া অবশ্যই মৃত্যুর।

'তারা আমার ছোট ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল,' তিনি বললেন। 'প্রথমে তাকে জেলে বন্দী করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। সে সময় তারা তাকে বলেছিল যে আমাকে তারা হত্যা করেছে এবং আমার শরীর কেটে টুকরো করে পাহাড়ের মাথায় ছড়িয়ে দিয়েছে...তারপর আমার ভাইটাকে তারা জীবিত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে...

'আমরা আইন লারুজ গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামের ৬ জন যুবককে তারা হত্যা করেছে। আমার ভাইয়ের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর—যখন তারা তার গায়ে আগুন লাগিয়েছিল, তখন সে জীবিত ছিল। এ পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ১৬ জন শহীদ হয়েছে। আমাদের পরিবারের সবাই বাড়িছাড়া এবং লুকিয়ে আছে।

'বিপ্লবের শুরুর দিকে একজন আলায়ি অফিসারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল; তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। বিপ্লব শুরু হতে না হতেই আমাদের সংখ্যা প্রায় ৭০০ হয়ে গিয়েছিল। ওই অফিসার আমাদের মধ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চারজন আহত যোদ্ধাকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। শুরুতে আমি তাঁকে বিশ্বাস করতে ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু তারপর সাহস করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের সাহায্যই করেছেন।

'আমাদের যোগাযোগ হতো খুবই গোপনে। আমরা কখনো ফোনে কথা বলতাম না। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হলেন। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, তাঁকে "চেকপয়েন্ট কে"-তে বদলি করা হয়েছে, কিন্তু কেউ তাঁর ব্যাপারে কিছু জানে না। সরকার অভ্যন্তরীণ বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দিহান ছিল, তাই সব সময় অফিসারদের বদলির ওপর রাখা হতো। কিন্তু এই অফিসারটি যেন বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর আর্মি পুরো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। তখন থেকে তারা কৌশলী আচরণ করছে, আলেপ্পো থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি তারা আবার আসবে।

'যখন পর্যাপ্ত অস্ত্র থাকে না, তখন আমরা কিছু কিছু অস্ত্র নিজেরা বানাই। একবার আমরা কয়েকটা রকেট বানিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটা ছোড়ার পরই হারিয়ে যায়। আমরা একটা গমখেত থেকে সেটা ছুড়েছিলাম; এটা সোজা আকাশে ওঠে এবং গায়েব হয়ে যায়। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার মতে, সেটা ছিল একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা।' এই বলে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। 'কী দৌড়টাই না আমরা দিয়েছিলাম, একেবারে টম ও জেরির মতো! আমরা ভয় পাচ্ছিলাম এটা না আমাদের বাড়িতেই এসে পড়ে, যদিও আমরা বসতি থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে ছিলাম। অর্থাৎ এটা প্রায় ১৬ টন ওজনের হয়ে পড়তে পারে! তবে আল্লাহ সহায়, কয়েক দিন পর ওই খেতেই আমরা ওটাকে পেয়েছিলাম। আমরা যেহেতু নিজেরাই চেষ্টা করে সব শিখছিলাম, তাই ভুলবশত নিজেদেরই উড়িয়ে দেওয়ার আশঙ্কা আমাদের ছিল।' এই বলে তিনি থামলেন এবং চারদিকে তাকালেন। তাঁর চারপাশে ওই বিশাল কক্ষে আমরা ৩০-৪০ জন ছিলাম, যার মধ্যে ২০ জনই বিপ্লবী যোদ্ধা, বাকিরা তাদের পরিবার এবং অন্যান্য মেহমান এবং শব্দ বলতে শুধু বোমা পড়ার আওয়াজ।

কমান্ডার তাঁর কাহিনি আরও শোনাতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বোমার শব্দও থামছিল না। আলা অনেক অস্থির হয়ে উঠেছিল। একে তো তার ঘুমানোর সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে, আর দ্বিতীয়ত সে আমাকে তার প্রতিবেশী কয়েকজনের মৃত্যুর বিশদ বর্ণনা শোনাতে চাইছিল, যাতে আমি বুঝতে পারি তারা তার কতটা প্রিয় ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই অবশেষে যখন আমরা ওই আশ্রয়কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি তুমিও মরে যাবে?'

'না, আমি মরব না...' আমি হেসে বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে তার মাথা নাড়ল এবং বলল, 'হি হি হি, যারা মারা গেছে তারাও সবাই এ কথাই বলেছিল!'

***

পরদিন সকালে আমি ঠিক করলাম যে আলাকে আর কোনো ঘটনা বলব না। আমি মায়সারা ও মোহাম্মদকেও নিষেধ করে দিলাম, যেন তার সামনে যুদ্ধ বা মৃত্যুবিষয়ক কোনো কথা না বলে। সেদিন সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল, যেন আমার বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। আগের রাতের কমান্ডার আমাদের জাবাল জাভিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, যা উত্তর-পশ্চিম সারাকেবে অবস্থিত। যখন আমি আলাকে সে কথা বললাম, সে প্রথমে আমার দিকে পিছু ফিরল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে গুলি করার ভান করল।

'আমরা জাভিয়া পাহাড়ে যাচ্ছি', আমি তাকে বললাম। 'সেখানকার শহীদদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। তারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে এবং কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায়, তা দেখা প্রয়োজন। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে নিতে পারলে আমার খুবই ভালো লাগত, কিন্তু বাইরে অনবরত বোমাবৃষ্টি হচ্ছে, এর মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাওয়াটা খুবই বিপজ্জনক।'

'আমি ভয় পাই না!' সে বলল।

'মেয়েরা এমন জায়গায় যায় না,' তার মা তাকে বলল। আলা খুবই মজা পেয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি তাকে চোখ টিপলাম এবং কানে কানে বললাম, 'আমি তো মহিলার ছদ্মবেশী একজন পুরুষ।' আলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর সে-ও চোখ টিপল এবং তার মায়ের কাছ থেকে সরে এসে আমার কানে কানে বলল, 'আমরা রাতে কথা বলব। আজকে সারা দিন কী কী হয়েছে সব তোমাকে জানাব।' সে হাসল এবং তার পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল।

আলেপ্পো, ইদলিব ও হামাকে উত্তরে রেখে আমাদের দুটি গাড়ির দুটি দল উত্তর সিরিয়ার গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। মাথার ওপর কড়া রোদ চমকাচ্ছিল। রাস্তার বেশ কয়েক জায়গায় আমাদের চেকপয়েন্ট ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হেডকোয়ার্টারে থামতে হয়েছিল। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমি এক নতুন সিরিয়া আবিষ্কার করলাম, যার মাটি কাদা, রক্ত আর আগুনের মিশেলে তৈরি। না জানি আরও কত সারপ্রাইজ লুকিয়ে আছে আমার মাতৃভূমির বুকে! চারদিকে শুধু ধুলার রাজত্ব, বাতাসে বারুদের ঘ্রাণ আর গ্রামগুলো আশ্চর্য রকম নীরব। মনে হচ্ছিল, প্রাচীনকালের কোনো পরিত্যক্ত স্থানে এসে পড়েছি। কোনো মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া নেহাত ভাগ্যের ব্যাপার। শব্দ বলতে শুধু মাথার ওপর চক্কর কাটা বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ। তারপরও আশার বিষয় ছিল যে আমরা বোম্বিং এরিয়া থেকে দূরে ছিলাম।

ভেঙে পড়া রাস্তা, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গ্রাম, সশস্ত্র বাহিনীর রোডব্লক—সবকিছু আমার চোখে অশ্রুর বন্যা তৈরি করল, আমার দেশের এ কী অবস্থা! হঠাৎ আমার চোখের কোণে কিছু একটার নড়াচড়া ধরা পড়ল। একটা বড় খেতের শেষ মাথায়, এক জোড়া পাখি পরস্পরের গায়ে পানি ছিটাচ্ছিল। এত সবের পরও কিছু জীবন তখনো স্বাভাবিক ছিল! প্রায় দিগন্তের কাছে, পাখিগুলোর পেছনে আমি প্রায় ১৫ বছর বয়সী একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে এল এবং আমি দ্রুত আকাশের দিকে তাকালাম : কোনো বিমান তাকে টার্গেট করেনি তো? তারপর দেখলাম, সে পাশের পুকুরে তার মাথা ডুবিয়ে দিল। তার হিজাব খুলে চুলগুলো ধুয়ে নিল এবং তারপর ভেজা হিজাব দিয়ে তার মাথা-মুখ মুছে নিল।

হঠাৎ আমাদের গাড়ি সার বাঁধা কিছু মাটি-পাথরের কুঁড়েঘরের সামনে এসে গেল এবং একটা ছোট ট্রাক আমাদের পাশ কাটাল। একদল যুবতী ও তরুণী সে ট্রাকটির পেছনে বসা ছিল সূর্যের দিকে মুখ করে। তাদের চোখ ছাড়া আর সবই ঢাকা ছিল। দুপুরের কড়া রোদের সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ সুরক্ষা হিসেবে। তাদের সবার হাতেই ছিল একটা করে নিড়ানি। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, যেখানে প্রকৃতিই পুরুষের কাজ নারীর হাতে তুলে দিয়েছে, সেখানে কী করে কোনো ধর্মীয় উগ্রতার জন্ম হবে! ট্রাক একটা বড় খেতের সামনে থামল এবং মেয়েরা সবাই তাতে নেমে গেল।

ক্লান্ত গ্রামগুলোকে বড় দরিদ্র দেখাচ্ছিল। কিন্তু তাদের নামগুলো ছিল খুবই মজাদার : রাইয়্যান (মাতাল), লুফাহ, মা'সারানি (জুস বিক্রেতা), কাতরা (পানির ফোঁটা), কাফ্‌র আমিম (প্রাচুর্যশোভিত), কাতমা (খাদ্যের টুকরো) ইত্যাদি।

একটু দূরে আমরা একটা পাহাড় দেখলাম। তাল মাদরিখ গ্রামের 'প্রাচীন ইবলা রাজ্য', যেখান থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে সভ্যতার বিকাশ শুরু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছিল। একজন আমাকে বলল যে রকেটচালিত মিসাইল দিয়ে গ্রামগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। যেখান থেকে মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে, সে রকম একটা জায়গাকে এভাবে ধ্বংস করা কীভাবে সম্ভব? এখানে এবং এর আশপাশে যেখান থেকে সেই প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সিরীয় সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। তার কোনো চিহ্ন এখন নেই এবং আরামি, সেলুসি, বাইজেন্টাইন, রোমানসহ অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আলেপ্পো ও দামেস্ক, বিশ্বের প্রাচীনতম দুটি শহর। জনবসতিপূর্ণ অবস্থায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, কী আফসোস! মাঝেমধ্যে কিছু পাখির উড়ে যাওয়া ছাড়া প্রাণের আর কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছিল না।

যেহেতু আমাদের সঙ্গে থাকা যোদ্ধাদের গুলি ফুরিয়ে এসেছিল, তাই পথে আমরা গুলি সংগ্রহ করতে কয়েক জায়গায় থামলাম। ঠিক মাঝদুপুরে আমরা ওই এলাকার হেডকোয়ার্টার আহরার আল-আশায়েরে পৌঁছালাম। আমার সাথিরা অস্ত্র কিনতে ভেতরে চলে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার চেহারা কড়া রোদে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। তারা ফিরে এল। তাদের হাতের বুলেটগুলো সূর্যের আলোয় চমকাচ্ছিল। লোকেরা তাদের হাতের তালুতে বুলেটগুলো ঘষছিল এবং আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাক্সে ঢেলে দিচ্ছিল। বুলেটের পরিমাণ ছিল খুবই কম। কয়েকটা বাড়ি বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এটা তাদের জন্য অনেক। অবাধে খরচ করার মতো অঢেল টাকা তাদের ছিল না।

আমরা একটা বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম। সেখানে চারজন লোক কালাশনিকভ হাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের হেডকোয়ার্টারে কোনো ল্যান্ডলাইন বা ইন্টারনেট একসেস ছিল না। পুরো এলাকা ছিল সরকারি নির্দেশে মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে। তবে সিরিয়াটেল (যার মালিক ছিলেন রামি মাখলোফ, বাশার আল-আসাদের কাজিন ও ব্যবসায়ী) তখনো কিছু কিছু অঞ্চলে সেবা দিয়ে যাচ্ছিল। অঞ্চলের ল্যান্ডলাইনগুলো মাঝেমধ্যে সচল হতো। যোগাযোগসহ অন্যান্য সার্ভিসের জন্য, একধরনের যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সিস্টেম চালু হয়েছিল, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল আসাদ বাহিনী ও বিরোধী দলের মধ্যকার কিছু ব্রোকার ও মধ্যপন্থী লোক। যুদ্ধের সময় কোনো কিছু পূর্বানুমান করা যায় না। এই মধ্যপন্থীরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোর জন্য বেশ ভালো রকম সেবা দিচ্ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাসের পর মাস ধরে তারা স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ডিভাইস কিনতে সহায়তা করেছে, যা মোটেও সস্তা ছিল না। অথচ মিডিয়া অফিসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল, খবর ও আপডেট প্রচারের জন্য।

আমরা যে হেডকোয়ার্টারটিতে এসেছিলাম, সেটি ছিল মাত্র দুই কামরার। সেখানে ট্যাংক ও এয়ারক্রাফটের মতো ভারী বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা ছিল। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, এই অল্পসংখ্যক হাতিয়ার ও প্রস্তুতি নিয়েই তারা কয়েকবার আর্মিদের ঠেকিয়ে দিয়েছে। তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে। গ্রুপ কমান্ডারের পাশে বসা একজন কালো যুবক রুমের এমন বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য ক্ষমা চাইল। সেখানে একটা টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার ছিল। সূর্যের আলো প্রবেশ করছিল রুমে। সেখানে উপস্থিত সবার ছিল রোদে পোড়া তামাটে চেহারা।

ওই বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ এলাকায় আমি যত আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি, শুনেছি ও শিখেছি, তার মধ্যে এই সদ্য পরিচিত ব্যাটালিয়নের একজন দলত্যাগী আর্মি অফিসারের বলা কিছু কথা আমার স্মৃতিতে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছিল।

'আমি আর আমার বন্ধু মোহাম্মদ একত্রে আর্মিতে যোগ দিয়েছিলাম।' তিনি বলেছিলেন। 'আমরা সবকিছু একসঙ্গে করতাম। একদিন আমরা এক বাড়িতে রেইড করলাম। আমাদের বলা হয়েছিল ভেতরে সশস্ত্র যোদ্ধা ও উগ্রবাদীরা আছে। আমরা ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম এবং সামনে যা পেলাম সব তছনছ করে ফেললাম। তখন আমাদের কমান্ডিং অফিসার আমাদেরকে একটা মেয়ের শ্লীলতাহানি করতে বললেন। ওই পরিবারটি পাশের রুমে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। অফিসার আমাদের সবাইকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াতে বললেন। তারপর একে একে সবাইকে দেখে মোহাম্মদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মোহাম্মদকে ওই হীন কাজের জন্য নির্বাচন করলেন এবং তাকে কক্ষে ঢুকতে বললেন। মোহাম্মদের বাড়ি ছিল ওই অফিসারের বাড়ির এলাকাতেই। কিন্তু যখন সে এটা করতে অস্বীকার করল, তখন তিনি অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করা শুরু করলেন। মোহাম্মদ হাঁটু গেড়ে বসে ওই অফিসারের জুতোয় চুমো খেতে লাগল এবং বলল, 'দয়া করুন, স্যার। আমি এটা করতে পারব না। দোহাই স্যার, আমাকে এ কাজ করতে বলবেন না।'

'কিন্তু অফিসারের মন তাতে গলল না, সে মোহাম্মদের পিঠে বুটের লাথি মারতে লাগল, তারপর তার কোমরের কাছে প্যান্ট ধরে টান দিয়ে তাকে দাঁড়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করাল এবং চিৎকার করে বলল, 'যদি আমার আদেশ না মানিস, তাহলে তোর গুপ্তাঙ্গ আমি কেটে নেব!' এ কথা শুনে আমার বন্ধু কাঁদতে শুরু করল। যারা মোহাম্মদকে চেনে, তারা জানে সে কতটা সাহসী, কেউ তাকে কখনো কাঁদতে দেখেনি। সেদিনই প্রথম আমি তার চোখে পানি দেখেছিলাম, সে শিশুদের মতো কাঁদছিল এবং তার নাকের পানি ঝরছিল। সেই সঙ্গে ওই অফিসারের পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার বন্ধু এবং পরস্পরের কত গোপন কথা আমরা জানতাম। আমি জানতাম, তার একজন বান্ধবী আছে। কিন্তু ঠিক সে সময় অফিসারটি তার উরুসন্ধি চেপে ধরল।

'আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, কীভাবে করতে হয় শুয়োরের বাচ্চা! তুমি এটাই চাও, তাই না?' আর তখনই মোহাম্মদ তাকে ভয়ংকরভাবে আছড়ে ফেলল, তাকে লাথি কষাল এবং তার পুরো ভার নিয়ে ওই অফিসারের বুকে চেপে বসল।

তার শেষ কথাগুলো যেন ঘরের চার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কড়া সূর্যের আলোর মাঝে তার কণ্ঠ যেন বজ্রের আঘাত হয়ে নেমে আসছিল। ওই হেডকোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসার পরও, তার কাহিনি এবং তার ক্লান্ত চোখের ওই বজ্রকঠিন দৃষ্টি অনেকক্ষণ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পরেরবার যখন আমি সিরিয়ায় গেলাম, আমি জেনেছিলাম যে ওই হেডকোয়ার্টার বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

***

তাপদগ্ধ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, আমরা খুব দ্রুত দাকরা শহরের আম্মার আল-মুবালি গোত্রের কাছে পৌঁছালাম। এটি ছিল মারাত আল-নুমান শহরের গ্রাম্য এলাকার গোত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। সেখানে আমরা তাদের একজন গোত্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমি তাদের দারিদ্র্য, সেই সঙ্গে তাদের নম্রতা, তাদের সম্মানবোধ এবং সাহস প্রত্যক্ষ করলাম। তারা তাদের খাদ্যশস্যকে লুটের হাত থেকে বাঁচাতে বেশ সচেষ্ট ছিল, যাতে তাদের না খেয়ে মরতে না হয়।

আমরা ওই গোত্রপ্রধান আব্দুর রাজ্জাক ও একদল যুবকের সঙ্গে কথা বললাম, তাদের বোঝালাম কেন সিরিয়া একটি বেসামরিক রাষ্ট্র হওয়া দরকার। আব্দুর রাজ্জাকের বয়স মধ্য পঞ্চাশ চলছিল এবং তিনি একটি কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর স্ত্রী আমাদের জন্য দুপুরের খাবার তৈরি করছিলেন এবং তাঁর ১৩ বছর বয়সী ছেলেটি খাবার পরিবেশন করছিল।

একটা বিমান এ সময় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমি বাকি সবার সঙ্গে দৌড়ে বাইরে গেলাম। সবার মুখে ভয়ের ছায়া। ঠিক সেই মুহূর্তে, ওই আকাশের বিমানটির দিকে তাকিয়ে আমি নিজের ঘর আর নির্বাসনের প্রকৃত অর্থ বুঝেছিলাম। যদিও আমি অবৈধভাবে আমার দেশের সীমানা পার হয়ে এসেছি, তবু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সত্যিকার অর্থে অনুভব করেছিলাম যে আমি আমার জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে আছি, যার বুক ওই বিমানগুলো বোমা ফেলে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। আমি সম্পূর্ণ ভয়হীন চোখে আমার জন্মভূমিকে দেখলাম, তারপর ওই বিমানকে। যখন সেটি আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, আমি প্যারিসের কথা ভাবছিলাম, যেখানে মৃদু সূর্যের আলোয় আমার বাড়ির বারান্দায় বসে আমি কফিতে চুমুক দিই, আর খানিক দূরে চুম্বনরত দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখি, যেখানে একটা ছোট্ট চড়ুই পাখি আমার পায়ের কাছে এসে বসলে আমি ভয়ে আঁতকে উঠি—সেটা তো আমার ঘর নয়, সেটাই তো নির্বাসন।

বিমান চলে গেলে আমরা আবার গিয়ে ঘরে বসলাম।

'যেমনটা আপনারা দেখলেন, আমরা এখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আমরা শুধু আইনের অধীনে ন্যায়বিচার হয় এমন একটি রাষ্ট্র চাই। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা গোত্রে বিভক্ত এবং সশস্ত্র, কিন্তু আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু করেছিলাম। কিন্তু তারা যদি আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নির্বিচারে হত্যা করতে চায়, তাহলে আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আল্লাহর শপথ, আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া উচ্চশিক্ষিত মানুষ, কিন্তু আমার কাছে আমাদের কোনো একজন শিশুর একটা নখও পৃথিবীর অন্য যেকোনো মানুষের মতোই মূল্যবান এবং কেউ যদি আমার বা কোনো সিরিয়ানের মর্যাদা নিয়ে খেলতে চায়, তাহলে আমি সেটা কখনোই বরদাশত করব না।' গোত্রপ্রধান বললেন।

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি তো আমার বোনের মতো,' তিনি আমার দিকে ফিরলেন, 'এখন কেউ যদি আপনার একটা চুলও স্পর্শ করে, তার মানে হলো সে আমার বোনের দিকে নজর দিয়েছে। আসাদ সরকারের এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনি আমাদের সহযোদ্ধা। এই যুদ্ধে সব সিরিয়ানই জোটবদ্ধ...।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গোত্রপ্রধান বলেই চললেন এবং আমি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, সরল ও সাবলীল বক্তব্য মন দিয়ে শুনলাম। তিনি আমাদের বেশ কিছু মজার গল্পও শোনালেন, যা শুনে আমরা সবাই বেশ হাসাহাসি করলাম। তিনি খুব গর্বভরে তাঁর এক ভাইয়ের কথা বললেন, যিনি ছিলেন একজন মিলিটারি কমান্ডার এবং আসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি নীরবে ঘরে ফিরলাম, সূর্যের আলোয় পোড়া তামাটে চেহারা নিয়ে। এসে দেখলাম আয়ুশি অন্য নারী ও বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আলা এসে আমার কোলে বসল, তারপর আমার চুল আঁচড়ে দিল এবং আমাকে তার সারা দিনের জমানো গল্প বলতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। আমরা পরস্পরকে খুব ভালো বুঝতাম। সে চাইত আমিও তার মতো গল্পবলিয়ে হই। সে বলেছিল, আমাকে নিয়েও সে অনেক গল্প সাজিয়েছে, যেগুলো তার ভবিষ্যৎ বন্ধুদের বলবে। কিন্তু আমরা আমাদের গল্প কখনোই শেষ করতে পারতাম না। এর মধ্যেই বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে যেত। সেদিনও তা-ই হলো। আমি জলদি আলাকে কোলে তুলে নিলাম, আর রুহার হাত ধরলাম, তারপর আমরা সবাই খুব দ্রুত নিচের আশ্রয়কক্ষে চলে গেলাম। বোমার প্রচণ্ড শব্দ যেন মাথার ভেতর সব ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধারা তাদের নিজেদের ঘরেই রইলেন, তবে প্রতিবেশীরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। সেখানে, ওই আশ্রয়কক্ষে আমি আবার আলাকে কাছে ডেকে নিলাম।

'এদিকে এসো, আমি তোমাকে আমার গল্প শোনাব', আমি তাকে ডাকলাম। আমার মুখ থেকে এই বহুল আকাঙ্ক্ষিত কথা শুনে তার চোখগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। একই চমক আমি রুহার চোখেও দেখতে পেলাম। দুটি মেয়ে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। পুরো কক্ষে নীরবতা নেমে এল, শুধু বাইরের অবিরাম বোমার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না, এই অবস্থায় আমি তাদেরকে আমার গল্প বলতে শুরু করলাম।

'আমি এখন যেমন, সব সময় এমনটা ছিলাম না। সত্যি বলতে কি, আমার আগের জীবনটা ছিল অনেক দুঃখ-বেদনায় ভরা।' দুজনই আমার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল এবং চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যা কথা!' এবং এটা বলেই তারা হাসতে শুরু করল...আমরা সবাই অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম আর গল্প করলাম। তারা মন দিয়ে আমার গল্প শুনল, তারপর আমরা সেখানে শুয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম চরম ক্লান্ত, আর নিজের অতীত স্মৃতি মনে করে আমি আরও বিধ্বস্ত হয়ে পড়লাম। তারপর একসময় মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমিও তাদের পাশেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লাম, মহিলাদের কেউ আমার গায়ে একটা কম্বল টেনে দিয়েছিল।

ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমি একটা নতুন উপন্যাস লিখব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমার এই প্রথমবারের সিরিয়া ভ্রমণ শেষে আমি যখন ফিরে যাওয়া স্থির করলাম, ঠিক সে সময় কিছু একটা বদলে গেল। একটা ছোট্ট ঘটনা আমার লক্ষ্য পরিবর্তন করে দিল এবং আমি এই বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আপনারা এখন পড়ছেন। তুরস্কে ফিরে যাওয়ার পথে, ঠিক তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তের আগে, সারমাদা শহরের রাস্তায়, আমার সঙ্গে দুজন যুবক সেনাসদস্যের দেখা হয়েছিল, যাদের কথা আমাকে এই লেখার কলম তুলে নিতে বাধ্য করেছে।

এটা ছিল আমার শেষ দিন, আমার বিদায়ের শেষ মুহূর্তের কয়েক ঘণ্টা আগে এবং আমরা ফারুক ব্রিগেডের একটি চেকপয়েন্ট অতিক্রম করছিলাম। উজ্জ্বল চোখ ও মধু রঙা চুলের একজন যোদ্ধা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমাকে জানাল, সে কীভাবে সিরিয়ান আর্মির 'বিশেষ ইউনিট' ছেড়ে এখানে যোগ দিয়েছে। কারণ, সে কাউকে মারতে ইচ্ছুক নয়।

'আপনি ভাবছেন, কেন আমি নিজেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে এনে ফেললাম?' সে প্রশ্ন করল। 'কে মরতে চায় বলুন? কেউ না! কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই মরে গেছি এবং আমরা বাঁচতে চাই।'

'আমরা শুধু একটা বেসামরিক রাষ্ট্র চাই,' আরেকজন বলল, একটু বয়স্ক একজন। ওই নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে একটু দূরের সারমাদা শহরের দেয়ালগুলো দেখা যাচ্ছিল, যাতে আঁকা ছিল বিপ্লবের পতাকা ও বাণী, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে ফিরে গিয়ে কোনো উপন্যাস নয়, আমি আমার এই সফর নিয়ে লিখব।

'ওই বদমাশ অফিসারগুলো, সব শালা আলায়ি,' তরুণ যোদ্ধাটি বলল।

'না, সবাই নয়,' বয়স্ক যোদ্ধাটি উত্তর দিলেন এবং অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে তাকালেন।

তারপর তরুণটি আমাকে তার আর্মি ছেড়ে আসার গল্প শোনাল। তার একজন বন্ধু সে সময় তার কানে কানে কিছু বলল। হঠাৎ তরুণটি খুব লজ্জিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর তার বন্দুকটি নিচে নামিয়ে রাখল। আমি আবারও তার চোখে লজ্জার দৃষ্টি দেখলাম, যদিও সে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকাশটা তখনো নীল ছিল। একটু দূরের পাথুরে পাহাড়টা আমাদের দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আমি একটা গলা-খাঁকারির শব্দ শুনে ওই তরুণ সেপাইটির দিকে তাকালাম, সেও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে তার ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। তারপর যখন সে কথা বলল, তখন তার কণ্ঠস্বরে একটু আগের ওই কর্কশতা ও ক্ষোভ ছিল না, বরং যেন একটু কম্পিত কণ্ঠে সে আমাকে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ম্যাম। আমি জানতাম না।'

তার চেহারায় ক্ষমা প্রত্যাশার একটা করুণ নম্র ছায়া ফুটে উঠল এবং ব্রিগেডের অন্য যোদ্ধারা আমাদের দিকে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। তাদের কাছেই একটি কালেমা তাইয়েবা লেখা সাদা পতাকা উড়ছিল। দুজন সৈনিকের লম্বা দাড়ি ছিল। আকাশ তখনো নীল, কিন্তু যখন ওই যোদ্ধা আমার কাছে এসে কথা বলল, তখন তার কণ্ঠস্বরে আমূল পরিবর্তন এসেছিল।

'আমি কাউকেই ঘৃণা করি না,' সে থেমে থেমে বলল। 'কিন্তু আসাদ বাহিনীর বেশির ভাগ কুকুরই চায় আমাদের হাত নির্দোষ মানুষের রক্তে রাঙিয়ে দিতে...আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

বয়স্ক যোদ্ধাটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে রাগ ঝরে পড়ছিল।

'আমরা একটা বেসামরিক রাষ্ট্র চাই,' তরুণটি বলে চলল। 'আমি ফারুক ব্রিগেডে যোগ দিয়েছি শুধু একটি বেসামরিক রাষ্ট্র লাভের আশায়। আমি একজন কলেজছাত্র, ব্যবসা প্রশাসনে ২য় বর্ষে পড়ছি।'

আমাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

'কোনো সমস্যা নেই,' আমি বললাম। 'ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।' কিন্তু তরুণ যোদ্ধাটি আমাকে বোঝাতে বদ্ধপরিকর ছিল যে সে আমাকে আঘাত করে কিছু বলতে চায়নি।

'আমি কোনো আলায়ি নই,' চলে আসার আগে আমি তাকে বললাম। 'আর তুমিও সুন্নি নও। আমি ও তুমি, আমরা দুজনই সিরিয়ান।' সে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল।

'এটাই সত্যি। এখন আমরা শুধুই সিরিয়ান।' আমি বললাম।

আমি জানি না এই শেষ রোডব্লকটি পার হতে গিয়ে, ওই তরুণ উদ্ধত যুবকটির কথার প্রভাবে আমার মনে ঠিক কী পরিবর্তন হয়েছিল যে আমি তাৎক্ষণিকভাবে এই বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ওই তরুণ সৈন্যটি যখন জানল, সে যে সেনাদলকে ঘৃণা করে তার সামনের মহিলাটি ধর্মীয়ভাবে তাদেরই দলভুক্ত, তখন তার মধ্যে তার বলা কথার জন্য যে অনুশোচনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৈরি হয়েছিল, যে অন্যায় সে করেনি সেই অন্যায়বোধ তৈরি হয়েছিল এবং নিজের ভুলের ক্ষমাস্বরূপ সে তার বন্দুকটা যখন নিচে নামিয়ে রেখেছিল—হয়তো এ সবই আমার ভেতরে এক নতুন 'আমি'র জন্ম দিয়েছিল।

চেকপোস্ট পার হয়ে ফিরে আসার সময়, গাড়িতে বসে ভুরু কুঁচকে আমি এটাই ভাবছিলাম যে আমি আসলে কী নিয়ে ফিরে যাচ্ছি? কারা রক্ত ও আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে একটা রাষ্ট্র গঠন করতে চাইছে? ওই দলত্যাগী সৈন্যরা, নাকি আসাদ বাহিনী? যখন আমি তাদের বলেছিলাম যে আমরা সবাই শুধুই সিরীয়, তারা সবাই বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা হাসছিল; আমার কথার মূল অর্থটা তারা ধরতেই পারেনি।

এই সৈন্যরা নিজেদের প্রাণ বাজি রাখার এই সাহস কোথায় পেয়েছিল? জীবনের সত্যিকার অর্থ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কাদের বেশি—তাদের নাকি আমাদের? জীবনের স্বাদ পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য হকদার কারা? তারাই নয় কি, যারা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুর সম্ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দেয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় ভ্রমণ

[ফেব্রুয়ারি ২০১৩]

আমার মনে সিরিয়ার যে চিত্র আঁকা আছে, তা কোনো সাধারণ চিত্র নয়। এই চিত্র যেন একটা বিকলাঙ্গ প্রতিকৃতি, যার মাথাটা নিখোঁজ এবং ডান বাহুটি বিচ্ছিন্নভাবে শরীর থেকে ঝুলে আছে। আর যে ফ্রেমে সেটি বাঁধাই করা, তার থেকে নীরবে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কিন্তু কোথাও সে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, যেন মাটি শুষে নিয়েছে। এটাই এখনকার সিরিয়ানদের দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

সিরিয়া সীমান্ত থেকে ১২ মাইল দূরের প্রাচীন আন্তিউচ (বর্তমান আন্তাকিয়া) শহরে যাওয়ার জন্য আমি যখন ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক বিমানবন্দরের ১ নং টার্মিনালে এসে নামলাম, তখন আমার মনে এক বিচিত্র বোধের জন্ম হলো। যদিও আমি জানতাম আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনেকটা এমনই হবে, তারপরও নিজ মাতৃভূমির ওই ক্ষতবিক্ষত প্রতিবিম্ব আমার মনকে অশান্ত করে তুলেছিল, ওই বিকলাঙ্গ প্রতিকৃতির ছায়া আমি যেন বিমানবন্দরের প্রতিটি ইঞ্চিজুড়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। বিমানবন্দরের প্রায় সর্বত্রই সানগ্লাস পরিহিত দাড়িওয়ালা যুবকশ্রেণির লোকদের দেখা যাচ্ছিল। তারা কেউ কেউ রাসুল (সা.)-এর অনুকরণে দাড়িতে মেহেদী লাগিয়েছিল, তাদের গোঁফ ছিল না। তারা অনেক তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল। তাদের পেরেশান লাগছিল। আমি জানতাম না আর কখনো আমি তাদের দেখব কি না, কিন্তু তারা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে এটা জানার কৌতূহলে আমি তাদের আশপাশে ঘুরতে শুরু করলাম। আমি একজন ইয়েমেনি ও একজন সৌদিকে দেখলাম। তারা নারীদের দিকে তাকাচ্ছিল না। তারা কী নিয়ে আলাপ করছিল, সেটা জানতে আমি তাদের পাশে গিয়ে বসে ছিলাম কিন্তু তারা কোনো কথা বলছিল না। আমার মতোই চুপচাপ বিমানে ওঠার অপেক্ষা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছিল। বিমানবন্দর ছিল লোকে লোকারণ্য, সবার মনে ছিল উৎকণ্ঠা, মুক্তির জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। আন্তাকিয়া ও ইস্তাম্বুল দুটো বিমানবন্দরে আমি সিরিয়ানদের চোখে একই ধরনের হারানো দৃষ্টি দেখতে পেয়েছি, যার সঙ্গে মিশে ছিল ভবিষ্যৎ দুর্ভোগের আসন্ন দুশ্চিন্তা।

আমি আমার ছোট ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিলাম। সীমান্ত পেরোনোর সময় আমি যত দূর সম্ভব নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করি। তাই একটা ছোট্ট ব্যাকপ্যাক ও কিছু কাপড় ছাড়া আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমাদের বিমান আন্তাকিয়ার উদ্দেশে ছেড়ে দিল। আমার সামনের সিটে দুজন ইয়েমেনি বসে ছিল এবং প্যাসেজের দুই পাশে বেশ কয়েকজন সিরিয়ান নারী-পুরুষ বসে ছিল। বিমানের বেশির ভাগ যাত্রীই ছিল সিরিয়ান, বাকিরা আরব। আমি আমার পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম, পুরো জার্নিতে এটাই ছিল আমার স্থায়ী আশ্রয়। পুরো পৃথিবীটাই যেন আমার জানালার ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আয়তকার শূন্যতার মধ্যে আবদ্ধ এক মহাবিশ্ব। এই বিপুল শূন্যতার মধ্যে আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

***

আমার এই দ্বিতীয় ভ্রমণের শুরুতে আবার আমি তুরস্কের সীমান্ত শহর রেহানলি পার হলাম। আন্তাকিয়া থেকে যার গাড়ি-রাস্তার দূরত্ব ৫০ মিনিটের মতো। কিন্তু আগের মতো এটি আর শান্ত-নিরিবিলি কোনো জায়গা ছিল না। কোলাহলপূর্ণ একটি ছোট শহরে পরিণত হয়েছে। বিপ্লব-পূর্ব সময়ে এটি ছিল সিরিয়ান ও লেবানিজ পর্যটকদের জন্য একটা দর্শনীয় স্থান। তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যকার স্মাগলারদের জন্য ব্যবসার অতি উৎকৃষ্ট জায়গা। কিন্তু এখন আর শান্তি বা নীরবতার কোনো চিহ্নও এখানে নেই। অবিরাম বোমার শব্দ এখানকার পরিবেশই পাল্টে দিয়েছে। বোমা থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা সিরিয়ান শরণার্থীদের আর্তনাদ শহরটিকে কোলাহলের শহরে পরিণত করেছে। হঠাৎ করেই রেহানলি একই সঙ্গে নির্মাণ ও জনতার শহর এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর সবচেয়ে কাছের নীরব দর্শকে পরিণত হয়েছে।

সিরিয়ান জনপদের সবচেয়ে নিকটবর্তী এই ছোট্ট স্থানটিতে বর্তমানে সব পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত। সরকারি বাহিনীর গুপ্তচরেরা বিপ্লবীদের দলে অনুপ্রবেশ এবং তাদের নেটওয়ার্ক ও অপারেশনের খবর সংগ্রহের জন্য চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। তাই এখানে খুব সাবধানে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে একদল ক্ষণস্থায়ী ব্যবসায়ী আছে, যারা মৃত্যুর এই সহজলভ্যতার সময়ে জীবনকে একটা ব্যবসার পণ্যে পরিণত করে চুটিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ লাভে ব্যবসা করে যায়। শহরের রাস্তাজুড়ে এক টুকরো রুটির জন্য হাহাকার চলছে। তবে সচ্ছল আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যাও নেহাত কম নয় এবং তাদের মধ্যেও বাশার আল-আসাদের অনুগত লোক রয়েছে।

রেহানলিতে আমার এবারের সফরসঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হলো। তারা হলো মায়সারা এবং একজন লেবানিজ নারী সাংবাদিক ফিদা ইতানি। আমরা একত্রে রওনা হলাম। আমরা সীমান্তের গ্রামের দিকে রওনা দিলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ট্রাফিক ও মানুষের ভিড়ের কারণে আমাদের গাড়ি শম্বুক গতিতে এগোচ্ছিল। চারপাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে কেনার মতো যা কিছু আছে, তার সবকিছুই এখানে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি ফ্রি আর্মির ইউনিফর্ম, বিপ্লবী দলের ব্যানার, ট্রাংক, কাপড় এবং ঘরোয়া সামগ্রী পর্যন্ত। মুদি সদাই এবং কৌটাজাত খাবারে সারা ফুটপাত ভর্তি এবং বৃদ্ধ, তরুণ ও শিশুতে—যাদের বেশির ভাগই সিরীয়, সবারই গলা সপ্তমে চড়ে আছে। সত্যি বলতে কি, সিরীয় ছাড়া আমি একজন তুর্কি বিক্রেতাকেও সেখানে দেখিনি এবং সশস্ত্র ও নিরস্ত্র যারা জিনিস কিনতে এসেছিল, তারাও সবাই সিরীয়।

যদিও সিরীয়দের ভিড়ে তুর্কিদের দেখা পাওয়াই ভার, কিন্তু আসল কাহিনি ছিল অন্য রকম। দিন শেষে এ বিপুল বেচাকেনার টাকার একটা বড় অংশই যায় তুর্কিদের পকেটে। অনেক তুর্কি নাগরিকই এ সময় তাদের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা তাদের ঘর এবং দোকানগুলো সিরীয়দের কাছে ভাড়া দিয়েছিল এবং ভাড়ার দাম দ্বিগুণ করে দিয়েছিল। রেহানলিতে আমি অনেকগুলো দোকান দেখেছি, যাদের নাম বিভিন্ন সিরীয় শহর ও গ্রামের নামে। তুর্কি দোকানগুলোর পাশেই আরবি অক্ষরে লেখা ও টানানো। মনে হচ্ছিল, যেন সিরিয়ার একটা টুকরো উপড়ে এনে কেউ এখানে বসিয়ে দিয়েছে। আমার কল্পনার সেই বিকলাঙ্গ প্রতিকৃতি! হারানো এবং স্থানচ্যুত সিরিয়া-যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত আর সবকিছুর মতো!

বছর দশেকের একটা ছেলে আমাদের গাড়ির ডানপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, হাতে কিছু বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে। এই শিশুগুলো নিজেদের ঘর ও স্কুল ছেড়ে এই বেচাকেনার অংশ হয়ে পড়েছিল, নিজেদের শৈশব হারিয়ে। সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ছিল তারাই, যারা এখনো তাদের পরিবারের আশ্রয়ে রয়েছে। এসব শিশুর বেশির ভাগই অনাথ ও অসহায় অবস্থায় সীমানা পেরিয়ে এসেছে, এখানে এই রাস্তায় জীবনসংগ্রাম করে যাচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উল্টো পাশের রাস্তার ফুটপাতে ফ্রি আর্মির কয়েকজন লোক দাঁড়ানো ছিল। তাদের ব্যাটালিয়ন কোনটা, তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল তারা মাত্র এসেছে এবং দলের বাকিদের এসে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করছে। যেহেতু তারা সিরীয়দের মধ্যেই রয়েছে, তাই তাদের অস্ত্রগুলো সামনে রাখা ছিল না। তাদের মলিন চেহারা, উষ্কখুষ্ক দাড়ি এবং নিদ্রাবিহীন চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তাদের অন্তত কয়েক দিনের বিশ্রাম দরকার এবং নিশ্চয়ই তারা জরুরি কোনো কেনাকাটা করতে শহরে এসেছে। একটা গাড়ি তাদের সামনে এসে থামল এবং একজন যুবক সেটা থেকে বের হয়ে এল এবং বলা ভালো, ওরা তাকে ধরে নামাল। যুবকটির একটা হাত ও একটা পা ছিল না। তারা গাড়ি বদলাল এবং একজন চিৎকার করল, 'ইয়াল্লাহ! ওকে, যাও! জলদি!'

'শিপ (ভেড়া) গেটে আমি আপনাদের নামিয়ে দেব,' সীমান্তের দিকে যেতে যেতে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বলল।

সীমান্তের গ্রামগুলো তুরস্কের দিকে প্রায় ছয় থেকে দশ বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং এর অধিবাসীরা ছিল যাযাবর বেদুইন, যারা বিপ্লবের আগে তুরস্ক ও সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের মধ্যে স্মাগলিং করত এবং গৃহপালিত পশুপালন ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা সামান্য বেদুইন উপভাষা-মিশ্রিত টানে আরবি ও তুর্কি ভাষায় পারদর্শী। বর্তমানে তারা সিরিয়ার বিভিন্ন শরণার্থী আশ্রয় শিবিরের ভেতরে ও বাইরে লোক পাচারের কাজে নিয়োজিত। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'আতমা' গ্রাম, যেটি সিরীয় শরণার্থী শিবিরের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রাম।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর দক্ষিণে তুর্কি ও সিরিয়াকে বিভক্তকারী পাহাড়গুলোর অবস্থান, সেখানে এই বেদুইনরা তাদের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে মানব পাচারের নতুন ব্যবসা খুলে বসেছে। পুরো সীমানায় তারা নিজেরাই 'কন্টাক্ট পয়েন্ট' (যোগাযোগ সূত্র) হিসেবে কাজ করে; কিছু পাহাড়ের মাথায়, আর কিছু নিচের উপত্যকায়। তারা সীমান্তের সব ফাঁকা জায়গা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কাঁটাতারের জাল ঠিক কোথায় খোলা, সেটাও তারা ভালো করে জানে। ফলে সিরিয়ায় প্রবেশে তাদের সাহায্যের কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া সীমানা পেরোনোর জন্য তুর্কি সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে তাদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক ও মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থাও রয়েছে তাদের। ফলে যদি তারা কখনো দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসেও যায়, তাহলে চিৎকার বা সিগন্যালের মাধ্যমে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়। এই বেদুইনরা হালকা গড়নের,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কালো চামড়ার এবং দ্রুত চলাচলে পারদর্শী; গাছের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ায় তাদের এক রহস্যময় ক্ষমতা রয়েছে। তার ওপর এলাকাটাও তাদের পুরো নখদর্পণে।

আমাদের গাড়িটা একটা নির্জন সংকীর্ণ, কর্দমাক্ত গলির মুখে এসে থামল। এটাই 'শিপ গেট' বা 'ভেড়ার দরজা'; সবার অলক্ষ্যে সীমানা পেরোনোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এখানকার ঘরগুলো সব খালি এবং সেগুলোর পেছনে ছিল ভেড়ার আস্তাবল। শীতের মধ্যেও বাচ্চারা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় লাফালাফি করছিল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। একজন তরুণ সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার আগের বারের সীমানা পেরোনোর কথা মনে পড়ল। দুই বেড়ার মাঝখানে আধঘণ্টার দৌড়। তারপর রাত নামার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। ভেবেছিলাম এবারও হয়তো তেমনটাই হবে। কিন্তু মায়সারা আমাকে জানাল যে ওই পথটা এখন সৈন্যদের দখলে, তাই সেদিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত সম্প্রতি ওই অঞ্চলের সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে বোমাবর্ষণ হয়েছে।

সামনে একসারি নিচু সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে, সীমান্তের দুই পাশে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। তার একটু দূরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষমাণ অনেক মানুষ। আরেক জায়গায় যেতে আমাদের হেঁটে কাছের একটা পাহাড় পার হতে হবে। আমি আমার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে নির্ধারিত রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। কাদায় আমাদের গোড়ালি আটকে যাচ্ছিল। তাই দ্রুত চলা যাচ্ছিল না। আমরা ছিলাম চারজন, একজন আমাদের গাইড আর আমরা তিনজন। কিছুদূর না যেতেই আমাদের দলটি একজন ফৌজ পুলিশের সামনে পড়ল। আমরা দৌড় দিলাম।

'চিন্তা করবেন না', আমাদের গাইডটি বলল, হালকা আরবি টানে (সেও পাচারকারী বেদুইন দলের একজন সদস্য) তখনই এটা মিলিটারি জিপ ডান দিক থেকে আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমাদের গাইড তখন চিৎকার করে পিছু হটতে বলল। আমরা দৌড়ে আবার সেই গলির মুখে ফিরে এলাম, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম।

'আপনারা আমার বাড়িতে চলুন, চা খাবেন', বেদুইন বলল। 'তারপর সময় বুঝে পরে আবার চেষ্টা করব।'

আমরা তার সঙ্গে রওনা হলাম। কর্দমাক্ত গলি এবং গোবর-লেপা ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বেদুইন গাইডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালাম। বেদুইনদের বাড়িগুলো তাদের মরুভূমির তাঁবুর মতোই দেখতে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একই রং, একই গঠন। তখনো পর্যন্ত কোনো মহিলা চোখে পড়েনি, শুধু পুরুষ ও শিশু এবং তারা কেউই অলস বসে ছিল না।

***

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। সীমান্তে পৌঁছার কয়েক মিনিট আগে আরেকটি দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। তারাও সীমানা পেরোতে চায়। আমাদের মোট ২০ জনের দলটির মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র নারী। আমাদের সঙ্গে ছিল তিনজন বেদুইন পাচারকারী। যে দলটি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমি ওই ইয়েমেনি ও সৌদি যুবকদেরও দেখলাম, যাদের এর আগে ইস্তাম্বুল থেকে আন্তাকিয়া আসার সময় বিমানবন্দরে দেখেছিলাম। তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখাচ্ছিল। আমি খানিকটা সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। তাদের কথোপকথন শোনার আশায়।

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হচ্ছিল তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা আমার দেশে কী করছ?' কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বিগত দুটি বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে নীরব থাকতে শিখিয়েছে। আমাদের চারপাশের জগতকে জানতে, দেখতে, বুঝতে এবং অর্থবহ করতে নীরবতার জুড়ি নেই। এর ফলে সব জিনিসই নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পায়। যদিও দ্ব্যর্থহীনভাবে নয়, তারপরও নীরবতা প্রায়ই কোনো বিষয়কে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

সৌদি ও ইয়েমেনি যুবকদের সঙ্গেও ভারী কিছু ছিল না। শুধু মৃত্যুর কিছু সরঞ্জাম ছাড়া—যার জন্য তারা পথে বেরিয়েছিল। যাত্রার সময়টায় আমি তাদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছিলাম।

'ভাই, আপনি তো বলেননি যে আপনাদের সঙ্গে একজন মহিলাও থাকবে,' পাচারকারীদের একজন বিরক্ত স্বরে বলল। 'এদিকে আসুন। এদিক দিয়ে সহজ হবে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমরা ছোট একটা গমখেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের পা কাদা এবং চারপাশের জলপাইগাছ থেকে ঝরে পড়া পাতার স্তূপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। বেদুইন পাচারকারীদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্ক, সে নার্ভাস হয়ে আমাকে দেখছিল। আমি একটা কালো ওড়না ও কালো চশমায় আমার মাথা ও চোখ ঢেকে নিয়েছিলাম। আমি চলার গতি বাড়ালাম এবং দলের বাকিদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছাড়িয়ে সামনে চলে এলাম। আমার ক্লান্তি লাগছিল। তবু আমার জন্য দলের সবার ধীরে চলতে হচ্ছে—এই অভিযোগ করার মতো সুযোগ আমি কাউকে দিতে চাইছিলাম না। আমি এতই দ্রুত চলছিলাম যে একসময় বয়স্ক বেদুইনটিও আমাকে থামতে বলতে বাধ্য হলো। আমি থামলাম এবং যখন সবাই আমার কাছে এসে পৌঁছাল, আমি তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে আমি আমার সানগ্লাস খুলে বয়স্ক বেদুইনটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। সে চোখ সরিয়ে নিল। দলে একজন নারী থাকার কারণে তাকে আর বিরক্ত হতে দেখিনি।

সত্যি বলতে কি, যতবারই আমি সিরিয়ায় গিয়েছি, প্রতিবারই বেশির ভাগ পুরুষ এই ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়েছে বা বলেছে যে আমি একজন নারী এবং এই মুহূর্তে সিরিয়া নারীদের জন্য সঠিক স্থান নয়। এবারের দলে আমার চারপাশে থাকা যোদ্ধারা সবাই ছিল লম্বা ও বলশালী, পরিষ্কার দৃষ্টি ও লম্বা শ্মশ্রুমণ্ডিত। তারা কখনোই কোনো অবস্থাতেই একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত নয়। যদিও অনেকের কাছেই এটা পৌরুষত্ব এবং শৌর্যের প্রতীক, আমার কাছে এটা জীবন ও মৃত্যুর প্রতি অভিন্নতা বৈ আর কিছু নয়। তারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত বেহেশতে যাওয়ার সহজ পথ খুঁজে পেতে চায়। তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেয়ে আমার বরং ভয় হচ্ছিল।

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সীমান্তরক্ষীরা আকাশে ফাঁকা বুলেট ছুড়ছিল; শুধুই ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে। বেদুইনদের একজন মাত্র তুর্কি ফৌজি পুলিশের সঙ্গে দেনদরবার শেষ করেছিল। তুর্কি ফৌজি পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ইচ্ছে করলে আমাদের প্রতি রূঢ় হতে পারত, তবে সেটাও কিছু চড়-থাপ্পড় বৈ কিছু নয়, গুলি চালানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই গুলির শব্দ শুনে তারাও দ্রুত আমাদের সরিয়ে দিতে চাইছিল। আমাদের জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে স্বস্তির বিষয়।

আমাদের সামনে ছিল একটি খাড়া ও দুরারোহ ঢাল। এটা পার হতে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে গেলাম। জলপাই গাছগুলো ছিল আমাদের কাভার। বিদেশি যোদ্ধাদের দলটি ছিল সামনে এবং আমরা তিনজন একজন বেদুইনসহ পেছনে ছিলাম। ঢালে চড়া ছিল খুবই কঠিন, আমি তাই একপাশে সরে উঠতে লাগলাম, যাতে কারও পথরোধ না করি। হাঁটু গেড়ে পিঠ উঁচিয়ে আমি সামনে বাড়লাম, মাটির যতটা সম্ভব কাছে থেকে। অন্যরা তা-ই করছিল। নিজেদের আমার পশুর কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের মতো আমরা শুধু ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করে বেঁচে থাকতে পারি না এবং নিজেদের রক্ষায় আমরা মোটেও ঐক্যবদ্ধ নই, যা আর সব প্রাণীজগতেই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের লেবানিজ বন্ধু ফিদা ইতানি আমাকে ধীরে চলতে বলল, যাতে আমি ক্লান্ত না হয়ে পড়ি। 'যদি আমি থামি, তাহলে গিয়ে পাতাল নরকে পৌঁছে যাব, বুঝলেন?' আমি বললাম, আমার গলার স্বর কাঁপছিল। ফিদা হাসলেন।

তখন মায়সারা এগিয়ে এল এবং আমার ব্যাগটা নিয়ে নিল, আমরা দৌড়ে ঢালের মাথায় উঠলাম। আমি এমনকি আমার পেছনের চিৎকার শুনেও দৌড় থামালাম না। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গিয়েছিল। কর্দমাক্ত পাহাড়ি মাটি ছিল লাল ও ভঙ্গুর। একই সঙ্গে উর্বর। কিন্তু ঢালের মাথা থেকে আরও কঠিন দৃশ্য চোখে পড়ল। ঢালের প্রায় সমান্তরালে একই রকম খাড়া রাস্তা নিচে নেমে গেছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে। তার শেষ মাথায় আমাদের জন্য একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুর্কি ফৌজি পুলিশ বাহিনীর একটি দল আমাদের সামনে এসে পড়ল। পুরো এলাকায়ই পুলিশি প্রহরা দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং যেকোনো সময়ই এসে সামনে উপস্থিত হয়। তারা আমাদের ব্যাগগুলো তল্লাশি করল এবং বেদুইনদের সঙ্গে কথা বলল।

তাদের তল্লাশি শেষ হলে আমরা সীমান্ত পার হলাম। অবশ্য এটাকে পুরোপুরি সীমানা পার হওয়া বলা যায় না। হামাগুড়ি দেওয়ার মতো কোনো বেড়া সেখানে ছিল না, কোনো কাঁটাতারও এড়িয়ে যেতে হয়নি, শুধু ফৌজি পুলিশের অস্তিত্বই জানান দিচ্ছিল যে এটা একটা আন্তর্জাতিক সীমানা। আমি আবিষ্কার করলাম যে, পয়েন্টগুলো সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে একটা নিরুপদ্রব ও দারুণ কার্যকর একটা সুযোগ। বিশেষত যেহেতু সীমানা পেরোতে ইচ্ছুক উগ্রপন্থী যোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এখানে এসে আমাদের বড় দলটা তাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে ভাগ হয়ে গেল। যোদ্ধাদের দলটা অদৃশ্য হয়ে গেল—আরেকটা দল তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের গাইড বেদুইন লোকটি বলল, ওই দলটি যুদ্ধে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে একজন ফরাসি নাগরিক রয়েছে—তিউনিশিয়ান বংশোদ্ভূত এবং এখন তারা আলেপ্পোর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। সে আরও জানাল যে সম্ভবত তারা জাবাহাত-আল-নুসরায় (নুসরা বাহিনী) যোগ দিতে যাচ্ছে। এই বাহিনী নতুন গঠিত হয়েছে, যার সদস্যরা সবাই তরুণ ও লম্বা দাড়িবিশিষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে এই বাহিনীর নাম প্রকাশ্যে এসেছে। তবে এত দিন এই বাহিনীর অস্তিত্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পর্কে সবাই জানত না। কারণ শুরুর দিকে তাদের কার্যক্রম ছিল গোপনীয় এবং গ্রামগুলোতে তাদের উপস্থিতিও সহ্য করা হতো না।

'আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে বর্তমানে তারা কতটা শক্তিশালী হয়েছে এবং আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়েছে', ফিদা বললেন। 'পরবর্তী ধাপ আরও কঠিন হতে যাচ্ছে, কারণ দিন দিন এদের প্রভাব আরও বাড়বে এবং তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমরা সামনে মারধর ও শিরশ্ছেদের ভিডিও পেতে যাচ্ছি।'

এ সময় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো থেকে আবার গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল এবং সালাফিরা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুলেটের শব্দ আমাদের এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিল। যেন আমরা শিকারির তাড়া খাওয়া একদল ভীত জানোয়ার।

আমাদের পেছনে ছিল পাহাড় আর সামনে জলপাই বাগানের সমতল ভূমি। চারপাশে খরার চিহ্ন ছড়ানো; এমনকি রাস্তার পাশে লাগানো জলপাইয়ের গাছগুলোও ছিল শুষ্ক ও ক্ষয়প্রাপ্ত। বাঁকানো রাস্তায় আমরা যতই যাচ্ছিলাম, বাড়িঘরের সংখ্যা ততই কমছিল। পুরো ভূমিতে প্রাণের অস্তিত্বে ছিল নেহাতই নগণ্য, শুধু অল্প কিছু গাড়ি এবং দূরের ফেলে আসা গ্রামগুলো ছাড়া।

***

বিনিশ শহর ছিল ফাঁকা। আমি গতবার যখন এসেছিলাম, তখনকার মতো রাস্তাজুড়ে বিক্ষোভকারীদের ভিড় ছিল না। তখন থেকে আমাদের মিগ বিমানগুলোর ক্রমাগত বোমা হামলার মুখে এখানকার অধিবাসীরা শহরটি পরিত্যাগ করেছিল। হাতে গোনা কিছু লোক শুধু রয়ে গিয়েছিল। নবগঠিত নুসরা বাহিনী এখানে জেঁকে বসেছে এবং স্থানীয় লোকদের অনেকেই এতে যোগ দিয়েছে। বর্তমানে এই বিপ্লব সরকার কর্তৃক অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হলেও স্থানীয় লোকদের প্রতিদিনের জীবনে এর প্রভাব কম নয়। এর নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, তারা লোকদের প্রচলিত ঢোলা পায়জামার পরিবর্তে 'আফগানি' ধরনের পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং লোকেরাও পরছে। সামরিক বাহিনীরও অবকাঠামোগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে রোডব্লকের সংখ্যাও অনেক কম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের গাড়ি যখন তাফতানাজ বিমানবন্দর ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন মায়সারা হঠাৎ বলে উঠল, 'হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? হায় আল্লাহ...কতগুলো প্রাণ ঝরে গেছে...এখানেই আমজাদ হুসেনকে হত্যা করা হয়েছিল।'

আমি আমজাদকে চিনতাম, সারাকেবের একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ছিল। ২৫ বছরের টগবগে তরুণ। অত্যন্ত ভদ্র, কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকাত না। বিপ্লব যে পরবর্তী সময়ে এমন কুৎসিত রূপ নিয়েছিল, তাতে সে অনেক ক্ষুব্ধ ছিল। একজন রক্ষণশীল মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও, তার চাওয়া ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাফতানাজ বিমানবন্দরের সংঘর্ষে সে নিহত হয়েছিল। আমার পূর্বের ভ্রমণে দেখা অনেক তরুণ এর মধ্যে নিহত হয়েছে। সারাকেবের দিকে যেতে যেতে আমরা এক-এক করে তাদের সবাইকে স্মরণ করলাম। পথে অনেক ফসলের খেত আর সবুজ ভূমি চোখে পড়ল। রাস্তা ছিল কাদায় ভরা, আর ছড়িয়ে থাকা বোমা ও গোলার টুকরো গাড়ি চালানোকে যথেষ্ট বিপজ্জনক করে তুলেছিল।

'আপনার গতবারের ভ্রমণের পর সরকার ইদলিব দখল করে নিয়েছে', মায়সারা বলল, 'আর চারপাশের অঞ্চল থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাটালিয়নগুলো অবশ্য এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন বিপ্লবী দলে বিপ্লবীর চেয়ে চোরের সংখ্যাই বেশি। পরিবারগুলো একে অন্যের বিপক্ষে লড়ছে। সবাই সবার প্রতিপক্ষ। হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে?'

***

আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গীটি ছাড়া সারাকেবের সেই বাড়িটা যেন খালি মনে হচ্ছিল। আলা আর তার ভাইবোনেরা এখন আন্তাকিয়ায় থাকে, সীমান্তের ওপারে; শুধু মায়সারা সময়ে সময়ে তার মাতৃভূমিতে ফিরে আসে। সে আমাকে জানাল, অনবরত গোলা এবং যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে সে তার পরিবারকে তুরস্কে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই এ মুহূর্তে এই বাড়ির সদস্য হলাম আমি, মায়সারার বোন আয়ুশি, আমার মেজবান আবু ইব্রাহিম, তার সম্ভ্রান্ত স্ত্রী নুরা এবং বৃদ্ধ নারীরা। তাদের আরও দুই বোন ও তাদের বাচ্চারা নিয়মিতই আসা-যাওয়া করত। পুরো বিল্ডিংয়েই তাদের অনেক আত্মীয় পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওই এলাকায় কিছু বাড়ি গোলার আঘাতে সম্পূর্ণ ধসে পড়েছিল, কিছু বোমার আওতার মধ্যে ছিল। সেগুলো যেকোনো সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিছু ঘরবাড়ি ছিল স্নাইপারের নজরদারির মধ্যে, আর কিছু স্থানীয়দের লুকানোর স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অনেকেই তাদের বাড়িতে দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয়দের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। আয়ুশিও তার বাড়ির বেজমেন্টে একটি অসহায় পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, যদিও তার নিজের থাকার ঘরটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে, আয়ুশি আর আমি তার গাড়িতে করে ওই পরিবারসহ সারাকেব শহরের গোলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্য স্থানগুলো দেখতে বের হলাম। একজন পুলিশ অফিসার রাস্তায় গাড়িগুলোকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল। অর্থাৎ শহরের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা চলছিল, যদিও সেটা ছিল কঠিন এবং সবাই মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছিল। বেশির ভাগ রাস্তারই চেহারা বদলে গেছে, আর অধিকাংশই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যায় এবং বাস্তবতা হলো এই মুহূর্তে এই শহরে লোকের সংখ্যা খুবই কম। পুরো শহর ছিল মরুভূমির মতো প্রাণহীন। বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোর অধিকাংশই মেরামতের কাজ চলছে, ফলে সর্বত্র পুনর্নির্মাণের দৃশ্য চোখে পড়ছিল। অনেকগুলো দেয়ালে আমি মাহমুদ দারবিশের কবিতার গ্রাফিতি দেখতে পেলাম। প্রথমবারের মতো এই গ্রাফিতিগুলোর পাশে নুসরা বাহিনী এবং আহরার আল-শামের মতো সেনাদলের জন্য লিখিত প্রশংসাবাক্য আমার চোখে পড়ল। ফ্রি আর্মির দল-বহির্ভূত এই দুটি গ্রুপ পরস্পরের সহযোগী না হয়েও পাশাপাশি অবস্থান করছিল। এর মধ্যে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটি লাইনের ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল : 'নুসরা বাহিনী ও আহরার আল-শাম; আমাদের হৃৎস্পন্দন।'

ইদানীংকার সময়, পুলিশদের বেতনের বেশির ভাগটাই আসছিল এই সশস্ত্র ব্যাটালিয়নগুলো থেকে। যেখানে সম্ভব হচ্ছিল, সেখানেই পুলিশ জরিমানা করছিল এবং ব্যাটালিয়নগুলো সেই জরিমানা শোধ করছিল। আহরার আল-শাম গ্রুপের সদস্যরা সমাজের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাদের এমনকি নিজস্ব বেকারিও ছিল, যা একই সঙ্গে তাদের অর্থের উৎস ছিল এবং খাবারপ্রত্যাশী স্থানীয় লোকদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়ও বড় মাধ্যম ছিল। আর নুসরা বাহিনীর আধিপত্য ছিল আঞ্চলিক বিচারালয় এবং এর বিচারক ও কর্মচারীদের ওপর। যেখানে ইসলাম ধর্মীয় আইনের অনুসরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও প্রয়োগ করা হতো। নিরাপত্তা বাহিনী বেশ কিছু ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে আছে শুকর আল-শাম, দেরা আল-জাবাল ও শুহাদায়ে সিরিয়া।

আয়ুশি বলেছিল, সে আমাকে পুরো শহর ঘুরিয়ে দেখাবে। কারণ, অবিরাম বোমা পড়ছিল এবং এই অবস্থায় বাইরে থাকা বা বিশেষ করে গাড়িতে থাকা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। কিন্তু তারপরও সে বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ঘরের সামনেই দাঁড়াল এবং আমাকে সেগুলোর কাহিনি বলল। দরজা-জানালা-ছাদ বা দেয়ালবিহীন বাড়িগুলো যেন পাথরের ধ্বংসস্তূপ।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে বলল, 'এখানেই আবু মোহাম্মদ তার সন্তানদেরসহ নিহত হয়েছে।' তারপর আরেকটি বাড়ির দিকে দেখাল এবং বলল, 'ওখানে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় ছিল, তাদের যুবক ছেলেটি মারা গিয়েছিল। তাদের বাড়িটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—পুরো পরিবারসহ।'

আমি বেশ কিছু বাড়ির ছবি তুললাম, তারপর আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম। গতবারের চেয়ে এবার সারাকেব শহরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। চারপাশে শুধু ধ্বংসের চিহ্ন।

যখন আমরা আয়ুশির বাড়ির বেজমেন্টে আশ্রয় নেওয়া পরিবারটির কাছে এলাম, তখন আমরা সংক্ষেপে তাদের সঙ্গে এবং আশপাশে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিন্তু তখনই হঠাৎ একটি যুদ্ধবিমান আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং আমরা সবাই দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলাম। আয়ুশির বাড়ির ভূগর্ভস্থ কক্ষটি যথেষ্ট একান্ত এবং এর প্রতিটি দেয়ালে আলাদাভাবে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য সারি সারি বিছানা পাতা ছিল। পরিবারের কর্মী ছিলেন একজন সুন্দরী মহিলা, তার চুলগুলো ছিল লালচে বাদামি। তার সঙ্গে ছিল তার চার মেয়ে, যাদের মধ্যে দুজন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সবচেয়ে বড় মেয়েটি ছিল বিবাহিত এবং তার তিনটি সন্তান তার সঙ্গেই ছিল। অন্য আত্মীয়রাও আশপাশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ছিল। সম্পদ বলতে তাদের কাছে কিছুই ছিল না। কিছু পাপোশ ও কয়েকটি চায়ের কাপ, আরেকটি খাঁচায় বন্দী দুটি পাখি—ব্যস এটুকুই।

হঠাৎ আমাদের ঘরের ছাদ কাঁপতে শুরু করল এবং আমরা বিকট একটি শব্দ শুনলাম। ভয়ে আমরা জমে গিয়েছিলাম। কারণ, একটু আগে উড়ে যাওয়া বিমানটি আমাদের পাশের বাড়ির ওপর বোমা ফেলেছে, যার দূরত্ব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মিটার। এর কিছুক্ষণ আগেই আমরা ওই বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম—তারা তখন ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছিল এবং গতকাল বোমায় নিহত এক ছেলের মৃত্যুকাহিনি আমাদের শোনাচ্ছিল। দ্বিতীয় বোমাটি পড়ার পরে, আমরা বেজমেন্টে বসে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের পাশের বাড়ির পেছনে রাখা একজন বিপ্লবী কমান্ডারের ফেলে যাওয়া ট্যাংক লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছিল। সরকারি বাহিনী সব সময় এমন করত—যেসব ঘরবাড়িতে বিপ্লবীদের আস্তানা আছে বলে সন্দেহ করত, সেসব বাড়িই তারা বোমা মেরে উড়িয়ে দিত, যাতে আর কেউ তাদের সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে না আসে। আমি ওই পরিবারের কর্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম যে কেন তাদের বাড়ি ছাড়তে হয়েছে, এমন সময় বোমার আঘাতে সিলিংয়ের গুঁড়ো আমাদের ওপর তুষারের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের তাঁর কাহিনি বলতে শুরু করলেন। সেখানে আমরা ছাড়া আরও একজন নারী ছিলেন।

'বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই বিমান থেকে আমাদের ওপর বোমা ফেলা হচ্ছে,' তিনি বললেন। 'আমাদের গ্রামের নাম আমেনাস। একটি ইট তৈরির কারখানার পাশে অবস্থিত গ্রামটি। বিপ্লবের সময় কারখানাটি আর্মি এবং তাদের সহযোগী শাবিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আমাদের প্রতিবেশী নুমানের ঘরে যখন বোমা পড়ে, তখন সেখানে আশ্রয় নেওয়া অনেক গ্রামবাসী একত্রে মারা পড়ে। জলপাই বাগানে পড়া বোমায় তার স্ত্রী, ছেলে ও কর্মচারীরাও নিহত হয়। সে তখন পানি আনতে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখল তার বাগান ও বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

'শাবিহার লোকেরা আরেকটি পরিবারের জলপাই বাগান অবরোধ করে এবং তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে সেই পরিবারের মা, মেয়েরা তাদের ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী এবং একটি তরুণের লাশ খুঁজে পায়। মাঝেমধ্যে শাবিহার সদস্যরা দল বেঁধে বেরোয়। একবার তারা আমাদের এক ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পরে আমরা তাকে চোখ উপড়ানো এবং সব আঙুল কাটা অবস্থায় ফেরত পাই, তবে সে জীবিত ছিল। আরেকবার একজন লোককে ধরে নিয়ে তারা জ্বলন্ত কয়লার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। তার শরীরের পেছনটা রোস্ট হওয়া মাংসের মতো ঝলসে গিয়েছিল, আর এটা দেখে তার স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিল...।

'এত কিছুর পরও আমি আমার বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু একদিন আর্মি আমাদের পাশের গ্রাম মাসতুমায় প্রবেশ করল এবং সাবধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করল যে ফ্রি আর্মির কোনো সদস্য যদি থাকে, তাহলে যেন এই মুহূর্তে এলাকা ছেড়ে যায়। কেননা 'শাবিহা'র সদস্যরা আসছে। মাসতুমায় প্রবেশের পর তারা সেখানকার সব পরিবারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। একজন মায়ের চোখের সামনে তার ছেলেকে জবাই করার পর তারা মাকেও হত্যা করে, কারণ তিনি ছেলের জন্য কাঁদছিলেন!

'আমার মেয়ের সম্মান বাঁচানোর জন্য আমি তাদের লুকিয়ে ফেলেছিলাম। সে সময় পাশেই আমার এক ভাইয়ের বাড়িতে একটি রকেট এসে পড়ল। আমরা ভেবেছিলাম, সে নিশ্চয়ই মারা গেছে। কিন্তু সে একটু পর ওই ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বেরিয়ে এল, "রাখে আল্লাহ মারে কে" বলে চিৎকার করতে করতে। এই অবস্থাতেও আমরা হেসে ফেললাম!

'তারপর সাড়ে সাত হাজার লিরার বিনিময়ে একজন আমাদের রাতের আঁধারে শহর ছেড়ে পালাতে সাহায্য করল। আরও অনেক লোক পালিয়ে যাচ্ছিল। কেউ খালি পায়ে, কেউ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু বোমা পড়ার কোনো বিরতি ছিল না।

'রাতের বেলা বিপ্লবী সদস্যরা আমাদের কাছে আসত এবং সাহ্‌রির খাবার সরবরাহ করত। তখন ছিল রমজান মাস। পথের মধ্যে একজন নারী সন্তান প্রসব করেছিল। আমার স্বামী এবং তার আট ভাইবোনের পরিবার—আমরা সবাই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলাম। সবাইকেই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম আমাদের বাড়িঘর সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।'

আবার কান ফাটানো বোমার আওয়াজ। মহিলাটি কথা থামিয়ে দিল। আরও কিছু গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল। বেজমেন্টটি ছিল অনেক পুরোনো এবং স্থানে স্থানে ফাটল ধরা, তাই প্রতিটি বোমার আঘাতের সঙ্গে প্লাস্টারের বড় বড় চলটা উঠে আসছিল। পাখিগুলো তাদের খাঁচার ভেতরে ছটফট করছিল।

বড় মেয়েটি খাঁচায় হাত রেখে বলল, 'এরা বিপদ টের পায়।' তারপর সে খাঁচা খুলে পাখি দুটিকে তার বুকের কাছে নিয়ে ধরে রাখল। তারপর তার মায়ের পরিবর্তে নিজেই কথা বলতে শুরু করল, বোমার শব্দকে অগ্রাহ্য করেই।

'আপনি কি আমাদের কথা লিখবেন?' সে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই লিখব', আমি তাকে কথা দিলাম।

মেয়েটি ছিল কৃষ্ণকায়, তবে ২০ বছরের সুন্দরী একজন তরুণী। তার চোখগুলো ছিল সবুজ আর গালগুলো গোলাপি। তার মাথায় ছিল সাধারণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটি রঙিন স্কার্ফ। তার আঙুলগুলো ছিল নরম ও লম্বা। যখন সে দাঁড়াল, তার ভাইবোনেরা এসে তাকে ঘিরে ধরল। এক হাতে পাখিগুলোকে ধরে, আরেকটি হাত সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'আল্লাহর নামে শপথ করুন যে আমি এখন আপনাকে যা বলব আপনি তা বিশ্বকে জানাবেন।' সে বলল।

'আল্লাহর শপথ।'

'আপনার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটির নামে শপথ করুন।'

আমি নীরবে শপথ করলাম এবং যখন সে তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটি আমার মাথায় রাখল, আমার মনে হলো যেন কয়েক টন ওজনের একটা পাথর আমার মাথায় ভেঙে পড়েছে।

'তাহলে আমেনাস গ্রামের কথা লিখবেন...যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল।'

সে বলল, তার ছবি আঁকা ও কবিতা লেখা পছন্দ। তারপর একটা নোটবুক এনে খুলল, এটা তার ডায়েরি। সে পড়তে শুরু করল, আর আমি নোট নিতে লাগলাম।

'৫ জানুয়ারি ২০১৩।

'ছয়জন মেয়ে ও একজন যুবককে তার স্ত্রীসহ কিডন্যাপের পর হত্যা করার খবর গ্রামময় ছড়িয়ে পড়েছিল। একই দিনে আরেকটি পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল—তারা জলপাই সংগ্রহ করতে গিয়েছিল এবং একজন নারীকে তার দুই ছেলেসহ মেরে ফেলা হয়েছিল। আমাদের গ্রামের আবু আমেরের পরিবারকে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা শুরু করে এবং তাদের সবাইকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। আমেরের স্ত্রী ছিল ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। অত্যাচারের সময় তার প্রসব হয়ে যায়। আমাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন আবু আমেরের পরিবারের খোঁজে যায়, তারা মা ও শিশু দুজনকেই মৃত পেয়েছিল, জলপাই বাগানে ছড়িয়ে থাকা অন্যদের লাশের সঙ্গে।' এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি ব্যথাতুর চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার তার নোটবুকের দিকে তাকাল, আর আমি তার পড়া শুরুর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'শাবিহার সদস্যরা এটা করেছিল, কিন্তু তাদের গাড়িতে "ফ্রি আর্মি" লেখা ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম এটা সরকারি গুন্ডা বাহিনী শাবিহার কাজ। যাওয়ার আগে তারা পুরো বাগান ও গাছ তছনছ করে উপড়ে ফেলেছিল, পথের সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং এসব ধ্বংসযজ্ঞের ও লাশের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পত্রিকায় এই ছবিগুলো প্রকাশ করে "ফ্রি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর্মি” এমনটা করেছে বলে প্রচার করেছিল।' সে থামল। 'আরও পড়ব?' সে লজ্জিত কিন্তু আগ্রহভরে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ...নিশ্চয়ই', আমি উত্তর দিলাম।

উজ্জ্বল চোখে সে আবার পড়তে শুরু করল, 'জানুয়ারির ১২ তারিখ, দুপুর ২টা ৩৫ মিনিট। আমরা কাবিন গ্রামে আমাদের এক আত্মীয় বাড়িতে লুকিয়ে ছিলাম। আমেনাস গ্রাম ছেড়ে আসার পর, বেশ কয়েক দিন আমরা নিদ্রাহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। যে রাতে আমরা গ্রাম ছাড়ি, সে রাতের ১০টার খবরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বিপ্লবীদের ধ্বংস করতে আমাদের গ্রামে বোমা ফেলা হবে।

'বিপ্লবীদের দখলে থাকা তাফতানাজ বিমানবন্দরের দিকে সরকারি ট্যাংক ও সৈন্যদের একটি কনভয় যাচ্ছে, তারা আমাদের গ্রাম হয়ে যাওয়ার সময় সেখানে বোমা বর্ষণ করবে। তাই আমরা সেই রাতেই ১১টার দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমরা ছিলাম ভীত ও আতঙ্কিত। আমরা একটা তিন চাকার ছোট্ট গাড়িতে চললাম, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অল্প কিছু জিনিসসহ। সারমিন গ্রামের পাশ কাটিয়ে অনেকটা পথ আমরা হাইওয়ে পাড়ি দিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। ফলে আমরা একে ধাক্কা লাগালাম। কিন্তু কিছুই হলো না। রাস্তার মাঝখানে অসহায় অবস্থায় আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর পাশের গ্রামের দিকে হাঁটা ধরলাম। প্রথম যে ঘরটি আমাদের চোখে পড়ল, সেখানে আশ্রয় চাইলাম। কিন্তু তারা দরজা খুলল না এবং আমাদের চলে যেতে বলল। দ্বিতীয় ঘরের লোকজনও তাদের দরজা খুলল না। তৃতীয় ঘরের লোকেরা আমাদের স্বাগত জানাল এবং রাতটা তাদের সঙ্গে থাকতে বলল, কিন্তু আমার মা আপত্তি করলেন। তিনি বাবাকে বললেন যে এখানে তার ভালো লাগছে না এবং আমার ভাইকে বলে কাফর আমিমে তার বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখতে। তখন রাত একটা বাজে, চারপাশে অনেকগুলো কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। আমার ভীষণ ভয় করছিল। চারপাশে কী ভীষণ অন্ধকার আর তার মধ্যে কুকুরের গর্জন! রাত দুইটায় আমরা কাফর আমিমে পৌঁছালাম। সেখানে এ ঘর থেকে ও ঘরে, এভাবে আমাদের আশ্রয় জুটল।'

সে বলে চলল, আমিও লিখে চললাম। অবিরাম বোমার শব্দ আমাদের মনোযোগ নষ্ট করতে পারছিল না।

'এক মাস পর, ১৩ ফেব্রুয়ারি। আমরা তখনো জানতাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। প্রতি রাতেই আমরা তখনকার মতো একটা আশ্রয় জোটাতাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গোলা আর মিসাইল এড়াতে। তবে এই অনবরত চলার ফলে আমি আমার চারপাশের গ্রাম ও এলাকাগুলোকে খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম।'

এই পর্যন্ত বলে সে আমার দিকে তাকাল। পাখি দুটি তখনো তার বুকের কাছে ধরা ছিল, আর অন্য হাতে খোলা ডায়েরি।

'তারপর?' আমি জানতে চাইলাম।

আমাদের পাশেই তার মা চা পরিবেশ করছিল এবং সারাক্ষণই কালেমা পড়ছিল।

সে উৎফুল্ল হয়ে আবার বলতে শুরু করল, '১৫ ফেব্রুয়ারি আমরা ঠিক বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে সারাকেবে পৌঁছালাম। আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন', হঠাৎ এ কথা বলে সে পাশে দাঁড়ানো আয়ুশির দিকে তাকাল, 'এবং আপনাকে নিরাপদ রাখুন, আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন!' তারপর বলল, 'সেদিন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছিল, কিন্তু রাস্তা ছিল বন্ধ ও বিপজ্জনক। আর মাত্র দুই দিনের গল্প আপনাকে বলতে চাই, তবে যদি আপনার সময় না থাকে, তাহলে না শুনলেও চলবে।'

'না, আমি যেকোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত করতে পছন্দ করি,' আমি তার দ্বিধা দূর করে দিলাম। তার চোখে পানি টলমল করছিল। সে আবার তার নোটবুক খুলে পড়তে শুরু করল।

'সারাকেবে সেটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় দিন। ১৬ ফেব্রুয়ারি। আয়ুশি এলেন এবং আমাদের যা যা দরকার তা লিখে নিলেন, পরে কয়েকজন লোক এসে আমাদের কম্বল দিল। আমরা সেগুলো মেঝেয় বিছালাম। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। সবচেয়ে যেটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তা হলো আমার বাবার চোখের লাঞ্ছনার দৃষ্টি এবং যারাই আমাদের খাবার বা আশ্রয় দিচ্ছে, তার প্রতি তাঁর সংকুচিতভাবে সম্মান প্রদর্শন। আমাদের জীবন ছিল স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং দরকারি সবকিছুই আমাদের ছিল। আর এখন আমাদের পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমরা ভিখারিতে পরিণত হয়েছি। কী লাঞ্ছনার ব্যাপার! এখানে একটা কাঠের চুলা আছে। এই জায়গাটা অনেক ঠান্ডা। তাই কাঠের চুলা খুবই দরকারি। মাঝেমধ্যে ক্ষুধায় আমাদের খুব কষ্ট হয়, তবু আমরা কারও কাছে হাত পাতি না। আমরা শান্তি বজায় রাখতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমাদের কাছেই একটা সমাধিক্ষেত্রে মিসাইল পড়েছিল। আমার ছোট ভাইরা তখন বাইরে খেলছিল। আমরা দৌড়ে গিয়ে তাদের নিয়ে এলাম এবং সবাই জড়োসড়ো হয়ে একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনায় আশ্রয় নিলাম। আমাদের সবার চেহারা ছিল ভীষণ আতঙ্কিত, ভয়ে আমরা জমে গিয়েছিলাম।

'১৯ ফেব্রুয়ারি। আমি একটা পাখির বাসায় একটা চড়ুই পেয়েছি আর সদ্য ফোটা একটা বাচ্চা। আমরা রুমের মাঝখানে একটা খাঁচায় তাদের রাখছি। চড়ুই পাখিটি তার ছোট্ট ঠোঁটে করে খাবার এনে তার বাচ্চাটিকে খাওয়ায়। বোমার শব্দে পাখিগুলো ভীত হয়ে খাঁচার দেয়ালে তার ডানা ঝাপটাতে থাকে। তারপর আবার তার ছানার কাছে ফিরে যায়। তবে বোমার শব্দ না থামা পর্যন্ত তারাও থামে না।

'আমার বড় ভাইদের কোনো খোঁজ নেই। আজ আমার ভার্সিটিতে যাওয়ার কথা, অথচ আমি আমার পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি আমার এক বন্ধুকে ফোন দিয়ে মিস হওয়া লেকচারগুলোর নোট নিয়ে আসতে বলেছি। তিন চাকার গাড়িটায় করে আমি বাবার সঙ্গে নোট আনতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের গাড়িটা আবার খারাপ হয়ে যায় এবং পৌঁছাতেও আমাদের দেরি হয়ে যায়। আমার বন্ধু ততক্ষণে চলে গেছে। আমি সিঁড়িতে বসে অনবরত কাঁদছিলাম। কারণ আমি ঠিক করেছিলাম, যত যা-ই হোক, আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাব। কিন্তু এটা অসম্ভব। আমরা আবার আমাদের আশ্রয়ে ফিরে গেলাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব হয়ে বসে রইলাম।'

সে পড়া শেষ করল। তার কণ্ঠ ছিল ভারী ও বেদনার্ত।

'ব্যস, এ পর্যন্তই। এখন যদি আমরা মরে যাই, পৃথিবীর লোক আমাদের কথা জানতে পারবে, তাই না?' সে আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই পারবে,' আমি দৃঢ়ভাবেই বললাম, শুধু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নয়, আমার বিশ্বাস থেকে।

তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর আয়ুশি দ্বিতীয় তলায় বোমায় পুড়ে যাওয়া আয়ুশির ফ্ল্যাটটি দেখতে গেলাম। এর দেয়ালগুলো ছিল ক্ষত-বিক্ষত এবং কয়লার মতো কালো। সে পড়ে থাকা নানা জিনিস তুলে আমাকে দেখাল এবং বলল সেগুলো আদতে কী ছিল। আমি শুধু পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া নানা আকৃতির বস্তু দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে নিশ্চিতভাবেই সেগুলো নিতে পারছিল, 'এটা আমার সোফার অংশ আর এটা আমার কফির কাপ, এটা আমার ওয়ার্ডরোবের একটা পাশ...।' তৃতীয় বোমাটা এই সময় ফাটল। আয়ুশি বলল, 'এবার আমাদের যাওয়া উচিত। আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা সেলারের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি ভাবছিলাম, যদি আমি উপন্যাস লেখক হতাম, তাহলে নিশ্চিত ওই মেয়ে আমার কোনো উপন্যাসের নায়িকা হতো। তার আগুন রঙা চুল এবং তার হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা অদম্য ইচ্ছাশক্তির যথার্থ বর্ণনা দিতাম। আর তার কোমলতার, যে পরম আদরে সে পাখি দুটিকে আগলে রেখেছিল বা যে মমতা দিয়ে সে তার ছোট ভাইদের তার কার্ডিগানের উচ্চতায় কোলে নিয়ে বসে ছিল। কিন্তু এটা কোনো উপন্যাস নয়, বাস্তব জীবন। আর তাই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে উৎকণ্ঠাও ছিল, ছোট ভাইবোনদের কোলে নিয়ে সে শক্ত হয়ে বসে ছিল। একপলকও তাদের চোখের আড়াল হতে দিচ্ছিল না, ঠিক সেভাবে সে আহত চড়ুইগুলোরও দেখভাল করছিল।

***

সারাকেব শহরের মিডিয়া সেন্টারটি ছিল বাজারের ঠিক মাঝখানে। তাই এটা ছিল আসাদ বাহিনীর 'বোম্বিং ক্যাম্পেইন', অর্থাৎ বোমাবাজির পরিচালনার মূল লক্ষ্য। সর্বক্ষণ লোকের ভিড় লেগে থাকা মার্কেটটিকে প্রথম নজরে দেখলে বোঝা যায় না আসলে এখানে কী ঘটছে। কিন্তু আশপাশের ভগ্ন ঘরবাড়ি, রাস্তার ইয়া বিশাল বিশাল সব গর্ত, গোলার টুকরো থেকে মূল ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া কঠিন নয়।

এখানে প্রতিনিয়ত মিসাইল পড়ে আর লোকজন মারা যায়। এক ঘণ্টা পর আবার লোকেরা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাবেচা শুরু করে। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমাকে খুবই আতঙ্কিত করে তুলল। মৃত্যুর সঙ্গে এত সহজ বসবাস, মৃত্যুকে এভাবে জীবনের একটা স্বাভাবিক অংশে পরিণত হতে আমি আর কোথাও দেখিনি।

সেখানে যারা অফিসে কাজ করছিল, আমি তাদের বললাম যে, তাদের অফিস সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ এই জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। বেঁচে থাকাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি। সিরিয়া সেন্টারের কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী সদস্যও ছিল, যারা চিত্রগ্রাহক ও সহায়তা কর্মীর ছদ্মবেশে কাজ করত; এবং ছিল সাংবাদিক হিসেবেও, কারণ তাতে আসা-যাওয়ার কাজ সহজ হতো। মাঝেমধ্যে বিদেশি সাংবাদিকেরা এলেও, অন্য আরব দেশগুলোর সাংবাদিকেরা ইদলিব সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আসতে রাজি ছিলেন না। তাই এ মুহূর্তে এখানে শুধু সিরিয়ান সাংবাদিকরাই আছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অফিস বিল্ডিংটিও ছিল বিধ্বস্ত—এর একটি দেয়াল চার মাস আগে বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আগস্ট ২০১২-তে যখন আমরা এই এলাকাগুলো পরিদর্শনে এসেছিলাম, তখনো গ্রামগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়নি। তাই সরকারি সামরিক বাহিনীর রোডব্লক এড়াতে আমাদের অনেক রাস্তা ও গলি ঘুরে চলাচল করতে হতো। এমনকি সারাকেবও সে সময় সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। বর্তমানে, ফেব্রুয়ারি ২০১৩-তে, আমরা মাটিতে বেশ মুক্তভাবেই ঘুরে বেড়াতে পারছিলাম, কিন্তু আকাশসীমা এখনো মুক্ত হয়নি। বিপ্লবীরা বলছে, যদি তাদের কাছে 'অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল' থাকত, তাহলে অনেক আগেই তারা পূর্ণ বিজয় লাভ করত।

'বিপ্লব কোনো লড়াই বা যুদ্ধের জন্য নয়', একজন সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন। তিনি *জায়তুন* পত্রিকার (The olive) কাজ করতেন। সরকারি বাহিনী থেকে সারাকেব মুক্ত হওয়ার পর থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। 'আমরা মানবিক দিকগুলোরই পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাই, কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট সম্পদ আমাদের হাতে নেই,' তিনি বলেছিলেন। 'অনবরত গোলাবর্ষণ বাইরে বেরোনোটাই মুশকিল করে দিয়েছে। আমরা বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত বেসামরিক ও সামাজিক কাজগুলো করা শুরু করেছি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। আর্থিক সংকট বা অবিরাম বোমাবাজি আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ নয়, সত্যি বলছি, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা তৈরি করেছে "তাকফিরি"রা (উগ্রবাদী)। তারা ধীরে ধীরে জনগণের জীবন ও ব্যবসার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে।' বেসামরিক ও সামাজিক কাজ বলতে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন গ্রাফিতি ওয়ার্কশপ, সাংস্কৃতিক খবরসমৃদ্ধ পত্রিকা প্রকাশ, শিশুতোষ ম্যাগাজিন, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত কমিউনিটি স্কুল ও শিশু কার্যক্রম ইত্যাদি নানা ধরনের উদ্যোগ, যা সফল করতে তাঁরা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

সম্পাদক এবং তাঁর তরুণ কর্মীদের যদিও খুবই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তবু তাদের কর্মোৎসাহ এতটুকু ভাটা পড়তে দেখলাম না। তারা ছবি ডাউনলোড করছিল, নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা গুনে রাখছিল, ফোনে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল এবং তাদের বর্তমান পরিস্থিতি জানাচ্ছিল যে লোকেরা কীভাবে বেঁচে আছে, কী অবস্থায় লড়াই করছে। তারা সরকারি হামলার সংখ্যাও রেকর্ড রাখছিল। যেমন কতগুলো মিসাইল, সেগুলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দেখতে কেমন, কতটা লম্বা ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে এখানকার কয়েকজন কর্মী সারাকেবে পতিত রাসায়নিক গোলার ওপর একটা দলিল তৈরি করে সেটি সারা বিশ্বের বিভিন্ন সরকারি এজেন্সিতে পাঠিয়েছিল। দুঃখজনকভাবে তাদের এসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা বহির্বিশ্ব তাদের এই আশা ও ইতিবাচক মনোভাবের কোনো দামই দেয়নি, বরং ভয়ংকর এই লড়াইয়ে তাদের একা ছেড়ে দিয়েছিল।

একটু পর আবু ওয়াহিদ নামের মধ্য চল্লিশের এক বিবাহিত যুবক, যে বর্তমানে ফ্রি আর্মির একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, আমাদের নিতে পিকআপ নিয়ে হাজির হলো। আমরা বলতে আমি, আমার গাইড মোহাম্মদ ও মায়সারার শ্যালক মানহাল, যে আমার প্রথম ভ্রমণের সময় আমাকে সীমান্তবর্তী হাসপাতালটিতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই কয়েকটা গ্রাম এবং সেখানকার উদ্বাস্তু লোকদের দেখতে যাচ্ছিলাম। মিসাইলের শব্দ ছিল অনেক দূরবর্তী, তাই আমরা আশা করছিলাম, আজ হয়তো মৃত্যুর ছায়াও আমাদের থেকে দূরে থাকবে।

বাজার ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি রওনা হয়ে গেল, কিন্তু আমি রাস্তায় কোনো মহিলা দেখলাম না। আমি শুধু একজন নেকাব দিয়ে মুখ ঢাকা মহিলা দেখেছিলাম, যে তার স্বামীর সঙ্গে পথ চলছিল। এই প্রথমবারের মতো আমি সারাকেবে কোনো নেকাব পরা মহিলা দেখেছিলাম, যাকে স্থানীয় ভাষায় 'খিমার' বলা হতো; সাধারণত নারীরা শুধু স্কার্ফ দিয়ে নিজেদের চুল ঢাকতেন।

আমরা একটা ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে যাব। তারা আমাদের একটা 'মাউন্টেড গান' দেখাবে, যেটা তারা বানিয়েছিল। এটা ছিল একধরনের কামান। আবু ওয়াহিদের তার পিকআপ দিয়ে সেটা কোনো এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কথা রয়েছে।

শহরের নির্ঝঞ্ঝাট রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট সাইপ্রেস গাছের সারি। তার মাঝে ছোট বাচ্চারা সবজি আর জ্বালানি বিক্রি করছিল। তাদের কাছে নানা মাপের কনটেইনার ছিল, 'ব্ল্যাক ডিজেল' ও 'রেড ডিজেল' লেখা। দুটোর দামে পার্থক্য থাকলেও দুটোই ছিল অনেক সস্তা ও নিম্নমানের। জ্বলার সময় দুটো থেকেই অত্যন্ত তীব্র কালো ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। আলেপ্পো-দামেস্ক হাইওয়ের পাশে ১০ জন ছেলের এমনই একটি দল অপরিশোধিত পেট্রল ও ডিজেল বিক্রি করছিল। এদের বেশির ভাগই বোমার ভয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তাদের স্কুলশিক্ষকেরা এখনো সিরিয়া সরকারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে যাচ্ছেন।

সূর্য ডুবে গিয়ে বাতাসে হালকা ঠান্ডাভাব অনুভূত হচ্ছিল, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেট্রলের দরদাম করছিলাম। মানহাল একটা ছেলেকে এক ক্যানিস্টার ডিজেলের দাম জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিল '২ হাজার ৫৫০ লিরা'। এক বছর আগে এক ভ্যান তেলের দাম ছিল মাত্র ২৭০ লিরা।

'ফেব্রুয়ারির বেলা এমনই', আবু ওয়াহিদ বলল সূর্যের দিকে তাকিয়ে। তারপর সে আমার দিকে তাকাল। 'ম্যাডাম, আমরা আমাদের লোকদের জন্য ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু এ ব্যাপারে অন্য কোনো দেশের হস্তক্ষেপ আমাদের কাম্য নয়। হস্তক্ষেপ না করে তারা যদি বাশারের বিপক্ষে আমাদের একা লড়তে দেয়, সেটাই ভালো। তাদের হস্তক্ষেপে শুধু বাশার সরকারেরই লাভ হচ্ছে। আপনি দেখেন, আমরা কিন্তু এখনো এই শাসকের হাত থেকে মুক্তি পাইনি। আমি আইনের ছাত্র, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, যথেষ্ট সচ্ছল। আমি মূলত নাট্যকলায় পড়তে চেয়েছিলাম। মঞ্চ ও টিভি নাটকের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল, কিন্তু নাট্যকলায় পড়া হলো না। আমার বাকি জীবনটাও মনে হয় শিল্পের ভক্ত হিসেবেই কেটে যাবে।' সে হাসল।

আমাদের গাড়ি খান আল-সাবাল গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে বড় একটা খনি ছিল। একসময় এখানে বড় একটা সরকারি চেকপোস্টও ছিল। বিপ্লবীরা সেটা মুক্ত করেছে। আসাদ বাহিনী চলে যাওয়ার পর এই গ্রামের লোকেরাও তাদের ঘরে ফিরে গেছে। এখন সেখানে ফ্রি আর্মির চেকপয়েন্ট আছে, গাড়ি সেখানে থামল। আমাদের পিকআপ ছাড়া আর কোনো গাড়ি ছিল না। তবে হুডখোলা একটা ট্রাক ছিল, যাতে তিনজন সশস্ত্র সেনা মেশিনগান নিয়ে পেছনে বসা ছিল।

জেরাদা গ্রামে পৌঁছে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। 'পুরো গ্রামটা পাথরের তৈরি!' আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম। সেখানে শত শত বছরের পুরোনো রোমান মুসোলিয়ামসহ আরও অজস্র ঐতিহাসিক স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ছিল। এটা জাবাল জাভিয়া অঞ্চলের একটা এলাকা। আমি চারপাশে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, কারণ এখানকার যোদ্ধারা এই এলাকার এই ধ্বংসস্তূপের ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়, ছিনতাই তাদের যুদ্ধের একটা অংশ।

জেরাদা গ্রামটি মারাত আল-নুমান প্রদেশে অবস্থিত। মারাত আল-নুমান পপি ফুলের আরবি শব্দ 'শাকায়িক নুমন' থেকে এসেছে। রোমান স্থাপনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফাঁকে ফাঁকে অনেক পপি ফুল উঁকি দিয়ে আছে। ধ্বংসস্তূপের পেছনে লাল ফুলের এক চওড়া গালিচা বিছানো, একেবারে দূরের রাবিহা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। রোমান সমাধির মাঝে ছড়ানো পাথরের সমাধিগুলোকে ক্ষুদ্র প্রাসাদের মতো লাগছিল। আমার সাথিদের কাছে জানলাম যে বেশির ভাগ সমাধির পাথরই চুরি হয়ে গেছে।

আরেকটা মিলিটারি চেকপয়েন্ট পার হওয়ার পর আমরা একজন মহিলাকে দেখলাম তার তিন বাচ্চাসহ। জানতে পারলাম এখানকার লোকজন ভেড়া পালন এবং জলপাই বাগান থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানকার মাটি লাল ও বড় বড় পাথরসমৃদ্ধ। তারপর আমরা আরিহার আরেক পাশে পৌঁছালাম, যেখান থেকে সরকারি বাহিনী আমেনাস এবং স্মিথারিন পর্যন্ত বোমা বর্ষণ করেছিল। সারজা গ্রাম থেকে লাল মাটি শেষ হয়ে বালুকাময় মরুভূমি শুরু হয়েছে। অনেকগুলো ব্যাটালিয়ন এখানে তাদের চেকপোস্ট বসিয়েছে এবং ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা করছে। সিরিয়ার 'শহীদ ব্রিগেডে'র লিডার জামাল মারুফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'দেইর সিম্বেল' গ্রামেও এ রকমই ব্যাপার ছিল। সেখানে আমরা একটা ট্যাংক এবং নুসরা বাহিনী, আহরার আল-শামসহ আরও অনেক ব্যাটালিয়নের সামরিক চেকপয়েন্ট পেরিয়ে এলাম।

ফ্রি আর্মির একজন অফিসার হিসেবে আবু ওয়াহিদ তখনো বিশ্বাস করছিল যে, সরকারের পতন হলেই বিদেশি যোদ্ধারা তাদের নিজ দেশে ফিরে যাবে। আমি সেটা মানতে পারলাম না। 'সময়ই বলে দেবে'—সে এটুকুই শুধু বলল।

'কিন্তু তাদের কোনো দেশ নেই,' আমি বললাম। 'তাদের বিশ্বাসই তাদের দেশ।'

আবু ওয়াহিদের কারণে আমরা চেকপোস্টগুলো সহজেই পেরিয়ে গিয়েছিলাম; পরিচিত ব্যাটালিয়নের কোনো সদস্য সঙ্গে থাকলেই শুধু এমন নিরাপদে চলাচল করা সম্ভব। আমাদের সামনে শরণার্থীদের তাঁবুবাহী একটা ট্রাক ছিল। রাস্তার পাশে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির দীর্ঘ সারি; অথচ এমন ভগ্নস্তূপের মাঝেও কাঠবাদাম ও জলপাইগাছ জন্মেছিল।

আমরা 'রাবিয়া' গ্রামে পৌঁছালাম, যে গ্রামের মাটির নিচের রোমান সমাধিগুলো শরণার্থীদের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আমরা সেখানে থামলাম। সেখানকার নারীদের সাথে কথা বললাম ও তাদের গুহা-জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। জায়গাটা একসময় জলপাইগাছে ঘেরা ছিল। তবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখন এদের বেশির ভাগই কাটা এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। কিছু গাছ অবশ্য বোমায় পুড়েছে, কিন্তু গুহার চারপাশে এখনো কিছু গাছ রয়ে গেছে, যেখানে ৩০টির মতো পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এ রকম গুহার সংখ্যা ছয়-সাতটি, প্রতিটিতে বড় একটি গভীর, অন্ধকার পাতাল গর্ত রয়েছে।

ষোড়শী এক হিজাব পরিহিত তরুণী। একটি গুহায় প্রবেশমুখে বসে ছিল। বোমার আঘাতে তার দুটি পা-ই উড়ে গেছে। একটি উরু পর্যন্ত আরেকটি হাঁটু পর্যন্ত। তার চোখগুলো ভাবলেশহীন। সে বলল, তার ভাইবোনদের ছবি আঁকা শেখাতে চায়, কিন্তু তাদের কাছে আঁকার মতো কোনো সরঞ্জাম নেই। সে এ-ও বলল যে তার অনেকগুলো অপারেশন দরকার। তার ক্ষতগুলো সংক্রমিত হয়েছে এবং রক্ত দূষিত হয়ে যাচ্ছে। তার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। আমরা তাদের গুহায় ঢুকলাম, সেখানে মেয়েটির মা ও অন্য ভাইবোনেরা ছিল। তার বাবা তার প্রথম স্ত্রী ও পাঁচ বাচ্চাসহ সামনের আরেকটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। মেয়েটির মা তার দ্বিতীয় স্ত্রী, নাম উম্মে মোস্তফা। তাদের আদি নিবাস ছিল কাফরুমা গ্রামে।

গুহায় কোনো প্রাকৃতিক আলো ছিল না। দিনরাত সারাক্ষণই তারা একটি ওষুধের বোতলে তেল ঢেলে তাতে একটি কাঠি জ্বালিয়ে রাখত। এই হাতে বানানো ল্যাম্পের আলো ছিল খুবই কম এবং ধোঁয়ায় ভরা। বাচ্চাগুলো আমাকে ঘিরে ধরল এবং আমার হাতে থাকা মোমবাতিগুলোর দিকে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকল। তাদের বয়সের সীমা ছিল ৩ থেকে ১৫ পর্যন্ত। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম স্কুলবিহীন এই অফুরন্ত ছুটির দিনগুলো তারা কীভাবে পার করছে। তাদের মা জানাল, যে সাহায্য তারা পেয়েছিল, তা তার স্বামী নিয়ে গেছে এবং তার অন্য স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছে। তার কোলে একটি শিশু ছিল এবং গর্ভে আরেকটি। সে আট ছেলেমেয়ে নিয়ে ধুলায় ভরা মেঝে এবং বৃষ্টির পানি চুইয়ে পড়া একটি গুহায় বাস করছিল এবং নবমটি প্রত্যাশা করছিল। তারা কম দিনেই এক বেলা খেতে পায়। প্রতিটি শিশুরই খালি পা এবং শতছিন্ন কাপড় পরনে। তাদের চেহারাগুলো মলিন, চামড়াগুলো শুকনো ও ফাটা। এই তীব্র ঠান্ডায় তাদের পেটগুলো ছোট পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

মহিলাটির মেজো মেয়েটি বোমার শব্দে বধির হয়ে গিয়েছে। যখন তার বড় মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, তখন বধির শিশুটি তার হাত শক্ত করে ধরল এবং আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, এত অন্ধকারের মধ্যেও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের চেহারায় সৌন্দর্য জ্বলজ্বল করছে। এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের সৌন্দর্য এক রহস্যই বটে।

চলে আসার সময় আমি আবু ওয়াহিদকে বললাম, আবু মোস্তফা তার স্ত্রীর সাহায্যের টাকা চুরি করছে। শুনে সে হাসল। আমি হাসতে পারলাম না।

অন্য গুহাগুলোর অবস্থাও এ রকমই ছিল। শত শত লোক মাটির নিচের অন্ধকার গুহায় জীবন যাপন করছে যেন মৃত্যু সন্নিকটে দেখে একদল পশু নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। তারপরও মাটির ওপর সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। একটা গুহার সামনে একদল বাচ্চা একটা গর্ত তৈরি করে তাতে একটা হলুদ বল ছুড়ে ফেলার খেলা খেলছিল। পুরো এলাকায় জীবনের চিহ্ন বলতে এটুকুই। একদল মানুষ অভুক্ত, ক্ষুধার্ত এবং অসহায় অবস্থায় এখানকার মাটির নিচে বসবাস করছে, ওপর থেকে দেখে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এ যেন নরকের এক টুকরো খণ্ডচিত্র।

আমরা নীরবে গাড়িতে ফিরে এলাম। পথে আমরা আরও গুহাক্ষেত্র দেখলাম, যেগুলোতে অনেক পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। একদম সামনে বেশ কিছু বাড়ির চিহ্ন দেখলাম, যেগুলোকে সম্পূর্ণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছিল, টাইম মেশিনে করে প্রস্তর যুগে ফিরে গেছি।

আকাশ ছিল গাঢ় নীল, সূর্যের তাপও ছিল প্রচণ্ড। আমরা হাস গ্রামের মধ্য দিয়ে পার হলাম। নুসরা বাহিনী এখানে ছিল কিন্তু এখন নেই। তারপর আমরা আল-হামিমিয়া গ্রামে পৌঁছালাম, দূর থেকে গ্রামটিকে সাইপ্রাস গাছের তৈরি একটি দুর্গের মতো দেখাচ্ছিল।

'কত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আর শান্তিকর্মী যে নিহত বা গ্রেপ্তার হয়েছে, তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই,' আবু ওয়াহিদ বলল। 'সবচেয়ে দক্ষ লোকগুলোও শেষ।' সে তাদের প্রত্যেকের জন্য হৃদয়স্পর্শী প্রশংসা উক্তি শোনাল। তার স্মৃতিশক্তি আমাকে মুগ্ধ করল, কারণ সে প্রত্যেকের নাম, বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা সূক্ষ্ম বর্ণনাসহ আমাদের শোনাচ্ছিল। আমি ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিলাম, আমার দৃষ্টি ছিল রাস্তায় নিবদ্ধ। কানে ছিল আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে ঝরা বোমার শব্দ।

'তাকলা' নামের দরিদ্র কৃষিভিত্তিক গ্রামটিতে এসে দৃশ্যপট খানিকটা বদলে গেল। গ্রামের নামটি 'সেন্ট তাকলা'র নাম থেকে অনুপ্রাণিত। এখানে জলপাই বাগানের পাশাপাশি পাহাড় আর উপত্যকাও ছিল। আমরা এখানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবু ওয়াহিদের ব্যাটালিয়ন 'মুক্তিকামী শহীদি ব্রিগেড'-এর ঘাঁটিতে নামলাম। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তারা যে কামানটি তৈরি করেছে, সেটা দেখতে আমার তীব্র কৌতূহল হচ্ছিল। সরকারি বাহিনীর পরিত্যক্ত একটা ট্যাংক এবং তার সঙ্গে আরও কিছু যন্ত্রপাতি জুড়ে দিয়ে তারা এটা বানিয়েছে। এখন সেটা জলপাই বাগানের মধ্যে বসানো আছে, এর কালো নল আকাশের দিকে ওঠানো, এর বড় বড় চাকাগুলোও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে আনা। আমরা এর চারপাশ ঘুরে দেখলাম। আমি এর মসৃণ কালো ত্বকে আমার হাত বোলালাম; মৃত্যুদূত!

'ইরান থেকে সরকার যে গোলাবারুদ পায়, তার সামনে এটা কিছুই নয়,' আবু ওয়াহিদ বলল। 'আমরা লড়ে যাবই, আর কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই—হয় লড়ব না হয় মরব। আমার ব্যাটালিয়নের সবাই গ্রামবাসী, যারা নিজেদের রক্ষার স্বার্থে একত্রিত হয়েছে। তারা সবাই সাধারণ লোক। অন্য দলগুলোর অবস্থা কিন্তু এ রকম নয়। তাদের অর্থায়ন ও অস্ত্রের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে ভিন্ন। আমাদের মিশন হলো দেশের জন্য লড়াই করা, আর আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইটাই আমাদের দেশের জন্য লড়াই। অন্য গ্রুপগুলো কারা বা কীভাবে আমাদের দেশে এসে হাজির হলো, আমরা তার কিছুই জানি না।'

বিপ্লবের শুরুর দিকে, ট্যাংক দেখলে ভয়ে আমার কলিজা শুকিয়ে যেত। আর এখন, কত সহজেই না আমি একটা ট্যাংকের মাজলে হাত বোলাচ্ছি। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, এই ট্যাংকটা নিয়েও একটা উপন্যাস লেখা হতে পারে। এর শুরু থেকে এখন এই পরিবর্তিত অবস্থা পর্যন্ত। এটা এখন এখানে পড়ে আছে, অ্যাকশনে নামার আগে খানিকটা মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন করে নিচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এটা বানাতে তাদের কোনো খরচ হয়নি, সবই কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস।

'এটা ১৪ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত ফায়ার করতে পারে,' আবু ওয়াহিদ আমাকে বলল। 'আর দূরত্ব সেট করতে আমরা গুগলের সাহায্য নিই। কিছু অংশ আমরা নিজেরা বানাই। আমরা একটা "বিশেষ হাতিয়ার তৈরির ওয়ার্কশপ" তৈরি করেছি, কিন্তু আমাদের হাতে পর্যাপ্ত জিনিসপত্র নেই। আমার যাবতীয় সম্পদ আমি বিপ্লবের কাজে দান করেছি। আমার রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত ব্যবসা থেকে আয় করা ৫০ মিলিয়ন লিরা ছিল—আমি সবটাই দান করেছি। তারা আমাদের বোমা মেরেছে, হত্যা করেছে, আমাদের পরিবার ও শিশুদের বিনাশ করেছে, উদ্বাস্তু করেছে; এবার আমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মারার পালা। আমরা যা করছি তা আত্মরক্ষা, আক্রমণ নয়। আমি তাদের বিমানের কথাবার্তা রেডিওতে শুনতে পাই। তারা আমাদের মারতে চায়, একজন একজন করে সবাইকে।'

'কোনো মৃত্যু ছড়ানো মেশিন মানুষের জীবনের এবং বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, এটা ভাবতে আমার ঘৃণা হয়।' আমি বললাম। 'এটা ঠিক নয়।'

আবু ওয়াহিদ নীরব রইল। কেউই কোনো কথা বলল না। কিন্তু আমি নিজেই বললাম, 'মনে রেখো, সব সময় সঠিক করতে গিয়ে ন্যায় করা যায় না।' আমরা আবু ওয়াহিদের ঘরে আমাদের কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। তার স্ত্রী আমাদের খাবারের নিমন্ত্রণ করেছিল, তার মা ও বাচ্চারাও ছিল। তাদের বিদ্যুতের লাইন কাটা এবং পানিও ছিল না, তবু আতিথেয়তার কোথাও কমতি ছিল না। সত্যি বলতে কি, যত জায়গায় গিয়েছি সবাই আমাদের মেহমানের সম্মান দিয়েছে এবং তাদের সর্বোচ্চ আতিথেয়তার চেষ্টা করেছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কয়েক জায়গায় আমাদের যা খেতে দেওয়া হয়েছে সেটাই ছিল তাদের সব, তবু সেটা আমাদের খাওয়াতে কোথাও কোনো সংকোচ ছিল না, সবটাই টেবিলে রাখা ছিল।

আবু ওয়াহিদের স্ত্রীও ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যখন আমরা তার পরিবেশিত সুস্বাদু খাবার খেতে বসলাম, তখন আবু ওয়াহিদ আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল, 'সরকারের পতন ঘটার পর আমরা হাতিয়ার ফেলে দেব। আমি কখনোই বাড়িতে ঘুমাই না। আমি একজন যোদ্ধা, যুদ্ধের ময়দানে আমাকে সব সময় প্রয়োজন। কিন্তু সবশেষে আমরাও মানুষ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার আমাদেরও আছে। আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে চাই, বড় করতে চাই। বিশ্বাস করতে পারেন, একটা দেশের সরকার তারই দেশের নাগরিকদের বোমা মেরে হত্যা করছে? আমি যত দিনই বেঁচে থাকব, এটা কখনোই আমার মাথায় ঢুকবে না যে কী করে এটা সম্ভব হলো!' বলতে বলতে আবু ওয়াহিদের ক্রোধ জেগে উঠল, সে খাওয়া বন্ধ করে দিল।

'ছাদের ফাটলের দিকে দেখুন! একটা বোমা আমার ঘরের ঠিক পাশেই পড়েছিল, অল্প কয়েক মিটারের দূরত্বের জন্য আমার পরিবার সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। আমাদের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। কিন্তু আমরা কোথায় যাব? এমনকি পান করার পানিটুকুও আমাদের কিনতে হচ্ছে। বললে বিশ্বাস করবেন যে প্রতি মাসে আমার সন্তানদের পান করার মতো পানি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিনতে আমার চার হাজার লিরা ব্যয় হয়! আমি আমার খেতের পেছনের কুয়াটা লোকদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি...আমরা সবাই জীবন ও মৃত্যুর সমান অংশীদার।

'একটা বিষয় আপনার জানা দরকার,' সে আরও বলল। 'সেটা হলো প্রতিটি অঞ্চলই এখন তাদের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র প্রশাসনে চলছে। প্রতিটি গ্রামের দেখভাল করছে সেখানকার স্থানীয় লোকেরাই। সবকিছুই উল্টে গেছে, এমনকি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীটিও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।'

'প্রতিটি স্বৈরশাসন থেকে এই ধ্বংসলীলা জন্ম নেয়,' আমি বললাম।

'আমরা একটা অদ্ভুত সময়ে বাস করছি। চিন্তা করে দেখুন, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ইসলাম কী বলে। এখনকার উগ্রপন্থীরা লুটতরাজকে বৈধ বলে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং ব্যাটালিয়নগুলোকেও তা করতে উৎসাহ জোগাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, দেখেন কাফরুমা গ্রামের লোকেরা, তারা লুটতরাজের আশায় এখন বিপ্লবে যোগ দিচ্ছে, বিপ্লবকে সফল করতে নয়। একটা রাইফেলের দাম লাখ টাকা, সুতরাং এমন একটা রাইফেল হাতের নাগালে পেলে সবাই বর্তে যায়। অর্থাৎ, লুটের আশায় যুদ্ধ করা, কিন্তু লুটছি কাকে—তা ভেবে দেখবে কে? আরেকটা বিষয়, আমাদের গ্রামে লোকের সংখ্যা ৫ হাজার, আর এখন এখানে ২৫ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। আমরা তাই আর আগের মতো "এক সিরিয়া"র স্লোগান দিতে পারছি না। সব পরিবর্তন হয়ে গেছে।'

***

পরদিন সকাল। সারাকেবে বোমা হামলার তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে, তাই আমি পরিবারের বৃদ্ধাদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। গল্প বলতে আলা আর তার ভাইবোনদের স্মৃতিচারণা। সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ মহিলাটি তাঁর বোনের পাশে বসে ছিলেন, যিনি ওই বড় পরিবারের কর্ত্রীও বটে। তাঁদের প্রায় চিরঞ্জীবী মনে হচ্ছিল। তাঁরা আমাকে পরখ করে দেখছিলেন আর আমি তাঁদের পরখ করে দেখছিলাম। তাঁদের আর আমার মধ্যে একটা মৌন যোগাযোগ স্থাপিত হলো, ঠিক যেমনটা ছিল আলার সঙ্গে। মনে হচ্ছিল, গল্প বলা হলো পরিবারের সবার অন্যতম পছন্দনীয় কাজ। তাঁরা সেদিন আমাকে মারাত আল-নুমানে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আমি কথা দিলাম যে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করব এবং শর্ত দিলাম, সবচেয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বয়োবৃদ্ধা আন্টি আমাকে তাঁর যৌবনের সিরিয়ার গল্প শোনাবেন। সেই চল্লিশের দশকের সময়ের গল্প, যখন সিরিয়ানরা একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমরা আবারও সেই একই সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সিরিয়া আবার একটা বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি, যার শুরুতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবনতি ও পশ্চাদপসরণের সম্মুখীন হতে হয়। তারপর, শূন্য থেকে আবার সবকিছু গড়ে তোলার সংগ্রামে নামতে হয়।

শহর ছাড়ার আগে, আমরা বাজারের মিডিয়া সেন্টার থেকে বিপ্লবীদের প্রকাশিত বেশ কিছু পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সংগ্রহ করলাম। তার মধ্যে ছিল একটি শিশুতোষ ম্যাগাজিন এবং *আল-শাম* ও *আল-জয়তুন* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা। এই পত্রিকাগুলোতে মুক্ত হওয়ার পর বিপ্লবীরা যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার পরিকল্পনা ছাপা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবকে সফল করা এতটা সহজ নয়। মোহাম্মদ, মানহাল ও আমার দায়িত্ব হলো এই পত্রিকাগুলো বিতরণ করা, যেসব গ্রাম আমাদের রাস্তায় পড়বে, সেখানে। আমাদের সঙ্গে আরও ছিল লেবানিজ সাংবাদিক ফিদা ইতালি এবং মারাত আল-নুমানের দুজন তরুণ বিপ্লবী, যারা সেদিন আমাদের গাইডের দায়িত্ব পালন করছিল। তারা ছিল 'বাসমাত আমাল' (আশার হাসি) নামের একটি মানবাধিকার সংস্থার সদস্য। এই সংস্থাটি একটি প্রাথমিক চিকিৎসাসম্পন্ন মেডিকেল সেন্টার খুলেছে এবং আরও নানা মানবিক প্রজেক্ট চালু করেছে। তারা হচ্ছে বিপ্লবী দলের সেই শাখা, যারা বেসামরিক কাজের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে।

মারাত আল-নুমানে যাওয়ার পথে আমাদের প্রায় ১০ কিলোমিটার লম্বা সড়ক পাড়ি দিতে হয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে দিয়ে। সরকারি ও বিপ্লবী বাহিনীর গুলি বিনিময়ের দৃশ্য প্রায় পুরো রাস্তায়ই চোখে পড়ল। আসাদ বাহিনী অবিরাম বোমা ফেলছিল। আর প্রতি কিলোমিটার পরপর একজন করে স্নাইপার মোতায়েন ছিল, আকাশ ছিল পরিষ্কার ও রৌদ্রোজ্জ্বল। তার মানে সরকারি বোমারু বিমান গ্রামে বোমা ফেলতে এ সময়ই বের হয়। তবে গ্রামবাসী জানে যে এ কাজের জন্য তাদের (সরকারি বোমারু বিমানের) সবচেয়ে পছন্দনীয় সময় কখন। দিনের ঠিক কোন সময়টা তারা বেছে নেবে, এটা এখন প্রতিটি শিশুও জানে। এমনকি তারা নানা রকম মিসাইল ও বোমা শনাক্ত করতে সক্ষম। স্নাইপারের গুলির ধরন সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আমরা যে রাস্তা ধরে যাচ্ছি, তাতে অনেক স্নাইপার ওত পেতে আছে।' মোহাম্মদ আমাকে সতর্ক করল। মাত্র দুই দিন আগেই, তাদের চোখের সামনে এখানে একজন যুবক স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়েছে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে এই রাস্তায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। গাছগুলো সব শুষ্ক, তাদের নিচে ছড়িয়ে আছে গোলাপি ও হলুদ পাতা। আমাদের সামনে একটা চেকপয়েন্ট পড়ল, নাম বায়ারিক আল-শামাল (উত্তর ব্রিগেডের ব্যানার)। মোহাম্মদ ও মানহাল যখন পার হওয়ার অনুমতি চাইল, তখন সামনে দাঁড়ানো সশস্ত্র প্রহরীটির জবাব ছিল এমন : 'বেশ, তবে তোমার জায়গায় আমি হলে যেতাম না, প্রাণের মায়া করতাম।' সে একটা পাথরের ওপর বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার মেশিনগানটা ছিল কোলের ওপর রাখা।

মানহাল অত্যন্ত দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এবং আমরা মাথা নুয়ে রেখেছিলাম। আমি গুলির শব্দ শুনছিলাম, তাই এক ইঞ্চিও নড়লাম না। এমনকি তারা যখন গন্তব্যে পৌঁছায়, 'আমরা পেরেছি! বেঁচে গেছি!' বলে আনন্দে চিৎকার করছিল, তখনো আমি স্থির হয়ে বসে ছিলাম। একটু পর আমি মাথা তুলে তাকালাম এবং মনে হলো আমি যেন কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি। সম্ভবত ধ্বংসলীলার এ বর্ণনা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, মারাত আল-নুমানে আমি যা দেখেছিলাম, তা সত্যিই দুঃখজনক। রাস্তায় আমাদের গাড়ির সামনে একটা সাদা পিকআপ ট্রাক ছিল, ভয়ংকরভাবে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত কিন্তু এর পেছনে একজন মা তার চার মেয়েকে নিয়ে বসে ছিলেন। সবচেয়ে বড় মেয়েটির বয়স ছিল ১০ বছর। মেয়েরা সবাই ছিল হিজাব পরা আর তাদের মা কালো বোরকা পরিহিত।

চারপাশের বিল্ডিংগুলো কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। অন্য বিল্ডিংগুলোর মতো এগুলো বোমার আঘাতে উড়ে যায়নি, বরং মনে হচ্ছিল এগুলোর লোহা আর কংক্রিট যেন গলিত তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে আমার চোখের সামনে। একটা চারতলা বিল্ডিং এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছিল যে এটার ছাদ রাস্তার ফুটপাত ছুঁয়েছিল। মঞ্চে ঝোলানো পর্দার মতো দুলছিল। সেটার নিচে লাশের একটা সমুদ্র তৈরি হয়েছিল। সেখানকার লোকজন আমাকে জানাল যে মারাত আল-নুমান শহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটা যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে, তাই এখানে আক্ষরিক অর্থেই সারাক্ষণ বোমা পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঠিক এই মুহূর্তে আরেকটা বোমা ফাটল। ঠিক আমাদের সামনে। আমরা একটা সরু গলিতে সরে গেলাম। এই রাস্তা বোমার আঘাতে তৈরি গর্ত ও ফাটলে ভরা। বোমার আঘাতে কয়েকটা দোকানের সামনের অংশ ধসে পড়ল। কিছু ধাতব টুকরো বাতাসে উড়ে গেল। গোলমাল, হুল্লোড় আর চিৎকারে চারপাশ ভরে গেল এবং সেটা চলতেই থাকল।

একজন মহিলা তাঁর মেয়ের সঙ্গে পথ চলছিলেন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কেননা আমি ওখানে বাইরে আর কোনো মহিলাকে দেখিনি। মার্কেটটা ছিল একটা ধ্বংসস্তূপ। ছেলেরা এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিল। আমরা 'বড় মসজিদে'র দিকে যাচ্ছিলাম, সেখানকার অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা—অন্তত একসময় ছিল। সেটাও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মসজিদের মিনারগুলো বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে গেছে এবং নিচে পাথর আর কাচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। আমি জানতে পারলাম, এ জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার বোমা ফেলা হয়, বিশেষত সরকারি বাহিনী মিনারগুলোকে টার্গেট করছিল। এই মসজিদ খ্রিষ্টপূর্ব যুগের একটি অন্যতম নিদর্শন ছিল। প্রথমে একটি মন্দির, তারপর চার্চ এবং ক্যাথেড্রাল থেকে সবশেষে এটি একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর গায়ে তখনো বিভিন্ন ধর্মীয় অক্ষর খোদাই করা ছিল। মসজিদের ইসলামিক লাইব্রেরিটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কোরআনসহ অন্যান্য বইয়ের জ্বলন্ত ও বিচ্ছিন্ন টুকরো চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে মসজিদ প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমরা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নামাজ কক্ষের দিকেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় প্লেনের শব্দ শুনলাম এবং আশ্রয়ের জন্য দৌড় দিলাম।

'একটা বোমা পড়ার পর, আমরা এখানে একটা প্রাচীন মার্কেট খুঁজে পেয়েছি,' শহরের এক লোক আমাকে বলল। 'আমরা গর্ত ধরে নিচে নেমে যাই ও প্রবেশমুখ খুঁজে পাই। বলা হচ্ছে, এটা খ্রিষ্টপূর্ব যুগের। এখনো কিছু দরজা ও দোকান অবশিষ্ট আছে।'

আমি একটা পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিদ্যুতের তারগুলো লোহা ও কাঠের থাম থেকে ঝুলছিল। কংক্রিটের দেয়ালগুলো দোকানে সাজানো পেস্ট্রির মতো সারি বেঁধে পড়ে আছে। আমি অসংখ্য ছবি তুললাম, নোট নিলাম। ধ্বংসের পরিমাণ কতটা, তা জানতে আমার অতি আগ্রহ দেখে আমার সাথিরা আমাকে বলল, পরে তারা আমাকে যুদ্ধ ময়দানের ক্ষয়-ক্ষতি দেখাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাস্তায় ও মসজিদের সামনে মার্কেটে ঢোকার দরজাটায় একজন বৃদ্ধ লোক আমাকে কাছে যেতে ইশারা করলেন। 'দেখো! দেখো!' তিনি চিৎকার করলেন, মিনারের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে, 'এটা বাশারের সংস্কার, তোমাদের জন্য...আমরা তো কিছু করিনি...শুধু কয়েকটা অধিকার দাবি করেছিলাম...হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী! আমরা শুধু কিছু অধিকার চেয়েছিলাম...দেখো কী করেছে...' তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তরুণদের একজন তাঁর হাত ধরে ডাকল এবং কিছুক্ষণ তার সঙ্গে হাঁটল। মার্কেটে পড়া বোমায় বৃদ্ধ তাঁর তিন সন্তানকে হারিয়েছিলেন। এখন তিনি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আর কাঁদেন।

মার্কেটের দেয়ালে লেখা ছিল, 'যতই অবরোধ থাক, আমরা বেপরোয়া।'

শহর ত্যাগের আগে আমরা সেখানকার জাদুঘরে একটু ঢুঁ মারলাম। সেটা পুরো মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে অন্যতম মোজাইক কালেকশনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জাদুঘরটির অবস্থান ছিল 'সাবেক খান মুরাদ পাশা' নামের সরাইখানা বা হোটেলে, যা ষোড়শ শতাব্দীতে ইস্তাম্বুল থেকে দামেস্কে চলাচলকারী পথিক ও বণিকদের জন্য অটোমান সম্রাট বানিয়ে দিয়েছিলেন। এটি ১৯৭৮ সালে শহরের জাদুঘরে পরিণত হয়। এর চারটি শাখা, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্মারকে সমৃদ্ধ। পড়ার কক্ষে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ এবং ২৪০০ বর্গমিটারের মোজাইকের তৈরি ম্যুরাল আর্কাইভ ছিল—কেউ জানে না সেগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছে। হাকামানশা যুগের সিরিয়ান শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ ১৬০০ বর্গমিটারের একটি অপূর্ব মোজাইকের নিদর্শন সব সময় ডিসপ্লেতে থাকত, কিন্তু আমার ভ্রমণের সময় দেয়ালে আমি শুধু সেই নিদর্শনের ফ্রেমটা ঝুলে থাকতে দেখেছি।

জাদুঘরের প্রবেশমুখে শহরের বিখ্যাত কবি আবুল আলা আল-মারাবির একটি আবদ্ধ মূর্তি আছে, যার মাথাটা কেটে নেওয়া হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এটা ছিল 'তাকফিরি'দের কাজ। আমি মাথাবিহীন স্ট্যাচুটির একটি ছবি তুললাম। যদিও তারা আমাকে বলেছিল বোমা পড়ে এমনটা হয়েছে, তবে মূর্তিটির গায়ের চিহ্ন অবশ্য ভিন্ন কথাই বলছিল। 'মাথাটা চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে'—কে যেন বলল। আবার কেউ বলল এটা নুসরা বাহিনীর কাজ, কারণ কবি ছিলেন নাস্তিক। আরেকজন বিরক্ত স্বরে বলে উঠল, 'তবু তো তারা মূর্তির মাথা কেটেছে, বাশারের মতো জীবিত মানুষের নয়।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'পরবর্তী দিনগুলো আরও সহিংস হতে যাচ্ছে,' ফিদা সতর্ক স্বরে বললেন। 'উগ্রপন্থী দলগুলো মাথা কাটা ও লাশের অঙ্গচ্ছেদ বা বিকৃতির মাধ্যমে সাধারণ লোকদের ভয় দেখাতে শুরু করবে, কারণ এটা তাদের প্রজ্ঞাপণের অংশ।'

ইদলিবের এই প্রদেশগুলো ঘুরে দেখতে দেখতে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে বহির্বিশ্বের কাছে যে খবর পৌঁছাচ্ছে, তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। বাস্তবতা ছিল উগ্রপন্থী মিলিটারি গ্রুপগুলো আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে এবং সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ কেড়ে নিচ্ছে।

'তাকফিরি' গ্রুপগুলো সংক্রান্ত সমস্যা অবশ্য দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা। আমি যত জায়গায়ই গিয়েছি, সবাই আমাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা সত্ত্বেও লোকজন আমার নিরাপত্তার জন্য, বিশেষত তাকফিরিদের থেকে আমাকে আগলে রাখতে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। কিন্তু এই গ্রুপগুলো বাশার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যে কর্তৃত্ব ও প্রভাব সৃষ্টি করতে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল। এটা কোনো হঠাৎ গৃহীত আইডিয়া ছিল না; বরং স্বাধীন উত্তর সিরিয়াকে উগ্রপন্থীদের মধ্যে বণ্টন করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। তবে তার মানে এটাও নয় যে ফ্রি আর্মি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছে। অনেক ব্যাটালিয়নই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ধরে রাখতে চেষ্টা করছিল। তবে বিভাজনের রেখাও ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

জাদুঘরের দরজা ডিজেলের ব্যারেল দিয়ে অবরুদ্ধ ছিল এবং এর পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল : 'মারাতের শহীদি ব্রিগেড'। জাদুঘরটি ছিল ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার। উঠানের স্তম্ভের সারির ফাঁকে ফাঁকে তেলের ড্রাম ও ডিজেলের ব্যারেল রাখা ছিল। খিলানের নিচে একটা খরগোশের বাচ্চাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলাম। এই অদ্ভুত দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেমানান অংশটি ছিল মিনারের ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে থাকা একটি যুবকের রক্তাক্ত লাশের অবশিষ্টাংশ। খরগোশটা নড়ছিল না। ফাটলের মাঝে গজিয়ে ওঠা ঘাসের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কেউ তাকে কাছে ডাকছিল না।

সালাহউদ্দিন নামের একজন গ্রুপ কমান্ডার আমাদের চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। তার চেহারা রুক্ষ হলেও সে ছিল আন্তরিক একজন মানুষ। সে বলল, তারা যেটুকু পারছে ভাঙা ঐতিহ্যবাহী জিনিসগুলো সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে। পাশের একটি কক্ষে সেগুলো রাখা আছে। এই আলাপচারিতা আমাদের সঙ্গে আসা দুজন তরুণ বিপ্লবীকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। তাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা চুপ করে ছিল। সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হলে এ ধরনের তরুণদের অনেকেই নুসরা বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

ভাঙা পিলারের টুকরো দ্বিতীয় শতাব্দীর লাইমস্টোনের বাঁকানো নিদর্শন বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়েছিল। আসাদ বাহিনী শহরে প্রবেশ করে লাইব্রেরির বইতে আগুন দেয় এবং জাদুঘরটি ধ্বংস করে দেয়। তবে অপূর্ব রোমান পাথরের অলংকৃত প্রস্তর শবাধারগুলো অক্ষত রয়ে গেছে, আর এর বিশাল আকৃতির কারণে লুটেরারাও তেমন সুবিধে করতে পারেনি। জাদুঘরের লাইব্রেরিতে আমি বেশ কিছু পুড়ে যাওয়া বিখ্যাত বইয়ের নাম উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। অনেকগুলো বই, অনেক ছিন্নভিন্ন টুকরো থেকে কয়েকটার নামও উদ্ধার করলাম।

'আমরা তো যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত,' কমান্ডার বললেন। 'এই সবকিছুর সুরক্ষা দেওয়া এ মুহূর্তে সম্ভব নয়।'

খুব কাছেই এ সময় আরেকটা বোমা ফাটল।

জাদুঘরের উঠান থেকে বেশ কিছু মূর্তি সরানো হয়েছে, বলা ভালো চুরি করা হয়েছে। কাচের জিনিসে ভর্তি রুমটির প্রায় সবকিছুই লুট করা হয়েছে। তারপরও কিছু জিনিস তখনো গর্বের সাক্ষ্য বহন করছিল। তার মধ্যে ছিল বেসল্ট পাথরে তৈরি সমাধিগুলোর দরজা ও মাজাকিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ শতকের একটি অক্ষত মোজাইক প্যানেল।

আমি উঠানের একটি লেবুগাছের নিচে বসলাম। আমার মাথা ঘুরছিল; এই সামগ্রিক ধ্বংসযজ্ঞ স্বীকার করে নিতে আমার একটু সময়ের দরকার ছিল, ইতিহাসের এই নির্মম মৃত্যু! আমার সামনে একটা ব্যানারে লেখা ছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ : মারাত শহীদি ব্রিগেড।'

আরেকটা বোমা পড়ল।

'তারা শহরটা ধ্বংস করে দিচ্ছে,' কমান্ডার বললেন।

তিনি আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে গেলেন, যেখানে পুরোনো সরাইখানা চালু থাকার সময় ঘোড়া রাখা হতো। একটা আর্টিফ্যাক্টও ছিল না, সব লুট হয়ে গিয়েছে। আমরা শুধু চারপাশে ছড়ানো রোমান স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাচ্ছিলাম। জাদুঘরের কেন্দ্রে রাখা একটা সশস্ত্র গাড়ির দিকে কমান্ডার এগিয়ে গেলেন। এর থেকে তেল ও পেট্রলের পোড়া গন্ধ আসছিল।

'ওয়াদি দেইফে হামলার সময় একটি মিলিটারি কনভয়ের কাছ থেকে আমরা এটা পেয়েছিলাম পুরস্কার হিসেবে,' মিলিটারি কমান্ডার বললেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারপর গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখুন বোন, আমরা (ফ্রি আর্মি) তখন যুদ্ধে ছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, নুসরা বাহিনী আল-মারাবির মূর্তির মাথা কেটে ফেলেছে, কারণ তাদের মতে মূর্তি হলো হারাম। আমি জানি, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।'

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে আমরা শহরের জেলখানার দিকে রওনা দিলাম। পথে বিল্ডিংয়ের স্তূপের ভেতর থেকে নারী ও শিশুদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। বোমার আঘাতে চূর্ণ হওয়া কংক্রিট, বেঁকে যাওয়া লোহা, ধ্বংসস্তূপ, বিচ্ছিন্ন বিকলাঙ্গ শরীর—এসব নিয়েই এই চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্যে কিছু মানুষ বাস করছিল। আমি যদি এ কথাগুলো কোনো বইয়ে পড়তাম, হয়তো বিশ্বাস করতাম না।

কয়েকজন লোক একটা জানালার ভাঙা কাচ ওঠাচ্ছিল। 'গতকাল এই পাশে একটা বোমা পড়েছিল,' তারা বলল। 'আজকে আবার ওই পাশে আরেকটা পড়েছে।'

'আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি,' কমান্ডার বললেন।

আমি ওপরে তাকালাম। একটা বাচ্চা ছেলে দ্বিতীয় তলায় দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ওয়ার্ডরোব থেকে কিছু কাপড় বের করছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ওই রঙিন কাপড়গুলোকে পরিষ্কার ও ধুলাহীন মনে হচ্ছিল। কাপড়গুলো ড্রয়ার থেকে ঝুলছিল, আর ছেলেটি হাত বাড়িয়ে একটা শার্টের হাতা ধরার চেষ্টা করছিল। এ সময় তার মা ভেতর থেকে ডেকে উঠল। ওয়ার্ডরোবটি নড়ে উঠল এবং এর সঙ্গে পুরো দেয়ালটাই খুলে এল। ছেলেটি দৌড়ে পালাল। আমি চিৎকার দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। যখন চোখ খুললাম, আমি ভেবেছিলাম দেয়ালে চাপা পড়া ছেলেটার লাশ দেখতে পাব। কিন্তু সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল—অবাক ও হকচকিত হয়ে! আমার মনে হলো, সে বোধ হয় পিঠে ডানা লাগিয়ে উড়ে এসেছে, এ ছাড়া তার বাঁচার আর কোনো পথ ছিল না!

গ্রুপ কমান্ডার সালাহউদ্দিন আমাদের জেলখানা ও মিউনিসিপ্যালের প্রশাসনিক ভবন ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি দেখলাম, সব পাবলিক রেকর্ড ও নথিপত্র আগুনে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে। অফিসগুলো পরিত্যক্ত, বোমার আঘাতে তাদের সিলিংগুলোও ঝুরঝুরে হয়ে পড়েছে। এখানে যা ঘটেছে কমান্ডার তা আমাদের জানালেন। ফ্রি আর্মি মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং দখলের পর জেলে ঢুকে পড়ে কিন্তু আসাদ বাহিনী ও অফিস স্টাফরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তারা কয়েকজন সৈন্যকে শুধু ধরতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে দুজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের ব্যাটালিয়নে যোগ দিয়েছে। শরিয়া কোর্টের রায়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়েছে, আর দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা পরিবারের কাছে ফিরে গেছে।

'রাকার দুজন—একজন উপকূলীয় এলাকার, একজন আল-বাব ও দেইর এজোর শহরের ছিল। কিন্তু আমরা ১২ জনকে হত্যা করেছি,' সালাহউদ্দিন আমাকে বললেন, আইনের প্রতি তাঁরা কতটা শ্রদ্ধাশীল তা বোঝাতে গিয়ে।

'যুদ্ধে এমন হয়,' আমি বললাম।

তিনি বললেন, 'এটা যুদ্ধ নয়।'

'নিশ্চয় এটা যুদ্ধ, আপনাদের সঙ্গে আসাদ বাহিনীর,' আমিও সরাসরি উত্তর দিলাম।

'এটা কি আপনারও যুদ্ধ নয়?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, এটা আমারও যুদ্ধ, তবে আমার মতো করে। আমার হাতে কলম আছে। আমি একজন লেখিকা ও সাংবাদিক।'

'হাতে অস্ত্র ধরার ইচ্ছা আছে?' তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন।

'না, যদিও তারা আমাকে বন্দুক ধরা ও চালানো শিখিয়েছে,' আমি আমার সঙ্গীদের দেখিয়ে বললাম। 'আমি নিজের নিরাপত্তার জন্য বন্দুক সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে পরে বাদ দিই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কিছুই সঙ্গে রাখব না। বন্দুক ছাড়া এসব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো বিপজ্জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু ওদের সঙ্গে থাকতে আমার কোনো ভয় নেই। তারা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।'

আমরা একটা দীর্ঘ স্যাঁতসেঁতে ও নোংরা বেজমেন্টে প্রবেশ করলাম। গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন একজন স্পষ্টবাদী ধরনের লোক; তিনি বলেছিলেন বিপ্লব শুরুর আগে তিনি নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং কখনো ভাবেননি যে তাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল। তবু এত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তিনি নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে তিনি অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে দেখলেন, তাঁকে উন্মনা ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তিনি একজন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন।

'আমরা যখন এই জেলখানা মুক্ত করি, তখন এটি ছিল শূন্য।' তিনি বললেন, দুই পাশে কয়েদিদের কক্ষের মাঝখানে সরু গলিপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। 'তারা কয়েদিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্যাসেজের উভয় পাশেই ছোট ছোট জেলখানা, তাদের দেয়ালে নানা রকম কথা লেখা রয়েছে। একটায় লেখা, 'ও সময়! তুমি বড় বিশ্বাসঘতক।' আরেকটায় লেখা, 'আবু রোদি, গোলাপ—তুমি আমার জীবন, আমার ভাগ্য, আমার পছন্দ।' একটা অত্যন্ত নোংরা কক্ষের দেয়ালে কবিতার দুটি লাইন লেখা ছিল। বন্দীদের পুড়ে যাওয়া কিছু জিনিস—শার্ট, ট্রাউজার, শর্ট প্যান্ট ইত্যাদি মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল এবং চারপাশেই পোড়া গন্ধ বিরাজ করছিল। সিলিং থেকে কালির ঝুল ঝুলছিল। তার অর্থ অতি সম্প্রতি এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল।

'আমরা মুক্ত করার পর তারা জেলখানায় বোমা ফেলে। তারপর মিউনিসিপ্যাল ভবন ও এখানে আগুন লাগিয়ে দেয়,' কমান্ডার জানালেন। তুলনামূলক কম কালি-ঝুলিওয়ালা একটা জেলখানার সামনে আমি থামলাম। মেঝেয় পড়ে থাকা কাপড়গুলো ছিল ছেঁড়া, কিন্তু আমার কাছে সেগুলোকে পরিষ্কার মনে হলো। এই কক্ষের প্রাক্তন অধিবাসীদের আর যেসব জিনিস সেখানে ছিল, সেগুলোকেও যথেষ্ট গোছানো মনে হলো। যদিও নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে কেউ এর মধ্য দিয়ে রাইফেল চালিয়েছে। এক পাটি জুতা, একটা ছেঁড়া তোশক, কয়েকটা চামচ, এক জোড়া কালো ট্রাউজারের পাশে কয়েক টুকরো কাগজও দেখলাম, কিছু পোড়া আর কিছু কালি-ঝুলি মাখা। আমি সেগুলোকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এসব আমার হাতে ছাইয়ে পরিণত হয়ে গেল।

প্রতিটি দেয়ালে 'আল্লাহ' শব্দটি খোদাই করা ছিল এবং আমরা যতগুলো কক্ষ দেখেছি, তার সব কটিরই মেঝেতে গলিত মোমের মতো শুকনা রক্তের ছোপ পড়ে ছিল। সেগুলোর ওপর অনেক পায়ের ছাপ। আমি সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারলেও মেঝেময় ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে এড়াতে পারলাম না। চারপাশে পচা লাশের দমবন্ধ করা দুর্গন্ধ ভাসছিল। করিডরের শেষ মাথায় টিমটিম করে জ্বলা একটা বাল্ব থেকেই যা একটু আলো আসছিল। বাইরে যখন আমরা সূর্যালোকে বেরিয়ে এলাম, ক্ষণিকের জন্য আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি একবার হোঁচট খেয়ে ভেতরে পড়ে গিয়েছিলাম এবং আমার নাক একদলা রক্তের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা লাশের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি। তাই আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম এবং দৌড়ে বাকিদের কাছে চলে এলাম। আমি চাইছিলাম না কেউ আমাকে এই অবস্থায় দেখুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'ওরা আপনাকে শহরের অন্য পাশে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবে। সাবধানে থাকবেন।' গ্রুপ কমান্ডার সালাহউদ্দিন বললেন।

আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে গেলাম। সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার সায়েন্স ফিকশন ছবিতে দেখা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। আকাশ থেকে বিশাল একটা ধোঁয়ার গোলক ঝুলছিল। চারতলা একটা বাড়ির চতুর্থ তলা থেকে তখনো ধোঁয়া বেরিয়ে ওই গোলকে মিশে যাচ্ছিল। বেশি পাকা ফল যেমন ফেটে যায়, এই বাড়িটাও তেমনি মাঝ বরাবর কেটে দুই টুকরো হয়ে গেছে। এক পাশে বাড়ির কয়েকতলার কিছু রুমের অবশিষ্টাংশ তখনো দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু অন্য পাশটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। বোমার আঘাত বাড়িটিকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

'গত বছর শরতের সময় সংঘটিত মারাত আল-নুমানকে মুক্ত করার সেই বিখ্যাত যুদ্ধে শহরের এই পূর্ব পাশটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। বোমার পর বোমার আঘাতে এটি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমরা দখলে নেওয়ার পর এক সেকেন্ডের জন্যও বোমাবাজি থামেনি। এমনকি আমরা যখন অঞ্চলের সবাইকে বের করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছিলাম, তখনো আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছিল।' একজন আমাকে বলল।

মারাত আল-নুমানের মোট অধিবাসী ১ লাখ ২০ হাজার। অথচ মনে হচ্ছিল, যেন এই মুহূর্তে কোনো জীবিত প্রাণী এখানে নেই। এখানকার অধিবাসীরা পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। তবে কয়েকজন পরে ফিরে এসেছে। ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন অবস্থায় অন্য কোথাও মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার চেয়ে নিজেদের বাড়িই ভালো জায়গা বলে মনে করে তারা।

আরেক দফা বিমান হামলা শুরু হলো। নিজেদের মিসাইল থেকে বাঁচাতে আমরা পাশের এক গলিতে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ পর একজন মহিলাকে এক বস্তা লাকড়ি নিয়ে যেতে দেখলাম। তার পেছনে তার তিন সন্তান ও কালো পোশাক পরা আরও তিনজন মহিলা ছিল, তারাও লাকড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন, তাই কুয়ার পানিই ছিল ভরসা।

এরপর আমরা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব মসজিদটিতে গেলাম। সেটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। গম্বুজগুলো সব ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে আছে। এখানকার সবকিছুই অত্যন্ত অবাস্তব ও অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

'আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। সুতরাং, আমাদের সতর্ক হতে হবে,' বিধ্বস্ত ও চারপাশে বিক্ষিপ্ত পাথর আর কংক্রিটের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলা বলল। মসজিদের বড় গম্বুজটি তখনো তার গায়ের অক্ষত অলংকারসহ সুন্দরের প্রতিচ্ছবি হয়ে দূরে পড়ে ছিল, আমরা সেটার কাছেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু লোকেরা আমাদের এর কাছাকাছি যেতে দিল না। আবার বোমা পড়া শুরু হয়েছে। একটা রকেট পড়ল, কিন্তু ফাটল না। ফলে আমার সঙ্গীরা এটাকে ব্যাটালিয়নের জন্য নিয়ে নিল, যাতে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

'মাঝেমধ্যে এ রকম হয়,' তাদের একজন বলল। 'তারা আমাদের দিকে মিসাইল ছুড়ে কিন্তু সেটা ফাটে না, তারপর আমরা সেটা তাদেরকেই আবার ছুড়ি। মূল যুদ্ধ ময়দান থেকে আমরা মাত্র ৭০০ মিটার দূরে আছি এখন।'

যুদ্ধক্ষেত্রটি সাইপ্রেসগাছের সারি দিয়ে ঘেরা। আমরা মসজিদের গম্বুজের কাছাকাছি একটা জায়গায় গুটি মেরে বসলাম। আর সামনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আমরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছিলাম, এ সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ছেলেকে দেখলাম। সে এখানে কী করছে? আমার কি চিৎকার করা উচিত? ছয় বছর বয়সী ছেলেটি একজন ডিজেল বিক্রেতা এবং সে তিনটি পুড়ে যাওয়া গাড়ির টায়ার তার জ্বালানি রাখার গাড়ির দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। আমরা তাকে পার হয়ে এলাম। গাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত কেউ একটা কথাও বলল না। আমরা মারাত আল-নুমান শহরের 'টাউন স্কয়ার' নামক জায়গায় পৌঁছালাম, সেখানে ডান দিকে মারাতের শহীদি ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার ছিল।

যদিও আমরা এখন যথেষ্ট দূরত্বে, তবু মিসাইলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। চারপাশের এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। 'আশার হাসি' সংস্থার অফিসের সামনে এসে আমাদের গাড়ি থামল।

গাড়ির ট্রান্সসিভারে একটা মেসেজ এল এ সময়। সেটা শুনে মোহাম্মদ খুবই রেগে গেল এবং বলল, 'তারা সারাকেবে হামলা করেছে। দ্রুত অনলাইনে দেখতে হবে...আমাদের হয়তো এখনই ফিরতে হতে পারে।' নিজ শহরের প্রতি আনুগত্যের দিক থেকে মোহাম্মদের মতো এতটা নিবেদিতপ্রাণ কর্মী আমি আর কাউকে দেখিনি। সারাকেব ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। একবার তার চোখের একটা অপারেশনের জন্য আমি যখন তাকে সারাকেব ছাড়তে জোর করছিলাম, তখনো সে যেতে চায়নি; অথচ বোমায় মাথায় আঘাত লাগার ফলে তার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আমি জানি কিছুই আর আগের মতো নেই, বিপ্লবও তার মূলধারা থেকে সরে এসেছে। কিন্তু তারপরও আমি আমার লোকদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।' যেহেতু একমাত্র বিদেশেই তার চিকিৎসা হওয়া সম্ভব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছিল এবং সে যায়নি। মোহাম্মদ তার এক চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল।

এখন গাড়ি ভালোভাবে থামার আগেই সে গাড়ি থেকে নেমে গেল এবং দৌড়ে বিল্ডিংয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যারা সেখানে কাজ করছিল, সবাই ছিল স্থানীয় নারী, পুরুষ ও শিশু। একটা বড় কক্ষে একজন ডাক্তার ওষুধ বিলি করছিলেন। একজন নার্স তাঁকে সাহায্য করছিল এবং তাঁকে ঘিরে অসংখ্য তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি দ্রুত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তারা সবাই ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও অতিথিবৎসল। এক তরুণ পাউরুটিভর্তি একটি ব্যাগ নিয়ে ভেতরে এল। এই রুটিগুলো অফিসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাদের জন্য, যারা বোমার মুখে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি। এই চরম সংকটের মুহূর্তে এই রুটির জোগান করতে সংস্থাটির নিশ্চয়ই অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু বোমার মধ্যে বসবাসরত লোকদের সাহায্য করার জন্য তাদের অসংখ্য প্রচেষ্টার এটি একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

'আমাদের রুটির সংকট আছে,' ডিউটি ডাক্তার বললেন। 'ক্ষুধার্ত লোক অসংখ্য, কিন্তু রুটির সংখ্যা সীমিত। জ্বালানি নেই, বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। পানিরও একই দশা। তাহলে ভেবে দেখুন, এই পর্যন্ত আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের কী দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে! গত রাত থেকে যেসব শরণার্থী মারাত আল-নুমান ছেড়ে গিয়েছিল, তারা ফিরতে শুরু করেছে। ১ লাখ ২০ হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কি ১৫ হাজার উদ্বাস্তু লোক ফিরে এসেছে। তাদের বেশির ভাগই আহত, শিশুরাসহ। আমাদের অ্যানেসথেটিকস এবং তিনটি অপারেশন কক্ষসহ একটি ফিল্ড হাসপাতাল আছে।' যে অপারেশন কক্ষের কথা তিনি বলছেন, তাতে শুধু গুলি ও বোমার টুকরো বের করা এবং ক্ষতস্থান সেলাই করে বেঁধে দেওয়ার সুবিধাটুকুই আছে।

অসংখ্য লোক এখানে চিকিৎসা নেয়। তারা উদ্ধার দল গঠন করেছে, যারা বোমা পড়া স্থান এবং নিহত লোকদের সংখ্যার রেকর্ড রাখছে। শহরের অনেক বাড়িই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত, সেগুলোতে দেখার আসলে কিছুই নেই—তারা আমাদের জানাল। প্রায় এক হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত আল-হামিদিয়া উদ্ধার কেন্দ্র থেকে অল্প কিছু তরুণ ফিরে এল। তাদের একজন আমাকে দ্বিতীয় কাপ চা ঢেলে দিতে দিতে বলল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আজ এক দিনে আসাদ বাহিনী ২৮টি বোমা ফেলেছে। এ রকম চলতেই থাকত, তবে তাদের দুটো প্লেনে গুলি লাগার পর বোমাপতনে কিছুটা ঢিলে ভাব এসেছে।' এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। তারা আমাদের চারপাশে ভিড় করে এল, কানাঘুষা করছিল এবং সতর্ক চোখে আমাকে দেখছিল। কিন্তু তাদের সহজ ও আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল, আমাকে তাদের কাহিনি শোনাতে আগ্রহী। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এই অবস্থায় এখানকার নারীদের অবস্থা কী এবং তাদের কারও সঙ্গে আমার দেখা হওয়া সম্ভব কি না। আমি যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, সেটা তাদের বললাম। জানালাম, আমি এখানকার নারীদের সাহায্য করতে পারি। তারা বলল, নিহতদের স্ত্রীদের সাহায্য করতে তারাও অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা ঘণ্টাখানেক কথা বলেছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে মোহাম্মদ সত্যিই ধৈর্যহারা হয়ে যাচ্ছিল। সারাকেবে ফিরে যেতে সে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল।

মাত্র এসে যোগ দেওয়া একজন বলল, 'তারা দ্রুতগতির মিসাইল দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এটা অবশ্য কোনো চমক নয়। যেহেতু আমরা মাটিতে জিতেছি, কাপুরুষগুলো এখন দূরের আকাশ থেকে বীরত্ব দেখাচ্ছে!'

'মারাত হলো যুদ্ধের ময়দান, প্রশাসনের সঙ্গে বিপ্লবী বাহিনীর,' ২০ বছর বয়সী এক তরুণ বলল। 'যদি মরতে হয় তবু আমাদের মাটি ছাড়ব না। আমাদের কাছে বিমানবিধ্বংসী বন্দুক থাকলে আসাদ বাহিনী অনেক আগেই পালিয়ে যেত।' শেষের এই কথা শিশুসহ সবার মুখেই। তারা জানত, তারা মাটি যদিও মুক্ত করতে পেরেছে কিন্তু আসাদের বিমানবাহিনী সেই মুক্ত অঞ্চলগুলো মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে সদা মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলাম, এর পুরোটা সময়ই গোলাগুলি ও বোমা পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কয়েকটা বাচ্চা আমাদের পাশের একটা রুমে নিয়ে গেল। চেহারা দেখে সেটাকে কম্পিউটার রুম মনে হচ্ছিল। দরজার উল্টো পাশে একটা টেবিলে পাউরুটিভর্তি ব্যাগের স্তূপ রাখা ছিল। এই রুম ছিল লোকে লোকারণ্য, আমরা কয়েকজনও এখানে বৃত্তাকারে বসে পড়লাম।

আরেকজন তরুণ এই রুমে ঢুকল এবং আমার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা দেওয়ার মতো বলল, 'লড়াকু বাহিনীর মধ্যে সেরা হলো নুসরা বাহিনী।' যদিও উপস্থিত কয়েকজন অসম্মতি প্রকাশ করে মাথা নাড়ল, তবু তারা ছেলেটিকে তার কথা শেষ করতে দিল। 'যদিও শুরুতে তারা বেশির ভাগই ছিল বহিরাগত, কিন্তু এখন সিরিয়ানদের অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তাদের কাছে সত্যিই ভালো ভালো অস্ত্র আছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'যেসব চেচনীয় যোদ্ধা সম্প্রতি যোগ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে কী বলবে?' আরেকজন তর্কে যোগ দিল। 'তারা সঙ্গে করে কী নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য?'

'ইসলাম সূত্রে তারা আমাদের ভাই,' আরেকজন বলল, 'এবং তারা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়ছে।' আমি তাদের কথা শুনছিলাম। কিন্তু তারপর আবার নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও সাহায্যের আলোচনায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা হিসেবে কয়েকবার আলোচনার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করলাম। আমি জানতে চাইলাম, যদি কয়েক বছর ধরে এমন অবস্থা চলতে থাকে, তখন কী হবে?

'আমি আহরার আল-শামের সমর্থক,' মাঝখানে বাধা দিয়ে একজন বলে উঠল। 'কারণ তারা অন্য বাহিনিগুলোর মতো চুরি-লুটতরাজ করে না।'

'নিশ্চয়ই করে না, কারণ ইতিমধ্যে তারা তা যথেষ্ট করে নিয়েছে,' আরেকজন ব্যঙ্গ করে বলল। 'আল্লাহ সব দেখেন।'

মোহাম্মদ এসে দরজায় দাঁড়াল এবং আমাকে লক্ষ করে খানিকটা উঁচু স্বরে বলল, 'আমাদের সারাকেবে ফিরে যাওয়া দরকার।'

আমরা যখন মারাত আল-নুমান ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন বোমার শব্দ বাড়ছিল।

'এমনকি আকাশও আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে!' আমি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করলাম।

আসতে আসতে আমি নুরা, আয়ুশিসহ অন্য বৃদ্ধাদের কথা চিন্তা করলাম। তাঁরাও নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছেন।

'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না,' মোহাম্মদ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'যেখানে বোমা পড়ছে, ঠিক সেখানে আমরা যাব। কেননা ধ্বংসস্তূপের নিচেই মানুষ থাকার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।'

***

মোহাম্মদ উল্কার গতিতে গাড়ি ছোটাল। তার চিন্তার মাত্রা দেখে আমরাও চুপ করে গেলাম। পুরো রাস্তাতেই সে বিড়বিড় করতে থাকল এবং আমরাও মৌন হয়ে থাকলাম। সারাকেবে পৌঁছে আমরা দেখলাম, জলপাইগাছগুলো বোমার আঘাতে উড়ে গেছে, মাটি থেকে উপড়ে গেছে এবং একটা বাড়ির দেয়ালের বিপরীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ভেঙে টুকরো হওয়া একটা ট্রাক রাস্তা আটকে পড়ে আছে। আমরা অন্য আরেকটা রাস্তা ধরলাম। চারপাশের দৃশ্য ছিল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভয়ংকর। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম এবং যত দ্রুত সম্ভব বোমার স্থানের দিকে দৌড় দিলাম।

'তারা কবর খুঁড়ছে,' একজন চিৎকার করে বলল, 'সূর্যাস্তের আগেই তাদের দাফন করি, চলো।'

অগণিত শেলের আঘাতে জর্জরিত একটি তিনতলা বিল্ডিং মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। একটা মেয়ে বেঁচে আছে, যদিও তার মা ও ভাই মৃত। আমরাও তার সঙ্গে মিলে তার চার বছর বয়সী বোনকে খুঁজতে লাগলাম। ডজনখানেক যুবক বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বিল্ডিংগুলোর ওপর উঠে আর্ত মানুষদের খুঁজছিল, ভেঙে পড়া বড় বড় কংক্রিটের টুকরো সরাতে একটা বুলডোজারও আনা হয়েছিল।

মেয়েটির বাবা ফুটপাতে বসে ছিল। যদি তার হাতে সিগারেট না থাকত, তাহলে তাকে মূর্তি বলে ভ্রম হতো। ধুলায় তার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর তার চুল, কাপড় ধুলায় ঢেকে গিয়েছিল। যখন বোমা পড়ে তার ঘর মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তখন সে বাইরে ছিল। সে তার স্ত্রী ও ছেলের লাশ টেনে বের করেছিল। কিন্তু চার বছরের ছোট মেয়েটিকে তখনো পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমি তাকে খুঁজতে সাহায্য করলাম, যদিও ডজনখানেক পুরুষের ভিড়ে কাজটা করা অস্বস্তিকর ছিল। কারণ, কয়েক দিন ধরেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে বলে আসছিলেন যে দিনের আলোয় পুরুষদের সঙ্গে ঘোরা বা কোনো কাজে সাহায্য করা আমার উচিত নয়। কারণ এতে আমি বেশি লোকের অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যা পরবর্তী সময়ে বিপদের কারণ হতে পারে।

ধ্বংসস্তূপে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ আমার মনে হলো, যেন একটা নরম হাত আর এক গোছা চুল আমার হাতে লেগেছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম। তরুণেরা আমাকে দেখল এবং ২০ বছরের এক তরুণ এগিয়ে এল, তার কপালে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' লেখা একটি কালো কাপড় বাঁধা ছিল। সে তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই মহিলাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও—এতগুলো পুরুষের মধ্যে তার থাকা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।'

আমি তার কথা শুনতাম, কিন্তু দেখলাম সে সিরীয় নয়, তার উচ্চারণ বিদেশি। আমি তাই সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালাম এবং যেখানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছিলাম সেখানেই রইলাম। আমি আবার তাকে দেখলাম, সে বহিরাগত এবং একজন ISIS সদস্য। যদি সে কাজ করতে পারে, তাহলে আমি কেন নই? সেই মুহূর্তে আমাদের গাড়িটা এসে থামল এবং তাদের একজন গাড়ির জানালা থেকে হাত ইশারা করে আমাকে জলদি গাড়িতে উঠতে বলল।

'তারা এখনো বাচ্চাটাকে বের করেনি,' আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। এ সময় মোহাম্মদ ফিরে এল, তার হাতে একটা প্লাস্টিকের হাঁস। তার কণ্ঠ ছিল ভগ্ন; তার ঠোঁটগুলো নড়ছিল ঠিকই, কিন্তু তার কথা বোঝা যাচ্ছিল না। সে খেলনাটা ধরে চাপ দিল, আর হাঁসের ডাক শোনা গেল। আমি তার কাছে এগিয়ে শুনতে পেলাম, 'আমার বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। এই পাথরগুলোর নিচে মেয়েটা চাপা পড়ে আছে আর আমি খুঁজে পেয়েছি তার খেলনা হাঁসটা।' সে চুপ হয়ে গেল, সঙ্গে আমরাও।

***

সারাকেবের বোমাবর্ষণ কখনোই বন্ধ হয়নি। যেহেতু সরকারের কাছে সারাকেবের সামরিক গুরুত্ব অনেক, তাই তারা শহরটিকে অস্থিতিশীল রাখতে চাইছিল। সারাকেবের লোকেরা নিহত ব্যক্তিদের সূর্য ওঠার আগেই কবর দিত। কারণ, তা না হলে যেহেতু ঠান্ডায় রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই, সকাল হলেই শরীরগুলো পচতে শুরু করে। নিহতদের সমাধিক্ষেত্রের স্থানটি আগে একটা বাগান ছিল, ভবিষ্যতেও হবে—কেননা প্রতিটি কবরেই একটি করে গোলাপের চারা লাগানো হয়।

এই সমাধিতে দাফনকৃত প্রত্যেকেই ছিল সারাকেবের নাগরিক। তাদেরই একজন ছিল আমজাদ হোসেন, একজন সেনাসদস্য। যার সঙ্গে প্রথমবার আসার পর আমার দেখা হয়েছিল। তাফতানাজ বিমানবন্দরের লড়াইয়ে সে নিহত হয়েছিল। তার চিরতরুণ চেহারাটা আমি আমার স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম। বিপ্লবের শুরুর দিনগুলোতে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। তার কাছেই আমি জেনেছিলাম বিপ্লবের জন্য সিরিয়ানদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদার জন্য লড়াইয়ের কথা। যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখনই কী এক বিচিত্র কারণে আমার মনে হচ্ছিল যে সে মৃত্যুর জন্য তৈরি। সে ছিল অসমসাহসী এবং খাঁটি হৃদয়বান মানুষ। তার ভয়হীনতা আমাকে উদ্বিগ্ন করত। আর এখন তার কবর আমার সামনে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'হ্যালো আমজাদ', তার কবরের পাশে বসে আমি নিচুস্বরে বললাম। মনে হলো, আমার মাথার ভেতর পরিষ্কারভাবে তার কণ্ঠ শুনতে পেলাম এবং তার মতো আরও তরুণ যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদেরও।

আমার বাঁ পাশে দুজন লোক নতুন কবর খুঁড়ছিল। সারি বাঁধা কবরের পাশে একটা নতুন গজানো চারাগাছ ছিল। এর শিকড়গুলো ছিল ভেজা কাপড়ে মোড়ানো। কিন্তু আকাশ ছিল নির্দয়; সমাধিস্থল থেকে দূরে বোমার অবিরত শব্দ কানে আসছিল। তা সত্ত্বেও লোক দুটি তাদের কাজ চালিয়ে গেল। গোরস্থান ছিল শহর থেকে বেশ দূরে, তাই বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জন্য নতুন সমাধিক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল। বিপ্লব সিরিয়ানদের দাফন করার রীতি পাল্টে দিয়েছিল। তাদের উঠোন কবরে পরিবর্তিত হয়েছিল আর পাবলিক পার্কগুলো সমাধিক্ষেত্রে। তারা গাছের ফাঁকে কবর দিত এবং সাধারণ চিহ্ন রাখা ছাড়া আর কিছুই করত না। কিছু জায়গায় লম্বা খাদ করা হতো, একসঙ্গে অনেককে কবর দেওয়ার জন্য। কখনো কখনো, একটা পরিবার তাদের বাড়ির পেছনের ছোট্ট জায়গাটুকুতে তাদের সন্তানদের কবর রচনা করত। যখন শহরের কোনো বাড়িতে বোমা পড়ত, তখন মৃতদের কবর দেওয়ার জন্য তারা সবচেয়ে খালি জায়গাটিই বেছে নিত।

সমাধিক্ষেত্রও লোকদের জীবনের একটা অংশ হয়ে গিয়েছিল, দোকান আর রাস্তাঘাটের মতো। লোকের বাড়িতেই এখন এর বসবাস। একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞে সিরিয়ার বুকের মাটি সিরিয়ানদেরই লাশে ভরে গিয়েছিল।

'এই সমাধিক্ষেত্র খুবই পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত,' আমি স্বগত স্বরে বললাম, বিশেষ কারও উদ্দেশে নয়। কবর খুঁড়নেওয়ালাদের একজন তার খোঁড়া গর্তের ভেতর থেকে জবাব দিল, 'এরা সবাই ছিল একেবারে তরুণ।' আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমরা সমাধিগুলোর মাঝ দিয়ে হেঁটে চললাম, আর ফিদা ইতানি ছবির পর ছবি তুলতে থাকল। পরে আমি তার ছবিগুলো দেখেছিলাম। একটা বড় লাল সূর্য আমাদের পেছনে অস্ত যাচ্ছিল এবং আমি, মোহাম্মদসহ বাকি সবার ছায়া রাস্তা ও কবরের চিহ্নগুলোর মাঝে লম্বা হয়ে পড়েছিল। শহর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, ছিল শুধু কালো রঙের ছায়া। তার মধ্যে আমাদের সবার ক্লান্ত, টালমাটাল শরীরগুলো যেন ধ্বংসের শেষ প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আলো, বাতাস বা মাটির কোনো পরোয়া নেই; মৃত্যু এখানে এত কাছে, এত স্পষ্ট যে আমাদের নিশ্বাসের চেয়েও বেশি মৃত্যুকে এখানে অনুভব করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যায়। আমরা ইতিমধ্যেই মৃত এবং পচতে শুরু করেছি। নারীদের নিয়ে কাজ করার সময় সারাকেবের এক মহিলা আমার কানে একটা কথা বলেছিল তার স্বামী সম্পর্কে। তাদের ছিল দুটি সন্তান এবং তার স্বামী মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তাকে এই কথা বলেছিল। কথাটা হলো, 'এত মৃত্যু...এত মৃত্যুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এত ভালোবাসা।'

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আরেকজন বলে উঠল, 'এই সমাধিক্ষেত্রেই একটু স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া সম্ভব। আমরা এটাকে বড় ও প্রশস্ত করব, যাতে আমাদের সন্তানেরা মাটির নিচে অন্তত শান্তিতে থাকতে পারে।' আমি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম। এ সময় মোহাম্মদসহ বাকিরা এমনভাবে সমাধিক্ষেত্রটি ঘুরে দেখছিল, যেন এটা তাদের ঘরেরই একটা অংশ।

'এই মাটি, এই ধুলা সবকিছু আমাদের সন্তানদের দিয়ে তৈরি,' একজন বলল, কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বোমা পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। আমরা দৌড় লাগালাম। যখন আমরা পাশের একটা রাস্তায় পৌঁছালাম, মনে হলো বোমাটা পাশেরই কোনো বাড়িতে পড়ল। পুরো আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, যেন রাত নামল।

***

যেই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপ থেকে লাশ বের করা হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য কোথাও বোমার আঘাতে আরও মানুষ লাশে পরিণত হচ্ছিল। এই অন্তহীন হত্যাকাণ্ডের শেষ কোথায়?

এই বিরতিহীন বোমাবর্ষণের প্রতিরোধে যা যা করা সম্ভব ছিল, সারাকেবের লোকেরা তার সবই করেছিল। সারাকেবের একটি স্কুল আহরার আল-শামের হেডকোয়ার্টার ছিল। এই হামলার লক্ষ্য ছিল এই হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করা। যখন আমরা আরেকটা বোম্বিং সাইটে গেলাম, আমি সেখানকার দুজন সৈনিকের কথোপকথন থেকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, দেইফ উপত্যকায় আসলে কী ঘটে চলেছে। দেইফ উপত্যকা মারাত আল-নুমানের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানুষের লাশ খুঁজতে খুঁজতে অপেক্ষাকৃত তরুণ সৈন্যটি বলেছিল, 'দেইফ উপত্যকার যুদ্ধ অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। যে ব্যাটালিয়ন ওখানে যুদ্ধের জন্য আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে, তারাই এটাকে শেষ হতে দিচ্ছে না, যাতে তারা এর থেকে আরও বেশি লাভবান হতে পারে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বয়স্ক সৈন্যটি তার সঙ্গে একমত হতে পারল না, সে ফ্রি আর্মির নেতৃসংগঠন মাহের আল-নাইমি এবং সিরিয়ার শহীদি ব্যাটালিয়নের মধ্যকার মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলতে শুরু করল। এই দ্বন্দ্বের উৎসভূমি ছিল আবু আল-জুহর এয়ারবেস। তরুণটি শব্দ করে মাটিতে থুতু ফেলল। 'আমরা কি এ জন্যই বিপ্লব শুরু করেছিলাম? হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম যাতে গরিবদের থেকে ফায়দা লোটা যায়? অল্প কিছু পয়সার জন্য নিরীহ মানুষকে বিনা দোষে মরতে হয়? আর কে এর দাম দিচ্ছে? শুধু গরিবদেরই প্রাণ দিতে হচ্ছে!' তারপর, রাগতভাবেই সে ধ্বংসস্তূপের চূড়ার দিকে উঠে গেল।

পাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা চিৎকার ছাড়া আবার সবকিছু নীরব ও স্থির হয়ে গেল।

আমি ও আমার সাথিরা বোমার মূল লক্ষ্য সিটি সেন্টার থেকে দূরে সরে এলাম। আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম, যত দূরে সম্ভব এবং তারপর কয়েকজন বন্ধুর বাড়ির সামনে থামলাম। এমনিতে তারা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে ছিল, কিন্তু আমাদের দেখামাত্র তারা রাতের খাবারের আয়োজন করতে শুরু করে দিল। আমি তখনো সেখানকার নারীদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার আশা করছিলাম, বিশেষত সেসব বিধবার সঙ্গে যারা উলের তৈরি জিনিস বানানো শিখতে আগ্রহী। কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

এটা ছিল একটা লম্বা দিন এবং আমাদের মেজবানরা কিছুতেই রাতের খাবার না খাইয়ে আমাদের ছাড়তে রাজি ছিল না। আমার মূল মেজবান, নুরা এ সময় ওই বাড়ির ফোনে কল করল। আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম, সে কী করে জানল আমি এখানে আছি? সে বলল, আমাকে নিয়ে তার চিন্তা হচ্ছিল।

'অন্য যে কারও তুলনায় বেশি চিন্তিত হওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি আমি নই, নুরা,' আমি বললাম।

'না, সামার! তুমি আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এবং তুমি এখন আমাদের জিম্মায় আছ।' তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা, প্রগাঢ়তা ও দৃঢ়তা আমাকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। আমি আজ যাদের অতিথি, আমার প্রতি তাদের এই মমত্ববোধ আমাকে এতটাই আবেগময় করে তুলেছিল যে আমার খাবার গিলতেও কষ্ট হচ্ছিল, যেন আমার গলায় কিছু আটকে আছে!

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি এ পর্যন্ত যা লিখেছি, তার বেশির ভাগ ঘটনাই প্রায় একই রকম এবং পরস্পরের প্রতিবিম্বের মতো। হয়তো এগুলো সব লেখার কথা আমার মনেও আসত না, যদি না প্রতি সকালে নুরার সঙ্গে আমার কথা হতো।

দামেস্কের মেয়ে নুরা ছিল আমার সারাকেব পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। আমি এখনো তাদের সবাইকে ঘিরে থাকা আশার আলো এবং আন্তরিক উষ্ণতার উৎস খুঁজে বের করতে পারিনি, যার টানে আমি প্রতিবার ফিরে এসেছিলাম। শুরুতে আমার ইচ্ছা ছিল ফ্রান্স ছেড়ে উত্তর সিরিয়ায় স্থায়ী হওয়া এবং সারাকেব বা কাফরানবেল শহরে একটা বাড়ি খুঁজে নেওয়া, কিন্তু পরিস্থিতি দিন দিনই আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার গতিবিধির কারণে আমার মেজবানদের সমস্যা হচ্ছিল—যেসব বিদ্রোহী লোক ও পরিবারের সঙ্গে আমি ছিলাম। তারা আমার নিরাপত্তা নিয়ে বেশি শঙ্কিত ছিল। এ জন্য সাধ্যমতো এবং সাধ্যের বাইরেও যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিল তারা। তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং অসাধারণ আতিথেয়তা সত্ত্বেও আমার জন্য ব্যাপারটা তাই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রতি সকালে নুরা ও আমি বেজমেন্টের আশ্রয়কক্ষটির সিঁড়িতে বসে কফিতে চুমুক দিতাম এবং সীমিত সময়ের জন্য হলেও খানিকটা মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেতাম। আলোচনা সব সময়ই আমার প্রিয় খাবারের বিষয়ে এসে ঠেকত। নুরার স্বামী ও মায়সারার বড় ভাই আবু ইব্রাহিম ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বুলগেরিয়ায় পড়াশোনা করেছেন এবং তখন ভূমি জরিপ ও কৃষি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজধানী শহরে বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পর নুরা তাঁর প্রেমে পড়ে এবং তাদের বিয়ে হয়। তিনিও তাঁর ছোট ভাইদের মতো শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এবং কিছুদিন জেলও খেটেছেন, যদিও পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর থেকে তিনি ও নুরা, দুজনই বিপ্লব ও বিপ্লবী এবং তাঁদের পরিবারের সাহায্যে সম্ভাব্য সবকিছুই করে চলেছেন।

দামেস্কীয়দের ভাষায় নুরা ছিল 'সর্বগুণী', সে খানিকটা স্টাইলের মধ্য দিয়ে সব 'ঠিক' কাজগুলো করতে পারদর্শী। যখন বোমা পড়ত, সে মিষ্টি কেক, সোনালি কফি এবং পানির গ্লাসে সাজানো ট্রে প্রস্তুত করত। দিনে আমি যখন পুরুষদের সঙ্গে বাইরে যেতাম, তখন সে দরজায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার জন্য প্রার্থনা করত, 'হে আল্লাহ! তাকে, তার মন এবং হৃদয়কে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! সবাইকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনো।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারপর সে হাত নেড়ে বিদায় জানাত। আমি তার প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, সব সময়।

কিন্তু নুরা বোমাবাজি ভয় পেত এবং শেষ পর্যন্ত এ ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যখনই কোনো বোমা পড়ার শব্দ শোনা যেত, সে কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ত এবং দ্রুত আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। তার আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া আমাকে শান্ত থাকতে সাহায্য করত এবং পরে এই শান্ত মনোভাব আমার চরিত্রের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

***

পরদিন সকালে নুরা আমার সঙ্গে সামনের দরজা পর্যন্ত এল না, কারণ তখন বোমাবাজি চলছিল। আরেকটা ব্যস্ত দিন পার করার পর, আজ আমাদের গন্তব্য ছিল কাফরানবেল শহর। চল্লিশ মিনিটের পথ। আমরা 'রাজান' নামের এক নারী কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। যে ফিরে এসে মুক্ত হওয়া এলাকাগুলোতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজান ছিল একজন কট্টরপন্থী, যে দুবার আসাদ সরকারের জেলে শাস্তি ভোগ করেছে। ইদানীং সে মেডিকেল রিলিফ বিলি এবং ঘটনার রেকর্ড রাখার কাজ করছে। তার বিশেষ দক্ষতা ছিল লোকদের একত্র করতে পারা, আর আমি একটা স্কুল প্রজেক্ট নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম।

আমরা যখন শহরে ঢুকলাম, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। রাজানসহ অন্যরা মিডিয়া অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই অফিসের তৈরি ব্যানার ও পোস্টার সারা পৃথিবীর লোক দেখেছে এবং সিরিয়ার বাইরে অন্য যেকোনো দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় এমন সবার জন্য এই অফিস ছিল উন্মুক্ত। যা-ই হোক, ওই মুহূর্তে ফোন সংযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন এবং অফিসে ইন্টারনেট সংযোগও ছিল না, শুধু মোবাইলের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর খবর সংগ্রহ করার মতো ব্যবস্থা ছিল।

অফিসঘরটা ছিল একটা বিচ্ছিন্ন, খালি বাড়িতে অবস্থিত। এর মাঝখানে একটা বড় কক্ষে একটা পুরোনো হিটারকে কেন্দ্র করে কর্মী ও যোদ্ধারা বসত। রুমের চারপাশে চেয়ার সাজানো ছিল, একটা করে কম্পিউটারসহ। মেঝে ছিল অপরিচ্ছন্ন এবং দরজার পাশে রাখা একটি ভাঙা চেয়ারের ওপর স্থানীয় চিত্রকর আহমেদ জালালের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম ছিল। বাকি রুমগুলো ছিল খালি, শুধু কয়েকটা প্লাস্টিকের কম্বল বিছিয়ে তার ওপর কুশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইদলিব প্রদেশের যে কয়টা মিডিয়া সেন্টার আমি দেখেছিলাম, তার বেশির ভাগের চেহারাই ছিল এমন, আসবাবপত্র এবং কাজের ধরন—উভয় দিক থেকেই।

হিটারকে কেন্দ্র করে আমরা কয়েকজন পা গুটিয়ে বসে ছিলাম—আমি, মোহাম্মদ, মানহাল, কমান্ডার আবু ওয়াহিদ, ফিদা ইতানি, রাজান, কর্মী নেতা রায়েদ ফারেস, হাম্মুদ ও খালেদ আল-ঈসা। শেষের দুজনের সঙ্গে আমার পরে আরও ভালো চেনাজানা হয়েছিল। আহমেদ জালাল আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আরও তিনজন কর্মী সদস্য বসে ছিল, হাঁটুর ওপর ল্যাপটপ নিয়ে, চারপাশের প্রতি তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তারা ঘন্টাখানেক ছিল, তারপর চলে গিয়েছিল।

আমি ফোকাস করতে চেষ্টা করলাম; দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কোনো মুভির দৃশ্য। যেখানে বিপ্লবের দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজনে বিপ্লবীদের মিটিংয়ের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে। আমি তাদের বললাম, বহির্বিশ্ব এখানে আসলে কী ঘটছে, তা দেখতে চায় না। তাদের দৃষ্টিতে আমরা একটা বিদ্রোহী দল, যারা ধর্মীয় উগ্রবাদকে পুঁজি করে লড়ছে। অর্থাৎ এর মানে হলো, সরকার ও বহির্বিশ্বের মানুষ এই মিথ্যাকে কেন্দ্র করে তাদের স্বার্থগত ফায়দা লোটার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি পৃথিবীর দুই রকম রূপ দেখেছি : একটা যখন আমি সিরিয়ায় প্রবেশ করেছিলাম আর অন্যটা সিরিয়া ছাড়ার পর। আমি বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়েছি এবং সত্যিকার অর্থে সিরিয়ায় কী ঘটেছে, তা লোকদের সামনে তুলে ধরেছি। সেই সঙ্গে তারা আমাদের ব্যাপারে কী ভাবছে তা-ও জানার চেষ্টা করেছি। আমি নিজেকে এমন এক গভীর ও অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে আবিষ্কার করেছি, যার থেকে উদ্ধার পেতে হলে সিরিয়ায় ফিরে আসা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেছি এবং বিপ্লবী ও সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে বাস করছি। অন্যায়ভাবে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বর্বরতার রূপ প্রত্যক্ষ করছি, যা আমার মধ্যে একই সঙ্গে ক্রোধ ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

মিডিয়া সেন্টারের লোকেরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহী ছিল। রায়েদ ফারেস আমাদের আর্মি চলে যাওয়ার পরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার বিশদ বিবরণ দিল। সে ব্যাখ্যা করল কীভাবে ব্যাটালিয়ন ও সেনাদলের দ্বন্দ্ব নুসরা বাহিনীকে আরও সুগঠিত ও প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে। পয়সা, অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি—সব ক্ষেত্রে। কারা তাদের অর্থায়ন করছে এবং অস্ত্র সরবরাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছে? আমরা জানতাম না। সারাকেবের অবস্থা ছিল ভিন্ন। রায়েদ বলল মানহালের দিকে তাকিয়ে। আহরার আল-শামের পয়সা ও অস্ত্র কোনোটারই কমতি ছিল না এবং তারা লোকের জীবনেও প্রভাব খাটাতে শুরু করেছিল। নুসরা বাহিনী এখনো তাদের মতো লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিষয়ে ততটা পাকা হয়ে ওঠেনি বটে, তবে আমার পরবর্তী আগমনের মধ্যেই হয়তো তারা এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবে।

রায়েদ ছিল একজন লম্বা ও চওড়া কাঁধবিশিষ্ট মানুষ। এই কাজে যোগ দেওয়ার আগে সে লেবাননে মেডিসিনের ছাত্র ছিল। ২০০৫ সালে সে এস্টেট এজেন্সি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিরিয়ায় ফিরে আসে এবং বর্তমানে সে আন্তরিকভাবে একজন বিপ্লবী ও একনিষ্ঠ কর্মী। অভ্যুত্থানের শুরুর দিনগুলোতে সে ছিল একজন শীর্ষস্থানীয় প্রচারক এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও পরিচিতি পাওয়া বিদ্রূপাত্মক পোস্টার, ব্যানার ও ভিডিও নির্মাণের পেছনের লোকদের অন্যতম। আমি তার কাছে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' গঠনে তার মতামত জানতে চাইলাম। সে স্বীকার করল যে একদল লোক আছে যারা সরকারের অতিমাত্রার সহিংসতার জবাব হিসেবে ইসলামি খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। লোকেরাও নুসরা বাহিনীর সঙ্গে থাকা নিরাপদ ও সমর্থন করে। কেননা মৃত্যুই যেখানে একমাত্র বিকল্প, সেখানে নুসরা বাহিনীর মতে তাদের সঙ্গে থাকলে অন্তত আখিরাতে তারা সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে। জনগণ সুফি ভাবধারা থেকে সালাফি ভাবধারায় বিশ্বাসী হতে শুরু করেছে। আমি এবং আরও অনেকের মতে, সুফিবাদ ইসলামকে নরমপন্থী করেছে, মাত্রাবদ্ধ করেছে; আর সালাফিজম সামরিক শক্তি ও ধর্মীয় উগ্রপন্থা বাড়িয়ে দিয়েছে, ধর্মীয় ভাবধারাকে সামাজিক বিষয় থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে। সালাফিরা তাদের শিশু ও যুবকদের কাছে প্রত্যাশা করে যে তারা ভবিষ্যতে তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

'কিন্তু এটাও তো সমান বিপজ্জনক!' আমি বললাম। বাকিরাও সম্মত হলো। জনগণের এই পরিবর্তন খুব সম্ভব নাগরিক ও স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অপলাপ সৃষ্টি করবে, যেমনটা দেখেন একটা জনপ্রিয় বিপ্লব এখন উগ্রপন্থায় রূপ নিয়েছে এবং উগ্রপন্থা এখন আইন ও রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে।

'আমরা বিপ্লব শুরু করেছিলাম আর এখন সেটার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে যাচ্ছে।' আহমেদ জালাল যোগ করল। আমরা চায়ে চুমুক দিলাম। আমি নানা ধরনের বোমার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'মানসিকতার এই পরিবর্তন ধর্ম ও ইসলামের প্রতি মানুষের চূড়ান্ত অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।' রায়েদ যোগ করল, আমার দিকে তাকিয়ে। 'অজ্ঞতা থেকেই উগ্রতার জন্ম।'

কিন্তু মানহাল শুধু এগুলোকেই একমাত্র কারণ মানতে রাজি ছিল না। তার মতে, সিরিয়া সমাজের গঠনপ্রক্রিয়ার মতো ব্যাপারগুলোও এ ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, সে বিনিশের ঘটনা উল্লেখ করল। সেখানে দুটো পরিবারের দ্বন্দ্বের কারণে নুসরা বাহিনী পুরো শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। যখন তাফতানাজ বিমানবন্দর ধ্বংস হয়, তখন বিনিশ ও হাইশ শহরের লোকজন শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করেনি। এই ক্ষতির উৎসমূল অনেক গভীরে প্রোথিত।

'নাগরিক বা সাধারণ সমাজের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সংস্কৃতি এখনো তৈরি হয়নি এখানে,' আমি বললাম। 'এ জন্যই আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা এতটা প্রকট এবং এ থেকেই সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এটা সর্বগ্রাসী মনোভাবের একটা প্রত্যক্ষ ফল। এর ফলে আমরা সমাজে একটা বিভেদ তৈরি ছাড়া আর কিছুই করছি না।'

রায়েদ আশাবাদী না হলেও হতাশাবাদী ছিল না। 'আমরা যা শুরু করেছি শুধু তা চালিয়ে যেতে পারি, আর কিছু নয়।' সে বলল।

মানহাল যোগ করল, 'বিপ্লবের সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি সব সময়ই উপেক্ষিত হয়েছে।'

রায়েদ দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কিছু ভুল করেছি সন্দেহ নেই, তবে সেটা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল কি? আমাদের মাথায় ছিল বিশাল দায়িত্বের পাহাড়, নিরাশ্রয় ও নিরীহ লোকদের সাহায্য করার। অথচ আমাদের মাথার ওপর থেকেই ছাদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

আমরা যখন কথা বলছিলাম, রাজান ও অন্যরা তখন ডিনার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। ইদলিবের মফস্বল এলাকার মানুষের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার আসলে কোনো তুলনা হয় না। মেঝেতে ফরাশ পেতে খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা চারপাশে গোল হয়ে বসলাম এবং কথা বলতে বলতে খেতে লাগলাম।

রায়েদ ছিল খানিকটা বিরক্তিকর, কিন্তু যখন সে তার মতামত দিচ্ছিল, বাকিরা ধৈর্য ধরে শুনছিল। সে বলে চলল, 'ত্রাণ কাজ সামলাতে আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হিমশিম খাচ্ছি। লোকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক বিশ্বাস দুটিরই অভাব আছে। এমনকি জরুরি ত্রাণকর্মীদের মাঝেও। ক্ষুধা তার প্রভাব ফেলেছে সবার মধ্যে। বিপ্লবের মধ্যে আরও স্বচ্ছতা থাকা দরকার, যাতে লোকের বোধগম্য হয় যে আসলে কী হচ্ছে। আমাদের একটা রেডিও স্টেশন দরকার, যাতে আমরা কাফরানবেলের অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে পারি এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা জাতীয় কাউন্সিল এবং জোটগুলোর সহযোগিতাও চাই। বিশেষত, এখন যেহেতু নুসরা বাহিনীও রুটি ও মাজুত (জ্বালানি) বন্টনের কাজে হস্তক্ষেপ করা শুরু করেছে। আলেপ্পো ও দেইর এজোরের মতো জায়গাগুলোতে। না হলে এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক।'

দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত 'সিরিয়া জাতীয় কাউন্সিল' আসাদ সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ এবং দলটি ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে।

আবদ্ধ কক্ষটিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি দেখলাম, আমার সঙ্গীরা হাসছে-খাচ্ছে। চারপাশের এত ধ্বংস ও মৃত্যুর মাঝখানে বসেই তারা আলোচনা করছে পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে। যা-ই হোক, আবু আল-মাজদ আসার পর সবার মুড পরিবর্তন হলো এবং সবাই আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল।

আবু আল-মাজদ একজন মধ্য-পঞ্চাশের হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মী বা মিডিয়া প্রফেশনাল নন, তিনি ছিলেন আসাদ সেনাবাহিনীর একজন দলত্যাগী লেফটেন্যান্ট এবং 'ফুরসান আল-হাক ব্রিগেড' (ন্যায়ের বীরসেনানী)-এর কমান্ডার, ফ্রি আর্মির একটি সহযোগী সংগঠন। তাঁর সঙ্গে ছিল একটা ল্যাপটপ এবং মুখে একটা চিরস্থায়ী হাসি। আমি তাঁকে ভালোভাবে লক্ষ করছিলাম। তাঁর মধ্যে সেনানায়কসুলভ কোনো ব্যাপারই ছিল না। এমন হাস্যরসাত্মক একজন মানুষ কী করে সেনা কমান্ডারের মতো ভারিক্কি দায়িত্ব পালন করেন, তা পরবর্তী দিনগুলোতে জানতে পেরেছিলাম।

তিনি আমাদের মাঝে বসে পড়লেন এবং তাঁর ল্যাপটপ খুললেন। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। পরে আমি জেনেছিলাম যে তাঁর শেষ যুদ্ধে তিনি পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন এবং সম্প্রতি তুরস্ক থেকে চিকিৎসা করে ফিরেছেন। 'সালাম, বন্ধুরা,' তিনি বললেন। 'আমি এখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য এসেছি, বহির্বিশ্বে কী ঘটছে তা তো জানা দরকার, তাই না?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আপনি কখনো বিক্ষোভে অংশ নেননি?' রায়েদের প্রশ্নটা একটু দ্রুতই ছিল।

আবু আল-মাজদ হাসলেন। 'আমি একজন সৈন্য, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করে আমি কী করব? ফেসবুকে তোমরা এমনটাই লিখো, তাই না?' আবু আল-মাজদের কাছে ফেসবুক ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যাপার এবং নিছক মজার ছলেই তিনি এটার উল্লেখ করেছিলেন, যদিও কয়েকজন তরুণ কর্মীর মুখেও শব্দটা কয়েকবার শুনেছি। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন এবং বললেন, 'আমাদের অতিথিরা কারা?' রায়েদ এক-এক করে আমাদের নাম ও পেশার পরিচয় দিল।

একজন তাঁর কানে কানে কী যেন বলল, তিনি সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। 'আমরা সবাই দেশমাতৃকার সন্তান। আল্লাহ আপনাকে ভালো লোকদের সংস্পর্শে রাখুন, দীর্ঘায়ু দান করুন। স্বাগত, বোন।'

আমি আবিষ্কার করলাম, আবু আল-মাজদ কোনো পক্ষেই যোগ দেননি; উগ্রপন্থী দলগুলোর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগসাজশ ছিল না, আবার ধনবান ব্যবসায়ীদের দ্বারা দেশ থেকে পাচার হওয়া উপসাগরীয় অঢেল পয়সারও তিনি অংশীদার ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, তাঁর বাহিনী হলো কঠিন হৃদয় ও কপর্দকশূন্য।

'আমার ব্রিগেডে ১ হাজার ৯০০ জন যোদ্ধা আছে, কিন্তু মাত্র ২২০ জন কাজ ও লড়াই করছে। বাকিরা তাদের বাড়িতে। আমাদের কোনো অস্ত্র নেই, ভেতর বা বাইরের কোনো সমর্থনও নেই। কাফরানবেলের পরিবারগুলোর কাছ থেকে কিছু মৌলিক সাহায্য পাই। কাজ চলার মতো। নেকড়েরা মরে না, ভেড়ারাও!' বেঁচে থাকতে পেরে তাঁকে বাস্তবিকই আনন্দিত দেখাচ্ছিল।

তিনি আমাকে ভালোভাবে দেখলেন। 'আপনি কি কোনো যুদ্ধ দেখতে যেতে চান? আমরা যখন কথা বলছি, তখন ফ্রন্ট লাইনে একটা যুদ্ধ চলছে।'

'নিশ্চয়ই,' আমি জবাব দিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীরা ভয়ংকর আপত্তি জানাল।

আবু আল-মাজদ হাসলেন। 'আপনারা কি বিশ্বাস করেন না যে আমি আমার ও আমার সৈন্যদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও তাকে রক্ষা করব?'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' অন্যদের মধ্যে একজন বলল। 'কিন্তু একটা মিসাইল যদি লাগে, সেটা আপনাদের দুজনকেই ধুলায় মিশিয়ে দেবে। তারপর শুধু আল্লাহই আপনাদের দুজনকে বাঁচাতে পারেন।' এবার আমরা সবাই হাসলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সেটা তো এখানেও লাগতে পারে,' মাজদ বললেন।

আমি তাঁকে তাঁর কাহিনি শোনাতে বললাম, যাতে আমি রেকর্ড করে রাখতে পারি। তিনি তাঁর ল্যাপটপ বন্ধ করলেন।

'আপনি আমার সম্পর্কে লিখবেন?' তিনি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আমি আপনার সম্পর্কে জানতে চাই,' আমি জোর করলাম। তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত হাসি দিলেন এবং মাথা নাড়লেন। বাকিরা তাদের কাজে ফিরে গেল। আবু আল-মাজদ তাঁর পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসলেন।

'আমি ছিলাম সিরিয়া সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং দেইর এজোর বিমানবন্দরে একজন এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। কিন্তু আমি বিপ্লব শুরুর প্রথম মাসেই দলত্যাগ করি। ২০১১ সালের জুন মাসে আমরা বিমানবন্দর দখলের একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আসাদ বাহিনীর কাছে আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং তারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল। যদিও তারা আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পায়নি, তারপরও আমাকে এক বছর আল-মাজ্জা জেলখানায় রাখা হয়। আমার সঙ্গের বেশ কয়েকজন অফিসারকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

'জেলখানায় আমার ওপর নির্যাতন চালানো হয়, কিন্তু আমি কোনো স্বীকারোক্তি দিইনি। তারা চার দিন ধরে আমাকে "ঘোস্ট টেকনিক" পদ্ধতিতে অত্যাচার করে। এই টেকনিকের বৈশিষ্ট্য হলো হাতকড়া পরিয়ে কবজি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। আমাকে বিদ্যুতের শকও দেওয়া হয়েছিল।' তিনি হাসলেন। তাঁকে সৈনিক কাম লেখক বা শিল্পী মনে হচ্ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, 'যদি আমি সব স্বীকার করে নিতাম, তাহলে তারা আমাকে কখনোই ছাড়ত না। ছাড়া পাওয়ার পর, আমি সরাসরি হেডকোয়ার্টারে চলে যাই এবং তারা আমাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে। আমি জানতাম, "মুখাবারাত" (সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্স বিভাগ) কী চায়। তারা চাইছিল জর্ডান থেকে চুরি যাওয়া একটি বিমান সিরিয়ায় আনতে আমি যেন সাহায্য করি। আমি তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিলাম যে আমি পাইলটের সঙ্গে কথা বলব এবং তাকে বিমান নিয়ে সিরিয়ায় আসতে রাজি করাব।

'এর পরিবর্তে আমি ও একদল কর্মকর্তা মিলে একটা অপারেশন স্টিম প্রতিষ্ঠা করলাম এবং দেইর এজোরকে মুক্ত করতে শুরু করলাম। আমরা তিনটি নৌকায় গুলি ভরে ইউফ্রেতিস নদী পার হলাম। জুলাইতে আমরা কাফরানবেল এলাম এবং আর্মি চেকপয়েন্টগুলো মুক্ত করে লক্ষ্যে বেরিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পড়লাম। আপনার কি ধারণা ওই বিদেশি উগ্রবাদীরা আমাদের গ্রামগুলোকে মুক্ত করেছে? না। আমরা করেছি এবং তারপর তারা আমাদের কাছে এসেছে। আমরা নিজেদের ও নিজের সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করেছি। যখন হাইশের অধিবাসীরা আমাদের সাহায্য চেয়েছিল, আমরা তাদের কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আসাদ বাহিনী সেখানে বিমান হামলা শুরু করে দিয়েছিল।'

এ সময় একজন যোদ্ধা ভেতরে এল এবং না বসেই আবু আল-মাজদকে বলল যে কয়েকজন সৈন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে।

'ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে ওনাকে বিস্তারিত বলো,' আবু আল-মাজদ ওই সৈনিককে নির্দেশ দিলেন। সে অবাক হয়ে তাকাল। তিনি বললেন, 'এই বোনটি একজন আলায়ি।'

'আপনি এটা কেন বললেন?' আমি রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। আমি চমকে গিয়েছিলাম যে তিনি আমার এই পরিচয়টা এভাবে সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, যা আমার বিপদের কারণ হবে। আমি শুধু আমার ধর্মগত পরিচয়ে পরিচিত হতে অনভ্যস্তই ছিলাম না, পাশাপাশি আমি আশাও করেছিলাম যে এই ধর্মগত ইস্যু নিয়ে চলমান সংকটের মুহূর্তে তারা আমার এই ব্যাপারটা গোপন রাখবে।

কিন্তু তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'যাতে এই বাচ্চারা বোঝে যে আমরা সবাই এই লড়াইয়ে এক হয়ে লড়ছি।' যা হোক, আমার রাগ তাতে প্রশমিত হলো না।

একজন তার মাথা নাড়ল এবং অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলল, 'আমরা মোটেও এক হয়ে লড়ছি না, এবং এই মহিলার উপস্থিতিও কোনো বড় বিষয় নয়।'

আগত সৈন্যটি বলল, 'আমাদের দলে সব ধরনের লোকই আছে—দ্রুজ, খ্রিষ্টান এবং আলায়ি। তাদের অনেকেই এখনো আমাদের সঙ্গে মিলে লড়াই করছে সত্যি। কিন্তু সমস্যাও আছে। আমি বলতে চাইছি, অনেকেই তাদের ভয় পায়।'

'নুসরা বাহিনী ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়,' আবু আল-মাজদ মাঝখানে বলে উঠলেন। 'কিন্তু সিরিয়ায় এটা সম্ভব নয়। এটা খুবই জটিল ব্যাপার। এটা সব সিরিয়ানের সম্মিলিত বিপ্লব।' তিনি কথা বলছিলেন আমাকে লক্ষ করে এবং দাঁড়িয়ে। 'আমরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে,' তিনি বলে চললেন। 'বাকি বিশ্ব আমাদের পরিত্যাগ করেছে এবং হিজবুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের সঙ্গে লড়লেও আমাদের বিরোধী। সুতরাং, সামনে কী ঘটবে তা জানার কোনো উপায় নেই।'

আগত সৈন্যটি দরজা খুলল, ঠান্ডা একটা হাওয়া ঘরে ঢুকল।

'কোথায় যাচ্ছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

সৈন্যটি প্রায় দরজার আড়ালে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে জবাব দিল, 'আমরা একটা চেকপয়েন্ট মুক্ত করতে যাচ্ছি, সেখানে ১১ জন সৈন্য ও একটি ট্যাংক রয়েছে।'

আবু আল-মাজদও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি আমার কাছে বিদায় নিলেন, তবে হাত মেলালেন না। নিজের বুকের ওপর হাত রেখে তিনি বললেন, 'যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে ইনশা আল্লাহ।'

বাকিদের সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। 'নিরাপদে যান। ফি আমানিল্লাহ।' তারা বলল।

'আবু আল-মাজদ আমাদের শ্রেষ্ঠ অফিসারদের অন্যতম,' তারা চলে গেলে পরে রায়েদ আমাকে বলল। 'সবাই তাঁর মতো নয়। অনেকেই সেনাবাহিনী ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসার সময় সঙ্গে করে দুর্নীতিও নিয়ে এসেছে। কাফরানবেলে, সব মিলিয়ে আমাদের চারটি ব্রিগেড, ৩০ টি ব্যাটালিয়ন এবং ১০ জন সিনিয়র অফিসার আছে। কিন্তু সব কটি ব্যাটালিয়নই যে সৈন্যদের নিয়ে গড়া, তা নয়। কয়েকটাতে সাধারণ নাগরিকও আছে। সেনা কর্মকর্তারা অধিক সুশৃঙ্খল হলেও ততটা সৎ নয়—এ সমস্যা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নেই। কয়েকজন সেনাসদস্য আসাদ বাহিনীর মতোই দুর্নীতি ও লোকের ওপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা সেটা করতে দিইনি। অন্তত এখনো পর্যন্ত। আমাদের নিরাপত্তা ব্যাটালিয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখন আমাদের 'বিপ্লবী মিলিটারি কাউন্সিল' আছে। আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছি, কিন্তু লোকে তাতে সন্তুষ্ট নয়। কারণ তারা এখন আর কাউকে বিশ্বাস করে না এবং আমাদের ওপরও আস্থা হারিয়ে ফেলছে।'

রায়েদ থামল, কারণ আহমেদ যাওয়ার অনুমতি চাইল; সে তার বাগদত্তার সঙ্গে দেখা করবে। পরে আমি আর রাজান স্কুল প্রজেক্ট নিয়ে কথা বললাম। তখনো আমার মনে আশা ছিল যে এত চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমরা হয়তো আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলে এই বিপ্লবকে সফল করতে পারব।

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সিরিয়ায় আমার শেষ দিন, ফেব্রুয়ারির রৌদ্রোজ্জ্বল বেলা। আমি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে সামনে জলপাই বাগানের বন-বনাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আর উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কারণ, সিরিয়া থেকে আমার বিদায়ের মুহূর্ত সব সময়ই আমাকে আমার নির্বাসিত জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবারও আমি একটা আনঅফিশিয়াল ক্রসিং পয়েন্ট দিয়ে সিরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করব। মোহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ নামের এক তরুণ গাড়িতে আমার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। আব্দুল্লাহর সঙ্গে কয়েক মাস আগে, রেহালনির হাসপাতালে আমার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু আমার পরবর্তী, অর্থাৎ তৃতীয় সফরে তাকে আমি আরও ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম।

একদল তুর্কি সৈন্য টহল দিচ্ছিল। তারা সামনে-পেছনে আসা-যাওয়া করছিল এবং সিরিয়া সীমান্তের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। কয়েকজন সিরিয়ান গাছের নিচে বসে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিল। সব ধরনের এবং আকৃতির গাড়ির দীর্ঘ সারি ছিল গেটের দুই পাশে। অনেকগুলো পরিবার তাদের সীমিত জাগরিত সম্পদসহ সীমান্ত পেরোনোর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। প্রায় সারাক্ষণই সীমান্তের দুই পাশের জলপাই বাগান থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল।

আব্দুল্লাহ এক যুদ্ধে আহত হয়ে চিরস্থায়ী পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। সে হেসেই যাচ্ছিল। সে তার বাগদত্তার কথা বলে হাসছিল। সে বলছিল, 'আমি এখনই তাকে বিধবা করতে চাই না, আমি তো সারাক্ষণই মৃত্যুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। আমার পা পঙ্গু হলেও আমি এখনো একজন যোদ্ধা। আমি বাশার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই থামাতে চাই না, আবার সে জন্য একটা মেয়ে দুর্ভাগ্যের শিকার হোক, সেটাও আমার কাম্য নয়।'

গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের দেখা যাচ্ছিল নানা জিনিস ফেরি করতে। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী বাচ্চাগুলো প্রায় সবকিছুই বিক্রি করছিল। গ্যাসলাইট, রুটি, সানগ্লাস, ঠান্ডা জুস, কোমল পানীয় থেকে শুরু করে চা-কফি পর্যন্ত। লোকেরা এখানে সকালে আসে, তারপর রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সীমানা পেরোনোর জন্য বা সোজা কথায় পাচার হওয়ার জন্য। অনেকের কাছে পাচারকারীদের দেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা থাকে না, তাই তারা রাতের আঁধারে নিজেরাই বেড়া ডিঙাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পাচারকারীরা সহজে লাভ ছাড়তে চায় না, তাই এসব অসহায় উদ্বাস্তুর ব্যাপারে রিপোর্ট করে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একবার এক বৃদ্ধ ও তাঁর ছেলেকে পাচারকারীরা ফেরত পাঠিয়েছিল। বোমার আঘাতে ঘরসহ সব উড়ে যাওয়ায় লোকটির কাছে সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। তাছাড়া ফিরে গেলেও বোমার আঘাতে প্রাণ দিতে হবে। কয়েক রাত একটানা তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়ায় থেকে সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে তাকে সীমান্তের ওপারে তুরস্কের হাসপাতালে পাঠানো হয়। এভাবেই সে সীমানা পার হতে পেরেছিল।

আমার জন্য শেষ দুটি দিন ছিল খুবই চাপের। জাবাল জাভিয়ার নারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং গোলার আঘাত থেকে বাঁচতে আমাকে এত দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে, যা বলার মতো নয়। তবে সবচেয়ে বেশি চাপ গেছে গত ২৪ ঘণ্টায়। আমি আবু ওয়াহিদের সঙ্গে একদল সৈন্যের সঙ্গে দেখা করতে 'আইন লারুজ' নামক গ্রামে গিয়েছিলাম। আমরা ছিলাম গ্রুপ কমান্ডার মান-এর অতিথি। তার চাচাতো ভাই ছিল মোস্তফা, যে একজন উকিল ও বিপ্লবের কর্মী। মোস্তফা গ্রামে ত্রাণ কার্যক্রম দেখাশোনার পাশাপাশি উন্নয়ন ও মিডিয়াভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত ছিল। আমরা যে বাড়িতে দেখা করেছিলাম, সেটি ছিল দুই কামরার ছোট্ট একটি ঘর, যার মাঝখানে উঠান আছে। এক পাশের কামরায় মেয়েরা এবং অন্য পাশের কামরায় পুরুষেরা থাকত। আমরা সেখানে থাকা অবস্থায়ই অনেক বোমা পড়ছিল। কিন্তু আমরা তাতে চিন্তিত ছিলাম না, কারণ মূল টার্গেট ছিল পার্শ্ববর্তী 'বেলন' গ্রাম।

মান ও মোস্তফার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, আমি আমার নারীদের নিয়ে প্রজেক্টের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে চাইছিলাম। সিরিয়ায় আমার দ্বিতীয় ভ্রমণের সময় আমি ইদলিবের গ্রামাঞ্চলে নারীদের নিয়ে কাজ করার একটা পরিকল্পনার ছক আঁকতে শুরু করেছিলাম। কারণ, এই অঞ্চলে কাজ করাটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। সেটা শুধু নারীদের অবস্থার কারণেই নয়, বরং পুরো সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলের বর্তমান সাধারণ অবস্থার জন্যও বটে। এই এলাকাগুলো কয়েক দশক ধরে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শুধু নিম্নমুখীই হয়েছে। যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীরাই এবং দিন দিন তা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। কেননা বহিরাগত বাহিনীগুলো যারা সিরীয় সমাজের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারা এখানকার মানুষের ব্যক্তিজীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে এবং তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।

এই বিষয়গুলো নিয়েই আমি, বিশেষত মোস্তফার সঙ্গে আলাপ করলাম। কীভাবে নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর জন্য টেকসই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কর্মপ্রণালি ও কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়, যাতে তারা নারীশিক্ষার দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখতে পারে। প্রত্যেক নারীর কর্মস্থল হবে তার স্বনিয়ন্ত্রিত সংগঠন।

'যদি মুক্তাঞ্চলগুলোতে সরকারের বোমা ফেলা বন্ধ না হয়, তাহলে সেটা করা সম্ভব নয়', মোস্তফা বললেন। 'আমরা মাটি থেকে আসাদকে তাড়িয়েছি, কিন্তু সে আকাশপথে ফিরে এসেছে।' আহ্, কতবার যে আমি এ কথাটা শুনেছি!

তাঁর চাচাতো ভাই, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মান সঙ্গে ১০ জন যোদ্ধাকে নিয়ে এসেছে। যাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি সুওয়াইদা, জর্ডানের সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দ্রুজ শহরে। যোদ্ধারা তাদের দলে দ্রুজ এবং আলায়ি লোক থাকার কথা জানাল। তাদের একজন বলল যে সে কাউকে মারতে চায়নি কিন্তু সে ছিল একজন দলত্যাগী অফিসার। এখন সে শুধু সত্যের পক্ষে। কিন্তু সব ধর্মের লোকের এমন সংমিশ্রণ সব ব্যাটালিয়নে ছিল না; আমার দেখা খুব কম ব্যাটালিয়নেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু দলের যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল।

মোস্তফার স্ত্রী খাবার পরিবেশন করলেন কিন্তু নিজে বসলেন না। খাওয়ার সময় আমি কিছুক্ষণের জন্য মেয়েদের কক্ষটিতে গিয়েছিলাম, তারপর আবার ফিরে এসেছিলাম পুরুষদের কক্ষে। এখানকার রীতি অনুযায়ী, নারী ও পুরুষেরা একত্রে বসে না এবং খায় না। খাবার তৈরিতে তাঁকে সাহায্য করার সময় আমি জানতে পারলাম যে মোস্তফার স্ত্রী আইন নিয়ে পড়ছিলেন কিন্তু সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ছেড়ে দেন। আমরা একত্রে গ্রামের মহিলাদের দেখতে যাওয়ার একটা সময় ঠিক করেছিলাম।

বসন্তকাল চলছিল। আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঠানের দুই পাশের কামরা দুটিকে দুটো আলাদা ছোট ছোট ঘর মনে হচ্ছিল। আকাশ ছিল পরিষ্কার, বোমার শব্দ অনেক দূরে এবং দিগন্ত ধোঁয়াহীন। ঘরের ভেতর যোদ্ধারা ব্যাটালিয়নগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভাজন নিয়ে আলোচনায় মশগুল, আর অন্য পাশে একজন নারী একটা ভারী কম্বলে শিশুকে পেঁচিয়ে তাকে দোলাচ্ছিল। জায়গাটা ছিল একটা মালভূমি। এর পেছনে পাথুরে পাহাড়, জলপাই বনে ঢাকা। মালভূমির নিচের দিকেও কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পাথরে নির্মিত ঘর ছড়িয়ে আছে, যেগুলোতে বোমা পড়েনি। ভেতরের যোদ্ধাদের গলার স্বর ক্রমেই উঁচুতে উঠছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মোস্তফা আমার জন্য এক গ্লাস চা হাতে বেরিয়ে এলেন। 'আমাদের দেশটা কী সুন্দর, তাই না! চিন্তা করবেন না, আমরা একে আবার গড়ে তুলব', ফিরে যাওয়ার আগে তিনি বললেন।

আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যে আমার এমন হতো যে আমি যদি বোবা হয়ে যেতাম, কয়েক দিন পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। এই মুহূর্তে, আমি আমার জিহ্বা নাড়াতে পারছিলাম না। কথা বলার পরিবর্তে আমি তাই আমার পেছনের কক্ষের দেয়াল ও জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা লোকদের কথা শুনতে লাগলাম। তারা লম্বা সময় ধরে নুসরা বাহিনী ও তাদের মিডিয়া কার্যক্রম নিয়ে কথা বলতে থাকল। তাদের চ্যানেলের নাম ছিল আল-মানারা আল-বাইদা (সাদা মিনার), যেখানে তারা তাদের আত্মঘাতী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ভিডিও সম্প্রচার করত।

'এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে এই এত বড় বাহিনী হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে বা দুর্ঘটনাক্রমে। এ রকম কিছু দুর্ঘটনা ক্রমে ঘটে না! তেমনি আমাদের দারিদ্র্য এবং অভাবও কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। কিন্তু তবু আমরা হতাশ নই।' মান বললেন।

এরপর তারা নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করল। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। একটু পরেই মানের গলার স্বর ভেসে এল, 'মিস সামার, আপনার কিছু লাগবে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'না, ধন্যবাদ।'

যখন আমি পুরুষদের কক্ষে ফিরে গেলাম, আলোচনা তখন ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ কেটে দেওয়ায় গ্রামগুলোতে কীভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পৌঁছানো যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। যোদ্ধাদের একজন এই বলে সমালোচনা করছিলেন যে যেখানে উদ্বাস্তু লোকের সংখ্যা এত বেশি, সেখানে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুলগুলোতে তাদের আগমনের ব্যবস্থা না করে মিলিটারি বেস খোলার কী মানে থাকতে পারে। আবু ওয়াহিদও এর একটা সমাধান করার দাবি জানালেন। কিছুক্ষণ পর আরও একদল সৈন্য এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু বসার মতো পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় তাদের আগের অনেকেই বিদায় নিল। তারপর ন্যাশনাল কাউন্সিল, জোট এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। কীভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য জোট কেনাবেচা চলছে তাও বাদ গেল না।

আমি এক কোনায় বসে শুনছিলাম। এই যোদ্ধাদের বয়স ১৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত, এদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া আর অনেকে কোনো রকম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লিখতে-পড়তে পারে। সাধারণ জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে তারা এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে বিপ্লবকে সফল করার জন্য। তারা মুক্ত হওয়া এলাকাগুলোকে ভবিষ্যৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিল। জারজানাজের একজন সৈনিক বলল যে সেখানকার অবস্থাও জাবাল জাভিয়া থেকে ব্যতিক্রম নয় এবং যদি এ রকমই চলতে থাকে, তবে সেখানে ইতিহাস-ঐতিহ্যের আর কোনো নিদর্শনই অবশিষ্ট থাকবে না।

'অফুরন্ত অর্থ সাহায্য থেকেও দুর্নীতির জন্ম হয়,' আমি বললাম। তারা আমার সঙ্গে একমত হলো, তবে এটাও বলল যে আর্থিক সাহায্য সব সময়ই পূর্ণ আনুগত্যের শর্তে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে, অনেকেই দেখেও না দেখার ভান করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

'এটা বিপ্লবের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য,' আমি তাদের বললাম।

'কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের অভাব। কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।' মান যোগ করলেন।

আমি আবার বাইরে গেলাম, একটা সিগারেট ধরানোর জন্য। ভেতরের আলোচনা ক্রমেই উত্তেজনার দিকে মোড় নিচ্ছিল। মালভূমির নিম্নাঞ্চল দিয়ে তিনজন বন্দুকধারীকে যেতে দেখলাম। আকাশে দুটি প্লেনের অবয়ব দেখা গেল, তবে সবকিছু স্বাভাবিক লাগছিল।

আমার পাশে একজন বয়স্ক লোককে দেখলাম। 'গতকাল একটা মিগ বিমান থেকে আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছে,' তিনি বললেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'তুমি কার মেয়ে, মা?'

'আমি এখানকার বাসিন্দা নই, চাচা,' আমি জবাব দিলাম।

বৃদ্ধ নিচে নেমে ওই বন্দুকধারীদের কাছে গেলেন এবং বিমানগুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন যে আবার বোমা ফেলা হবে কি না।

'না, আমি তাদের রেডিও বার্তা শুনেছি। তারা আলেপ্পোর দিকে যাচ্ছে,' একজন বলল।

বেলন গ্রাম থেকে একটা জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। পরে জেনেছিলাম, তাতে ১৩ জন লোক নিহত হয়েছিল।

বৃদ্ধ লোকটি তখন বন্দুকধারীদের দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন, 'তুমি না বললে ওরা বোমা ফেলবে না? এই তার নমুনা...আমাদের বাড়ি, আমাদের সন্তান, সন্তানের মা—সব হারিয়ে গেছে। হে আল্লাহ!' তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকাশের দিকে হাত তুললেন এবং দুঃখিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করতে করতে পাহাড়ি উপত্যকা ধরে আরও নিচে নেমে যেতে লাগলেন।

বোমার শব্দ সব সময়ই আমাকে আশ্চর্যভাবে হালকা করে দেয়। একটা শূন্য অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখনো তার ব্যতিক্রম হলো না।

***

সীমান্তে পৌঁছে আমি ও মোহাম্মদ গাড়ি থেকে নামলাম, আব্দুল্লাহ গাড়িতেই রইল। সেখানে অনেক বৃদ্ধ লোক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখে আমার ওই বৃদ্ধ লোকটির কথা মনে পড়ল। সবাই সীমানা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। হাঁটতে হাঁটতে আমি থার্মাল বেলুনের কথা ভাবছিলাম, যেগুলো মিসাইল ছোড়ার আগে ফেলা হয়। ছোড়ার পর বেলুনগুলো খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বলে ওঠে এবং চারদিকে জোরালো আলো ও রেডিয়েশন তৈরি করে। এটা মূলত অ্যান্টি-মিসাইল হামলা রুখতে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি কখনোই এগুলো বা ভিন্ন ধরনের রকেট বা বোমার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি।

একদল শিশু আমার আবায়ার কোনা ধরে টানতে শুরু করল। তারা আমাকে কিছু কিনতে অনুরোধ করছিল। একজন শিশু আমার পেছনের মহিলাটির কাছে গেল এবং একইভাবে তাকেও অনুরোধ করতে লাগল। তাকে একটা ছোট্ট চোরের মতো লাগছিল, যে এভাবে একা হয়ে পড়া নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কেননা যদি একজনের থেকে কিছু কিনি, তাহলে ডজনখানেক শিশু আমাকে ছেঁকে ধরবে। রাস্তায় গজিয়ে ওঠা ঘাসের মতোই এই শিশুরা আশপাশের গ্রামগুলোয় বেড়ে উঠেছে। অসংখ্য, কিন্তু অবহেলা আর অনাদরে। সেখানে কখনো বোমা পড়ার বিরতি নেই। পেট্রল ও অপরিশোধিত তেল বিক্রির পাশাপাশি তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলো থেকে বিক্রয়যোগ্য জিনিস খোঁজার চেষ্টা করে। অনেকে মিলিটারি ব্যাটালিয়নের আশপাশে ঘুরঘুর করে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আশায়। তারা জলপাই বাগানের ঘাঁটিতে শুয়ে রাত পার করে। সব জায়গায় তাদের দেখা যায়, যেন তারা কখনো কারও সন্তান ছিল না, হঠাৎ এমন পরিত্যক্ত হয়েছে। এই শিশুদের জন্য একটা স্বাভাবিক জীবন কী দুরূহ কল্পনা!

আমি আর মোহাম্মদ একসঙ্গে লোকের সারি ছাড়িয়ে তুর্কি সেনাদের স্টেশনের কাছে পৌঁছে গেলাম। সীমান্তের কাছে বোমাবর্ষণের কারণে তুর্কি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সরকার সিরীয় শরণার্থী গ্রহণে নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছিল। যে বেদুইন পাচারকারী আমাকে সীমানা পার করাবে, তার পাহাড়ের ওপর আমার জন্য অপেক্ষা করার কথা। একই সঙ্গে সে তুর্কি সেনাদের প্রতিও নজর রাখবে।

'আমরা কেন জলপাই বাগানে লুকাচ্ছি না? যেতে কত সময় লাগবে?' আমি মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে আমাকে আশ্বস্ত করল যে সৈন্যরা শুধু আকাশের দিকেই গুলি চালাচ্ছে। 'আমি জানি, কিন্তু এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে তারা এসব সৈন্যকে সীমানা পেরিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে।' আমি জবাব দিলাম।

একটু দূরে আমার পাচারকারীকে দেখলাম, পাহাড় থেকে নেমে আসছে। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সে আমাকে সীমানা পার করার সিগন্যাল দিল। আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আমার মধ্যে আবার সেই নির্বাসনের অনুভূতি ফিরে এল। মোহাম্মদের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব ছিল না। আকাশ তখনো পরিষ্কার ছিল, রোদের তেজও ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু ঠান্ডা বাতাস আমাকে তাজা করে দিল।

আমার ছোট্ট ব্যাকপ্যাক আমার সঙ্গে ছিল। আমি খুব কম কাপড় সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু নুরা আমার ব্যাগ নানা উপহার ভরে ভারী করে দিয়েছে—আমার জন্য হাতে বোনা পশমি স্কার্ফ আর আমার মেয়ে জন্য ছোট্ট পাথরের পার্স। অন্য মহিলারাও আমাকে তাদের সাধ্যমতো উপহার দিয়েছে। আমি একটু দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আমার কাপড়গুলো বের করে রাস্তায় ফেললাম আর ব্যাগে তাদের উপহারগুলো রেখে আবার তা কাঁধে তুলে নিলাম।

মোহাম্মদের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিলাম। আমি তাকে বিদায় জানালাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি চলে যাওয়ার পর সে হয়তো মরে যাবে। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল, সে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমার পাচারকারী বেদুইনটি ছিল একটা রোগা পাতলা মানুষ, তার একটা দাঁত সোনার। সে দ্রুত হাঁটছিল আর কথা বলছিল। আমি তাল রাখতে গিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন তুর্কি সেনা চিৎকার করে উঠল, আমি জমে গেলাম। বেদুইনটি থামল এবং মাথা নিচু করল, ইশারায় আমাকেও তা-ই করতে বলল। সে আমাকে পাহাড় ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। আমি দেখলাম, শত শত মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করছে। তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, তরুণ ও পুরুষ। তাদের মধ্যে আমি আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা একজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নারীকেও দেখলাম। বেদুইন বারবার তাড়া লাগাচ্ছিল, আর ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠতে গিয়ে আমি হোঁচট খেলাম।

'দয়া করে আমার ব্যাগটা নিন,' আমি অনুরোধ করলাম। কিন্তু লোকটা বিরক্ত হলো এবং যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি যত চাইবেন আমি আপনাকে সে পরিমাণই টাকা দেব,' আমি বললাম। সে একবার নিচে সীমান্তের দিকে তাকাল এবং আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। মোহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ নিচে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে তাকিয়ে। এত দূর থেকে তাদের দুটি শিমুলগাছের মতো লাগছিল। তারা যদি জানত এই লোকটা কতটা রূঢ় আচরণ করছে, তাহলে নিশ্চিত ভালো রকম মার দিত। সে গজগজ করতে করতে আমার কাছে এল এবং ব্যাগটা তুলে নিল। আমার নড়ার শক্তি ছিল না। হঠাৎ দেখলাম, আমার আশপাশের সবাই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেছে, শুধু আমিই একা বসে আছি। আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। আমার গোড়ালিতে নিদারুণ ব্যথা করছিল। আমি গোড়ালি মচকে ফেলেছিলাম। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে আমি ফিরে তাকালাম এবং আমার এত দিনের সঙ্গীদের উদ্দেশে হাত নাড়ালাম। তারপর অন্য পাশে নেমে গেলাম।

আমি এখন তুরস্কে; সিরিয়া আমাদের পেছনে। আমি আবার পেছনে তাকালাম এবং উচ্চস্বরে প্রতিশ্রুতি দিলাম, 'আমি আবার ফিরে আসব।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় ভ্রমণ

[জুলাই-আগস্ট ২০১৩]

আবার চলেছি সিরিয়ার পথে।

আন্তাকিয়ার ফ্লাইটে ওঠার জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় অনেক সেনাসদস্যকে দল বেঁধে বিমানবন্দরে আসতে দেখলাম। সম্ভবত সিরিয়ার দিকেই যাবে। এই প্রথমবারের মতো আমি লক্ষ করলাম যে তাদের সঙ্গে সরকার পক্ষীয় সামরিক বাহিনী 'শাবিহা'র অনেক মিল রয়েছে। আমার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু যখন আন্তাকিয়া বিমানবন্দরে নেমে আমি দেখলাম যে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে মায়সারা তার দুই কন্যা আলা ও রুহাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমার হৃদয়টা হালকা হয়ে গেল, মনটা খুশিতে ভরে গেল। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই ভালো লাগার পরিমাণটাও ছিল অনেক। তারা আমার এই কাহিনির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে—হাসি-খুশিতে ভরা কল্পকাহিনি নয়। ক্রিস্টালের বলের ভেতর আটকে থাকা চকমকে জগতের কাহিনি, যার ভেতরের চাকচিক্য দেখে মূল বন্দীদশা বোঝা কষ্টকর। মেয়েগুলো আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে এবং এক বছরের মধ্যেই যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আলা আগের মতোই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমোর বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। এখন তার বয়স আট বছর। তার চুলগুলো কোঁকড়া ও ঘন, তার নখেও নানান রঙের সমাহার দেখতে পেলাম।

রেহানলিতে তাদের নতুন বাড়িটি বিমানবন্দর থেকে ৫০ মিনিটের দূরত্বের। পথে যেতে যেতে আলা আমাকে তাদের সীমানা পেরিয়ে তুরস্কে আসার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিল। কীভাবে তারা সকালে বাড়ি ছেড়েছিল এবং সঙ্গে কিছু কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিতে পারেনি। সীমান্তের কাছাকাছি একটা কর্দমাক্ত ভুট্টাখেত পেরোনোর সময় পাচারকারীদের একজন তার ছোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাইটিকে কোলে তুলে নিয়েছিল। সে কতটা ভীত ছিল এবং বাবার কোলের ভেতর কীভাবে সেঁটে গিয়েছিল, কীভাবে চিৎকার করেছে, সেসবের বর্ণনাও বাদ গেল না। কেন চিৎকার করেছে জানতে চাইলে সে বলল, সীমান্তের ফৌজি পুলিশ বাহিনী তাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেলে তাদের সীমানা বিভক্তকারী একটা নালার মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হয়েছিল। সেখানে কাদা ও নোংরার মধ্যে তারা এতটাই ঢুকে গিয়েছিল যে উঠে আসার পর তাদের প্রত্যেককে দেখতে একেকটা কাদামাটির মূর্তি বলে মনে হচ্ছিল।

গল্প বলতে বলতে আলা হাসছিল এবং তার হাতের তালু আমার গালে বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমরা পরস্পরের সবচেয়ে কাছের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। আমরা এক বছর ধরে পরস্পরকে জানি, সেই সময়টায় আমরা দুজন একই সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। সেই ২০১২ সাল থেকে, যখন মিসাইলের আঘাত থেকে বাঁচতে আমরা দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নিতাম বা বেজমেন্টের আশ্রয়কক্ষটিতে আরও অনেক নারী ও শিশুর সঙ্গে জড়সড় হয়ে বসে থাকতাম। তখন থেকেই আমরা ছিলাম পরস্পরের বন্ধু এবং আমি জানতাম দিন দিন এই বন্ধুত্ব গাঢ় হতেই থাকবে। আমার ব্যাগে আলার জন্য গিফট ছিল এবং আমি যখন একটা চোখ টিপে তাকে জানালাম যে সেটা একটা বিশেষ উপহার, তখন সে অনেক হাসল এবং আবার তাদের পালানোর কাহিনি শোনাতে লাগল।

'তারপর আমরা দৌড় দিলাম। এটা ছিল একটা অত্যাচার। কাদাভর্তি শরীর নিয়ে দৌড়ানো, বুলেটের বিরামহীন শব্দ আর আরও দ্রুত চলার জন্য পাচারকারীদের অবিরাম তাগাদা—সব মিলিয়ে এটা ছিল একটা অত্যাচার।'

সেদিন রাত নামা পর্যন্ত আলা ও তার পরিবারকে ওই নালার কাদার মধ্যে বসে থাকতে হয়েছিল। তারপর চারদিক অন্ধকার হলে তারা আবার নীরবে পথচলা শুরু করেছিল। অন্যদের দৃষ্টি এড়াতে তাদের টর্চ ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল। যোদ্ধারাই কেবল দিনের আলোতে সীমানা পার হতে পারত। যদিও সীমানা পার করার জন্য অনেকগুলো পয়েন্টই আলার পরিবারের জন্য খোলা ছিল, কিন্তু তবু তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিনের নজরদারি ছিল অত্যন্ত কড়া এবং এ অবস্থায় সীমানা পেরোনোর চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কড়াকড়ির কারণ ছিল; সেদিন কয়েকজন হাশিশ বা আফিম পাচারকারীর একটা দল সীমানা পেরোনোর চেষ্টা করেছিল, যাদের মধ্যে দুজন ছিল নারী সদস্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা কাপড়ের নিচে করে আফিম পাচার করছিল। সীমান্ত পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়ে এবং তারপর সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়। ফলে আলার পরিবারকে সীমানা পার হওয়ার জন্য ভুট্টাখেতের মধ্যে রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আলার কথার ফাঁকে আমি জানতে চাইলাম, ওই কাদার মধ্যে চুপ থাকতে গিয়ে তাদের কোনো সমস্যা হয়েছিল কি না, কারণ আশপাশের ময়লা-আবর্জনার দুর্গন্ধে তাদের তো বমি বা কাশি এসে পড়ার কথা। তখন আলা আমাকে জানাল, সে এমন শক্তভাবে নিশ্বাস আটকে রেখেছিল যে সে ভেবেছিল দমবন্ধ হয়েই সে মারা যাবে, আর যাতে চিৎকার বের না হয়, তার জন্য সে মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল।

তারপর ১২ বছর বয়সী বোন রুহাও আমাদের কথায় যোগ দিল। 'কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আতমা গ্রাম থেকে পাচারকারী দলটি এসে পৌঁছেছিল। তারা আমাদের নালার মধ্য দিয়ে পার করে দিয়ে এসেছিল, মোটেও সহজ ছিল না সেটা। তাদের পাগুলোকে ধীরে ধীরে কাদার মধ্যে ডুবে যেতে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পাঁচজনের একটি পাচারকারী দল আমাদের সীমানা পেরোতে সাহায্য করেছে। নালাটি ছিল গভীর ও বিপজ্জনক—চিৎকার আটকে রাখতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হয়েছিল। খেতের মাঝে খুঁড়ে রাখা গভীর গর্তগুলো এড়িয়ে চলার জন্য তারা আমাদের বারবার সতর্ক করছিল। কারণ এই পিচঢালা অন্ধকারে সেসব গর্তে পড়ে গেলে পা ভেঙে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। আমাদের পিঠে ছোট ছোট বস্তা ছিল। আমার মা সবচেয়ে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন ক্লান্ত এবং খুব ধীরে পা চালাচ্ছিলেন। তারপরও আমরা হোঁচট খেয়ে কাদায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তাটা খুব একটা খারাপ ছিল না', রুহা হেসে বলল। 'হ্যাঁ সত্যি, এটা ছিল দারুণ। কারণ, একটা ট্যাংক কয়েকবার এর ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করেছিল, ফলে রাস্তাটা সমান হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা সহজে ও নিরাপদেই সিরিয়া থেকে পালিয়ে সীমানা পেরিয়ে এখানে আসতে পেরেছি।'

আলার চিৎকারের কারণে তাদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ায় তার বাবা খুবই রেগে গিয়েছিলেন এবং রুহা এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। কিন্তু পরে বাড়িতে এসে তাদের ছোট দুই ভাইবোন মাহমুদ ও আলা দাবি করেছিল যে তারা মোটেও ভয় পায়নি।

কিন্তু আলা আমার কানে কানে বলল, 'জানেন, আমার ভয় এখনো যায়নি, সত্যি!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলার গায়ের রং আগের পেলবতা হারিয়েছিল, আর তার চোখে আগের বুদ্ধির ঝিলিক দেওয়া দৃষ্টির পরিবর্তে একটা দুঃখী ভাব জায়গা করে নিয়েছিল। রুহাকে তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছিল। তাদের মা, মানাল, সেও অনেক চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, এতটাই যে তার কথা প্রায় শোনাই যেত না। সে ছিল রুগ্‌ণ ও শান্ত প্রকৃতির, এবং সারাকেব থেকে বাধ্য হয়ে চলে আসার পর থেকে তার চোখে একটা কষ্টের চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল।

তবে পরিবারটির বর্তমান অবস্থাও অন্য শরণার্থীদের চেয়ে ভালো; অন্তত তাদের খোলা আকাশের নিচে বা কোনো ক্যাম্পে হাজার মানুষের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছিল না, যেটা বেশির ভাগ সিরিয়ান উদ্বাস্তুর ভাগ্যে ঘটেছিল। আন্তাকিয়ায় একটা ঘর ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য তাদের ছিল। তাদের বাচ্চারা স্কুলেও যাচ্ছিল। তবে চ্যালেঞ্জের সংখ্যাও কম নয়। নতুন ভাষা শেখার পাশাপাশি মায়সারাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছিল অর্থ উপার্জনের জন্য। সারাকেবের তুলনায় তাদের আর্থিক সংগতি ছিল খুবই কম। তাদের জীবনটাও একরকম নির্বাসনেই পরিণত হয়েছিল।

***

রেহানলিতে পরিবারটির সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটানোর পর আমি সীমান্তের দিকে রওনা হলাম। সেখানে সারাকেব থেকে বেশ কয়েকজন তরুণ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আবার গত সফরের শেষ দিনের সঙ্গী আব্দুল্লাহ, তার ভাই আলি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আব্দুল্লাহর যেমন পায়ে আঘাত ছিল, তেমনি তার ভাইয়ের চোখে গুলি লেগেছিল। আমার পুরোনো সাথিদের সঙ্গে সাক্ষাতের উত্তেজনা আমার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের মতোই সমান ছিল। প্রতিবার যখনই আমি তাদের থেকে বিদায় নিতাম, মনে হতো আর কখনো তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তারপর যখনই ফিরে আসতাম, মনে হতো বাকি জীবনটা এদের সঙ্গে কাটিয়ে দিই।

আব্দুল্লাহ, মায়সারা, আলির সঙ্গে এখনো পরিচয় হয়নি, যদিও আমরা একসঙ্গে সীমানা পার হব। এবারের পারাপারের ব্যবস্থা একটু ব্যতিক্রম। ঠিক হয়েছিল, এবার আমরা আতমা গ্রাম দিয়ে সিরিয়ায় ঢুকব। বেশির ভাগ সিরিয়ান যারা বোমায় তাদের আইডি ও অন্যান্য কাগজপত্র হারিয়েছে, তারা এখান দিয়ে সীমানা অতিক্রম করে। আমি আগে এ রাস্তায় আসিনি, কেননা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো বিপত্তি ছাড়া এদিক দিয়ে পার হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় যোগসূত্র আমার বন্ধুদের ছিল না। কিন্তু এবার আছে, তাই আমরা এ পথে যাত্রা করেছি। আতমা গ্রামসহ এর আশপাশের এলাকা ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন একটা মঞ্চের মতো এবং আতমা ক্যাম্প চেকপয়েন্ট পার হতে হলে আমাদের আগে আরেকটা পয়েন্ট পার হতে হবে, যেটা তুর্কি সেনারা সম্প্রতি তৈরি করেছে তুরস্কে সিরিয়া শরণার্থীদের অবাধ প্রবেশ ঠেকানোর জন্য। তীব্র দাবদাহের মধ্যে আমরা প্রথম নিরাপত্তাচৌকিতে পৌঁছালাম। সেখানে দুটো ছোট কামরা ভর্তি সীমান্তরক্ষী ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল। আমার ভ্রমণসঙ্গীরা আমাকে তাদের এক বোনের নাম ব্যবহার করতে বলে রেখেছিল। এদিক দিয়ে সীমানা পার হওয়ার এটাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায় আমার জন্য।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। পরিষ্কার আকাশের কোথাও এক টুকরো সাদা মেঘ দেখলাম না। সূর্য তীব্র তাপদাহ ছড়াচ্ছিল, চারপাশের পরিবেশ এবং আমার পরনে থাকা লম্বা বোরকা—সব থেকেই চরম উষ্ণতা ঝরে পড়ছিল। আমি একটা নেকাব দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলাম আর চোখে ছিল বড় সানগ্লাস। ফলে আমার আপাদমস্তকই ঢাকা পড়েছিল। নিজেকে আমি নিজেই চিনতে পারছিলাম না। কিন্তু নিরাপদে পার হওয়ার জন্য এই ছদ্মবেশ ছিল অত্যন্ত জরুরি। পাহাড় চড়া, বুলেট চলমান অবস্থায় দৌড়ানো, কিংবা কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়ার চেয়ে এই তীব্র সূর্যের তাবদাহ আমার কাছে অনেক আরামদায়ক মনে হচ্ছিল।

ব্যারিয়ারের কাছাকাছি পৌঁছার পর আমি সীমান্তের ওপাশে নারী ও শিশুদের বিশাল লাইন দেখতে পেলাম—পানির স্রোতের মতো লোকেরা আসা-যাওয়া করছিল। কেউ আতমায় আসছিল, কেউ তুরস্কে যাচ্ছিল, কেউ অন্য কোনো জায়গায়। গর্ভবতী একটা মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়ল, বয়স বিশের বেশি নয়। তার হাত ধরে হাঁটছে আরেকটা বাচ্চা ছেলে। ছোট বাচ্চাটার চোখে ছিল বড় একটা সানগ্লাস, আর মাথা সম্পূর্ণ কামানো, রোদে পোড়া। একই অবস্থা তার চামড়ারও, ফাটা এবং লাল লাল ঘা-ওয়ালা। তার চেহারা একটা প্লাস্টিকের মুখোশের মতো দেখাচ্ছিল, ফাটা ও ভাঁজপূর্ণ। ঘাড় থেকে কাঁধ পর্যন্ত চিকন চিকন ঘায়ের দাগ। যদিও তাকে আট বছর বয়সের চেয়ে বেশি দেখাচ্ছিল না। তবু তাকে একটা মানুষের মমি করা লাশ মনে হচ্ছিল। তার মায়ের হাত ধরে হেঁটে আসছিল।

কয়েকজন মহিলা তাদের পেরিয়ে এল এবং একজন যুবককে দেখা গেল যার ডান হাত ও পা নেই। তাকে দেখে আমার খরগোশের কথা মনে হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার পেছন থেকে আরও দুজন যুবক এগিয়ে এল, তারাও একইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। তারা একটা ছোট প্ল্যাটফর্মে জায়গা পাওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল তীব্র ও দমবন্ধ করা গরম বাতাস থেকে বাঁচার জন্য। এমন তীব্র গরম, মাঝদুপুরের দমবন্ধ করা আবহাওয়া এবং নীল পরিষ্কার আকাশের নিচে বোমার ভয়ে পালিয়ে আসা লোকের ভিড়; এ যেন কোনো অজাগতিক দৃশ্য।

আমরাও এই গাদাগাদি ভিড়েরই অংশ ছিলাম, ফলে পা ফেলার জায়গাটুকুও ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। প্রতিটি মানুষই রোবটের মতো পা ফেলছে। এই মুহূর্তে এই ভিড় থেকে বেরোতে পারাটাই সবচেয়ে সুখের ব্যাপার হবে। এমনকি রাস্তার দুই পাশের প্রশস্ত মাঠগুলোকেও হলদে গাছের ভিড়ে ঘন ও নিবিড় মনে হচ্ছিল। আমি অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে দেখতে পার হচ্ছিলাম, যেন মাত্রই জন্মেছি।

দ্বিতীয় চেকপোস্টে আমাদের নাম নিবন্ধন করার পরে আমরা সীমানা পার হলাম এবং অপেক্ষারত গাড়ির কাছে পৌঁছালাম। আমি সামনে বসলাম এবং আমার সঙ্গীরা পেছনে। তারা আমার সব ইচ্ছাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পূরণ করছিল। হয়তো এই বিশ্বাস থেকে যে আমাদের পরস্পর ছাড়া আর কেউ নেই, তাই পরস্পরকে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদেরই এবং এভাবেই আমরা বিপ্লবের মূল চাওয়া স্বাধীনতা ও সম্মান অর্জন করব। আমার সন্দেহ হলো তারা হয়তো আমাকে একটা 'কনসেপ্ট' (ভাবধারা) হিসেবে দেখে, আমিও তাদের সেভাবেই দেখি। আমার কাছে তারা একটা স্বাধীন, সৎ ও গণতান্ত্রিক সিরিয়ার ভাবধারার প্রতিমূর্তি। কিন্তু বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে এর মূল আদর্শ ও লক্ষ্য এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে এই ধরনের ভাবধারায় বিশ্বাস রাখাটা অনেকটা হাত দিয়ে বাতাস ধরার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যা-ই হোক, আমাকে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে তারা যে গাড়ির পেছনের সিটে এই গরমের মধ্যে এমন গাদাগাদি করে বসল, তা দেখে আমার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল। আমার প্রিয় প্রবচন, 'জীবন দুঃখ করার জন্য খুবই অপ্রতুল', আমি বার কয়েক নিজের মনে আওড়ালাম। তারপর অঙ্গবিহীন ওই দুই তরুণের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম।

আব্দুল্লাহ, মায়সারা, মোহাম্মদ, আলি ও তাদের আরও অনেক সহযোদ্ধাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য ছিল। তারা সবকিছুই খুব হালকাভাবে নিত। সবকিছু নিয়েই মজা করতে পারত। এমনকি নিজেদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিয়েও। তাদের এ স্বভাবটা আমি আয়ত্ত করেছিলাম। এটা খানিকটা ঝামেলাপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ব্যাপার হলেও নিজেদের একাগ্রতা ধরে রাখার উপায় হিসেবে এর জুড়ি ছিল না। মৃত্যুকে তারা একটা 'থোড়াই কেয়ার' ভাব দেখিয়ে চলত।

গাড়িতে যাওয়ার সময়, আমার সঙ্গীরা কালো পাগড়িধারী ISIS সদস্যদের এবং গোঁড়া উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়নগুলোর কড়া সমালোচনা করছিল। তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় কাজ করা ফ্যাশন-সচেতন এনজিও গোষ্ঠী এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিস্তার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছিল। ইদানীংকালে, সেখানে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক ও সাংবাদিকের জম্পেশ ভিড় লেগে গিয়েছিল।

'কিন্তু যারা মরছে, নিহত হচ্ছে, বোমায় পঙ্গু হচ্ছে কিংবা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্য আসলে কী করা হচ্ছে?' আলি প্রশ্ন করল।

আমাদের গাড়ি আতমা গ্রামের আশ্রয়শিবিরে প্রবেশ করল। আমার সঙ্গীদের কথা অনুযায়ী এখানকার অধিকাংশ শরণার্থী হামা অঞ্চলের। তীব্র গরমের মধ্যে নিজেদের যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তুদের ভিড় ঠেলে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। তাঁবুগুলোর মধ্যবর্তী স্যুয়ারেজ লাইন থেকে বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল এবং মাছিসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ সেখানে কিলবিল করছিল। রাস্তার দুই পাশে খাবারের টং, মুদির দোকান, গ্যাস পাম্প ও কেরোসিন বাতি বিক্রির ছোট ছোট দোকান। দোকানগুলো মূলত পাথরের দেয়ালবিশিষ্ট তাঁবু। শিবিরে যদিও একটা বড় জেনারেটর ছিল, তবে সেটা যথেষ্ট ছিল না। রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকত না। বড় একটা বিকল পানির ট্যাংক একাধারে পড়েছিল। কিন্তু চারপাশের বিক্ষিপ্ত তাঁবুগুলোর ভেতর ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। কয়েকজন তো তাদের তাঁবুর পাশে গাছ লাগাতে শুরু করে দিয়েছিল। চারপাশের বড় জলপাইগাছগুলো তাঁবুগুলো খাড়া রাখতে সাহায্য করছিল।

আমরা ক্যাম্পের ভেতর ঘুরে বেড়ালাম; চারপাশে শুধু নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষয়িষ্ণু শরীর, মামুলি কাপড়চোপড়ের দৃশ্য। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ছোট বাচ্চারা খালি গায়ে খেলছিল। প্রতিটি নারীরই মাথায় ঘোমটা ছিল; অনেকে খিমারও পরেছিল। আমি জেনেছিলাম যে এখানে নাকি কিশোরী মেয়েদের বুড়ো লোকদের কাছে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একজন নারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে নিশ্চিত করল যে এখানে এটা নিত্যদিনের ঘটনা। যুদ্ধের কারণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সর্বস্বান্ত অনেক পরিবারই তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য আর ক্ষুধা থেকে বাঁচতে—তাদের অনেকের বয়স ১৪ বছরেরও নিচে।

একজন বিপ্লবী কর্মীর কাছে আমি একটা মেয়ের নাম পেয়েছিলাম, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করলাম। মেয়েটির প্রথমে একটি বিয়ে হয়েছিল তারপর এক মাস পর ডিভোর্স হয়ে যায়। তারপর আবার তার চেয়ে ৪০ বছরের বড় এক জর্ডানির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, তবে মাত্র তিন মাসই টিকেছিল সে সংসার। আমি এখন ওই নারীর কাছে জানতে চাইলাম যে সে আমাকে ওই মেয়ের কাছে নিয়ে যেতে পারবে কি না, তার স্বামী আমাকে তাঁবু থেকে বের করে দিল।

আমাদেরকে সারাকেবে নিয়ে যাওয়ার কথা যাদের, তারা কিছুক্ষণ পর এসে পৌঁছালে আমরা আবার গাড়িতে করে রওনা দিলাম। শহরে আবার বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ায় তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং সে জন্যই তাদের আসতে দেরি হয়েছিল। চারজন নিহত হয়েছে এই বোমায়, তারা বলল। তাদের জন্য অপেক্ষা করার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড জলপাইগাছের নিচে বসে ছিলাম, তখন একটা হেলিকপ্টার আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। খানিকটা দূরে গিয়ে একটু পরপর দূরত্বে সেটা থেকে চারটা ব্যারেল বোমা ফেলা হয়েছিল। ব্যারেল বোমাগুলো হলো সাধারণত পানির ট্যাংক বা অপরিশোধিত তেলের (যাকে স্থানীয় ভাষায় 'মাজুত' বলা হয়) কৌটা বা বড় ডাস্টবিন, যার ভেতরে লোহার টুকরো, ডিনামাইট এবং বিস্ফোরক ভরা থাকে। এই বোমাগুলো ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে সক্ষম।

হাত-পাবিহীন ওই যুবকের লাফিয়ে চলার দৃশ্য তখনো আমার চোখে ভাসছিল। আমি তাকে খুবই করুণ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তার যৌবনের অপচয়ের জন্য আফসোস করতে দেখেছি, আর তার এই আফসোস আমার মনটাও নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী আব্দুল্লাহর উঁচু আওয়াজে আমি আমার ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এলাম। সে মাত্রই ঘটে যাওয়া বোমা হামলার বিষয়ে কৌতুক করছিল।

'শপথ করে বলছি, আমাদের সবার ঘরেই একটা করে বোমা আছে, তবে আমরা এখনো অপেক্ষা করছি (দেখি তারা কত দূর করতে পারে)।' সে বলল। আমরা সবাই হাসলাম। আবার বলতে শুরু করল, 'মিগ বিমানের পাইলটরাও নিশ্চয় বোমা ফেলার ফাঁকে ফাঁকে ধূমপান করে, ব্যারেল বোমার প্রস্তুতকারীরাও। হয়তো তাদের আরও কড়া কোনো কিছুর দরকার হয়!' সে ঠোঁট উল্টে হাসল, তারপর যোগ করল, 'আমরা যখন আমাদের কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বন্ধুকে দাফন করতে যাই, অধিকাংশ সময়ই তার চেহারা চেনার কোনো সুযোগ থাকে না। অনেকে আছে আগের দিন মিগ বিমানের হামলা থেকে বেঁচে গিয়ে পরের দিন বোমার আঘাতে উড়ে যায়। আমি ভাবছি, এ দুটোর মধ্যে কোনটা সহজ মৃত্যু?' সে হাসি থামাল, এক মুহূর্তের জন্য তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'একবার আল-মেনা'তে একটা মিগ আমাদের ওপর বোমা ফেলল এবং ৩০ জন লোক তাতে মারা গেল। আমি তখন সেখানে ছিলাম, কিন্তু মরিনি। এ পর্যন্ত প্রতিবারই বেঁচে ফিরতে পেরেছি। দেখি কত দিন পারা যায়!' বলে সে আবার হাসতে শুরু করল।

আমাদের পেছনে একটা আইসিস (ISIS) মিলিটারি বেস ছিল—একটি একতলা বিল্ডিং, যা বেশ কয়েক ভাগে বিভক্ত। সেটা জলপাই বাগানের মধ্যে অবস্থিত এবং সশস্ত্র সেনা দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত। এর আশপাশে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ এবং অন্যান্য ব্যাটালিয়নের কেউ জানত না যে এর ভেতরে আসলে কী আছে। সেখানে চারপাশে এসইউভির ভিড়, মোটা খাকি কাপড়ে ঢাকা ট্রাকের সারি, সারাক্ষণই যাচ্ছে আর আসছে। এই অঞ্চলে, অর্থাৎ সিরিয়ার উত্তর অংশে কয়েক মাস হলো তাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। সারাকেবে যাওয়ার পথে একবারই আমাদের থামতে হয়েছিল, একটা ISIS চেকপয়েন্টে। সেখানে মৌরিতানিয়া ও ইরাকের পাঁচজন কালো চামড়ার প্রহরী ছিল, কালো জোব্বা ও পাগড়ি পরিহিত। তারা আমাদের সার্চ করল এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাদের পার হওয়ার অনুমতি দিল। আমার ভীষণ রাগ লাগছিল। আমাদের দেশে আমাদের পরিচয় দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে বহিরাগতদের কাছে! আমাদের দেশ দখল করার এই সাহস এরা পেল কোথায়?

আতমা ও আকরাবাতের মধ্যবর্তী 'কাহ' শরণার্থী শিবিরের মধ্য দিয়ে আমরা পার হয়েছিলাম। এই সময়, সীমান্তের প্রায় সবখানেই শরণার্থীদের জন্য আশ্রয়শিবির খোলা হয়েছিল। আমি জানতে পারলাম, আহরার আল-শাম বাহিনী 'বাব আল-হাওয়া' ক্রসিং পয়েন্ট উড়িয়ে দিয়েছে আর পাচারকারীদের মধ্যে ঘোড়ার ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে গেছে। আমরা কাহ ক্যাম্প পার হলাম। এখানের শিশুদেরও একই অবস্থা, বিশেষত বাব আল-হাওয়ার বাজার এলাকার। এখানকার দায়িত্বে ছিল ফারুক ব্রিগেড। তারা ফ্রি আর্মির সহযোগী সংগঠন, আহরার আল-শামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

সারাত মাসরিনের প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে নানা রকম দোকানের সারি। বিশাল বিশাল এলাকাজুড়ে সামরিক যান, নতুন জিপগাড়ি ও বড় বড় ল্যান্ড রোভার রাখা ছিল, যেগুলোর বেশির ভাগই ISIS যোদ্ধাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পত্তি। গাড়িগুলোতে কোনো নাম্বার প্লেট ছিল না। যুদ্ধ বড় একদল মুনাফাখোরদের জন্য একটা বৃহৎ ও লাভজনক কালোবাজারের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। তাদের স্বার্থরক্ষায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল সুবিধাজনক ও লাভজনক।

আতমা ক্যাম্পের মতোই এখানেও রাস্তার পাশে প্যারাকিন ও মাজুতের ব্যারেল বিক্রি হচ্ছিল। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে সেগুলো আকারে বড় এবং বড়দের পরিবর্তে এখানে শিশুরা সেগুলো বিক্রি করছিল। আমরা যখন আরেকটা ISIS চেকপয়েন্টে থামলাম, তখন পুরুষেরা পরস্পরকে 'এটা রমজান মাস' বলে সতর্ক করল। গাড়ি থেকে যেন সিগারেটের কোনো গন্ধ না আসে, এটা নিশ্চিত করা জরুরি। কেননা যদি তারা রোজা ভঙ্গের দায়ে আমাদের গ্রেফতার করে, তাহলে ধরে নিয়ে কী যে করবে, তা বলা যায় না। এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। প্রতিটি চেকপয়েন্টে আমাকে তাদের একজনের বোন বলে পরিচয় দেওয়া হলো, আর আমার ভাইকে চিকিৎসাসেবা দিতে আমি সঙ্গে যাচ্ছি—এই বলে আমরা পার হলাম। কিন্তু যতবার আমি ISIS সেনাদের জেরার মুখে পড়েছি, প্রতিবারই আমার ভেতরের রাগ এতটা বেড়ে যাচ্ছিল যে তা সামলাতে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

সারাকেবের কাছাকাছি পৌঁছালে একটা অ্যাম্বুলেন্স আমাদের পাশে এসে থামল। এর ভেতরে মারাত্মক আহত ও জখম রোগীরা ছিল। অ্যাম্বুলেন্সের প্যারামেডিকরা আমাদের জানাল যে সারাকেবে বোমা হামলা চলছে এবং এখন সেখানে যাওয়া কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গাড়ি দাঁড় করালাম। সবাই যখন কথা বলছিল, আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম। আমাদের ডান পাশে একটা সূর্যমুখীর খেত, দিগন্তবিস্তৃত। সূর্যও অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। সামনে ধুলার মেঘ, যার ওই পাশ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ও আহত ব্যক্তিদের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ রাস্তার অন্য পাশের গমখেত থেকে একটা ট্রাক্টরের শব্দ ভেসে এল। যে লোকটা তার ট্রাক্টরে বসে খেত চষছিল, আশপাশের বোমার কানফাটানো শব্দের দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। আমরা দেখলাম, সে খড়গুলো একত্র করে রাস্তার পাশে একটা আগুন জ্বালাল।

'আমরা শহরের বোমা হামলার জায়গায় যাচ্ছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন, নাকি বাড়ি ফিরে যাবেন?' আমাকে সঙ্গের একজন জিজ্ঞেস করল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আপনাদের সঙ্গে যাব', আমি উত্তর দিলাম। তারপর আবার আমাদের গাড়ি ধোঁয়া ও ধুলাভরা শহরের দিকে রওনা দিল।

পথে যেতে যেতে আমার মনে হলো, আমার আগের দুবারের দেখার চেয়ে এবার ধ্বংসস্তূপের সংখ্যা ও অবস্থা অনেক বেশি ও ভয়াবহ। আর প্রতিটি গলির ধ্বংসের চেহারা ছিল ভিন্ন। যেখানে সবচেয়ে বেশি বোমা হামলা হয়েছে, সেখানে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। বেশির ভাগ বাড়িই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এলাকাও জনশূন্য হয়ে পড়েছে। অন্য জায়গাগুলোতে, যেখানে হামলার পরিমাণ তুলনামূলক কম, সেখানে রাস্তায় খুবই অল্পসংখ্যক লোক ও শিশুদের দেখা যাচ্ছে। আর এত বোমাবাজির মধ্যেও মার্কেটের মধ্যখানে বেশ কিছু দোকান তখনো খোলা রয়েছে। সত্যি, শত হাঙ্গামার মধ্যেও জীবন থেমে থাকে না।

***

পরদিন সকালে নুরার নিষেধ সত্ত্বেও আমি ঘরের বাইরে উঠানে এসে দাঁড়ালাম। উঠানের এই জায়গাটা আমার ভীষণ প্রিয়। আমার মনে হলো, এই বন্ধ দরজার ওপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য এত জোরাজুরি, এটা অতি সতর্কতা ও অপ্রয়োজনীয়, বিশেষত যখন যেকোনো মুহূর্তেই উঠান থেকে দৌড়ে ভেতরে চলে যাওয়া যায়।

'বোমার স্প্লিন্টার লাগতে পারে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকলে।' নুরা ভেতর থেকে চিৎকার করে আমাকে সাবধান করল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। নুরার পরিবার সাহায্য করছে এমন একজন গৃহহীন নারী ভেতরে ঢুকল এবং সোজা উঠানে চলে এল। যখন বাইরের কেউ আমাকে দেখত বা আমার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করত, নুরা খুবই চিন্তায় পড়ে যেত। যেহেতু সে আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিল, তাই সে চাইত না পাড়ার মেয়েরা আমাকে নিয়ে গল্প করে বেড়াক। সে তার কফির কাপ হাতে নিয়েই উঠানে চলে এল এবং আমার ও মহিলাটির মাঝখানে দাঁড়াল। আবু ইব্রাহিম, নুরার স্বামী, দোতলায় বৃদ্ধাদের সঙ্গে বসে একটা টু-ওয়ে রেডিও শুনছিল। এই টু-ওয়ে রেডিও বা ওয়াকিটকি ছিল এমন একটা যন্ত্র, যা ৮০ কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে যেকোনো বার্তা সরবরাহ বা প্রচার করতে সক্ষম। লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পাশাপাশি যুদ্ধবিমানের অবস্থান জানতেও এই যন্ত্র ব্যবহার করত। তবে এটা এত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহজলভ্য ছিল না, খুব কম লোকের কাছেই ছিল। আবু ইব্রাহিমের কাছে জানলাম, কিছুক্ষণ আগে শারমিন গ্রামে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট ছিল, বোমা হামলাগুলো কোনো অবিন্যস্ত ব্যাপার নয়। বরং অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োগ। শুধু বোমারু বিমান নয়, সেই সঙ্গে উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়নগুলোর সাহায্যে পুরো উত্তর সিরিয়া ধ্বংসের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে সরকার। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছিল, একটা সম্পূর্ণ অঞ্চল বা সমাজব্যবস্থার বিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চলছে। পরিবর্তন বা সংশোধনের মাধ্যমে নয়, সমূলে উৎপাটনের মাধ্যমে।

আমার বের হওয়ার তাড়া ছিল, কেননা আমি কাফরানবেলে রওনা হওয়ার আগে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে প্রজেক্ট-সংক্রান্ত মিটিংগুলো শেষ করে ফেলতে চাচ্ছিলাম। যদিও আমি আগের বার আয়ুশির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, তবে এবার কোনো সশস্ত্র সঙ্গী ছাড়া বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে মায়সারার তীব্র আপত্তি ছিল। কারণ হিসেবে সে বলেছিল, 'চারপাশে এখন বিপ্লবীদের চেয়ে ভাড়াটে বিদেশি সৈনিকের সংখ্যা অনেক বেশি, আর আপনাকে কিডন্যাপ করাও তাদের জন্য সহজ।' সে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে ভিন্ন ধর্মীয় শাখার প্রতিনিধি ও প্রবাসী হিসেবে আমি মুজাহিদিনদের অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত টার্গেটে পরিণত হয়েছি। আমার মতো নারীদের অবাধে বাইরে যাওয়াটা তাদের কারণেই বিপজ্জনক, বিপ্লব বা বিপ্লবীদের কারণে নয়।

হঠাৎ আকাশ ও মাটি একসঙ্গে কেঁপে উঠল এবং মহল্লার সবচেয়ে দূরবর্তী কোণ থেকে একটা ধুলার মেঘ বড় হয়ে উঠল। একটা মিসাইল পড়েছে। আমি জমে গিয়েছিলাম, এ সময় নুরাকে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে শুনলাম। আমরা দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লাম, আমি সম্মোহিতের মতো হাঁটছিলাম। যেহেতু একটা সেকেন্ড বিমান এবং রেডিওর সব শব্দ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বুঝলাম যে সেটা ছিল কামানের তোপ দাগার শব্দ।

বাইরে সূর্যের কড়া রোদ এবং অনবরত বোমার শব্দের মধ্যেও বাচ্চারা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। উঠোনের পাশে নুরার করা ছোট্ট বাগানের ঝোপগুলো ধুলা আর ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরোয় ছেয়ে গেল। তার মধ্য থেকে নুরার লাগানো একটা ফার্নের চারা সযত্নে তুলে নিলাম এবং সামান্য পানি দিয়ে ধুয়ে দিলাম, যাতে ধুলা আর ধোঁয়ার গন্ধ ধুয়ে যায়। এই পাগল করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হত্যাকাণ্ডের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের হৃদয়ও যেন একখণ্ড পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল।

এ সময় আবু ইব্রাহিম সেখানে এল।

'এবারের শব্দটা বোমার চেয়ে আলাদা লাগল কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা। আল্লাহ ছাড়া বাঁচানোর কেউ নেই', সে জবাব দিল। তারপর সে আমাকে জানাল যে আকাশে আপাতত আর কোনো বিমানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং, আমি বাইরে বের হতে পারি। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে মিসাইলের ব্যাপারে জানতে চাইলে বলব সেটা যে কখন আসবে তা শুধু আল্লাহই জানেন।'

নুরা ও আগত মহিলাটি তাদের প্রাত্যহিক রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং কিছুক্ষণ আগের বোমা হামলা নিয়ে আলাপ করছিল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কথার মোড় ঘুরে গেল। তখন তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাজারে এখন কোন সবজি পাওয়া যাচ্ছে, মাংস কোনটার দর কেমন, আজ রুটি বণ্টন করা হবে নাকি আরও সময় লাগবে বা জেনারেটর চালানোর জন্য যথেষ্ট মাজুত আছে নাকি নেই ইত্যাদি। তারা পানি সংরক্ষণের নানা উপায় নিয়েও আলোচনা করল। আর কত দিন এভাবে চালানো যাবে, সেটাও তাদের চিন্তার বিষয় ছিল। কেননা ফসল উৎপাদনের মৌসুম শেষ হয়ে গেছে এবং চলমান অবস্থায় নতুন উৎপাদন শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তা ছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় ফ্রিজে সংরক্ষণেরও কোনো উপায় নেই। পাশাপাশি তারা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের নিয়েও চিন্তিত ছিল যে আয়ুশি না থাকলে তাদের কী হতো। আয়ুশি ছিল তাদের ক্লান্তিহীন, সার্বক্ষণিক সেবক।

মোহাম্মদ দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে বের হলাম। আমরা মোনতাহাদের বাড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করব। মোনতাহা ছিল এখানে আমার নারী সহায়তা কার্যক্রমের প্রধান সহযোগী। মোনতাহা একজন কঠোর পরিশ্রমী নারী, প্রায় সারাক্ষণই সে ব্যস্ত থাকে। বিপ্লবের আগে তার বাবার একটা দাতব্য সংস্থা ছিল। সে ছিল অবিবাহিত এবং মানুষের সাহায্যে নিবেদিত, নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। তার বাড়ি শহরের কেন্দ্রে, সেখানে সে তার বোন দিয়ার সঙ্গে বাস করত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মোনতাহার বাড়িতে যাওয়ার পথে, রাস্তায় আমরা অনেক লোককে দেখলাম দল বেঁধে মারাকেব ছেড়ে আশপাশের গ্রামাঞ্চলে চলে যাচ্ছে বোমা হামলা থেকে বাঁচতে। যদিও আশপাশের এলাকাতেও রকেট মিসাইল ফেলা হয়েছে, তবু সেখানে সেগুলোর সংখ্যা ও মৃত্যুর হার দুটোই এখানকার চেয়ে অনেক কম। শহরের কেন্দ্র নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি টার্গেটেড এলাকা। যখন আমরা পৌঁছালাম, দেখলাম যে মোনতাহাদের বাড়ির কাছেই দুটো মিসাইল পড়েছে, যার একটা তার বেডরুমের সিলিং ধসিয়ে দিয়েছে।

যা-ই হোক, তার বাড়িতে প্রায় ৫০ জন মহিলা জমায়েত হয়েছিল এবং এর অর্ধেকই ছিল যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্ত্রী। তাদের মধ্যে একজন দন্ত চিকিৎসক ও একজন ফার্মাসিস্টও ছিল। সবাই ছিল বয়সে তরুণী, কারও বয়স আটাশের বেশি হবে না এবং প্রত্যেকেরই ছিল চার বা পাঁচটি শিশুসন্তান। তাদের মধ্যে আরেকজনের সঙ্গে আমার পরে দেখা হয়েছিল, যার স্বামী আহত ব্যক্তিদের সেবা করতে গিয়ে মারা গেছে এবং সাত সন্তানসহ তাকে বিধবা করে গেছে। বেশির ভাগ নারীই ছিল নিজেদের গৃহে বন্দী, বিশেষত বিধবারা। আমাদের প্রজেক্টের মূল ফোকাস ছিল গৃহে তৈরি জিনিসপত্র বানানো ও রান্নায় প্রশিক্ষণ। এর আংশিক কারণ ছিল স্থানীয় সংস্কৃতি, তবে চলমান বিশৃঙ্খল অবস্থা ও কিডন্যাপের ভয় থাকায় এটাই ছিল তাদের সাহায্য করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

আমি ও মোনতাহা একত্রে এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা ব্যবসার পরিকল্পনা করেছিলাম, যা মূলত সেলাই ও সূচিকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই সঙ্গে খাবারসামগ্রী উৎপাদন ও মিষ্টি তৈরির একটা ছোট প্রশিক্ষণ কর্মশালা খোলারও পরিকল্পনা আমাদের ছিল। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'মুদি দোকান'। সেখানে সাতজন মহিলা তাদের মেয়েদের নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছিল এবং এর দ্বারা নিজেদের খরচ চালাতে সক্ষম হয়েছিল। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং তাদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম।

আমাদের কথার মাঝখানেই ল্যান্ডলাইনে মোহাম্মদের ফোন এল। সে বলল, মোনতাহার বাড়ি বর্তমানে খুবই বিপজ্জনক এবং আমাদের আজকের মতো কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু আমি জানতাম যে যদি আমি এটা শেষ না করি, তাহলে কখনোই করতে পারব না। কেননা বোমা হামলা তো সার্বক্ষণিক, সাময়িক নয়। 'আমার কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে কল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করব,’ আমি জবাব দিলাম। মোহাম্মদ কঠিন পরিশ্রমী সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিস্থিতির চাপ ও হতাশা তার মধ্যে একটা সার্বক্ষণিক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।

আমি একে একে সবার সঙ্গে কথা বললাম। বেশির ভাগ নারীই বলল যে তাদের আয়ের মূল উৎস হলো আহরার আল-শাম পরিচালিত আল-ইহসান দাতব্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ভাতা, যা তারা শহীদের স্ত্রী হিসেবে পেয়ে থাকে। বেকারি ছাড়াও আহরার আল-শামের দাতব্য শাখা, স্কুল ও হাসপাতাল রয়েছে। তাদের সদস্যরা ইতিমধ্যে সমাজের একটা তুলনামূলক প্রভাবশালী অংশে পরিণত হয়েছে। কেননা তাদের অধিকাংশই সিরিয়ান এবং স্থানীয় শহর বা গ্রামের বাসিন্দা।

তারা শুধু একটা সামরিক বাহিনী নয়, সেই সঙ্গে একটা ধর্মীয় মিশনারি সংগঠনও, যারা ইদলিব প্রদেশের এই গ্রামগুলোতে একটা সামাজিক বলয় তৈরি করেছে। গতবার আয়ুশির সঙ্গে শহরে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমি জানতে পেরেছিলাম যে আহরার আল-শামের শরিয়া কর্তৃপক্ষ, যারা বেশ কিছু ইসলামি সামরিক ব্রিগেডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত, ইতিমধ্যে সমাজের আইনি কর্তৃপক্ষের স্থান দখল করেছে। আরও বলা হচ্ছিল যে তারা নারীদের মুখঢাকা নেকাব পরতে বাধ্য করছে এবং একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামি খেলাফত কায়েম করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। তারা বিদেশি সহায়তা আনছে, যাদেরকে ভবিষ্যতে উপদেষ্টা ও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। মহিলাদের একজন অভিযোগ করল যে তার সন্তানেরা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পাচ্ছে না, একজন সৌদি ‘যোদ্ধা’ শুধু বাড়ি এসে তার বাচ্চাদের কোরআন পড়া শেখায়।

কিন্তু সার্বিকভাবে, মহিলাটি বলল যে যদি আল-ইহসান দাতব্য সংস্থাটি তাদের এই অর্থ সাহায্য না দিত, তাহলে তারা কোনোভাবেই বাঁচতে পারত না। আর এ জন্যই আয়ের এই একমাত্র উৎসটি টিকিয়ে রাখতে তারা আহরার আল-শামের নির্দেশে যেকোনো কাজ করতে রাজি। এই মহিলাদের একজনের স্বামী ছিল আহরার আল-শামের যোদ্ধা এবং তার মৃত্যুর পর তাকে মাসে ২০০ ডলার করে ভাতা দেওয়া হয়। আইসিসের হাতে ‘রাকা’ শহর ছেড়ে আসার আগে, আহরার আল-শাম একটা ব্যাংক লুট করে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। কেননা, ইদানীং আনুগত্য একমাত্র আর্থিক নির্ভরতার বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব।

ISIS যোদ্ধারা সাধারণভাবে সিরিয়ানদের মধ্যে ততটা জনপ্রিয় ছিল না এবং কিছুদিন আগ পর্যন্তও, অন্তত ইদলিবের গ্রামগুলোতে। কেননা তারা আহরার আল-শামের মতো সমাজের সব স্তরে মিশে যেতে পারেনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি মহিলাদের কাছে স্থানীয় মসজিদের ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তারা বলল যে এলাকার ইমাম একজন জর্ডানি, যে নুসরা বাহিনীর আবু কোদামার সঙ্গে এসেছে। ওই সময়টাতে ISIS ও নুসরা বাহিনী উভয় পক্ষই সীমান্তে তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল। পরে তারা সারাকেবের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল এবং এর ফলে তাদের সঙ্গে আহরার আল-শাম ও ফ্রি আর্মির ব্রিগেডগুলোর লড়াই হয়। সে লড়াইয়ে ISIS সারাকেবের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং কিছু সময়ের জন্য আহরার আল-শাম তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

শুরুতে ISIS ও নুসরা বাহিনীর সম্পর্ক আন্তরিক থাকলেও—কারণ ISIS সব ইসলামি সামরিক ব্যাটালিয়নের সঙ্গেই শুরুতে সুসম্পর্ক তৈরি করত—পরে তা আস্তে আস্তে ভেঙে যায় এবং আমি এখন যে সময়ের কথা বলছি তার কিছু পরেই তারা পরস্পরের তীব্র প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে যেটা মূল পার্থক্য ছিল তা হলো, ISIS ইসলামি শরিয়া আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ও উগ্রবাদে বিশ্বাসী ছিল। এমনকি হত্যা, শিরশ্ছেদ ও গলা কাটার পক্ষে এবং এ ব্যাপারে অন্যদের বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ঘোষণা করেছিল। তা ছাড়া তারা আরও বড় ও সীমানাবিহীন ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং সংখ্যা, অস্ত্র, অর্থ ও গণমাধ্যম সর্বক্ষেত্রে নুসরা বাহিনীর চেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী। অন্যদিকে শরিয়া আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নুসরা বাহিনী তাদের চেয়ে অনেক কম সহিংস। যা হোক আদর্শগত দিক দিয়ে এই দুটি বাহিনীর মধ্যে অবশ্য তেমন কোনো বড় পার্থক্য ছিল না। উভয়েরই মত ছিল সরকারের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি আইন অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন করা এবং ধীরে ধীরে যা স্পষ্ট হয়ে আসছিল তা হলো, উভয় দলই নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি মোনতাহার বাড়িতে আমার কাজ শেষ করলাম এবং আবার বেরিয়ে পড়ার আগে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেলাম। তাদের প্রজেক্ট কেমন চলছে জানার জন্য আরও কয়েকজন নারীর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা ছিল। মিসাইলের শব্দ ছিল খুব কাছে এবং মোহাম্মদ, আমার অভিভাবক ফেরেশতা আমাকে নেওয়ার জন্য দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। বাড়ির সামনে একটি ছোট দোকানের পাশে অস্বাভাবিক চেহারার একটি বালক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে আরও কয়েকজন বড় বড় চোখের শিশু। তারা সবাই বিদেশি দেখতে চায়, অর্থাৎ আমাকে। একজন অন্ধ নারী একটা দোকান খুলে বসে ছিল। তবে তার দোকানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সামান্য কিছু সস্তা চকলেট বার, চিপস ও বেলুন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দোকানের বাঁ পাশে একটা চেয়ারে বসা এক কিশোরীর দিকে আমার চোখ পড়ল। তার বয়স সাতের আশপাশে হবে, কিন্তু সে হাত-পাবিহীন। আমি এক মুহূর্তের জন্য অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মাথা দপদপ করছিল এবং আমার মনে হচ্ছিল, আমি এখনই ভেঙে পড়ব, কিন্তু আসলে শব্দটা আসছিল আকাশ থেকে। বাচ্চারা দৌড়ে ভেতরে চলে গেল, আর মোহাম্মদ চিৎকার করে আমাকে গাড়িতে ঢুকতে বলল।

আমার খুবই বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার মাথাটা দুভাগ হয়ে গেছে এবং সেই ফাটল দিয়ে কিছু পিঁপড়া বেরিয়ে এসে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এখানকার লোকগুলো মৃত্যুর সঙ্গেই বাস করে। এটা কোনো অলৌকিকতা নয়, বাস্তবতা। তাদের কোনো বড় সমস্যা নেই, তারা সামরিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক জটিলতা জানতে আগ্রহী নয়; তাদের আসলে চিন্তার কোনো সুযোগই নেই। তারা শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হলো রুটি বানানোর মতো আটা বা ময়দা পাওয়া যাবে কি না। কফি তো অনেক দূর, চা বা চিনি পাওয়া যাবে তো? সকালে উঠলে মুখ ধোয়ার মতো পানি পাব তো? একটা মাত্র খাবার দিয়ে সবার পেট কীভাবে ভরানো যাবে? তাদের ভাগ্যে কি স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা আছে?

রমজান মাস চলছিল এবং তারা দ্রুত ইফতার করায় মনোযোগী হয়ে পড়ত। কারণ কে জানে কখন তাদের কারও হাত বা পা বা মাথাটাই বোমায় উড়ে যায়, অথবা কোনো বাবাকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে তার পুরো পরিবারের সবার লাশ টেনে বের করতে হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল, এই আড়াই বছরের নিত্যদিনের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে আকাশের সঙ্গে তাদের একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তারা সারাক্ষণই আকাশে নজর রাখে। আকাশের দিকে না তাকিয়ে কেউ বাইরে বের হয় না। ছাদ থেকে দেখে আগে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে নীল আকাশের কোথাও ছুটে আসা মিসাইলের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে কি না।

আমি এগুলো বারবার লক্ষ করতাম, যদিও জানতাম না এর মধ্যে আমি আসলে কী অর্থ খুঁজছিলাম। আমি এই রক্তের সাগরে একটা নিরর্থকতার আঁচ পেতাম। সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ার আগেই কি আমাকে এর মধ্যে ডুবে যেতে হবে? নাকি আমি বারবার ফিরে আসব, যাতে আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার মৃত্যুকে খুঁজে পাই?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা বাড়ি ফিরলাম। নুরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'আল্লাহর শোকর, আপনি নিরাপদ আছেন।' আবু ইব্রাহিম তার রেডিও নিয়ে কাছেই বসা ছিল।

'ওই বিমানটা চলে গেছে, তাফতানাজের দিকে,' সে বলল।

আমরা সবাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। একটা কথা মনে হতে আমার গলা বুজে এল।

'আমরা এখানে নিরাপদে থাকব, আর অন্য কোথাও অন্যরা মরবে,' আমি বললাম।

আমাকে নামিয়ে দিয়ে মোহাম্মদ চলে গিয়েছিল বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে। আমাদের ইফতারের প্রস্তুতি শুরু হলো। বৃহৎ পরিবারের সব সদস্য একত্র হয়ে দুই বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর চারপাশে বৃত্তাকারে বসল। ইফতারের জন্য ভালো খাবারের আয়োজন করা হচ্ছিল। নুরা ও আমি তার করা কিছু সেলাই কর্ম নিয়ে বসলাম, কয়েকটা হাতে বানানো পোশাক। নুরার সেলাইয়ের হাত ছিল দারুণ। আমি প্রস্তাব করলাম, যেন সে একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু করে মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়। এ সময় হঠাৎ রেডিও থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল এবং আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলাম।

'সারাকেবের জনগণ, সারাকেবের বিপ্লবীরা...ব্যারেল বোমায় ভর্তি একটা বিমান সারাকেব ও তাফতানাজের দিকে রওনা হয়েছে।'

আমরা সবাই ভয়ে জমে গেলাম। ব্যারেল বোমার ভয়াবহতা কারোই অজানা নয়, সবাই পাথর হয়ে গেল। এই বোমার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত বের হতে পারার সম্ভাবনা সবচেয়ে ক্ষীণ। নুরা চিৎকার করতে শুরু করল। ওভেন চালু ছিল, আমি দৌড়ে গিয়ে সেটা বন্ধ করলাম, যাতে অন্তত পুড়ে না মারা যাই। দুই বয়স্ক নারী আতঙ্কগ্রস্তের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এ সময় রেডিও ট্রান্সমিটারে সৈনিকদের কথা শোনা গেল, 'আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। ছয় কিলোমিটার অলটিচ্যুডে উড়ে আসছে। এটাকে গুলি করে নামানো সম্ভব নয়।'

আমরা সারাকেবের রাস্তা থেকে বিমানটিকে সরিয়ে দিতে সৈনিকদের চালানো মেশিনগানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। রিসিভারের খড়খড় শব্দ এ সময় অনেক বেড়ে গেল। মিসাইল ছোড়ার আগ পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়, এটা মিগ নাকি হেলিকপ্টার। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো এবং আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রেডিও শুনলাম : 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ব্যারেল বোমা আকাশেই বিস্ফোরিত হয়েছে। আল্লাহু আকবার!'

এই সংবাদ নিঃসন্দেহে ছোট একটা উদ্‌যাপনের দাবি রাখে, কিন্তু আমরা যার যার কাজে ফিরে গেলাম। পুরুষেরা রাস্তায় বের হলো, মহিলারা খাবার তৈরির প্রস্তুতিতে লাগল। আর আমি আয়ুশির সঙ্গে উঠানে গেলাম, আকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে।

***

২০ জুলাই ২০১৩, এই দিনটি আমি কখনো ভুলব না। এমন একটা দিন কীভাবে ভোলা সম্ভব, যেদিন আমি সত্যিই সম্পূর্ণ নিরর্থকতার স্বাদ পেয়েছিলাম।

আমরা সারাকেব মিডিয়া সেন্টারে গিয়েছিলাম। বিল্ডিং দুটি আলাদা সেকশনে বিভক্ত ছিল। একটা রুমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও চার্জিং ডিভাইসগুলো জমা রাখা ছিল, আর অন্যটিতে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য কমিউনিকেশন ডিভাইসসমূহ। আমি দ্বিতীয় রুমটিতে ছিলাম, কেননা যোদ্ধারা সেটাতে খুব একটা যেত না। এ ছাড়া এই রুমটা পরিদর্শনে আসা সাংবাদিক ও অন্যান্য গণমাধ্যমের কর্মীদের জন্য অতিথি কক্ষ হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এখানে যে কেউ ইন্টারনেট-সুবিধা ব্যবহার করতে পারত, টেকনিক্যাল সার্ভিসসহ। অনেক শহর ও গ্রামে, বিপ্লবীরা এ ধরনের মিডিয়া সেন্টার খুলেছিল, যাতে বহির্বিশ্বকে জানানো যায় যে আসলে সিরিয়ায় কী ঘটছে।

আমি কিছু ই-মেইল পাঠালাম এবং নারীদের প্রজেক্টগুলোর ওপর কিছু নোট লিখছিলাম। এ-সংক্রান্ত বেশ কিছু কাগজ আমার চারপাশে ছড়ানো ছিল। হঠাৎ সবকিছু কঠিন মনে হতে লাগল। আমি সম্পূর্ণ অবশভাব অনুভব করলাম এবং যখন আমি মুখ ধুতে বাথরুমে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলাম, মনে হচ্ছিল, আমি যেন ভাসছি। আসাদ বাহিনীর বিমান হামলায় কোনো বিরতি ছিল না। তারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের দৌড়ের ওপর রেখেছিল, যেন আমরা বন্য পশু। আর উগ্রপন্থী দলগুলোর কথা তো বাদই দিলাম, যারা লোকের ব্যক্তি জীবনেও নাক গলানো শুরু করেছিল।

সেদিন যোগাযোগ কক্ষটিতে প্রচুর মানুষ আসা-যাওয়া করছিল, আর একজন নারীর উপস্থিতি সবাইকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের বললাম যে প্রথম নারীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সেখানে থাকতে চাই। বুকটাকে আমার একটা মৌচাক মনে হচ্ছিল, গুনগুন শব্দে ভরপুর। পুরুষেরা সবাই যুবক, অধিকাংশের বয়সই ত্রিশের কোঠায়। একজন ছিল 'জয়তুন ও জয়তুনা' নামক শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদক, পত্রিকাটি উত্তর সিরিয়ায় বিলি হতো। আরেকজন ছিল সারাকেবের খবরাখবর সংক্রান্ত সংবাদ ওয়েবসাইটের চিত্রগ্রাহক। আরেকজনের দায়িত্ব ছিল ভিডিও রেকর্ড করা এবং তা অন্যান্য মিডিয়া আউটলেটে পাঠানো। মাঝেমধ্যে যোদ্ধারা আসছিল। সারাকেব শহীদি ব্যাটালিয়নের, যাদের হেডকোয়ার্টার অফিস থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরত্বে। যেহেতু রমজান মাস, সেহেতু মাগরিবের আগে খাওয়া হবে না।

আমরা একটা বিকট ও শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম, পরপর আরও ছোট ছোট কয়েকটা। জানালার কাচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে সরে পড়ল। সবাই দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। পাশের রুমটিতে একটা ক্লাস্টার বোমা পড়েছে। জানালার জায়গায় একটা বড় ছিদ্র, যার মধ্য দিয়ে বাইরের আকাশ আর মাটি দেখা যাচ্ছে। লোকেরা চিৎকার করছিল যে, আমাদের এখনই বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেউ একজন এই বলে সতর্ক করল যে বিমানটা এখনো মাথার ওপর চক্কর মারছে এবং আমরা ক্লাস্টার বোমা (গুচ্ছ বোমা) ও ব্যারেল বোমার আওতার মধ্যে আছি। কী ঘটছে তা আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না। গুচ্ছ বোমার অনেকগুলো ছোট ছোট বোমা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফাটতে থাকে। এ জন্য আমরা কেউ নিচে বেসমেন্টে যেতে পারছিলাম না। আমাদের সঙ্গে মারচিন সুদের নামের এক পোলিশ সাংবাদিক, একজন ইংরেজ ও দুজন সিরিয়ান সাংবাদিক ছিল। মারচিন তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে গেল এবং আকাশের ছবি তুলতে লাগল। আমি আমার কাগজগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরলাম এবং চিৎকার করে বললাম, 'আমিও আসছি!'

মোহাম্মদ, মানহাল ও মারচিনের সঙ্গে আমিও গাড়িতে উঠলাম। আমরা নির্দিষ্ট কিছু গলিপথ এড়িয়ে চললাম, যাতে ভুলক্রমে কোনো গুচ্ছ বোমার মুখে না পড়ে যাই। অফিসে পড়া মিসাইলগুলোর একটা সেখানকার মাটি ও আশপাশের অনেকখানি জায়গাজুড়ে বিশাল গর্তের সৃষ্টি করেছিল। পরপর তিনটা সফল ব্যারেল বোমা হামলায় বাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তরুণেরা সেগুলোর মধ্য থেকে আহত ব্যক্তিদের বের করে আনছিল। কিছুক্ষণ আগেও দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর কোনো চিহ্নই ছিল না। শুধু ধ্বংসস্তূপ আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধুলায় মোড়ানো শরীর দেখা যাচ্ছিল। সবকিছু এক রঙের মনে হচ্ছিল—ধুলার রং। আমি ছবি নিতে শুরু করলাম।

'হাসপাতালে যান। আপনাদের সেখানে প্রয়োজন,' যুবকদের একজন বলল।

আমরা হাসপাতালের দিকে রওনা দিলাম, কিন্তু পথের ওপর গুচ্ছ বোমা পড়ে থাকায় আমাদের গাড়ি ঘোরাতে হলো। এ সময় মোহাম্মদের ওয়াকিটকিতে জানলাম যে হাসপাতালেও গুচ্ছ বোমা হামলা হয়েছে এবং পাশের বাড়িতে একটা রকেট বিস্ফোরিত হয়েছে। আমরা দ্রুত হাসপাতালের দিকে চললাম। রাস্তায় শুধু সারাকেব থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষকে দেখা যাচ্ছিল। মাথার ওপর তখনো শোনা যাচ্ছিল বিমানের শব্দ।

'নিজেদেরকে আমাদের ফাঁদে পড়া ইঁদুর মনে হচ্ছে, যাদের আসাদ বাহিনী শুধু মজা পাওয়ার জন্য হত্যা করে,' আমি বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললাম। তারা জবাব দিল না, কিন্তু আমার কাছে পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো তুলনা মনে এল না। হাসপাতাল ছিল হাইওয়ের খুবই কাছে, ফলে এটা সর্বক্ষণই বোমা হামলার জন্য উন্মুক্ত ও সহজ টার্গেট ছিল।

হাসপাতালে পৌঁছে আমরা ধুলায় ধূসরিত একদল লোক দেখতে পেলাম। তাদের একজন একটা রক্তমাখা চেয়ারে বসে ছিল। অসংখ্য মানুষ বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকছে আর বের হচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, সবার চেহারাতেই ভয় আর আতঙ্কের ছাপ। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন এবং আমাদের পাশের একটা কক্ষে নিয়ে গেলেন। তাঁর বয়স ৩০, সারাকেবের অধিবাসী। তাকে রাগত দেখাচ্ছিল।

'অন্য সব ডাক্তার পালিয়ে গেছে, আমি একাই আছি। বাইরে লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে। আমি কী করব বলুন? আমার কাছে যথেষ্ট ওষুধ নেই। লোকেরা মারা যাচ্ছে, তাদের পরিবারেরা ক্ষোভে ফুঁসছে। কিন্তু আমার এ ক্ষেত্রে কী করার আছে?' ডাক্তার বললেন। তিনি আমার সঙ্গীদের বন্ধু।

একটা লোক দরজায় আঘাত করল এবং চিৎকার করে ডাক্তারকে তার সঙ্গে যেতে বলল। একজন তরুণ ভয়ংকর জখম হয়েছে এবং তাকে একটা ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওষুধ, সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ, পানি অর্থাৎ সবকিছুরই দারুণ সংকট। তরুণটি চিৎকার করছিল। আমি আরেকটি কামরায় গেলাম। পাশাপাশি দুটি বিছানায় দুজন মহিলার লাশ পড়ে ছিল সেখানে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'তারা আজকের ব্যারেল বোমায় নিহত হয়েছে।' কর্তব্যরত নার্স আমাকে বলল।

'আমি কি তাদের একটু দেখতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নার্সকে বিস্মিত দেখাল। তবু সে বলল, 'ঠিক আছে, দেখুন।'

আমি আরও কাছে গেলাম এবং প্রথম লাশের মুখের ওপর থেকে কাপড় সরালাম। তার বয়স আনুমানিক ত্রিশের শেষ দিকে। যদি তার সারা মুখে রক্তের ছোপ লেগে না থাকত, তাহলে মনে হতো যেন সে ঘুমিয়ে আছে। আমি আবার তার মুখ ঢেকে দিলাম, তারপর কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। তারপর পাশের বিছানার লাশের এক পাশে বসলাম। এ সময় আকাশ থেকে বিমানের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

'আপনি এখানে কী করছেন?' আরেকজন তরুণ এ সময় ঘরে ঢুকল এবং তীব্র স্বরে চিৎকার করে আমাকে প্রশ্ন করল। আমি বুঝতে পারলাম যে দুটি লাশের মাঝখানে বসে আছি এবং তাদের একজনকে ছুঁয়ে আছি। আমি শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালাম। আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না। ভাবনার গভীরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। পাশের রুমে আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলাম। সেখানে জখম ও নিহতদের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারটি তখনো গজগজ করছিল। 'আমি লোকদের কী ওষুধ দেব? তাদের দেওয়ার মতো কিছুই আমার কাছে নেই! তারা এখানে শুধু মৃত্যু ছাড়া আর কী পাবে? ওহ আল্লাহ! ওহ আল্লাহ!' সে বলতেই থাকল।

হাসপাতালের মূল দরজার বাইরে একটা লোক তার কোলে ছেলের লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা। হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!' পাশের বিল্ডিংটিতে আগুন জ্বলছিল। ধুলা, আতঙ্ক, চিৎকার-চেঁচামেচি আর গোলমালের মধ্যেই হাসপাতালের বাইরে মানুষের গাদাগাদি, ভিড় বেড়েই চলেছিল।

আমি হাসপাতালের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সাদা ভ্যানের কাছে গেলাম। ভ্যানের পেছনে এক মা ও তার দুই সন্তানের লাশ সাদা চাদরে মোড়ানো ছিল। সব সময় গরিবরাই আগে মরে। চাদরের ফাঁক দিয়ে মহিলাটির পা দেখা যাচ্ছিল, শুষ্ক, ফেটে যাওয়া চামড়া। আর বিশাল রক্তের চাকার মধ্যে ছেলেটির খড়-রঙা চুল। আমি পরে জেনেছিলাম যে তারা ব্যারেল বোমার আঘাতে মারা গেছে। যদিও বোমাটি শহরে পড়েনি, মাঝ-আকাশেই ফেটে গিয়েছিল, কিন্তু এর থেকে ছড়িয়ে পড়া স্প্লিন্টার ও শ্র্যাপনেলের আঘাতে তারা মারা যায়। পুরো ভ্যান রক্তে ভরা ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সামনের ফুটপাতে একটা লোক বসে শূন্য দৃষ্টিতে হাসপাতালের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিজুড়ে শুধুই শূন্যতা। এটা ছিল সবচেয়ে দৃশ্যমান দৃশ্যগুলোর একটি। পরিবারের সবার লাশ নিয়ে বসে থাকা মানুষ বা ধ্বংসস্তূপের মাঝে বসে থাকা লোকদের এমন শূন্য দৃষ্টি প্রায়ই চোখে পড়ত।

আমি ভ্যানের আরও কাছে গেলাম। 'হে আল্লাহ! আপনি এদের প্রতি রহম করুন।' আমি বললাম।

ফুটপাতে বসা লোকটি আমার দিকে তাকাল।

'আল্লাহর রহমত আপনার ওপরও বর্ষিত হোক', সে জবাব দিল। তারপর আবার নীরব হয়ে গেল। ওই তিনজনের লাশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে কয়েকজন তরুণ এগিয়ে এলে আমি ভ্যান থেকে সরে দাঁড়ালাম। যখন তারা ছোট মেয়েটির লাশ ওঠাল, তার পা ও মুখ থেকে কাপড় সরে গেল। মেয়েটি সর্বোচ্চ চার বছর বয়সের হবে। তার এক পায়ে ছিল প্লাস্টিকের স্যান্ডেল, কিন্তু অন্য পায়ের পাতা সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছিল। সেখানে ছিল শুধু জমাটবাঁধা রক্ত। আমি দৌড়ে যুবকগুলোর কাছে গেলাম এবং মেয়েটির পায়ের ওপর আবার চাদর টেনে দিলাম। আমার আঙুলগুলো রক্তে ভিজে গেল।

'এই নিয়ে ছয়টি ব্যারেল বোমা ফাটল,' একটা লোক বলল। আমাদের সামনে ধোঁয়ার এক বিশাল পিণ্ড তৈরি হয়েছিল। ওই একই হেলিকপ্টার তারপর চক্রাকারে ঘুরে শহরের মাঝখানে সাত ও আট নম্বর ব্যারেল বোমা ছুড়ল। চারপাশ ধুলায় ঢেকে যাওয়ায় আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'নরক মনে হয় এটাই!' আমি চিৎকার করে বললাম এবং বৃত্তাকারে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি শুধু ধুলাই দেখতে পাচ্ছিলাম। বজ্রের মতো বোমা পড়ার শব্দে আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছিল।

'আপনাকে এখনই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব,' মোহাম্মদ বলল, রাগত স্বরে।

'এখানে আপনার থাকাটা খুবই বিপজ্জনক।'

'কিন্তু বাড়িতেও তো যেকোনো সময় বোমা পড়তে পারে!' আমি বললাম, হাঁটা বন্ধ করে।

গাড়ির দিকে যাওয়ার সময়, পেছন থেকে ডাক্তার আমাদের ডাক দিলেন। বললেন, 'এর চেয়ে তো মিগ বিমান আর রাসায়নিক হামলা ভালো ছিল। সেগুলোতে মৃত্যু এতটা নৃশংস ও বেরহম হতো না। এই ব্যারেল বোমা তো সব ছারখার করে দিল, কিছুই এর থেকে বাঁচবে না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা গাড়িতে এসে উঠলাম। গাড়িতে একজন তরুণ ছিল যে নীরবে পেছনের সিটে বসে ছিল। সে হঠাৎ বলল, 'তারা চাইছে ইটভাটার দিকে লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে। সে জন্য একটা রাস্তা তৈরির চেষ্টা করছে। এক সপ্তাহ ধরে নিরন্তর বোমাবাজি চলছে, এক মুহূর্তের বিরাম নেই। আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, ম্যাম।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমি কোনো আলোচনায় যেতে চাইছিলাম না। আবু ইব্রাহিমের বাড়ির সামনে গাড়ি থামলে আমি দ্রুত নেমে গেলাম।

'তোমরা ফিরবে কখন?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমরা এখন হতাহতদের সাহায্যে যাব, দেখি কতটা সাহায্য করতে পারি। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা দ্বিগুণ চিন্তিত থাকি। বাড়িতে থাকুন। আমরা আবু ইব্রাহিমের ওয়াকিটকিতে পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

দিন দিন আমার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল যে এখানে এসে বসবাস করার যে স্বপ্ন আমি দেখছিলাম, তা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। যদিও আমি ফ্রান্সে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলাম কিন্তু তখনো আমি ফরাসি ভাষা শিখিনি। কারণ, আমার আশা ছিল সিরিয়ায় ফিরে এসে উত্তর অংশে স্থায়ী হওয়ার। এখন পর্যন্ত প্যারিস আমার কাছে একটা 'ক্রসিং পয়েন্ট'-ই ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি নুরা, আয়ুশি ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে বাড়িতে রইলাম। তারা আগের জায়গাতেই ছিল এবং নুরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা কেউই নিচের আশ্রয়কক্ষে যায়নি, কারণ তাতে কোনো ফল হবে না। বৃদ্ধারা বরাবরের মতোই ছিল নীরব, নুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল, আর আয়ুশি ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি রান্নাঘরে গেলাম এবং এক কাপ কফি বানালাম। ঠিক তখনই মায়সারা প্রবেশ করল ঝড়ের গতিতে।

'এখনই সবাই বের হও! আমরা সারাকেব ছাড়ব! চলো!' সে চিৎকার করল।

পরিবারের অন্য মহিলাদের সঙ্গে আমাকেও আল-মাশরাফিয়ার এক মসজিদে আশ্রয় নিতে পাঠানো হলো। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আবু ইব্রাহিম এবং এটি তাদের বর্তমান বাড়ি থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক ঘণ্টার গাড়ি দূরত্বে অবস্থিত। আমার অবশ্য ব্যাপারটা মোটেও ভালো লাগছিল না; কারণ আমার সিরিয়ায় আসার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সবকিছু নিজের চোখে দেখা, সেটা একটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দূরের মসজিদে থেকে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদিও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটছিল প্রায় সব জায়গাতেই—অসহায়, প্রতিরোধহীন মৃত্যু। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, নিরুপায় হয়ে সে মৃত্যু দেখা আর তারপর খবর শোনা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। গোলাগুলি, রকেট ও ব্যারেল বোমার বিরুদ্ধে নিরীহ, নিরস্ত্র শহরবাসীর কী করার আছে? নিজেদের বাঁচানোর কোনো সুযোগ তাদের হাতে নেই। তাদের পক্ষ হয়ে যারা লড়ছে, তাদের অস্ত্রও সীমিত। ফলে প্রতিদিনই সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুহার বাড়ছে।

আমাদের সাময়িক আশ্রয়স্থলে যাওয়ার পথেও সারাকেব থেকে চলে যাওয়া মানুষের ঢল দেখলাম। আবু ইব্রাহিমের ট্রান্সসিভারে জানলাম, যোদ্ধাদের একজন একটা গুচ্ছ বোমাকে ফাটার আগেই নিষ্ক্রিয় করতে পেরেছে, ফলে কয়েকটি ঘর বেঁচে গেছে। কিন্তু এমন হাজারো ঘর প্রতিনিয়তই আমাদের চোখের সামনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

***

গাড়ির রাস্তায় বড় বড় গর্ত, তাই আমাদের অনেক সাবধানে ও ঘুরপথে যেতে হচ্ছিল। রাস্তার একধারে একটা বড় গাড়ির ভগ্নাংশ পড়ে ছিল।

এ সময় রেডিওতে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'ডাক্তার কোথায়, ডাক্তার? সার্জনকে প্রয়োজন। এখানে অনেকগুলো জরুরি কেস আছে।' তারপর আরেকটি কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'সারাকেববাসী! সাবধান! আরেকটা বিমান আসছে! আরেকটা বিমান আসছে!'

আমি গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিলাম। লোকজন দিশাহারার মতো চারদিকে দৌড়াচ্ছিল, মাথা নিচু করে। আমরা তিনটা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারকে ছাড়িয়ে এলাম, যারা যেতে যেতে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সামনে একজন বন্দুকধারী উদয় হলো এবং আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইল, নিশ্চিত হওয়ার পর যাওয়ার অনুমতি দিল।

গাড়ি চালাতে চালাতে আবু ইব্রাহিম বলল, 'বন্দুধারীরা গতকাল প্রথমবারের মতো একজন নারীকে কিডন্যাপ করেছে। সাধারণত এমনটা হয় না। মেয়েটা এখানকারই এক গ্রামের, তবু তারা তাকে কিডন্যাপ করেছে। মেয়েটির স্বামী রাস্তায় পড়ে ছিল, মৃত। তারা তার গাড়ি ও স্ত্রী দুটোই নিয়ে নিয়েছে। আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। এরা সব ভাড়াটে সৈনিক ও চোর।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেঙে পড়া একটা বাড়ির ছাদ ক্রেন দিয়ে তোলার চেষ্টা চলছিল, আমরা খানিকক্ষণ সেখানে থামলাম। বিল্ডিংয়ের পাঁচজন মারা গেছে, আর একজন তরুণীর লাশ খোঁজা হচ্ছে। ওই তরুণীর পরিবারের বাকি দুজন সদস্য ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে ছিল; একজন ক্রেনের পাশে দাঁড়ানো, অন্যজন ফুটপাতে বসা। বসে থাকা লোকটির স্ত্রী ও তিন সন্তান নিহত হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তাদের চাচা।

রাস্তার অন্য পাশে, বাচ্চারা বিস্ফোরণের স্থান থেকে লোহার টুকরো খুঁজে নিয়ে ডামা করছিল, পরে বিক্রি করার জন্য। ব্যারেল বোমায় যে লোহার টুকরো ব্যবহৃত হয়, সেগুলো সাধারণত এক ফুটের বেশি লম্বা হয় না। ১৩ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে আরও বেশি লোহার টুকরো সংগ্রহের আশায় ভগ্নস্তূপের ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করছিল, কিন্তু লোকেরা তাকে চিৎকার করে নিষেধ করল। ছেলেটার সারা শরীর ধুলায় ঢাকা, চোখ কালো আর গায়ের জামাটি শতচ্ছিন্ন। বোঝাই যাচ্ছিল যে সে এমন ধমকের সঙ্গে পরিচিত, হয়তো তার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যত বেশি সম্ভব লোহার টুকরো সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে গেল, সম্ভবত এগুলো বিক্রি করে রুটি কিনবে।

ফুটপাতে বসে থাকা বাবা হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ক্রেনের কাজ দেখছিল। তার মেয়েটি তখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। আশপাশের লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে মেয়েটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মারা গেছে আর দোয়া করছিল আল্লাহ যেন তাকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দেন।

আল-মাশরাফিয়া গ্রামের যে মসজিদে আমরা আশ্রয় নেব, সেখানে পৌঁছালাম। এখানকার স্থানীয় লোকজন বেদুইন সম্প্রদায়ের। মসজিদটি অনেকখানি জায়গাজুড়ে অবস্থিত এবং অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত। সেখানে চাদর পাতা ছিল। আমরা এখানে কিছু সময় থাকব, সম্ভবত কয়েক দিন। আমাদের আগে আরও অনেক পরিবারই এখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের ব্যবহার করা কম্বল, প্লাস্টিক শিট ও ছোটখাটো রান্নার জিনিসপত্র ফেলে গিয়েছিল। আমরা সঙ্গে করে কিছু সফট ড্রিংকস, রুটি, পনির ও পানি নিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে কোনো পানি বা বিদ্যুৎ নেই সত্যি, কিন্তু কোনো বোমাও নেই।

আমরা যখন মাত্রই জায়গাটা গুছিয়ে নিয়েছি, সে সময় মায়সারা ও শোহাইব পরিবারের বয়স্ক দুই বৃদ্ধাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছাল। সোহাইব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মায়সারার ভাগনে। সে ইউরোপ থেকে পড়াশোনা বাদ দিয়ে এখানে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে দেশে ফিরে এসেছে এবং রেডিও ব্রডকাস্টসহ মিডিয়া সেন্টারের অন্য টেকনিক্যাল কাজগুলোতে সাহায্য করে। সারাকেব ফিরে যাওয়ার এটাই আমার একমাত্র সুযোগ এবং এবার আমি দৃঢ়সংকল্প।

'আমি এখানে যা ঘটছে, তা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্য সিরিয়ায় আসিনি! তাহলে প্যারিসেই থাকতে পারতাম। আমাকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দিতে হবে', আমি জোর গলায় বললাম এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে তারা রাজি হয়ে গেল।

ছেলেরা বৃদ্ধাদের কোলে করে নিয়ে আসছিল। তা দেখে আমার একটা কথা মনে হলো : এই যুদ্ধ আমাদের আত্মাকে ভারী কিন্তু শরীরকে হালকা করে দিয়েছে। ছোটরা বড়দের নিরাপদে রেখে নিজেদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। উত্তরের ভূমিকা এখানে পাল্টে গেছে। বয়স্ক দাদিমা খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। কেননা তিনি তার ঘর ছাড়তে রাজি ছিলেন না। অন্যজন, যাকে চাচি ডাকতাম, তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। আয়ুশির চোখে পানি দেখলাম। সে-ও আমাকে বলেছিল, সে নিজের ঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে রাজি নয়। তার চেয়ে সে মর্যাদার সঙ্গে মরতেও প্রস্তুত। আশ্রয়হীন মানুষের কোনো মর্যাদা থাকে না। তার চেয়ে নিজের বাড়িতে মরা ঢের ভালো। কিন্তু পুরুষেরা মেয়েদের কথায় কর্ণপাত করেনি। তারা মেয়েদের মসজিদে রেখে সারাকেব মিডিয়া সেন্টারে ফিরে চলল। আমি তাদের সঙ্গ নিলাম।

পাঁচটার দিকে আমরা যখন সারাবে ফিরলাম, লোকজন তখনো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল। শহরে মোট ১৭টি ব্যারেল বোমা পড়েছে, সব কটিই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ির ওপর আর মার্কেট প্লেসে। আমরা রকেট ও গুচ্ছ বোমার সংখ্যা জানতাম না। কিন্তু মিডিয়া অফিসের ছেলেরা বলল শিগগিরই জানা যাবে।

মায়সারা ও সোহাইব আমাকে মিডিয়া অফিসে দিয়ে চলে গেল। বর্তমানে অফিসটি বাজার থেকে সরিয়ে শহরের অন্য অংশে নিয়ে আসা হয়েছে। দুজন সিরীয় তরুণ সাংবাদিক ও একজন ইংরেজ সাংবাদিকসহ মারচিন সুদের আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সিরীয় সাংবাদিকদের একজনের পা ভেঙে গিয়েছে দেখলাম। মারচিন তার তোলা কিছু ছবি নিয়ে কাজ করছিল এবং পাশের কক্ষে সেদিনের বোমা হামলায় কতজন নিহত হলো, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল। ভিকটিমদের অনেকেই হাত বা পা হারিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একজন তরুণীর ছিন্নভিন্ন দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিপ্লব বা যুদ্ধের ময়দানে পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণী ক্ষমতার দরকার হয় না; প্রতিটি দিন কী করে শেষ হবে, তা জানার দরকার হয় না। শুধু দরকার শান্ত ও ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার শক্তি, নিরাপদে প্রস্থানের চেষ্টা, যত দূর সম্ভব বোমা হামলা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা—যেটা আসলে অসম্ভব ব্যাপার এবং হাতের কাছে চিকিৎসক ও ওষুধপত্রের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে কর্মী বাহিনী আসাদ বাহিনীর বিমান ও মিসাইলের পাশাপাশি হতাহতেরও রেকর্ড রাখে। আর ইন্টারনেট সংযোগ, যাতে ধ্বংস আর রক্তে ভরা এই দেশটি বাকি বিশ্বের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন, তা হলো প্রতিমুহূর্তের খবর রাখা এবং এই রক্ত, ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন মানবদেহের সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, স্বাভাবিক থাকা—কেননা, এখানে একজন ভেঙে পড়া মানে তার চারপাশের লোকদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়া।

আমাকে যা করতে হবে, তা হলো ধ্বংসস্তূপের মাঝে ছোট ছোট হাত বা আঙুল খুঁজে বেড়ানো, ছোট্ট শিশুদের শরীর বের করে আনা, যার শরীর এখনো তার রক্তে ভেজা আর গরম। তারপর আরেক ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আরও ভাগ্যহতের লাশ খোঁজা। তবে সেসব লাশের চেহারা ভুলে যেতে হবে, যাতে পরে তাদের সম্পর্কে লিখতে পারি, যাতে বহির্বিশ্বকে তাদের কাহিনির বর্ণনা শোনাতে পারি। বলতে পারি যখন আকাশ থেকে আগুনে বোমার উপহার ঝরে পড়ছিল, তখন তাদের চোখগুলো আতঙ্কে কেমন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল।

আপনি যদি পরিস্থিতির আসল তাৎপর্য বুঝেও থাকেন, তাতে কোনো কিছুই এসে যায় না; আপনার এটা নিয়ে চিন্তার সময় কোথায় যে সাধারণ লোকদের বাড়িতে কেন এভাবে বোমা ফেলা হচ্ছে—বিদ্রোহীদের জনপ্রিয়তা কমানোর জন্য কি? অথবা কেন প্রশাসনের আওতামুক্ত এলাকাগুলোতে বিদ্রোহীদের পরিচালিত মানবিক প্রজেক্টগুলোকেই বারবার টার্গেট করা হয়? নাকি এর কারণ হলো প্রশাসন বিপ্লবী দলগুলোকে ভয় পায় বলে তাদের সাপ্লাই চেইন ধ্বংস করতে চায়? এগুলোর কোনোটাই মাটিতে গুরুত্ব বহন করে না। যা গুরুত্ব বহন করে, তা হলো আকাশ থেকে যখন আপনাকে টার্গেট করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যারেল আর গুচ্ছ বোমার বৃষ্টি ঝরানো হয়, তখন যেন আপনি গর্বিত ও দৃঢ়চিত্তে তার সামনে দাঁড়াতে পারেন। আবার জ্বলে ওঠা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি এসব কথাই ভাবছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গুচ্ছ বোমাসহ তিনটি ব্যারেল বোমা খসে পড়ল বিমানের পেট চিরে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে নামলাম। মারচিন আর ইংরেজ সাংবাদিকটি পঙ্গু সিরীয় সাংবাদিকটিকে নিজেদের কাঁধে তুলে নামাল। তারপর আমরা বিল্ডিংয়ের সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে একদল যুবক আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমি তাদের চিনতাম না। আমরা বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব, কেননা ওই হেলিকপ্টার তখনো আমার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল। বাইরে আঁধার নামছিল আর মনে হলো কাছেই কোথাও আরেকটা গুচ্ছ বোমা পড়ল। আমি অপরিচিতদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। আবু ইব্রাহিমের সতর্কবাণী বারবার মনে পড়ছিল। তাই আমি মারচিনকে বললাম, বিল্ডিংয়ের ভেতরে ফিরে যাওয়াটাই ভালো হবে। ওই যুবকদের সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে বিল্ডিংয়ের বেজমেন্টের আশ্রয়কক্ষে চলে যাওয়াটা বেশি নিরাপদ। কিন্তু অপরিচিত যুবকের দল এতে আপত্তি জানাল, তারা এই বলে তর্ক করছিল যে ব্যারেল বোমার মুখে বেজমেন্ট কোনো নিরাপদ আশ্রয় নয়।

মারচিন বলল, সে ছাদে গিয়ে হেলিকপ্টারের কয়েকটা ছবি নিতে চায়। তার মানে বাকিদের এখন আবার আহত লোকটিকে নিয়ে সিঁড়ি চড়তে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, আমি ওপরে যাব এবং তার জন্য অপেক্ষা করব। মারচিন আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। ওই মুহূর্তে ছাদে যাওয়া সেচ্ছায় মৃত্যুর শামিল; কেননা অসংখ্য লোক স্প্লিন্টার আর শ্রাপনেলের আঘাতে মারা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনে প্রথমে তৃতীয় তলায় তারপর ছাদে গিয়ে উঠলাম। এই প্রথমবারের মতো আমি কোনো সামরিক বিমানের এত কাছে গেলাম, এই অভিজ্ঞতা ছিল ভয়ংকর ও অদ্ভুত।

আকাশ একটা লাল চাদরে পরিণত হয়েছিল। তখনো পুরোপুরি রাত নামেনি। আলোর ঝলকানিতে দূরের বাড়িগুলোকে কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল। বিস্ফোরণের ঝিলিক দেখা যাচ্ছিল থেকে থেকেই। সন্ধ্যার আকাশের ওই লালিমার মধ্যেই একটা হেলিকপ্টার বৃত্তাকারে ঘুরছিল। বাড়িগুলোকে এত চুপচাপ আর শান্ত দেখাচ্ছিল, যেন কেউ ওখানে কখনো বসবাস করেনি। এক মুহূর্তের জন্য এই দৃশ্য আমার কাছে আঁকা ছবির মতো মনে হলো। লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করছিল। বিমান ক্রমেই এগিয়ে আসছিল।

'এখনই নিচে চলুন', আমি মারচিনকে বললাম। সে আমাকে ধরে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে চলল। আমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিস্ফোরণের শব্দে আমরা দরজার কাছে নিচু হয়ে বসে পড়লাম। পরপর দুটো বিস্ফোরণ হলো।

মৃত্যু যখন খুব নিকটে এসে পড়ে, শরীর তখন একটা সেন্সর বোর্ডে পরিণত হয়, সে তার আশপাশের যেকোনো কিছু স্পর্শ করে বুঝতে চায় যে এখনো বেঁচে আছে। এটা একটা সহজাত প্রতিক্রিয়া। আমার হাত জীবিত কিছু খুঁজছিল। সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, শুধু ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে মারচিন আর ইংরেজ লোকটিকে দেখলাম। আমরা ধাক্কা খেলাম, তারপর একটা বিকট শব্দ হলো, আমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তে নীরবতা নেমে এল। আমরা দৌড় দিলাম, এমনভাবে যেন এ ছাড়া আর কিছুই জীবনে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেউই মরতে চাইছিলাম না। এই মুহূর্তে সাহসিকতার কোনো মানে নেই; আমরা আতঙ্কিত জীবে রূপান্তরিত হয়েছিলাম, যারা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে দৌড়ে চলেছি। আমরা ঝড়ের গতিতে দৌড়ে বাইরে এলাম, রাস্তায় নামলাম এবং বোমা হামলা থামা পর্যন্ত দৌড়ে চললাম।

মোহাম্মদের গাড়ি আমাকে তুলে নিল। সে বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করতে এবং ঘটনার রেকর্ড রাখতে। গাড়িতে তার সঙ্গে আরেকজন যুবক ছিল। সে বলল যে তারা শহরের এক প্রান্তে একটি বেকারিতে আশ্রয় নেওয়া কয়েকটি পরিবারের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। আমরা গাড়িতে উঠলাম এবং দ্রুত আক্রান্ত এলাকা থেকে বেরিয়ে এলাম। সারাকেবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিমানবিধ্বংসী মেশিনগানের শব্দ ভেসে এল, যার মানে হলো একটা বিমান দেখা গেছে; তারপর খুব কাছেই বিস্ফোরণ ঘটল। সুতরাং, আমরা দ্রুত সরে এলাম। রাস্তায় লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করছিল। ডান পাশের জানালা দিয়ে ধুলা ও অগ্নিশিখার বিশাল আভা চোখে পড়ছিল। কিন্তু আমরা থামালাম না, সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে তখন পিচের মতো কালো অন্ধকার। আমরা শহরের মাথায় পৌঁছে বেকারির সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। বেকারিটা যথেষ্ট চওড়া, কংক্রিটের ছাদওয়ালা। একদল যোদ্ধা ও কর্মী এর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। যাদের অল্প কিছু বয়স্ক, বাকিরা সবাই তরুণ। বোমা হামলা তখনো চলছিল, কিন্তু আমরা সেখানে বসে সঙ্গে আনা খাবার বণ্টন করলাম।

এখানকার যোদ্ধারা সবাই 'সারাকেব বিপ্লব বাহিনী'র সদস্য, ফ্রি আর্মির সহযোগী সংগঠন। তাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধও ছিল তার পরিবারসহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকটি পরিবার এসে যোগ দিল। আমার ঠিক সামনেই একটা মেশিনগান পড়ে ছিল। যাওয়ার সময় আমার লজ্জা লাগছিল এভাবে তাদের খাবারে ভাগ বসানোর কারণে। মৃত্যু ছাড়া এই তরুণদের এভাবে একত্র করা কি সম্ভব ছিল? তাদের আঙুলগুলো জলপাই তেলে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছিল। তাদের চেহারাগুলো ক্লান্ত, এই সামান্য অবকাশ তাদের চেহারা থেকে ক্ষুধা, শ্রান্তি আর অবসাদের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারছিল না। তারপর আবার সেই শব্দ, যা আমি এখনো কান পাতলে শুনতে পাই—আরেকটা মিসাইলের পতন, আর প্রবল কাঁপুনি।

আমি বেশি খেলাম না। ধূমপান করলাম; আমি ক্রমাগত ধূমপান করতাম। আমি কয়েক বছর ধরে বলে আসছিলাম যে একদিন এভাবে ফুসফুস পোড়ানো বন্ধ করব, কিন্তু তখনো সে রকম কোনো জোরালো কারণ পাইনি, যা আমাকে বাধ্য করতে পারে। বিশেষত, এই মুহূর্তে আমার কাছে এই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটির চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক আর কিছুই নেই। এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে, এমন অদ্ভুত জায়গায়, বোমার নিচে, একটা মেশিনগানের পাশে এবং একদল রোজ মৃত্যুকে ধোঁকা দেওয়া সৈনিকের সঙ্গে বসে। আমার নুরা, আয়ুশি ও বৃদ্ধাদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল, যদিও জানতাম মসজিদে তারা সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। আহমেদের কণ্ঠ শুনে হুঁশ ফিরল।

'কী হয়েছে, ম্যাম? মেশিনগান দেখে ভয় লাগছে?'

মোহাম্মদ না-সূচক ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল, কিন্তু আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ভয় লাগছে। দেখো, আমি কাঁপছি।' সবাই হেসে উঠল।

আহমেদের বয়স ২৯, সারাকেবের যোদ্ধা। তার হাতে দামেস্কের গোলাপের ট্যাটু আঁকা। সে বিজনেস কলেজের ছাত্র ছিল এবং তার বাধ্যতামূলক সামরিক সার্ভিসের মেয়াদ শেষ করেছিল। হাসলে তার দাঁত বেরিয়ে পড়ে আর গাল ফুলে যায়। সে লম্বা, স্থূল এবং শুধু পা আড়াআড়ি করে বসতে সক্ষম। সে তার হাত দুটো আকাশের দিকে তুলল।

'ও আল্লাহ! আমি ২০১১ সালের জানুয়ারিতে মিলিটারি সার্ভিস শেষ করেছি,' সে আমাকে বলল। 'বিপ্লব শুরুর আগে পর্যন্ত আমার এমনকি নিজে আনন্দ পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। আমরাও অন্যদের মতোই প্রতিবাদ করতাম; শান্তিপূর্ণ এবং শুধু সংস্কারের দাবি জানাতাম। সত্যি, শপথ করে বলছি,' সে হেসে বলল। তারপর যোগ করল, 'কিন্তু তারা সারাকেবে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, গ্রেপ্তার করল, হত্যাও করল। আমরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরতাম না; শুধু আমাদের ঘর রক্ষা করার চেষ্টা করতাম। আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনজন আমাদের নারী ও শিশুদের শাবিহা ও গুপ্ত পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। আমাদের শুধু একটা বন্দুক ছিল। তারা আমাদের একজনকে মেরে ফেলে, আমরা দুজন হয়ে যাই। তারপর আমি শহীদ আসাদ হিলাল ব্রিগেডে যোগ দিই।'

'ঠিক কোন চিন্তা থেকে তুমি হাতে অস্ত্র তুলে নিলে?' আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। এবার সে হাসল না। খাওয়া বন্ধ করে সিগারেট ধরাল।

'শাবিহার এক সদস্য আমাদের গুলি করেছিল, আমাদের সঙ্গের লোকেরাও পাল্টা গুলি করে জবাব দেয়। তখনই আমরা নিজেদের রক্ষার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ, তারা সমানে আমাদের ওপর গুলি চালাচ্ছিল। আমরা ১৫ থেকে ২০ জন লোকের ছোট ছোট সশস্ত্র দল তৈরি করি শহর রক্ষা করার জন্য। ওদিকে তারা সারাকেবের চারপাশে পাঁচটা চেকপোস্ট খাড়া করেছিল, সেনাবাহিনী আর গুপ্ত বাহিনীর।'

সবাই তার কথা শুনছিল। সবাই খাওয়া থামিয়ে দিয়েছিল। বোমার শব্দ ছিল দূরবর্তী, এই নীরবতার মধ্যে শুধু আহমেদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল।

'আমি যখন ব্যাটালিয়নে যোগ দিই, তখন কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। যখনই আমরা কোনো হামলায় অংশ নিতাম, আমরা চেষ্টা করতাম শরীরের কোনো প্রাণনাশক জায়গায় আঘাত না করে পায়ে নিশানা করতে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। জানেন তো, তারা আমাদের বোমা মেরেছে, গ্রেপ্তার করেছে, আমাদের ছেলেদের হত্যা করেছে, ব্যাপারগুলো সহ্য ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারাও নৃশংস হয়ে উঠেছে। ফলে আমরাও আর বুলেট ছুড়তে দ্বিধা করি না। আমি এখন আমার মা-বাবা আর ভাইয়ের সঙ্গে থাকি এবং আমি কখনোই বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থামাব না, সেসব বন্ধুর জন্য, যাদের আমার চোখের সামনে মরতে দেখেছি।'

আমি তার কাছে উগ্রপন্থী ধর্মীয় দলগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইলাম, যারা বিপ্লবকে তার মূল আদর্শের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

'আমি জানি না আপনি ঠিক কাদের কথা বলছেন; অনেক দলই তো আছে। ISIS আর নুসরা বাহিনীর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। বিশাল পার্থক্য,' আহমেদ বলল।

'কিন্তু নুসরা ফ্রন্টে বেশ কিছু সেরা যোদ্ধা আছে; তারা চুরি করে না, হত্যা করে না। তারা লোকের জীবন বাঁচায়,' অন্য একজন বলল।

'এটা সত্যি না,' আরেকজন আপত্তি জানাল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আমি নুসরা বাহিনীর অপমান করছি না,' আহমেদ আবার বলতে শুরু করল। 'তারা কারও ক্ষতি করছে না, সেখানে ISIS ইসলাম ও সিরিয়া উভয়ের অপমান করছে। তারা বহিরাগত, কোনোভাবেই আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সব মুসলমানেরই অধিকার আছে তাদের নিজ নিজ উপায়ে ধর্মীয় আইনের প্রয়োগ ঘটানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এমনকি ব্যাপারটা যদি একজন নারীর হিজাব পরা না পরা নিয়ে হয়, তখনো।'

'সত্যি বলতে কি, আমার মনে তখনই নুসরা বাহিনীর প্রতি কিছুটা সমীহ এসেছে, যখন তারা অনেকগুলো এলাকা মুক্ত করেছে।' আহমেদ বলল।

'কিন্তু তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী?' আমি জানতে চাইলাম।

'এটা আমি জানি না!' আহমেদ জবাব দিল। 'কিন্তু একটা কথা বলতে পারি। এই মুহূর্তে আমরা একটা নোংরামি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আছি। সবকিছুই নোংরামিতে করা। সরকার থেকে শুরু করে উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়ন ও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, পুলিশ থেকে বিদ্রোহী—সবাই। পুরো বিশ্ব। আমরা সবাই বর্তমানে নোংরামিতে দেবে আছি। যারা সরকার ও সংস্কারপন্থী ইন্টেলিজেন্স বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের সঙ্গে সেসব যোদ্ধার পার্থক্য আছে, যারা নিজেদের পরিবার ও সুরক্ষিত জীবন-জীবিকা ছেড়ে এখানে সিরিয়ায় আমাদের জন্য লড়তে এসেছে। তাদের বিশ্বাসের খাতিরে, নেতৃত্বের আহ্বানে। তবে এটাও ঠিক, বেশ কিছু ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে অনুপ্রবেশ ঘটেছে।'

আহমেদ তার ব্যাটালিয়ন থেকে মাসিক ১৫০০ লিরা ভাতা পায়। যা তার মতে, কোনো রকমে তার মাসিক সিগারেটের খরচ জোগাড় করার জন্য যথেষ্ট। সে বলল, সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, কেননা এই যুদ্ধ অনেক লম্বা সময় ধরে চলবে বলে মনে হচ্ছে।

'আর আপনার কী ব্যাপার? আল্লাহ আপনাকে কোন কাজের শাস্তিস্বরূপ এখানে এনে ফেলেছে?' সে মজা করল। কিন্তু আমি হাসলাম না। তার পরিবর্তে জানতে চাইলাম, যুদ্ধ চলাকালীন তার অনুভূতি কেমন হয়। আমি চেহারায় একটা সংযত ভাব ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু সে একই কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল।

'যুদ্ধের সময় আমরা জানোয়ার হয়ে যাই, মানুষ থাকি না। হয় মরো না হয় মারো—এটাই তখন নীতিতে পরিণত হয়।' বলে সে একটা অট্টহাসি দিল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'সমস্যা হলো, যদিও অনেক কম সুন্নি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যোদ্ধা বিপ্লবীদের সমর্থন করে, কিন্তু আলায়িদের সবাই আমাদের পক্ষে। তাহলে আমরা সুন্নিরা কেন মরব আর সংখ্যালঘুরা জীবিত থাকবে? তারাও যদি আমাদের মতো সিরিয়ান হয়ে থাকে, তাহলে চুপ করে আছে কেন? আমি এ ব্যাপারটা সত্যিই বুঝি না, শপথ করে বলছি।

'আমি একজন যোদ্ধা। কিন্তু আমি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, শিক্ষিত এবং হত্যার বিপক্ষে, ঘৃণা করি। আমি বিয়ে করতে চাই, সন্তানের বাবা হতে চাই—এ জন্য আমি লড়াই করছি, যাতে স্বাভাবিক জীবনে বাঁচতে পারি। কিন্তু আমি জানি, যে বিপ্লবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আমরা চারপাশ থেকে শত্রুদের দিয়ে ঘিরে আছি।

'মাঝেমধ্যে নিজেকে আমার দাবার নৌকা মনে হয়, কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি জানি, তারা আমাকে তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে। আমি শুধু এটা জানি যে বাশার আল-আসাদের বিপক্ষে আমার লড়াই কখনো শেষ হবে না। আমি এটাও জানি যে এটা পাগলামি আর আমরা মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু তারপরও প্রতিরোধের চেষ্টা না করেই মরার চেয়ে এটাই কি ভালো নয়?

'আমি দুবার তুরস্কে গিয়েছি। আমি সেখানকার রাস্তায় হেঁটে বেরিয়েছি, আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। সেখানে কোনো বোমা হামলা হচ্ছে না! বিমান উড়ছে না! কোনো রকেট মানুষ হত্যা করছে না! মনে হয়েছিল যেন ভিনগ্রহে আছি। কারণ, এখানে তো শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু!' সে থামল।

এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর আমি বললাম, 'আমাকে একটা সিগারেট দিন না, বস?' আহমেদ শেষ দিকে উত্তেজিত হয়ে পড়লেও আমার কথা শুনে আবার হাসতে লাগল।

'কোনো কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না,' সে বলল। 'আমরা সবাই মরব, হয়তো এখনই, কয়েক মিনিটের মধ্যে।' সে আমার সিগারেট ধরিয়ে দিল, তারপর নিজেই হেসে উঠল।

'আপনি আবু নাসের সম্পর্কে লিখছেন না কেন?' সে প্রস্তাব করল এবং একজন তামাটে বর্ণের মলিন চোখের রোগা যুবককে দেখিয়ে দিল। আমি সত্যিই তাকে লক্ষ্য করিনি। সে এক পাশে নীরবে বসে ছিল এবং তাকে খানিকটা অন্যমনস্কও লাগছিল। আমি জানতে পারলাম যে আবু নাসেরের জন্ম ১৯৯১ সালে এবং সে তিনবার স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, কোনোবারই পাস করেনি। তাকে লজ্জিত দেখলাম, সে কথা বলতে চাইছিল না, চোখের কোনা দিয়ে আমাকে দেখছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, আবু নাসের,' আমি বললাম। 'তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো।'

'আপনি আমার বোনের চেয়েও অধিকতর প্রিয়, আপা, শপথ করে বলছি।' সে শান্তস্বরে জবাব দিল, তারপর নিজের কাহিনি বলতে শুরু করল।

'আমি আমার জিহাদ এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামের উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি, হাসান আল-সাবিত ব্যাটালিয়নের হয়ে, যা আহরার আল-শামের সহযোগী সংগঠন। আমি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছি। কয়েক মাস আলেপ্পোয় থাকার পর আমরা আজাজের মেনাঘ এয়ারবেসে চলে যাই। সেখানে আমাকে রাইফেল দেওয়া হয়। আমার এক বন্ধু, যাকে আমার চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আমি আর একটা গুলিও চালাইনি।'

আমি তাকে তার ব্যাটালিয়ন সম্পর্কে বলতে বললাম।

'তারা একটা স্বাধীন দল—এমন অনেক দল আছে, যারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। কোনো হামলা ছাড়াই আমরা ওই এয়ারবেসে তিন মাস কাটিয়েছিলাম। কিন্তু সিরিয়ান আর্মি আমাদের হামলা করেছিল এবং আমাদের দলের কয়েকজনকে মাথায় গুলি করে হত্যা করেছিল। তারপর ধরা পড়ল যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার একজন মিথ্যাবাদী। সে এক যুদ্ধে আমাদের ফেলে রেখে গায়েব হয়ে গেল। আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম—ওই লোকটার আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, সে কীভাবে পালাতে পারে? সে আমার রাইফেলটাও নিয়ে গিয়েছিল, যদিও সেটা ছিল আমাকে দেওয়া উপহার। আমি জানতে পেরেছিলাম, ড্রাগ নেওয়া, ধূমপান করাসহ সব ধরনের পাপাচারের অভ্যাস তার ছিল।

'তাই আমি সারাকেব বিপ্লবী ব্রিগেডের কমান্ডার আবু তারাদের অধীনে যোগ দিলাম এবং চার মাস তাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু নতুন রাইফেল কেনার সামর্থ্য আমার ছিল না—এ ধরনের একটা বন্দুকের দাম ১ লাখ ৩০ হাজার লিরার চেয়েও বেশি।'

আবু নাসের আরও বলল, যদিও সে তার পড়া শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু সে লড়াই চালিয়ে গেল। সে বিভিন্ন সংগীতযন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছে এবং বেহালা ও উদ বাজাতে পারে।

আহমেদ তার কথার মাঝখানে বলল, 'সে কিন্তু চমৎকার উদ বাজায়।'

কিন্তু আবু নাসের মাথা নাড়ল, জোর দিয়ে বলল, 'না! না! এখন আর পারি না, সত্যি!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'মিথ্যা বলো না!' আহমেদও জোর দিয়ে বলল।

'আল্লাহর শপথ, আমি উদ ভালোবাসি কিন্তু সত্যিই এখন আর বাজাতে পারি না। জানি না কেন! একসময় আমি বলতাম আমি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়ছি, যারা মুসলিমদের হত্যা করছে। এখন আমি বলি, আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। যদি বাশারের পতন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমেরিকায় আমার ভাইদের কাছে ফিরে যাব, সংগীত নিয়ে পড়া শেষ করব। প্রথম প্রথম আমার ভয় করত যে হয়তো শহীদের মৃত্যু আমার ভাগ্যে জুটবে না, আমি বেহেশতে যেতে পারব না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি এই ধোঁকা থেকে বের হয়ে এসেছি এবং আমাদের আমিররা যা বলে আর যা করে, তার পার্থক্যও আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে...।'

আবু নাসের উঠে দাঁড়াল, তার কণ্ঠে হতাশা। তাকে তার বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছিল, বিচলিত ও বিষণ্ন। 'এখন তো আমি বিয়ে করার চিন্তাও মাথায় আনি না। যেকোনো মুহূর্তে যে মরতে পারে, সে কী করে বিয়ের চিন্তা করবে? দেখছেনই তো, আমরা বিরামহীন বোমা হামলার মধ্যে বাস করছি এবং পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে, এই আমি বলে রাখলাম। আলেপ্পোতে যদি কেউ মদ্যপানরত অবস্থায় ধরা পড়ে, তাহলে তাকে জনসমক্ষে এনে চাবুক মারা হয়। এমন অনেক উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়ন আছে, যারা লোকদের চাবুক মারছে, পুড়িয়ে মারছে, এমনকি জবাই করছে।'

'তারা কারা?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়,' আবু নাসের কথা শেষ করল। 'কিন্তু আমি শুধু এ জন্যও তাদেরকে মানুষ জবাই করতে দেখেছি, কারণ তারা আলায়ি। আর শরিয়া আইন না মানার কারণে চাবুক মেরে লোকের চামড়া তুলে ফেলতেও দেখেছি।'

***

পরদিন ভোর ছয়টা। আমি মিডিয়া অফিসেই ছিলাম। সারাকেবে বোমা ফেলা বিমানগুলো ভোরেই চলে এসেছে। পাইলটরা লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। আমরাও শব্দ শুনে তাদের সহজেই ঠাহর করতে পারছিলাম। ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারমুখী একটা জানালায় বসে আমি সামনে তাকিয়েছিলাম। একটা মিনিভ্যানের ওপর ১৪.৪ এসএস মেশিনগান আকাশের দিকে তাক করে বসে থাকা একজন তরুণ যোদ্ধাকে দেখা যাচ্ছিল। আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাকে চিনতাম, তাই হাত নাড়লাম, তারপর আমিও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর তাকে অত্যন্ত মনোযোগী মনে হলো এবং শিগগিরই ফায়ারিংয়ের আওয়াজ পেলাম।

তারপর রেডিওতে আওয়াজ এল, 'বিমান পালিয়েছে, ভাইয়েরা। আল্লাহ আপনাদের হাতকে শক্তিশালী করুন। নজরদারি চালিয়ে যান।' মিডিয়া সেন্টারের লোকেরা আলাপ করছিল, কীভাবে মেশিনগান বিমানকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি আবার জানালায় ফিরে গেলাম। যুবকটি একই পজিশনে বসে আছে, তবে এখন তার হাতে একটি সিগারেট জ্বলছে। তার অন্য হাতে থাকা রিসিভারে নিশ্চয়ই সে রেডিও মেসেজটি শুনেছে, কেননা তাকে আগের চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছিল।

অফিসে আমাদের একটা বড় দল ছিল, তার মধ্যে একজন দামেস্কের লোক ছিল—সে আইন বিষয়ে পিএইচডি করেছে। এখন যুদ্ধে যোগ দিতে রাজধানী ছেড়ে এখানে এসেছে এবং মিডিয়া সেন্টারে টেকনোলজি ও সফটওয়্যারের কাজে সাহায্য করছে। সে ছিল রোগা, ফরসা ও উদ্যমী এক যুবক, কিন্তু একই সঙ্গে তাকে উদ্বিগ্নও মনে হচ্ছিল। সে এখানে কয়েক দিন থাকবে, কাজ করবে, তারপর চলে যাবে—যেমনটা অন্য কর্মীরা করে থাকে, তারপর চলে যায়। 'ঠিক আপনার মতো।' সে আমাকে দেখিয়ে বলেছিল।

সোহাইবও সেখানে ছিল, মায়সারার ভাগনে। একজন সাহসী যোদ্ধা, সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সারাকেব ছাড়তে নারাজ, যদিও এক যুদ্ধে তার পা ভেঙে গিয়েছিল। সে সব সময় বলত, 'হয় জিতব না হয় মরব।' আমি প্রায়ই তার সঙ্গে তর্ক করতাম, বিশেষত দীর্ঘ ভ্রমণের সময়, যখন সে গাড়ি চালিয়ে আমাদের পাহাড়ের উঁচুতে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যেত সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি তাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, কেননা সে অত্যধিক ঝুঁকি নিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লম্বা সময় ধরে থাকত। কিন্তু তার মনটা ছিল খাঁটি এবং ব্যতিক্রমধর্মী এক সাহসী যোদ্ধা।

আমাদের সঙ্গে আরেকজন ছিল, নাম আয়হাম, গণিত শিক্ষক। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখনো সে বাচ্চাদের পড়াত। সে তার ভাইয়ের সঙ্গে থাকত। তার ভাই ছিল শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপের টিচিং সুপারভাইজার এবং কবুতর পুষত। আয়হাম আমাকে বলেছিল, সামনে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, এলাকা ছেড়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। যদিও এর কিছুদিন পরই সে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং মাসখানেক পর আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জানতে পেরেছিলাম, সে বিমান থেকে ছোড়া মিসাইলের আঘাতে নিহত হয়েছে। অফিসে আরও ছিল আমার স্থায়ী সফরসঙ্গী মোহাম্মদ, মানহাল, সাংবাদিক মারচিন সুদের, আহরার আল-শামের কয়েকজন সদস্য এবং একদল মিডিয়া প্রফেশনাল গণমাধ্যমকর্মী। এই ছোট্ট দুই কামরার বিল্ডিংয়ে বসে তারা স্বপ্ন দেখছিল বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার ও তা সফল করার।

'শিগগিরই কোনো একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে,' একজন বলল।

রুমের এক কোনায় দাঁড়িয়ে দুজন যুবক নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিল। কীভাবে উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়নগুলো গনিমতের মাল নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে আর এর ফলে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

জয়তুন ও জয়তুনা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক লোকটি তখন বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতছে তো দলগুলোই।'

সেন্টারের কর্মীরা ততটা প্রফেশনাল ছিল না বলে কাজের গতিও ছিল ধীর, কিন্তু তারা ধীরে ধীরে শিখছিল। মাঝেমধ্যে ত্রাণকর্মীদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে হতো। ফলে সবাইকেই সবার ভূমিকা পালন করতে হতো, অর্থাৎ ঘটনার রেকর্ড রাখা এবং ছবি তোলার কাজসহ যোগাযোগ, লড়াই এবং মানবিক কর্মতৎপরতার কাজগুলো দেখাশোনা করার ব্যাপারেও সবাইকে একযোগে কাজ করতে হতো।

অফিসঘরটাকে যেখানে ২৪ ঘণ্টাই কাজের চাপ থাকে ভীষণ অবহেলিত দেখাচ্ছিল। আমার খানিকটা অস্বস্তি লাগছিল যদিও, তবু আয়হামকে ও ১৬ বছর বয়সী যুবক বদিকে আমাকে সাহায্য করতে বললাম, রুমটা পরিচ্ছন্ন করার কাজে। প্রথমে খানিকটা আশ্চর্য হলেও তারা উভয়ে আমাকে সাহায্য করল।

সন্ধ্যার মুখে আবার আকাশে বিমানের আবির্ভাব হলো। আমরা সবাই জানালার কাছে ভিড় করলাম মেশিনগানের তৎপরতা দেখার আশায়। ওই যুবক যোদ্ধাটি তখনো সেখানে বসা ছিল, বন্দুক তাক করে এবং মাঝেমধ্যেই সফলভাবে ফায়ারিং করছিল। আমি হাত দিয়ে আমার কান দুটো ঢেকে নিলাম এবং জানালা থেকে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনজন তরুণ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ঠিক মেশিনগানের পাশেই দাঁড়াল এবং এমনভাবে আকাশ দেখতে লাগল, যেন একটা কাগজের বিমান দেখছে। বরাবরের মতোই, মিনিটখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। দরজা খুলে শাহের ঢুকল এ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়। সে ছিল সারাকেব বিপ্লবী ব্রিগেডের সদস্য, একদম চুপচাপ কিন্তু বন্ধুবৎসল ও উদ্যমী তরুণ।

'উপত্যকার কাছে দুটো লাশ পড়ে আছে,' সে বলল। 'চলুন, শনাক্ত করে দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমিও যাব,' আমি বললাম মাথা ঢাকতে ঢাকতে। সে বিব্রত চোখে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না, সুতরাং আমি তাদের সঙ্গে চললাম।

মাথার ওপর সূর্য আগুন ঢালছিল। দূরে শহরের অন্য প্রান্তে তখনো বোমা হামলার শব্দ পাচ্ছিলাম। আমরা হাইওয়েতে থামলাম। রাস্তাটা দুই পাশের সাইপ্রেসগাছের ছায়ায় ঢাকা। আমাদের ডানে একটা গভীর ও শুষ্ক উপত্যকা, যেখানে লাশ দুটো পড়ে আছে, চেনার কোনো উপায় না রেখেই।

জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠছিল। আমাকে তারা বেশি কাছে যেতে দেয়নি, তবু আমি একঝলক লাশগুলোর গায়ের কাপড়ের রং দেখতে পেয়েছিলাম—একজনের পরনে লাল, অন্যজনের কালো। শরীরগুলোর মাথা ছিল না, একটা মাথা কাছেই পড়ে ছিল। শরীরগুলোর ওপর মাছির ঝাঁক ভনভন করছিল।

শাহের যদিও হাসিমুখেই থাকত, কিন্তু সে মুহূর্তে তাকে খুব তিক্ত মেজাজের মনে হলো। কেউই লাশগুলো শনাক্ত করতে পারল না। সিদ্ধান্ত হলো তখনই কবর দিয়ে দেওয়ার। ছেলেরা উপত্যকার আরও নিচে নামতে লাগল, কিন্তু আমাকে আর এগোতে দিল না। সাইপ্রেস গাছগুলো ছিল সরু, মলিন সবুজ রঙের। আমাদের চারপাশে কাছে-দূরে শুধু বোমা আর বিমানের শব্দ। ছেলেরা মুখ ঢেকে নিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। চারপাশে এই মৃত্যুর মেলা দেখে এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, আমি বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ব।

আমি শাহেরের দিকে তাকালাম, সে এই মাটিরই সন্তান এবং একে রক্ষা করতে শুধু একটা অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আর অন্যদিকে বিদেশি যোদ্ধারা, যারা অনেকাংশেই ভাড়াটে সৈনিক, যারা ধর্মের নামে লোকের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে, নতুন নতুন ফতোয়া দিচ্ছে আর বিভিন্ন চেকপয়েন্টে এমনভাবে আমাদের জেরা করছে, যেন দেশটা তাদেরই, আমরা বহিরাগত। এক দিন আগে, আল-মাশরাফিয়াতে আমি বোমা হামলার স্থান ও লোকের ভিড়ের মধ্যে অসংখ্য ISIS যোদ্ধাকে দেখেছি, যারা প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা বাকিদের সঙ্গে মিশে গিয়েও বহিরাগত ও আলাদা হয়ে ছিল। তাদের চামড়া খানিকটা নীলচে বাদামি, সিরীয়দের তামাটে বর্ণের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা চেকপয়েন্টে আমাদের গাড়ি আটকে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে মৌরিতানিয়ার তিনজন, সৌদি, ইয়েমেন ও মিসরের একজন করে ছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায়, যারা বিপ্লবকে রক্ষা ও সফল করার জন্য লড়ছিল, তারা লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছিল। কারণ, তাদেরকে দুটো লড়াই লড়তে হচ্ছিল। একটা আসাদ বাহিনীর সঙ্গে, অন্যটা এসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে, যারা তাদের জীবনকে নাজেহাল করে দিয়েছে।

আমি একটা সাইপ্রেসগাছের শিকড়ে বসে দেখছিলাম আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলাম, 'এত ধ্বংসের বর্ণনা আমি কী করে লিখব?'

দুর্গন্ধে সেখানে টেকা দায় ছিল। যুবকদের একজন আমার বিড়বিড়ানি শুনতে পেয়ে ধীর পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। 'আপা, আপনাকে এসব দেখতে হবে না, চলুন ফিরে চলুন,' সে বলল।

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। আমি দেখলাম, শাহের ও অন্যরা আমার দিকে উঠে আসছে, আর আমাকে হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করছে। আমি খুব কষ্ট করে উঠলাম। দুর্গন্ধে আমার নাক-গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন মাথার সেই ছবি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। কেউ মারে, কেউ মরে। উভয়ই নামহীন। ধ্বংসের আরেক অদ্ভুত দিক।

গাড়িতে ফেরার সময় শাহের বলল, 'লোকগুলোকে আমাদের দলের মনে হলো না। হতে পারে সরকারদলীয় কেউ।'

'সেটাই-বা কী করে বলবে? যা-ই হোক, তারা যে-ই হোক, আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন।' আরেকজন জবাব দিল।

অন্য এক যুবক ক্ষুব্ধভাবে জবাব দিল, 'না। যদি তারা বাশারের দলের লোক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যেন রহম না করেন। তাদের আত্মা নরকে পুড়ুক।'

সব শেষ হয়ে গেলে এখানে আমাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ওই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম যে সত্যিই একটা প্রাণঘাতী জায়গায় এসে পড়েছি, যা দেখছি সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে। এই নির্বিকার হত্যা সহ্য করার পক্ষে আমি খুবই দুর্বল। এ এমন এক মানব, যার আকৃতি প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে; যতক্ষণ না আমার পুরো দেশ এর ছায়ায় ঢেকে যায়, এটা বাড়তেই থাকবে। আগের মতো আর চালিয়ে যাওয়ার শক্তি পাচ্ছিলাম না। আর কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না। আমার মাথাটাকে পিঁপড়ের ঢিবি মনে হতে লাগল। ক্রমাগত বোমার শব্দ, ওই দুটি মৃতদেহের ওপর ভনভন করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাছিদের গুঞ্জন আর ভগ্নস্তূপের নিচে ওই ছোট্ট মেয়ের হাতের স্পর্শ পিঁপড়ের মতো আমার মাথাজুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার 'মিষ্টি লোভ' আমাকে পেয়ে বসল।

শাহেরের কণ্ঠে মিডিয়া অফিসে ফিরে আসার ঘোষণা শুনে আমি আমার জীবন্ত দুঃস্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরলাম। আগের দিন সারাকেবের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাই সেদিন সন্ধ্যায় খাবারের সংকট মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে সারাকেবের লোকাল কাউন্সিলের একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল। শরিয়া কর্তৃপক্ষের উত্থান, অর্থাভাব এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলস্বরূপ লোকাল কাউন্সিলের প্রভাব হারাতে শুরু করেছিল। সুনির্দিষ্টভাবে, শরিয়া কর্তৃপক্ষ ও শরিয়া কোর্ট দুটোই ইসলামি ব্যাটালিয়নের অধীনে, আল্লাহর নামে এবং সামরিক বাহিনী দ্বারা তাদের নিজস্ব আইন বাস্তবায়নের জোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। লোকদের বাধ্য করছিল।

আমি মিডিয়া সেন্টারে পৌঁছে তাদের সঙ্গ ছাড়লাম এবং মোহাম্মদের সঙ্গে মহিলাদের ঘরে গিয়ে সাক্ষাতের নতুন পরিকল্পনা করতে বসলাম। আমাদের একটা কোর্স প্ল্যান তৈরি করতে হবে, নারীকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জুতসই স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং ছোট ছোট প্রজেক্টগুলোর ফলোআপ তৈরি করতে হবে। অনেক কাজ, কিন্তু আমার ভেতরটা খালি খালি লাগছিল। মোহাম্মদ যা বলে গেল, আমি রোবটের মতো তা লিখে চললাম। এ সময় একজন যুবক আমাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং কীভাবে পয়সার বিনিময়ে নিহত যোদ্ধাদের স্ত্রীদের বিয়ের পাঁয়তারা করছে বিদেশি সৈনিকেরা, সে ব্যাপারে বলতে শুরু করল। অনেক পরিবারই এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ সম্মতও হয়েছে। আমি আগের দিনই এই ব্যাপারটা শুনেছিলাম এক শহীদের সুন্দরী স্ত্রীর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে। সে আমাকে বলেছিল, এক ইয়েমেনি যোদ্ধা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং সেও সম্মতি দিতে প্রস্তুত। কেননা তার তিনটি শিশুসন্তান আছে এবং আল-ইহসান দাতব্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ভাতা ছাড়া আয়ের আর কোনো পথ নেই। কিন্তু সে এ-ও জানাল যে ব্যাপারটাতে সে খুশি নয়। আমরা তাকে পরিচ্ছন্নতা-সংক্রান্ত জিনিস ও মেয়েলি স্যানিটারি আইটেম বিক্রির একটা ছোট প্রজেক্ট খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিলাম, যা সে ঘরে বসেই করতে পারবে। সে রাজি হলো, বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয় যে এটা যদিও তাকে যথেষ্ট আয় এনে দিতে পারবে না, তবু অন্তত বিদেশি যোদ্ধার সঙ্গে বিয়ে করা থেকে বাঁচাতে পারবে। (পরে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি জেনেছিলাম যে সে বেশ ভালোভাবেই তার ব্যবসা গুছিয়ে নিয়েছে এবং বিয়ে করেনি।)

তরুণদের একজন একটা সিলিং ফ্যানকে জেনারেটরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কেননা বাশার সরকার বিদ্রোহীদের দখলে থাকা এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছিল। অন্য দুজন তরুণ রেডিওতে খবর শুনছিল। রেডিও স্টেশনটি স্থানীয় তরুণদের তৈরি। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জোরালো পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। যদিও কয়েক দিন পরেই অবিরাম বোমাবর্ষণ ও ধর্মীয় উগ্রবাদী বাহিনীর বিস্তৃতির ফলে তা আবার স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। যা-ই হোক, এই দুটি ছোট্ট ও অবহেলিত রুমে বিপ্লব কিন্তু ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছিল। এখানকার লোকেরা একটা বেসামরিক সমাজে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত ছিল এবং সেটা করার সামর্থ্যও তাদের ছিল; কিন্তু এমন লোকও ছিল, যারা এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য চায় না এবং যেকোনোভাবে তা রুখে দিতে প্রস্তুত ছিল।

'এখন যা-ই ঘটছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে একটা ধর্মীয় যুদ্ধে পাল্টে দেওয়া,' ২১ বছর বয়সী এক তরুণ বলল। সে উত্তর সিরিয়া থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় কাজ করত। 'এই তাকফিরি মুসলমানরা জানে না তারা কী করছে, কিন্তু তাদের নেতারা জানে।' সে মাটিতে থুতু ফেলল। তার দুই ভাই বোমা হামলায় মারা গেছে।

মোহাম্মদ আর আমি আবার নারীদের বাড়ি বাড়ি ঘোরা শুরু করলাম। মিডিয়া সেন্টারের কাছে মোনতাহার বাড়িতে যাওয়ার সময় আকাশে আবার একটা বিমান দেখা গেল, কিন্তু সেন্টারের মেশিনগানটি এবারও সেটাকে তাড়িয়ে দিল। সেটি ছিল 'ডিএসএইচকে' নামের ভারী রাশান মেশিনগান।

একটা পার্শ্বরাস্তায় কিছু ছেলেমেয়ে দেখলাম, গোল হয়ে খেলা করছে আর হাসছে। কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছিল না। আমার মনটা ওই বিমানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেটা বাচ্চাগুলোকে এক সেকেন্ডে ছাইয়ে পরিণত করে দিতে পারে। দুজন মা দরজায় দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের এই খেলা দেখছিল। পেঁয়াজের বস্তা কাঁধে নিয়ে একটা লোক রাস্তায় বেরিয়ে এল। তার বিপরীত রাস্তা থেকে বের হলো বন্দুকধারী এক জওয়ান। এটাই জীবন।

দেয়াল, চেহারা—সবকিছুই এত ধুলায় ঢাকা যে প্রতি দুই মিনিট পরপর আমাকে জামার হাতায় মুখ মুছতে হচ্ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাব। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ স্বাভাবিক থাকে কী করে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

***

পরদিন সকালে আমি ক্লান্তভাবে জেগে উঠলাম। আলা আর গভীর রাতের গল্পগুলোর কথা মনে পড়ছিল। সেই সঙ্গে মনে মনে স্বস্তিও পাচ্ছিলাম যে সে সিরিয়ার বাইরে নিরাপদে আছে। আমার ছোট্ট গল্পকারকে মিস করা ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার আমাকে দারুণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। আর তা হলো দুই দিন ধরে আমি এক কাপড়ে আছি। আমি রাতে পায়জামা পরতাম না, কারণ যদি বোমার কারণে কখনো রাতে বাইরে বেরোতে হয়, তাহলে আমি সবার সামনে অভদ্রভাবে বেরোতে চাই না। তাই আমি সব সময় আমার কালো আবায়া পরে ঘুমাতাম। তবে গত কয়েক রাত ধরে মশা আর ভ্যাপসা গরমে ঘুমানোই দায় হয়ে পড়েছিল।

বোমার শব্দ বন্ধ হয়েছে। আমি মোনতাহা ও তার বোন দিয়ার বাড়িতে যেতে চাচ্ছিলাম, সেখান থেকে দিয়ার প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্কুলে বেশ কিছু প্রজেক্টের ফলোআপ তৈরি করতে। মোহাম্মদ আমাকে বলল যে প্রথমে আমাদের সারাকেব বাজারের নিকটে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া উচিত, সেটাকে নারীকেন্দ্র বানাব বলে পরিকল্পনা করেছিলাম। যদিও আশ্রয়কেন্দ্রটির অবস্থান আদর্শ নয়, কিন্তু জায়গাটা খালি এবং শহরের লোকজন আমাদের এটা বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিতে রাজি; সুতরাং শুরু হিসেবে এটা মন্দ নয়। যদিও বেশি মানুষ মারার উদ্দেশ্যে বোমা সব সময় মার্কেট-কেন্দ্রিকই বেশি ফেলা হয়, তবে যেহেতু এক ঘণ্টা আগে বোমার শব্দ থেমে গেছে, সেহেতু মোহাম্মদ বলল এখনই সেখানে যাওয়ার নিরাপদ সময়। যা-ই হোক, আমি কাফরানবেল ও সারাকেবের নিহত যোদ্ধার স্ত্রীদের নামের একটা তালিকা তৈরি করতে চাইলাম। কিন্তু মোহাম্মদ সতর্ক করল যে এটা কঠিন এবং সব নাম পেতে হলে আরও দিন কয়েক কাজ করতে হবে। আমি অবশ্য যতটুকু এগিয়ে রাখা যায় ততটুকুই করতে আগ্রহী ছিলাম, কেননা আমার কাফরানবেলে গিয়ে রাজানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে, সেই সঙ্গে বাস্তুহারা শিশুদের স্কুল প্রজেক্টটাও দেখে আসার।

অল্প কয়েকজন লোক ছাড়া পুরো মার্কেট এলাকাই ছিল নীরব। কয়েকটা মাত্র দোকান খোলা ছিল বেশির ভাগেরই দরজা বোমার আঘাতে উড়ে যাওয়া, আর বাকিগুলোর দরজাও বাতাসে দুলছিল। দোকানিরা তাদের জানালার সামনে বালুর বস্তা রাখতে শুরু করেছিল, যাতে মার্কেটটাকে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দেখায়। আমরা আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার গলিপথ ধরে গাড়ি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চালালাম। বোমাবাজি, হত্যা, অবরোধ সত্ত্বেও আমি খুশির একটা অনুভূতি অনুভব করলাম। এখানকার লোকেরা বরাবরের মতো জীবনকে চালিয়ে যেতে চায় এবং এ ব্যাপারে মনে হলো তারা সবাই দৃঢ়সংকল্প—কি নারী-পুরুষ, কি শিশু—কিন্তু তখনই ট্রান্সসিভারে একটা কণ্ঠের উত্তেজিত বার্তা শোনা গেল।

'একটা হেলিকপ্টার!' আরও কথা শোনার আগে কিছুক্ষণ খড়মড় শব্দ হলো।

'বেআক্কেলেরা সব গেল কই? কেউ এটাকে দেখে নাই? হারামির দল, কেউ কোনো সতর্কবার্তা দিল না কেন?'

মোহাম্মদ গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি রেডিও হাতে বসে ছিলাম।

'মেশিনগান চালাও!' কণ্ঠটা চিৎকার করে উঠল। 'এটা এই মুহূর্তে সারাকেবের ওপর ঘুরছে।'

আমরা হেলিকপ্টারের পাখার তীব্র ঘড়ঘড়ানি শুনলাম এবং আমাদের চারদিকে একটা বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল। মোহাম্মদ গাড়ির গতি কমাল এবং জানালাগুলো ঝাড়তে শুরু করল। আমি কানে হাত রাখলাম এবং চিৎকার করতে শুরু করলাম। আমি শুনতে চাইছিলাম যে আমি এখনো বেঁচে আছি। মানুষের চিৎকার আর পশুদের চেঁচামেচি সমগোত্রীয়। তারপর এল সেই বজ্রকঠিন শব্দ। ধোঁয়ার মেঘ। আমাদের সামনের দৃশ্য খানিকটা স্পষ্ট হলো, একটা লোককে তার আহত শিশু কোলে দৌড়াতে দেখলাম। সে কাঁদছিল আর চিৎকার করছিল। আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম না, কারণ তীব্র শব্দে আমার কান ব্যথা করছিল। আমার চারপাশে কী ঘটছে, সে বোধ আমি হারিয়ে ফেললাম। ঠিক তখনই, আমি একটা আতঙ্কজনক শব্দ শুনলাম। শব্দটা ঠিক কেমন ছিল আমি বোঝাতে পারব না, মনে হলো যেন আমার কানের পর্দা ফেটে যাবে এবং আমার মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে। গাড়িও কাঁপছিল তীব্রভাবে। আমার শরীরের প্রতিটি কোষ মাটির সঙ্গে তাল রেখে কাঁপছিল। তারপর আমার চোখের সামনে সবকিছু গুলিয়ে গেল। মোহাম্মদ ধীরে গাড়ি চালিয়ে একটা সরুপথ ধরে মার্কেট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা থামতে বাধ্য হলাম। কেননা ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ধোঁয়া আর নানা রকম ধাতব টুকরো পড়ছিল আকাশ থেকে। আমি হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইলাম; গাড়ির সঙ্গে আঘাত লাগা নানা রকম ধাতব টুকরোর শব্দ পাচ্ছিলাম। একটা টুকরো মোহাম্মদের পাশের জানালা ভেঙে দিল, আরেকটা টুকরো আমার ঘাড় থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আঘাত করল। আমি প্রায় তিন মিনিট পর চোখ খুললাম, মাথা তুললাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেবেছিলাম মারা যাব, আমার রক্ত-মাংসের মণ্ড দেখাতে পাব। কিন্তু আমি আমার জীবনের কথা ভাবছিলাম না। আমার বরং মৃত্যুকেই সহজ মনে হচ্ছিল। তবে আমি আতঙ্কিত ছিলাম, আমি জানতাম না যে বোমাটা কোন দিক দিয়ে আঘাত হানবে এবং আমার শরীরের কোন অংশে।

কিন্তু আমি আর মোহাম্মদ যেটা জানতাম না, তা হলো হেলিকপ্টারের ছোড়া তৃতীয় ব্যারেল বোমাটা ঠিক আমাদের দিকেই ছুটে আসছিল। কিন্তু এটা মাটিতে পড়ার আগে আকাশেই ফেটে যায়। আরেকটা ব্যাপারও আমাদের এই অকল্পনীয়ভাবে অক্ষত থাকায় সাহায্য করেছিল। বিদ্রোহীরা কিছু বিমানবিধ্বংসী বন্দুক জোগাড় করে হেলিকপ্টারটিকে আরও উঁচুতে উঠে যেতে বাধ্য করেছিল। এই বন্দুকগুলো ছয় কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে আঘাত করতে পারে এবং বিপ্লবীরা বেশ কিছু বিমানকে এভাবে ধরাশায়ী করেছে। তাই আসাদের হেলিকপ্টারগুলোকে স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচুতে উড়তে হতো বাধ্য হয়ে। আর ব্যারেল বোমাগুলোর ম্যাটেরিয়াল হাত দিয়ে তৈরি এবং অনেক উঁচু থেকে ছুড়তে হয়, তাই সেগুলোর সঙ্গে একটি ফিউজ লাগানো থাকে, যা বোমা ফেলার আগেই জ্বালাতে হয়। এই ফিউজের দৈর্ঘ্য সঠিক না হলে এটি বোমা মাটিতে পড়ার আগেই জ্বলে শেষ হয়ে যায় এবং বোমাটা তখন মাঝ-আকাশেই বিস্ফোরিত হয়। আমাদের দিকে ছোড়া বোমাটার ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই ঘটেছিল বলেই আমরা এমন জাদুকরিভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আমরা মোনতাহাদের বাড়ির দিকে গেলাম। মোহাম্মদ আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে পরে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললাম, যাতে ব্যারেল বোমায় কতটা কী ক্ষতি হলো, তা নিজ চোখে দেখতে পারি।

'কেন, যাতে আপনি আমার সঙ্গেই মরতে পারেন?' সে বলল। তারপর হাসল এবং হাত নেড়ে বিদায় নিল।

আমি মোনতাহাদের বাড়িতে ঢোকার সময়ও আকাশ ধুলার চাদরে ঢেকে ছিল। মহিলারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল—নিহতদের স্ত্রী, প্রতিবেশী ও শিশুরা। বরাবরের মতোই বৃহৎ বাড়িটি ছিল কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর। আমাদের বাম পাশে একটা দেয়াল সম্পূর্ণ ধসে পড়েছিল। আমি জানতে চাইলাম কী হয়েছে। মহিলারা নানা রকম খাবারের থালা সাজিয়ে রাখছিল, হাসছিল এবং বোমা হামলা নিয়ে গল্প করছিল। একজন নারী তার বাচ্চাকে বুকে নিয়ে বসে ছিল। সে শহীদের স্ত্রী, সেলাইয়ে আগ্রহী। আরেকজন নারী ডাক্তার,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অবিবাহিত এবং সাহিত্যে আগ্রহী। দুই সন্তানসহ তাদের মা একটা সেলাই মেশিন চায়। যখন আমি তাদের আমার কথা শোনাচ্ছিলাম, আমি অদ্ভুতভাবে খেয়াল করলাম যে আমি ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গেছি যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই একটা ব্যারেল বোমা প্রায় আমার মাথায় পড়তে যাচ্ছিল। আমার মনটা ছিল সম্পূর্ণ খালি এবং আমার ঠোঁট তখনো কাঁপছিল। তারা সবাই আমাকে ঘিরে বসল এবং একজন আমার হাত ধরে কোরআনের কিছু আয়াত পড়তে লাগল। আমি জানি না, আমার চোখগুলো কেমন দেখাচ্ছিল, আমার মুখের রং ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল কি না, কিন্তু এখনো বেঁচে আছি এ অনুভূতিটা আমাকে নিদারুণ আনন্দ দিল। আমার জানা প্রয়োজন এই নারীরা কীভাবে নিজেদের শক্ত রেখেছে। তারা সবাই সুন্দরী, পরিচ্ছন্ন এবং তাদের খাবারগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু। দারিদ্র্য সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল, তাদের সন্তানদের ভালো দেখাশোনা করা হয়। মহিলাদের একজন তার নিজের বানানো বেশ কিছু কাপড় নিয়ে এসেছিল।

মোনতাহার বোন দিয়া একটা অস্থায়ী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে আমাকে নারীদের একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করল। বিশেষ করে সেসব নারী, যারা বাচ্চাদের ঘরে বসে শিক্ষা দিতে সক্ষম। সে বলল, 'আমরা বাচ্চাদের এমন কোনো স্কুলে দিতে পারি না, যেটায় সার্বক্ষণিক বোমা পড়ার আশঙ্কা থাকে; বরং অন্য কোনো জায়গায় সে ব্যবস্থা করলে হতাহতের সংখ্যা অনেক কম হবে। ছোট ছোট কমিউনিটিতে ইতিমধ্যে এ ধরনের প্রাইভেট স্কুল প্রতিষ্ঠা শুরু হয়ে গেছে, যেখানে বোমা হামলার তীব্রতা বুঝে পাঠদান করা হয়। যদিও এতে কোনো নির্দিষ্ট স্কুল সেটআপ থাকে না, তবে অন্তত এটুকু নিশ্চয়তা আছে যে বাচ্চারা সামান্য হলেও শিক্ষা পাচ্ছে।'

আমরা আমাদের পরিকল্পনা সবার সামনে মেলে ধরলাম এবং নোট নিতে শুরু করলাম, সবার অভিজ্ঞতা বিনিময়ও হলো। যদিও আমার মনোযোগ ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল এবং এখনো আমার মাথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি, তবু আমি থামলাম না। তাদের মানসিক শক্তির সামনে নিজেকে আমার ভীষণ দুর্বল মনে হলো। বাইরে একটানা বিমান আর অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর ভেতরে বাচ্চাদের কোলাহল ও মহিলাদের খাবারের প্লেট আনা-নেওয়ার নাড়াচাড়ার শব্দ।

তারপর হঠাৎ করে কাজের ওপর থেকে সবার মনোযোগ সরে গেল এবং আবার সবাই ব্যক্তিগত আলোচনায় মশগুল হয়ে উঠল, যেন হঠাৎ তাদের কর্মস্পৃহা হারিয়ে গেছে। একজন বছর বিশেকের তরুণী বলছিল যে সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলামি ব্যাটালিয়নগুলো যা করছে, তা সমর্থন করে না। বর্ণনা করছিল যে কীভাবে একদিন তারা জনৈক সৈন্যের মাথা কেটে সেটাকে একটা খুঁটিতে ঝুলিয়ে সারা সারাকেব শহরে ঘুরিয়েছিল।

'এটা সত্যি, কিন্তু সে সৈন্য কী করেছিল, সেটা কি জানো?' অন্য একজন নারী বলল। 'সে একা ট্যাংক বানাচ্ছিল এবং তারা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। তারা তাকে গুলি করতে বা মারতে চায়নি। আমার চাচাতো ভাই সেখানে ছিল, সে দেখেছে কী ঘটেছে। সৈন্যটা তখন তাদের দিকে গুলি চালায়, সে সবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সৈন্যটির গুলিতে তাদের দুজন লোক মারা গেলে তাদের একজন পাল্টা গুলি চালায় এবং সে মারা যায়। তারা ছিল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।'

'আমরা বাশারের বিরুদ্ধে যাইনি, তবুও আমাদের সন্তানদের এমন সব বর্বরোচিত দৃশ্য দেখতে হচ্ছে,' আরেকজন বলল। 'এটা অপরাধ, অন্যায়। এভাবে কারও মাথা কেটে সবার সামনে ঘুরে বেড়ানোর কি মানে থাকতে পারে? আমরা শরিয়া আদালতে একটা পিটিশন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমরা নিরুপায়, জানেনই তো।'

'এটা আসলেই মানা যায় না,' আরেকজন সম্মতি দিল। 'আমরা এমন বর্বর পরিস্থিতিতে আমাদের সন্তানদের বড় করতে চাই না!'

'সামনে হয়তো আরও নৃশংস কিছু ঘটতে যাচ্ছে,' একজন ফিসফিস করে বলল।

বাচ্চারা ঘরের ভেতরে-বাইরে দৌড়াদৌড়ি করছিল আর মাঝেমধ্যে আমাদের কোলে চড়ে বসছিল।

আরেকজন যুবতী বলল, 'কিন্তু আমরা কী করব? আমি তো আমার সন্তানকে কোনো খুনি বা দানবে পরিণত করতে চাই না, কিন্তু যেসব দৃশ্য সে দেখছে, তাতে তাকে বাঁচাব কীভাবে?'

আমি প্রতিটি নারীর ব্যাপারে আমার পর্যবেক্ষণ লিখে রাখছিলাম, আর ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে কীভাবে তারা বেঁচে থাকার এমন দৃঢ়চিত্ত সংকল্প করতে পারছে। তাদের চিত্তের এই দৃঢ়তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যাচ্ছিল। আমার তো তবু এই নরক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল, বিদেশে গিয়ে থাকার, কিন্তু এখানে এমন অনেকে আছে যাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে।

এ সময় আবার বিমানের শব্দ শোনা গেল, তরুণীদের একজন বলল, জনৈক শহীদের মেয়ে, 'এটা নিশ্চয়ই একটা মিগ (বোমারু বিমান)।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা বিস্ফোরণের বজ্রনিনাদ শুনলাম।

'আর এটা একটা গুচ্ছ বোমা,' অন্য একজন নারী বলল।

আমরা দ্রুত সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচের আশ্রয়কক্ষে চলে গেলাম। মোনতাহা আমাকে তাদের সঙ্গে থাকতে বলল কিন্তু আমি জানতাম মোহাম্মদ বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, এই বোমাবাজির মধ্যেও। তাই আমি দ্রুত বিদায় নিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছালাম।

আমরা বাড়ি ফিরলাম। আবু ইব্রাহিম, নুরা ও আয়ুশি এরই মধ্যে ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে চলে গিয়েছিল আর আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আল-মাশরাফিয়ার মসজিদ থেকে পরিবারটি ফিরে এসেছে। নুরাকে রাগত দেখাচ্ছিল। আয়ুশি বৃদ্ধাদের দেখার জন্য দোতলায় যেতে চাইল, আমিও তার সঙ্গে গেলাম। তারপর আমরা দুজনে খাবারের থালা নিয়ে আশ্রয়কক্ষের সিঁড়িতে বসলাম এবং নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম।

আবার বোমার বৃষ্টি শুরু হলো। প্রতিটি মৃত্যুর উৎসবের মাঝে আমাদের নানাবিধ সাংসারিক কর্মকাণ্ডকে পাগলামি বলে মনে হচ্ছিল। এর মধ্যেও আমার মন হিসাব কষতে ব্যস্ত ছিল। মহিলাদের সঙ্গে আমার প্রজেক্টের কাজ শেষ হওয়ার আগে আমার হাতে আর কতটুকু সময় আছে। কীভাবে এই বোমা হামলার মধ্যে দিয়ার স্কুলে বাচ্চাদের শিক্ষার একটা জুতসই ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু এই নিরন্তর বোমা হামলার সামনে সবকিছুই অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় মোনাতাহা, আমি আর মোহাম্মদ একজন মহিলার বাড়িতে গেলাম। সে একটা বিউটি স্যালুন খুলতে চায়। ব্যাপারটা আমাকে হতবুদ্ধি করে দিল। কেননা আমি ভেবে পেলাম না, চলমান অবস্থায় সত্যিই কি কেউ এসব নিয়ে ভাববে? মহিলাটির নাম ছিল ফাদিয়া, কালো চামড়ার রুগ্ণ মেয়েটির বয়স কিছুতেই পঁচিশের বেশি হবে না। তার তিন বাচ্চা। তার স্বামীর কী হয়েছে, তখনো পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। তার বিউটি স্যালুনও ঘরের মধ্যে হবে। কেননা গ্রামীণ ঐতিহ্য অনুসারে স্বামী বা কোনো আত্মীয় ছাড়া কোনো মেয়ের নিজে নিজে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। বিপ্লব-পূর্ব সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় অনেক নারীরই বাইরে কাজ করার দরকার পড়েনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। সারাকেবের এক মহিলা ডাক্তার একবার আমাকে বলেছিলেন যে এখানকার অধিকাংশ মেয়েই বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি এখানে খুব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কড়া। শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়, লোকে কী বলবে এটাও তাদের অগ্রগতির পথে একটা বড় অন্তরায় ছিল।

পরবর্তী কয়েক দিনের সফরে মোহাম্মদ আর আমাকে প্রায়ই বোমা হামলা থেকে বাঁচতে জায়গায় জায়গায় থামতে হতো, ফলে আমি অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত, বিপ্লব শুরুর পর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা ছিল দয়ালু ও ভদ্র এবং যখনই আমি তাদের কারও বাড়িতে যেতাম, তারা আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করত। যেমন এই স্বাধীনতার যুদ্ধ, তারা এর সঙ্গে যুক্ত নয়, এটা মানে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা বলত, এই উগ্র ধর্মীয় বাহিনীকে তারা চায় না, কিন্তু ব্যাপারটা তাদের আওতার বাইরে, তারা নিরুপায়। আমার সামনে নিজেদের এই ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে তারা এত বেশি চেষ্টা করছে যে আমি বুঝে নিয়েছিলাম তারা আমার পরিচয় জানে। তাদের সঙ্গে থাকাকালীন আমার জীবন নিয়ে কোনো ঝুঁকি বা সংশয়ের কথা আমার মনে হয়নি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটল যে আমাকে সারাকেব ছাড়তে হলো।

***

মিডিয়া সেন্টারের দরজার নিচ দিয়ে কিছু ছায়া নড়তে দেখলাম। পাওয়ার ক্যাবল ও স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ডিভাইস মেরামত করতে লোক আসার কথা ছিল, আমি ভাবলাম তারাই হবে হয়তো। ভবনে ঢোকার মূল লোহার দরজাটা তালাবদ্ধ থাকায় আমি নিরাপদ অনুভব করেছিলাম, যদিও লোকগুলোর নড়াচড়া ছিল সন্দেহজনকভাবে শব্দহীন। আমি ছায়াগুলোকে তাই পাত্তা দিলাম না এবং চিন্তিত বা ভীত বোধও করলাম না। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ শান্ত। আমার শরীরের অস্থিগুলো আর মাথাটা ব্যথা করছিল, কান বাজছিল। প্রতিটি নড়াচড়ায় ভারী বোধ করছিলাম। আমি যে কক্ষে ছিলাম, সেটির দরজা বন্ধ করে আমি জানালা খুলে দিয়ে আগের রাতের দৃশ্যগুলো নিয়ে ভাবছিলাম।

সেটা ছিল আরেকটা চ্যালেঞ্জিং ২৪ ঘণ্টা, আমার জীবনের। আগের রাতে বোমার শব্দ অনেক দূরে সরে গিয়েছিল এবং আমরা কয়েকজন মিডিয়া সেন্টারে বসে কাজ করছিলাম। আমি, মোহাম্মদ, মানহাল ছাড়াও মারচিন, বদি ও আরেক বাম কর্মী আবু হাসান সেখানে ছিল। ইন্টারনেটে চারজন বিপ্লবী তাদের কাজ করছিল। মাঝরাতের কিছু পর, মিডিয়া সেন্টারে সাহায্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চেয়ে একটা কল এল। কিছু লোককে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। আমি সঙ্গে গেলাম, মারচিনও সঙ্গে এল। সে সব জিনিসেরই ছবি তুলেছিল; রক্তের ছোপ, পুড়ে যাওয়া বিল্ডিং, আহতদের জখম আর রাস্তা পার হওয়া লোকদের চেহারা, অপেক্ষারত লোক, আকাশের রং, গাছ—সবকিছুর।

হাসপাতালে পৌঁছে আমরা একটি আহত ছোট ছেলের কামরার বাইরে থামলাম। আমি তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ধীরস্থির ছিলাম। ছেলেটার বয়স সম্ভবত চার বা এর আশপাশে। ভীষণ রোগা, আর মনে হলো যেন মাত্রই ঘুম থেকে জেগেছে। সে সুন্দর ছিল। সে কাঁদছিল না, অপলক চোখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার শরীরে একটা ছাড়া আর কোনো বড় ক্ষত ছিল না। শুধু তার বুকে একটা বিশাল ক্ষত ছিল। সেটা ছিল গুচ্ছ বোমা থেকে ছিটকে আসা একটা শ্রাপনেলের, তার বুকের চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ডাক্তার আমাদের জানালেন যে সেটা বের করতে হলে তার বুকের পুরোটা কেটে ফেলতে হবে।

বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে, আমি জানি না আমার কী হয়েছিল, আমি প্রথমে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর শুধু 'ওহ আল্লাহ' বলে পাগলের মতো কামরা ছেড়ে বের হয়ে এসেছিলাম। ওই ভয়ংকর দৃশ্য আমি সইতে পারছিলাম না। একটা ছোট্ট পাখির ছানার মতো শিশু। শান্ত, নালিশহীন। ব্যথাতুর। তার বড় বড় চোখগুলোতে সারা পৃথিবী সমান আশা। তার চারপাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞাত। তখন আমার নজরে পড়ল যে আমি বিশাল এক রক্তের ছোপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এবং হঠাৎ মনে হলো আমি যেন কোনো লাশের বুকে পা দিয়ে আছি। আমি চিৎকার করে দ্রুত সেখান থেকে সরে গেলাম।

মারচিন যখন বাচ্চার ছবি তুলছিল আমি তখন হাসপাতালের রুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। প্রতিটি কক্ষই স্যাঁতসেঁতে, চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব খুবই প্রকট। রাত প্রায় দেড়টা হলেও আহতদের ভিড় ক্রমাগত বাড়ছিল। আমি আবার ছেলেটার কক্ষে ফিরে গেলাম। সে তখনো ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু তার বড় বড় চোখ বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। ডাক্তার তার বুক কাটার অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমরা চলে এলাম। আমি ধীরে হাঁটছিলাম, মারচিন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, মানহাল সামনে হাঁটছিল।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' মারচিন শান্তস্বরে, ইংরেজিতে বলল। 'সে বাঁচবে।'

অফিসে ফিরতে অনেক সময় লাগল, কারণ বোমা থেকে বাঁচতে আমাদের বেশ কয়েকবার থামতে হয়েছিল। বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মারচিন আবার সবকিছুর ছবি তুলতে শুরু করল। তার চোখের পাতা কাঁপছিল না। সে ছিল ধীরস্থির। সে এমনভাবে ছবি তুলে যাচ্ছিল, যেন এই বোমাবৃষ্টি তেমন কোনো ব্যাপারই নয়।

***

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনাটা ছিল গভীর রাতের। পুরো এলাকায় যখন গুচ্ছ বোমা ফাটছিল, তখনই মারচিনকে আমি শেষবারের মতো দেখেছিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি যে তার অপহরণের ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী হব আমি।

পরদিন সকাল ১০টায় আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে প্রথমে চিৎকারের শব্দ শুনলাম, তারপর গুলি চালানোর এবং লোকজনের হই-হট্টগোলের। আমি আমার কক্ষের দরজা পরীক্ষা করে দেখলাম বন্ধ আছে কি না, তারপর দম আটকে দাঁড়িয়ে রইলাম। চিৎকার আর গুলির শব্দ, তারপর হঠাৎ আমার দরজায় প্রবল করাঘাতের শব্দ হলো, সেই সঙ্গে আরও গুলির শব্দ। মানহালের কথা শোনা যাচ্ছিল, সে অনুপ্রবেশকারীদের দাবি জানতে চাইছিল। আমার কানে বাজছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না আকাশ থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে নাকি রকেট মিসাইল। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে অফিসে সশস্ত্র লোকজন অনুপ্রবেশ করেছে এবং দরজার নিচ দিয়ে এদেরই ছায়া দেখেছি। তখন নিশ্চয়ই তারা অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

'কম্পিউটার, সামার! কম্পিউটারটা আমাকে দিন!' মানহালের চিৎকার ভেসে এল।

আমি কোনো রকমে আমার আবায়া আর স্কার্ফ পরলাম এবং একটুখানি দরজাটা খুললাম। কম্পিউটারটা আমার হাতে ধরা ছিল। মানহাল আমার দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়ানো, তার মুখ রক্তে মাখামাখি। কারণ, সে আরেকটা লোককে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল। দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে আমাকে দেখতে পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। মানহাল তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিল আর আমি আবার আগের বসার জায়গায় ফিরে গেলাম। এক কি দুই মিনিট পর, আমি দরজা খুললাম। আমি এভাবে এক পাশে বসে থাকতে পারি না। ওই লোকটা তখনো দরজার সামনে ছিল, আর মানহালও তার সামনে দাঁড়ানো, রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে। পরে মানহাল আমাকে বলেছিল যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লোকটা বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমরা সবাই মরতে যাচ্ছি।

আমার মনে তখন একটাই চিন্তা ছিল—এরা সব ISIS যোদ্ধা। হয় এরা আমার পরিচয় জানতে পেরে আমাকে অপহরণ করতে এসেছে, নতুবা সবাইকে মেরে ফেলতে। কেননা সম্প্রতি তারা বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তার বা খুনের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক যেমনটা আসাদ বাহিনী করেছে। ISIS-এর টার্গেট ছিল আমার মতো 'সেক্যুলার সিভিল অ্যাক্টিভিস্ট'রা। আর যেহেতু আমি পারিবারিকভাবে সংখ্যালঘু আলায়ি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, যাদের তারা নাস্তিক বলে মনে করে, সুতরাং বাঁচার কোনো আশা ছিল না।

মানহালের চেহারা বেয়ে তখনো রক্ত পড়ছিল। আমি খুব ধীরে একবার পলক ফেললাম। তার এত ব্লিডিং হচ্ছিল যে আমার মনে হলো, সে রক্তক্ষরণেই মরে যাবে।

'তুমি ঠিক আছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে মুখোশপরা বন্দুকধারী তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠল, 'এখনই ভেতরে যান!' সে আমার দিকে পিস্তল তাক করল। আমি অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ড একটা বোমার মতো নড়ে উঠল, কিন্তু আমি শান্তভাবে তার দিকে তাকালাম।

'আমি দুঃখিত, ক্ষমা করবেন,' আমি বললাম, তারপর দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় গিয়ে বসলাম। মানহালের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। সে যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, আর ওই বন্দুকধারী ভেতরে এসে হয়তো আমার মাথায় একটা গুলি করবে অথবা তুলে নিয়ে যাবে। আমি চুপ করে বসে রইলাম, আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

মুখোশধারী লোকটি সিরীয় নয়, বিদেশি যোদ্ধা। তার চোখের রং খড়ের মতো। তার আমার দিকে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য আমার মনে গেঁথে রইল। সেটা কোনো খুনির দৃষ্টি ছিল না। সে ছিল তরুণ ও সুদর্শন; তার গালগুলো গোলাপি এবং চোখে উজ্জ্বল আভা—তবু সে একজন খুনি। বয়স সম্ভবত বিশের বেশি নয়। আমি কাঁপছিলাম, আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি দরজা খুললাম এবং দেখলাম যে তারা চলে গেছে। পুরো ঘটনাটা ঘটল ১০ মিনিটেরও কম সময়ে।

পরে শুনেছিলাম, নয়জন মুখোশধারী সশস্ত্র লোকের একটি দল প্রবেশ করেছিল। তারা মোহাম্মদকে একটা ধারালো প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেঁধেছিল। এ ধরনের দড়ি গুপ্ত পুলিশ ও শাবিহার সদস্যরাও ব্যবহার করে। এই দড়িগুলো দিয়ে কষে হাতের কবজি বাঁধা হয় হাতকড়ার মতো এবং এটা মাংসের ওপর এমনভাবে চেপে বসে যে সামান্য নড়াচড়াতেও সেটা চামড়া কেটে ভেতরে ঢুকে যায়। আবু হাসান ও বদিরও একই দশা। তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছে। অফিসের সব যন্ত্রপাতি গায়েব। অনুপ্রবেশকারীরা কিছুই রেখে যায়নি, এমনকি সংযোগ দেওয়ার ক্যাবলগুলোও নয়। কাগজপত্র-ফাইল সব চুরি হয়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো জায়গাটা সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল—তারা মারচিনকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। দিনদুপুরে ডাকাতি ছাড়াও এটা ছিল একটা গোছানো অপারেশন, মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে বিদেশি সাংবাদিক অপহরণের ঘটনা।

এখানেই শেষ নয়। মানহালসহ কয়েকজন গাড়ির পিছু নিয়েছিল, কিন্তু সেটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। শরিয়া কোর্টে তারা নালিশ জানাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল হয়নি। যতক্ষণ না কিডন্যাপ সম্পর্কে তারা কোনো পদক্ষেপ নেবে বা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানহাল তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করাতে রাজি ছিল না। কিন্তু ISIS যোদ্ধারাই যে মারচিনকে তুলে নিয়ে গেছে, তারা এর পাকা প্রমাণ চায়।

কিছুক্ষণের জন্য আবু ইব্রাহিমের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে আমরা মিডিয়া অফিসের লাগোয়া ফ্রি আর্মির হেডকোয়ার্টারটিতে ফিরে এলাম। তারা তাদের কমান্ডার আবু দিয়াবকে ডাকল। আমরা কয়েকজন শহরবাসী ও একদল যোদ্ধাকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম। আমি বাকিদের বললাম, আমি নিশ্চিত, কেউ এই মুখোশধারী আক্রমণকারী দলটিকে এই অফিস ও এখানকার লোকদের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছে। যখন তারা সেখানে একজন নারীকে দেখেছে, তখনই তারা দ্রুত এসেছে এবং হয়তো এটাও তাদের চিন্তার কারণ ছিল যে গোলাগুলির শব্দে পার্শ্ববর্তী ব্যাটালিয়নের যোদ্ধারা, অর্থাৎ আপনারা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন। কিন্তু তবু কেউ তাদের আটকাতে পারেনি।

এটা স্পষ্ট ছিল যে এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল বেসামরিক অ্যাক্টিভিস্টদের পাকড়াও করা। কেননা সম্প্রতি এ ধরনের বেশ কয়েকজনকে কিডন্যাপ ও হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, তারা জেনেশুনেই এটা করছে। বিশৃঙ্খলা যত বাড়ছে, বিদেশি সাংবাদিকদের অপহরণের ঘটনাও তত বাড়ছে। সেটা মুক্তিপণের জন্য যতটা, সত্য প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলাম। মারচিন ছিল ব্যতিক্রমী এক মানুষ। গালে টোল পড়া ফরসা লোকটি সব সময়ই অত্যন্ত হাসিখুশি, শান্ত আর বিনয়ী ছিল। যদিও সে এই বিরামহীন বোমা বর্ষণের মতোই বিরামহীন ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকত, কিন্তু সব সময় আগে গাড়ি থেকে নেমে আসার জন্য দরজা খুলে ধরত, কখনো ভুল হতো না। সেন্টারে সে একটা ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করেছিল এবং প্রতিটি হামলা থেকে বাঁচার পর লোকদের পিঠ চাপড়ে দিত, তাদের সাহসের প্রশংসা করত। আমার সঙ্গে যখন কথা বলত, তার মুখে একটা নম্র হাসি লেগেই থাকত।

'আমি আপনাদের কারণটাকে সমর্থন করি', সে বলত। 'আমি বুঝি, কিন্তু আমার চিন্তা হয় যে, বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ভিন্ন ও জটিলতর হয়ে উঠেছে।'

মারচিন অপহৃত হয়েছে এবং আমাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অফিসে আমার উপস্থিতির কথা লোকমুখে ছড়াতে শুরু করেছিল। সারাকেব ছাড়া আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। যদিও আমার কাফরানবেলের বন্ধুরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল কিন্তু আমি আরও দু-এক দিন সারাকেবেই থাকতে চাইলাম, নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে সারাকেবে আমার কাছের মানুষগুলো আমার যাওয়ার পর নিরাপদ থাকবে এবং শরিয়া কোর্টে আমার সাক্ষ্য তাদের সাহায্য করবে। আমার মাথায় এটা আসেনি যে শরিয়া কোর্ট আমার উপস্থিতিকেই একটা অপরাধ বলে বিবেচনা করতে পারে।

***

আমি পরিবারের মাঝে ফিরে গেলাম।

আমাকে দেখে নুরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'ওহ আল্লাহ! যদি তারা আপনাকে নিয়ে যেত, আমরা কী করতে পারতাম!' প্রথমে এক হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আয়ুশিও আমাকে মমতায় কাছে টেনে নিল। সে সবজি আর মাংস কিনতে বাইরে যাচ্ছিল, কিন্তু ফিরে এসেছিল এবং কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে এসেছিল।

'বিপ্লবের আগে, পুরুষেরাই সব কেনাকাটা করত,' সে বলল। 'তোমার কি মনে হয়, বিপ্লব মেয়েদের কোণঠাসা করে ফেলেছে? আমার মনে হয় না। বিপ্লবের সময় থেকে আমরা কোনো পুরুষসঙ্গী ছাড়াই কেনাকাটা করতে বা বাইরে বের হতে পারছি। তাকফিরি ব্যাটালিয়নগুলো যারা আমাদের জীবনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে চায় তাদের সমস্যা হলো, আমরা নিজেরাই জীবন চালিয়ে নিচ্ছি, তারা সেখানে জায়গা করতে পারছে না। আমাদের পুরুষদের কয়েক ভাগে লড়াই করতে হচ্ছে; বাশার আল-আসাদ, সশস্ত্র উগ্রপন্থী, কিডন্যাপার আর ভাড়াটে সৈনিকদের সঙ্গে। তারা সবকিছু একবারে করতে পারবে না, আর আমরাও কাজ করছি। এমন চলতে থাকলে শিগগিরই একটা প্রলয়ংকরী ব্যাপার ঘটবে। দেশ আর কখনো আগের মতো হবে না।'

এক দিনের খাবার জোগাড় করতেও এখন যথেষ্ট মেহনত করতে হতো, যদিও আয়ুশির পরিবার তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে ভালো অবস্থায় ছিল। খাবার, বিদ্যুৎ ও পানিবিহীন অবস্থায়, ক্রমাগত বোমা হামলার মধ্যে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। পরিবারের নারী সদস্যরা বাকি সবার প্রতিদিনের স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা ও সরবরাহ নিশ্চিত করার কাজেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার, সেটুকু জোগাড় করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। খুব অল্প কিছু দোকান তখনো খোলা ছিল, বেশির ভাগ লোকই দিনে এক বেলা খাবার খেয়ে দিন পার করছিল। এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা ছিল খুবই কম, যারা তখনো তাদের নিজ জমিতে ফসল ফলাতে পারছিল।

সপ্তাহের গোড়ার দিকে আমি, মোনতাহা আর মোহাম্মদ সারাকেব নারীদের মুদি দোকানের প্রজেক্ট দেখতে গিয়েছিলাম। প্যাকেটজাত খাবারের পাশাপাশি তারা হাতে তৈরি খাবারও প্রস্তুত করছিল এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রি করছিল আর এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারছিল।

আমরা সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম, ইফতারের পর। আমরা বাড়ির উঠানে বসলাম, ওই বাড়ির কর্ত্রী ও তার সাত সন্তান এবং আরও তিনটি পরিবারের সদস্যসহ। সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও উঠান রঙিন ফুলের আভায় উজ্জ্বল হয়েছিল, লাল ও বেগুনি রঙের ফুল। উঠানের মাঝখানে একটা জলপাইগাছ ছিল। কিন্তু বাড়ির বাইরেটা আকাশের মতোই বিবর্ণ, কারণ ঠিক সদর দরজাতেই বোমা পড়ে সব ভেঙেচুরে গিয়েছিল। রান্নাঘরটাই ছিল দোকান, প্রশস্ত। ফ্রিজ, স্টোভ ও নানা ধানের খাবারে ভর্তি কাচের জার দিয়ে সাজানো ছিল সেটা। প্রজেক্টের জন্য আরও বড় একটা ফ্রিজ দরকার ছিল, খাবার সংরক্ষণ ও নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে, তবে তার চেয়েও জরুরি একটা জেনারেটর—সেটাকে সচল রাখার জন্য। মোমবাতি জ্বলা সত্ত্বেও চারপাশে গাঢ় আঁধার হয়ে গেল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আপাততত আমরা জেনারেটরের চিন্তা বাদ দিয়েছি, কারণ মাজুতের দাম অত্যন্ত চড়া,' মহিলার ছেলে আমাদের বলল। সে লোকের ঘরে ঘরে অর্ডারের খাবার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে ছিল। 'আমাদের ব্যবসার মূল ভিত্তিই হলো ঘরে বানানো খাবার লাভজনক উপায়ে বিক্রি করা, কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে সেটা কীভাবে সম্ভব?'

***

এবার বাজারে যাওয়ার সময় আয়ুশি আমাকে সঙ্গে নিল না। বাকিরাও আমাকে বাড়িতে থাকার জন্য জোরপূর্বক অনুরোধ করল। পুরো পরিবারের সবাই মিলে আমাকে সঙ্গ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা আমার চারদিকে গোল হয়ে বসল এবং পরবর্তী দিনগুলোর ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে লাগল। একদিকে অনবরত বোমা হামলা, অন্যদিকে সমাজের এমন ব্যাপক পরিবর্তন, এর মধ্যে বেঁচে থাকার উপায় কী?

সুহাইব ছিল শিক্ষিত এক হাসিখুশি তরুণ। সে প্রশ্ন করল, 'এখানে আমরা কীভাবে বসবাস করব? পরিস্থিতি দিন দিন অসম্ভবের দিকে যাচ্ছে। নিতান্ত মৌখিক চাহিদাগুলোই পূরণ করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। জমিজমা সব লন্ডভন্ড, ব্যবসাও বন্ধ। যুবকেরা সব যুদ্ধে এবং শুধু শহীদ হয়েই ঘরে ফিরছে। আমরা সম্ভবত আর এক বছর এভাবে বাঁচতে পারব, এর বেশি কিছুতেই নয়। আমরা আবার অন্ধকার যুগে ফিরে যাচ্ছি। শরিয়া কোর্ট যদি এভাবে চলতে থাকে, উগ্রবাদী সামরিক বাহিনীর দল যদি বিদেশি সৈনিকদের দ্বারা এভাবে আমাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে থাকে, তাহলে সিরিয়া অদূর ভবিষ্যতে সামরিক ও ধর্মীয় উগ্রপন্থী সরকার পরিচালিত দেশে পরিণত হবে। ইসলাম হলো সমৃদ্ধি বিস্তারের ধর্ম, দারিদ্র্য বিস্তারের নয়।'

সেদিন বিকেলে আমরা ISIS নিয়ে আরও আলাপ করছিলাম, আর ভাবছিলাম মারচিনের সঙ্গে তারা না জানি কী করছে।

'তারা কি তাকে মেরে ফেলবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, তারা তার মুক্তির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করবে', ছেলেদের একজন বলল। 'কিন্তু সমস্যা হলো কিডন্যাপার যে তারাই, এটা তারা স্বীকার করছে না।'

তখনো আইসিসের অপারেশন বা হত্যা ততটা নৃশংস রূপ নেয়নি, যতটা আমার সিরিয়া ত্যাগের পরে হয়েছিল। মারচিন যখন কিডন্যাপ হয়, তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এর মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদা আদায় করা, বিশেষত বিদেশি সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে তারা আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কিডন্যাপ ও হত্যা করা শুরু করে, শিরশ্ছেদের ভিডিও ছড়ানোসহ।

অন্যদের আলোচনা থেকে আমি জানলাম যে শরিয়া কোর্টের সদস্য ও নুসরা বাহিনীর মতাদর্শে বিশ্বাসী জনৈক আবু আল-বারা মানহালকে বলেছিল যে তার আয়ত্তে থাকলে সে দেশ থেকে সব সেক্যুলারিস্টকে সমূলে উপড়ে ফেলত, এমনকি তাদের শিরশ্ছেদ করা উচিত বলেও সে মনে করে। আমি সবার কথা শুনছিলাম ঠিকই, কিন্তু আবু আল-বারার হুমকির কথাটাই ঘুরেফিরে আমার মনে আসছিল। মহিলারাও রান্নাঘরে রাতের জন্য সবজি কাটতে কাটতে আল-বারার কথাই আলোচনা করছিল। আমরা বাকিরা উঠানের এক পাশে ট্রান্সসিভারের পাশে জড়ো হয়েছিলাম।

রাতের খাবার তৈরি হওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে সেদিন শরিয়া কোর্টে আরও একজনকে দেখা গিয়েছিল, যার নাম আবু আকরামা। সে নুসরা ফ্রন্টের অন্যতম নেতা এবং সারাকেবের নিরাপত্তা কমিটির সদস্য। তার কাজ হলো সেফটি বাল্বের মতো সমাজে টেনশন ছড়িয়ে দেওয়া। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এবং সে ইসলামি পোশাকের পরিবর্তে সাধারণ পোশাক পরত। সে ছিল স্থূল কিন্তু তার কণ্ঠ ছিল নরম, বুদ্ধিদীপ্ত ও গভীর। প্রথম যখন সে সারাকেবে আসে, স্থানীয়রা ভুলক্রমে তাকে দক্ষিণ সিরিয়ার হোউরান প্রদেশের লোক ভেবেছিল।

যা হোক, সে ছিল মূলত ফিলিস্তিন-জর্ডানিয়ান এবং আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানে বসবাসের পর এখন সিরিয়ায় বাস করতে এসেছিল। যদিও সে ছিল চুপচাপ স্বভাবের এবং নিজের সম্পর্কে খুব কমই বলত, তবু মানুষ জানতে পারল যে সে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আফগান ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পারদর্শী। বলা হতো যে সে অত্যাচারী ও শিয়াদের বিরুদ্ধে লড়তেই পূর্বাঞ্চলে এসেছে, যাদের সে 'রাওয়াফিদ' বলে অভিহিত করে থাকে।

'যদি এভাবে বিদেশি ভাড়াটে সৈনিক দলে দলে সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে বাঁচব?' আয়ুশি বলল, ঘরের কাজ শেষ করে।

পরিবারের নারীদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'আর তোমরা, সারাকেবের পুরুষেরা, তোমরা কীভাবে আমাদের শহরটা বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দিলে?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু আমার মনজুড়ে শুধু একটা চিন্তাই খেলা করছিল—যদি আমার একা কোথাও যাওয়া সম্ভব না হয়, এমনকি সঙ্গে কাউকে না নিয়ে যদি বাড়ির আশপাশেও ঘোরাফেরা করতে না পারি, তাহলে আমার পক্ষে এখানে থাকা কীভাবে সম্ভব? আমার পরিকল্পনামতো কি আমি এখানে থাকতে পারব? আর যদি থাকিও, সেটা কি এই চমৎকার মানুষগুলোর ওপর বোঝা হয়ে থাকতে, তাদের দুঃখের বাড়তি কারণ হয়ে?

'কালকে মহিলারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবে। এটাই নিরাপদ আপনার জন্য,' মোহাম্মদ বলল।

'সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে আমরা মোটেও চিন্তিত নই, বিশ্বাস করুন,' নুরা বলল, দুঃখিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে। 'আমাদের চিন্তা বিদেশি সৈন্য আর চোরদের নিয়ে...ডাকাত আর লুটেরাদের নিয়ে।' আমি চুপ করে থাকলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই সময় কাফরানবেলে যাওয়ার, সবাইকে সুরক্ষিত রাখার এটাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। এই পরিবারে আমার উপস্থিতি তাদের প্রাণের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

***

কাফরানবেলের মিডিয়া সেন্টারটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন এটা অনেকগুলো কামরাসমৃদ্ধ বড় একটা বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আরব ও বিদেশি সাংবাদিকসহ সরকারি দলত্যাগী সেনাসদস্য ও দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপ্লবে অংশ নিতে আসা কর্মীরা এই অফিস ব্যবহার করে থাকে। বিল্ডিংটা ছিল বড় রাস্তার পাশে এবং আগে সরকারি সেনাবাহিনীর দখলে ছিল। দেয়ালের স্থানে স্থানে বুলেটের সাইজের গর্ত ও রান্নাঘরের দেয়ালে করা বুলেটের সাইজের ছোট ছোট গর্ত—যাতে স্নাইপাররা চোখ লাগিয়ে বসে থাকত, যা থেকে এটা অবশ্য সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে এখানে কারা আস্তানা গেড়েছিল। সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর বাড়ির মালিক এটি বিপ্লবীদের দান করে দিয়েছিলেন। ঝাড়া-মোছা করা হলেও ক্ষতির দাগগুলো তাতে ঢাকা পড়েনি।

বিল্ডিংয়ের ছাদটা ছিল অনেক বড় আর চওড়া, পাশেই জলপাইয়ের বিশাল বাগান। আমরা কয়েকজন সেখানে একত্রে বসে ছিলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে বলছিল যে মারচিন অপহৃত হওয়ার পরও আমার সারাকেবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রয়ে যাওয়া নিয়ে তারা কতটা উদ্বিগ্ন। তারা চাইছিল সিরিয়া ছাড়ার আগ পর্যন্ত আমি যেন তাদের সঙ্গে এখানেই থাকি। ইদলিবের মধ্যে রেডিও স্টেশন চালানোর প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত একটা যুব কর্মশালা তারা আয়োজন করেছে, সেটাও আমাকে জানাল।

'এই কর্মশালার লক্ষ্য হচ্ছে বিতর্ক ও আলোচনার একটা পাবলিক স্পেস তৈরি করা এবং সমঝদার ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে আমাদের সংকটগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা,' রায়েদ ফারেস আমাকে বলল। তার দৃষ্টিতে নব্য বর্ধনশীল গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই মিডিয়া সেন্টারে রায়েদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সব কর্মকাণ্ড তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সে অবিরাম ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আশা ও প্রত্যাশার কথা বলত। বিপ্লবের সাফল্য লাভের ব্যাপারে সে তখনো নিরাশ ছিল না, যতই সেটা তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে থাক, সেটা তার কাছে কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। এমনকি সিরিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ির মুখে একটা প্রক্সিযুদ্ধের লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হওয়ার পরও। তাকে প্রায় কখনো ক্লান্ত মনে হতো না, আমি তার কাছ থেকে প্রায়ই শক্তি ধার করতাম।

রায়েদের অন্য সহকর্মীরা ছিল—খালেদ আল-ইসা (আমি আগেও তাকে দেখেছি), আব্দুল্লাহ নামের এক যুবক, ত্রিশোর্ধ্ব রেডিও ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার ওসামা, নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হাম্মাদ, আর একদল উদ্যমী তরুণ—যারা আগে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল আর এখন প্রতিবাদ-সম্পর্কিত সব ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমার নারী কর্মীবন্ধু রাজানও সেখানে ছিল। আমি জানতে পারলাম, চিত্রকর আহমেদ জালাল এখনো সময়ে সময়ে খোঁজ নেয়। আমি আগে তাকে যেমন দেখেছিলাম, নিরিবিলি ও শান্ত, এখনো তেমনই আছে।

'হয় আমরা মরব আর বিপ্লব সফল হবে, আর নয় আমরা মরব আর বিপ্লব ব্যর্থ হবে,' আব্দুল্লাহ হাসতে হাসতে বলল। তার বয়স ২০ বছর এবং তিন বছর ধরে সে বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রমজান মাস হওয়ায়, ইফতারের সময় এগিয়ে আসছিল বলে সবাই খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। রায়েদ একটা সবুজ সালাদ তৈরি করল এবং বলল যে এগুলো সে মারাত আল-নুমান থেকে এনেছে, বোমা হামলার মধ্যেই। কেননা সেখানকার সবজিগুলো সস্তা ও মানে ভালো। আমরা কথা বলছিলাম ও হাসছিলাম আর রাজান রান্নাঘর ও ঘরে আসা-যাওয়া করছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাফরানবেলে খোলা জায়গায় বসার সুযোগ ছিল, আমরা তাই ছাদে পা ছড়িয়ে বসে ছিলাম। জলপাইয়ের গাছগুলো বাতাসে নড়ছিল।

রাতের খাবারের সময় আরেক দল লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, যাদের মধ্যে চারজন সিরিয়ান, বেসামরিক ও সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে ইব্রাহিম আল-আসিল একজন স্বেচ্ছাসেবক। সে কর্মীদের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে এসেছিল। তার প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল ছোটখাটো ব্যবসা পরিচালনার কৌশল, মানসিক সমর্থন দেওয়ার প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও লোকবল বাড়াতে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ-বিষয়ক কর্মশালা। সে ছিল একজন সাহসী ও নিবেদিক যুবক, বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মী ও স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পল্লি অঞ্চলগুলো চষে বেড়াত।

আমি ছাদের একটা পিলারে ঠেস দিয়ে বসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ এক সেকেন্ডের জন্য আমার মনে হলো, অতীতে হয়তো সরকারি সেনাদের কেউ এখানে এভাবে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্রাম করেছে, যখন তার মাথাটা বুলেটের আঘাতে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। তরুণেরা ইফতারের জন্য সবার হাতে এক গ্লাস পানি পৌঁছে দিচ্ছিল।

হঠাৎ ট্রান্সসিভার জেগে উঠল, 'বাজারের ওপর একটা চপার হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। স্কয়ারের ওপর, বন্ধুরা।'

এই ঘোষণা চলার সময়ই মাগরিবের আজান শোনা গেল। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'সবাই ইফতার করে নিন। আল্লাহ আমাদের রোজা কবুল করুন।'

আমরা যার যার মতো খাবার নিয়ে প্লেট হাতে নিলাম। হাম্মাদ মাত্রই এসে বসেছিল, এমন সময় বোমা হামলা শুরু হলো। আমি খাবার ফেলে দৌড়ে ভেতরের দিকে একটা পিলারের আড়ালে আশ্রয় নিলাম এবং বাকিদেরও তা-ই করতে বললাম। কারণ, তারা প্রায় সবাই খোলা জায়গায় ছিল। এটা ছিল একটা হেলিকপ্টার, তার মানে ব্যারেল বোমা পড়তে যাচ্ছে। একটু পর আমরা হেলিকপ্টারের চলে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। আমি আর হাম্মাদ দৌড়ে ছাদে গেলাম দেখার জন্য যে সেটা কোন দিকে যাচ্ছে। আরও কয়েকজন আমাদের পেছনে পেছনে এল। হেলিকপ্টারটা কাছেই ব্যারেল বোমা ফেলল, আমরা বিশাল ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গেলাম।

'নিচু হোন!' হাম্মাদ চিৎকার করল, কারণ সে দাঁড়িয়ে দেখছিল। রায়েদ এক মুহূর্তে ছাদ থেকে দৌড়ে শহরের দিকে চলে গেল, সঙ্গে অন্যরাও। তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘটনার প্রমাণ রাখবে এবং আহতদের সাহায্য করবে, ঠিক যেমন সারাকেবের ওরা করত। বাকিরা নিচে নামলাম।

যোদ্ধাদের একজন ছাদে ট্রান্সসিভার কোলে নিয়ে বসে রইল। 'এটা কিছু না, রোজকার ব্যাপার,' সে বলল। 'প্রতিদিনই এমন হয়—ইফতারের আগে বা ঠিক খাওয়ার মুহূর্তে।'

আমরা বাকিরা খাবারের চারদিকে বসলাম ঠিকই; কিন্তু কেউ খাবার স্পর্শ করল না, শুধু ধূমপান করল।

'রমজান শুরু হওয়ার পর থেকে তারা হামলার জন্য ঠিক এই সময়ের অপেক্ষা করে, সেটা বিমান হোক বা রকেট। আমি তাদেরকে রেডিওতে কথা বলতে শুনেছি,' আবু মাহমুদ বললেন, ৪০ বছরের এক যোদ্ধা।

'কীভাবে শুনলেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'নিজের কানে শুনেছি,' তিনি কৌতুকহাস্য দিয়ে বললেন।

'কী বলছিল তারা?'

'আমি শুনলাম, তারা বলছে রোজা ভাঙার জন্য ব্যারেল বোমার একটা সুস্বাদু খাবার আমাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। বলতে বলতে হাসছিল শয়তানগুলো।' আমি সংশয়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম।

'শপথ করে বলছি, ম্যাডাম, শতভাগ সত্যি। বোমা ফেলার সময়টায় তাদের কথা আমরা রিসিভারে শুনতে পাই। একবার একজন তার বন্ধুকে বোমাটা ফেলার জন্য বলছিল : জলদি ফেলো, কুকুরগুলোকে খাওয়ানোর সময় হয়েছে!'

'সত্যিই কি বোমা ফেলার সময় তারা এভাবে কথা বলে?' আমি হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'সব সময় না। মাঝেমধ্যে। আমার দুর্ভাগ্য যে এসব কথা শুনতে হয়। এটা আমার দায়িত্বের একটা।'

কালো চামড়া, নীল চোখের এই ক্রুদ্ধ যোদ্ধাটিকে হতাশ দেখাল। তিনি বললেন, সিরিয়ায় ফেরার আগে ছয় বছর সৌদিতে নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গাড়ি কিনে ড্রাইভারের চাকরিও করেছেন এবং কাফরানবেলে একটা বাড়ি বানিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হলে তিনি ড্রাইভারের চাকরি ছেড়ে দেন এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্য বিপ্লবের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ২০১১ সালের ৪ জুলাই আসাদের সেনাবাহিনী কাফরানবেলে প্রবেশ করলে তাঁর কাজের ধরন বদলে যায় এবং তিনি সরকারপক্ষীয় গুপ্তচরদের টার্গেট করতে শুরু করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুরুর দিকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁর ও তাঁর সাথিদের কাছে অস্ত্র বলতে শুধু রাশিয়ান রাইফেল ছিল। তিনি বললেন, এটা ছিল একটা বেকার অস্ত্র। তাই তিনি এর বদলে একটা স্নাইপার রাইফেল সংগ্রহ করেন। এর ফলে সরকারি বাহিনী তাঁকে চিহ্নিত করতে পারেনি। তিনি ফারসান আল-হাক ব্রিগেডের হয়ে লড়াই করতেন (এ সময় আমার মনে হলো, এই ব্রিগেডের আরেকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা, হাসি-খুশি আবু আল-মাজদ)। আবু মাহমুদ বললেন, আসাদের বিমানবাহিনী বোমা হামলা শুরু করার পর তিনি আবার স্নাইপার রাইফেল বদলে ১২.৭ এমএমের ভারী মেশিনগান চালাতে শুরু করেন এবং এখন তিনি বিমানবিধ্বংসী হাতিয়ার চালানোয় পারদর্শী। যদিও তাঁর অস্ত্র তুলনামূলক দুর্বল, তবু এটা দিয়েই তিনি তাঁর পরিবার ও এলাকার লোকদের বোমার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তখনো তাঁর এক চোখ ট্রান্সসিভারের দিকে নিবদ্ধ ছিল। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, এই লড়াই শেষ হয়ে গেলে তিনি কী করবেন। তিনি তিক্ত হাসলেন ও মাথা নাড়লেন।

'আবার ড্রাইভারিতে ফিরে যাব। এই সব ফেলে দেব,' তিনি উত্তর দিলেন। তাঁর কণ্ঠ বিরক্তি ও দুঃখে ভরা ছিল। 'আমার রাইফেল বা অস্ত্র বয়ে বেড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই। কারণ, এগুলো মারার যন্ত্র, কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। হাফেজ আল-আসাদের সময় আমার বাবাকে পালমাইরা জেলখানায় হত্যা করা হয়েছিল, ১১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার সময়। যখন আমাকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমাকে বলেছিলেন, "তোমার বাবা যেভাবে তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিল, সেভাবে তোমার সন্তানদের ছেড়ে যেয়ো না (অর্থাৎ মরে যেয়ো না)।" আমি বাবাকে কাছে পাইনি। সরকার তাঁকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, আমার নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল, তবু আমি কোনো প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আমরা যখন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু করলাম, তখন তারা আমাদেরও হত্যা করতে শুরু করল। আমি কোনো উগ্রবাদী রাষ্ট্র চাই না, আমি একটি বেসামরিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই...।'

তাঁর কথার মধ্যেই যুবকেরা ফিরে এসেছিল। তারা আমাদের বোমা পড়ার স্থান, আহতদের সংখ্যা ও নাম ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বলল।

'সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো আজকের হামলায় কেউ মারা যায়নি। চলুন, খেতে বসি।' রায়েদ বলল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সবাই একসঙ্গে খেতে বসার সুযোগে আমি প্রত্যেককে ভালোভাবে লক্ষ করছিলাম। লোকজন তখনো আসা-যাওয়া করছিল। একদল বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া তরুণ আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। এরা সবাই রাজানকে তার মোবাইল স্কুল 'কারামা বাস প্রজেক্ট' চালাতে সাহায্য করছিল, যা মূলত বাস্তুহারা লোকদের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গঠিত। এই স্কুল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এই বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে শিশুরা যেন লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে না যায়। ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিত একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়ে অনেক তরুণ ও কম বয়সী যুবকের মৃত্যু ঘটছে, ফলে শিশুদের যুদ্ধে যোগদানের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। ISIS ইতিমধ্যে রাকায় শিশুদের রিক্রুট করতে সমর্থ হয়েছে। নুসরা বাহিনীর ব্যাপারেও এমন কথা প্রচলিত আছে।

এই প্রজেক্টের তরুণদের মধ্যে একজন হাসান, অর্থনীতির ছাত্র। তার সঙ্গে ইউসুফ, ইজ্জাত ও ফিরাস ইংরেজি সাহিত্যের। তারা ছিল ক্লান্ত-অবসন্ন, তবু তারা আমাকে তাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে বলল, যদিও বেশির ভাগ আলোচনা হচ্ছিল সন্ধ্যার বোমা হামলাকে কেন্দ্র করেই। কারামা বাস প্রজেক্টের অধীনে কাফরানবেলে তিনটি ও নিকটস্থ গ্রামে দুটি স্কুল পরিচালিত হচ্ছিল। স্কুলের কার্যক্রমের মধ্যে আছে ছবি প্রদর্শনী এবং উদ্বাস্তু শিশুদের মধ্যে সংগীত, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজন ইত্যাদি। সিরিয়ার বিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কাফরানবেল বেশ প্রশংসাযোগ্য কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এখনো কাফরানবেল বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকা, উগ্রবাদী দলগুলোর কালো থাবা এখনো এখানে পৌঁছায়নি।

পরবর্তী কয়েক দিন আমরা নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে কারামা বাস প্রজেক্ট পরিচালিত স্কুলগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। তরুণেরা মৌচাকে বসা মৌমাছির মতো অনবরত ভেতর-বাহির করছিল শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর দরকারি জিনিসপত্র বসানোর কাজে। এমন বোমাবাজির মধ্যে এই বিপন্ন শিশুগুলোর স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি তাদের এই মনোযোগ ও নিষ্ঠা আমাকে অভিভূত করেছিল। এ ধরনের কোনো সামাজিক কাজে এই তরুণেরা মোটেও অভিজ্ঞ ছিল না, তাদের প্রতিনিয়তই নতুন নতুন কাজের ধরন আবিষ্কার করতে হতো।

সেদিন সন্ধ্যায় খেতে বসে আমি তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। হাসান—বাদামি চামড়ার হাসি-খুশি তরুণ; ইজ্জাত—নম্র, ভদ্র, কিন্তু রাগী; ফিরাস—তার কোমল কণ্ঠের কথা শুনতে পাওয়াই কঠিন; আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আব্দুল্লাহ—উদ্যমী, সুদর্শন তরুণ, যাকে দেখলে ভিক্টোরিয়ান নাইটদের প্রতিকৃতির কথা মনে পড়ে। আব্দুল্লাহকে 'কুমির' বলে ডাকছিল তার সঙ্গীরা।

এই ছেলেগুলোকে দেখে এবং তাদের সম্পর্কে জেনে আমি দেখলাম যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছি। আমার চিরস্থায়ী শিকড়, যা আমি ভেবেছিলাম আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে; আমার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার টান, আমার ধর্মীয় ও পেশাগত পরিচয়, জাতীয়তাবাদী সম্পর্কে আমার ধারণা—এ সবই আংশিকভাবে আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। আমি এই ভগ্নাংশগুলোকে আবার নিজের মধ্যে একত্র করার চেষ্টা করলাম, সত্য ও স্বাধীনতার প্রতি আমার একাগ্রতা ও পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে। ওই নীরব মুহূর্তটিতে আমার নিজস্ব পছন্দগুলো হঠাৎ অর্থময় হয়ে উঠল, যদিও বাইরে আমি চুপচাপ খাবার খেয়ে যাচ্ছিলাম আর ওই প্রাণবন্ত ছেলেগুলোকে দেখছিলাম।

পরের দিন আমি তাদের জন্য রান্না করলাম এবং কাফরানবেল ও তার আশপাশের গ্রামগুলোর নারী ও শিশুদের জন্য কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা আমার খাবারের প্রাণখোলা প্রশংসা করল, এটাকে একটা 'বাড়তি উপহার' বলে আখ্যা দিল। তাদের দৃষ্টিতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা মিশে ছিল এবং আমি চাইছিলাম তারা অনুভব করুক যে দুই বছর আগে যে আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে তারা এই বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিল, তার সবটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। তারা বিশ্বাস করত না যে এই লড়াই একটা ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াই এবং সেটার প্রমাণ ছিল আমার উপস্থিতি, তাদের মধ্যে একমাত্র আলায়ি নারী। কিন্তু মাঝেমধ্যে কৌতুককর প্রসঙ্গ ছাড়া কখনোই তারা এ কথাটার উল্লেখ করত না। যেমন এর কয়েক দিন পর বরাবরের মতো ঠিক মাগরিবের আজানের সময়টাতে একটা বিমান বোমা ফেলতে লাগল এবং রায়েদ গুনগুন করে একটা গান গাইতে শুরু করল, যার কথাগুলো ছিল : 'আমরা আসছি তোমাদের গলা কাটতে।' তার দেখাদেখি আরেকজন তরুণ, 'চতুর্থ ব্রিগেডের', সুর ভাঁজতে শুরু করল। তারপর যখন তারা গান দুটোকে নিজের মতো কথা যোগ করে ও সুর দিয়ে গাওয়া শুরু করল, তখন সবার মাঝে হাস্যরস ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম গানটি ছিল বিনিশ শহরে নুসরা বাহিনীর উপস্থিতি এবং আলায়িদের গলা কাটার হুমকি দেওয়া এক ছোট শিশুর কথোপকথনের বিষয়ে। আর এর প্রত্যুত্তরে, চতুর্থ ব্রিগেডের গানটি ছিল এক আলায়ি শিশুর অহংকারের বিষয়ে যে বিদ্রোহী-নিয়ন্ত্রিত সুন্নি এলাকায় সংঘটিত হত্যাগুলোর রসাল বর্ণনা দিচ্ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ ধরনের গানে ছিল ঘৃণা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু কাফরানবেলের ছেলেরা এমন মজা ও কৌতুক করে গানগুলো পরিবেশন করছিল, যেন তারা এর মধ্য থেকে মৃত্যুর ছায়াটা মুছে ফেলতে চায়।

'হে স্বৈরাচারী, বিজয় আমাদের হবেই,' আমি নিজেকে বললাম। 'এটাই হয়তো শেষ নয় এবং হয়তো আমরা এরপর মারা যাব, কিন্তু এই মুহূর্তে বিজয়ী আমরাই। তোমরা হয়তো জিতবে, কেননা তোমরা সবাই অপরাধী এবং আমরা যে সিরিয়ার সন্তান, সেই সিরিয়া হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তোমাদের হারিয়ে দিয়েছি।' কিন্তু এটা ছিল শুধুই মুহূর্তের চিন্তা, কারণ তারপরই বোমার শব্দ বেড়ে গিয়েছিল আর আমরা নীরবতার মাঝে ডুবে গেলাম।

তখনকার মতো বোমা হামলা যখন শেষ হলো, আমাদের তখন কয়েক দফা চা পান শেষ হয়ে গেছে। তারপর আমরা সবাই মিলে স্কুল পরিদর্শনে গেলাম। এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলেও দূরের আকাশে আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। মারাত আল-নুমানে তখনো বোমা হামলা চলছিল। আমরা অবশ্য বিপরীত দিকে যাচ্ছিলাম। আমরা মানে—আমি, রাজান, ফিরাস, ইজ্জাত আর হাসান। আসাদের সঙ্গে হোশাম নামের আরেকজন তরুণ ছিল, যে ছিল কাফরানবেল মিডিয়া সেন্টারের কর্মী এবং আমি কাফরানবেলে থাকা অবস্থায় সে-ই আমাকে গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত।

সে রাতে ছিল পূর্ণিমা আর আকাশ একদম পরিষ্কার। ওই অপরূপ জোছনায় বাস্তবতাকে মনে হচ্ছিল যেন কোনো কল্পকাহিনি। আমি এক মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে চারপাশের নীরবতা ও স্থবিরতাকে অনুভব করার চেষ্টা করলাম—ঠিক ওই মুহূর্তে মৃত্যুর কোনো ভয় আমার ছিল না। কিন্তু দ্রুতই দূরের মিসাইলের শব্দ আমার ভাবনার ও আনন্দের এই ছোট্ট বুদ্‌বুদকে ভেদ করে দিল। আমি নিশ্চিত হলাম, আমার মৃত্যুর ইচ্ছাই আমাকে বারবার তাড়া করে এখানে ফিরিয়ে এনেছে। অবশ্য এটা ঠিক মৃত্যুর ইচ্ছাও ছিল না, বরং যেন খানিকটা নিজেকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে উপভোগ করার মতো ছিল। আমার এমন অদ্ভুত চিন্তায় আমারই হাসি পেল। আমি একটা গভীর শ্বাস নিলাম, তারপর গাড়ির জানালা খুলে ঘাড়সহ আমার মাথাটা বাইরে বের করে দিলাম, যেন সন্ধ্যার ঠান্ডা বাতাস আমার সারা শরীর ছুঁয়ে যায়।

'এসে পড়েছি,' ইজ্জাত ঘোষণা করল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্কুলটি ছিল আল-দার আল-কাবিরা গ্রামের একটি পাহাড়ের ওপর, কাফরানবেল থেকে মাত্র ১০ মিনিটের গাড়ি দূরত্বে। প্রথম দেখায়, পুরো বিল্ডিংটিকে অন্ধকারের একটা ঢিবি মনে হলো, ঠিক আশপাশের গ্রামগুলোর মতো। কিন্তু পরে দেখলাম ভেতরে টিমটিম করে কিছু ডিমলাইট জ্বলছে। স্কুলটি বর্তমানে উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন লোক আমাদের স্বাগত জানাতে সামনে এগিয়ে এল, আরেকজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল। আমরা যখন হাঁটছিলাম, একটা বেড়ার পাশে দাঁড়ানো দাড়িবিশিষ্ট একদল তরুণ কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছিল।

আমাদের দলের সদস্যরা লাইট, পর্দা, প্রজেক্টর, শব্দযন্ত্রসহ সব সরঞ্জাম গুছিয়ে প্রস্তুত করে নিল। একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। অন্ধকারে আমি তাদের কারও চেহারাই ভালো করে দেখতে পাইনি। তবে ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা ছিল, এটা বুঝতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। মুহূর্তে জায়গাটা চিৎকার, চেঁচামেচি ও হাসিতে ভরে উঠল। তারপর বাচ্চাগুলোর মায়েরা সেখানে এল।

এই মায়েদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল। তাদের চোখে বহিরাগত দেখার উত্তেজনা ঝলমল করছিল। তাদের একজন, তিন সন্তানসহ বাস করে। তার বাড়ি মারাত আল-নুমান, যা বোমা হামলায় গুঁড়িয়ে গেছে। আরেকজনের বাড়ি আলেপ্পোয়, সেখান থেকে সে হাইশে আত্মীয়দের কাছে থাকতে গিয়েছিল কিন্তু তারাও সবাই মারা পড়ার পর এখন এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তার সন্তানের সংখ্যা পাঁচ, সবাই তার চারপাশে লাফ ঝাঁপ করছিল।

হঠাৎ বছর দশেকের একটি মেয়ে সামনে এগিয়ে এসে গান গাইতে শুরু করল, উচ্চ ও স্পষ্ট কণ্ঠে। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল তার যমজ বোনটি, সে বোমা হামলার পর থেকে বোবা হয়ে গেছে। মেয়েটি তাকেও গান গাইতে বলছিল। দুটো মেয়েই ছিল চরম রুগ্ণ। মারাত আল-নুমানের মহিলাটি তাদের দুঃখের কাহিনি বলা শুরু করল। হঠাৎ ষাটোর্ধ্ব আরেক নারী তাকে বাধা দিয়ে ফিসফিস করে আমাকে প্রশ্ন করল, 'দেখছেন, মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে। কিন্তু বলুন তো, আর কত দিন আমরা এভাবে বাঁচতে পারব?' তার এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার জানা ছিল না। আমি স্থাণু হয়ে রইলাম।

এটা ছিল একটা সাধারণ প্রশ্ন, কাফরানবেল ও এর আশপাশের এলাকায় আমি যতগুলো বাড়িতে গিয়েছি, সব জায়গাতেই আমাকে এই প্রশ্ন শুনতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়েছে বারবার। এই লোকগুলো হলো তারা, যারা বিপ্লবে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাতে অংশগ্রহণ করেনি। ক্ষুধা, অবরোধ, বোমা হামলা এবং সর্বোপরি চোখের সামনে নিজেদের সন্তানদের হত্যার দৃশ্য দেখে তাদের সে বিশ্বাস আজ নষ্ট হতে চলেছে। ওই বৃদ্ধা নারীটি আমার হাতের কবজি চেপে ধরল এবং আরও কাছে এসে বসল।

'আমি বোমা হামলায় আমার তিন সন্তান ও ঘরবাড়ি হারিয়েছি। আমার চতুর্থ ছেলেটি যুদ্ধ করছে আর আমি এখানে আমার ছয় নাতি-নাতনি নিয়ে এদের সঙ্গে আশ্রিত হয়ে আছি।' তিনি বললেন। তারপর তিনি তিনজন নারীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন, 'এরা আমার পুত্রবধূ।'

প্রজেক্টরে সিনেমা শুরু হলো। কারামা বাস টিম বাচ্চাদের সারিবদ্ধভাবে বসতে সাহায্য করল। আমিও গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বসলাম। ছবিটা শিক্ষামূলক, তথ্যসমৃদ্ধ ও বিনোদনে ভরপুর। ছবি শেষ হলে বাচ্চাদের সঙ্গে একটা কথোপকথনের পর্ব হলো। স্থানীয় কয়েকজনসহ বড়রাও এতে অংশ নিল। যেহেতু সেখানে কোনো ফোন বা বিদ্যুৎ ছিল না, সেহেতু তেমন কিছু করারও ছিল না।

দাড়িবিশিষ্ট তরুণদের দলটি কাছেই ছিল, অপছন্দের দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। আমাদের দলের সদস্যরা আমাকে বলল যে কিছু লোক তাদের কর্মকাণ্ডে খুশি নয়। বিশেষ করে সিনেমা, ছবি আঁকা ও এ ধরনের আরও কিছু বিষয়ে। কেননা তারা এটাকে পাপ কাজ মনে করে। কিন্তু বেড়ার কাছে দাঁড়ানো দলটি অবশ্য শুধুই আমাদের দেখছিল, কোনো বাধা বা সমস্যার সৃষ্টি করছিল না।

'কারা এরা?' আমি দলটির দিকে ইশারা করে জানতে চাইলাম।

'নুসরা বাহিনী। আইসিসের সমর্থক...অন্যান্য দলেরও কয়েকজন আছে,' উত্তর এল।

আমি বুঝতে পারলাম না এমন বিভ্রান্তিকর আপত্তি এই গ্রামদেশে কীভাবে ছড়াল। এ রকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে সাধারণ জীবনযাত্রা তো স্থবির হয়ে পড়বে। যদিও অনেকে প্রতিবাদও করছে। তবে প্রকৃতি সব সময় ভবিষ্যতের দিকে বদলায়, অতীতের দিকে নয়। আর তাই লোকদের মধ্যে উগ্রবাদী ব্যাটালিয়নগুলোর ভয় এবং তাদের উগ্রবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভয়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে।

পরবর্তী ছবির অর্ধাংশ যখন প্রায় শেষ, সে সময় আমরা একটা বিশাল বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম, পুরো আকাশ যেন জ্বলে উঠল। আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বাচ্চাদের দিকে তাকালাম, তাদের চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা রকেট পাশের গ্রামের দিকে উড়ে গেল। আমাদের খুব কাছেই একটা মিসাইল পড়ল। কিন্তু কেউই চিৎকার করল না। মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরে দৌড় দিল।

এ সময় আয়োজকদের একজন মুখে একটা মাইক লাগিয়ে বলতে শুরু করল : 'যখন কোনো মিসাইল পড়ে বা বোমা হামলা শুরু হয়, তখন আমাদের কী করতে হবে? কী করা উচিত বলে বলা হয়েছিল?'

কিন্তু কেউই শুনছিল না। যদিও শিশুদের মধ্যে এ সময় করণীয় কাজগুলোর ব্যাপারে দলের বাকিরা বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছিল। কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত শিশুরাই ভিড়ের মধ্যে পায়ের নিচে পড়ে সবচেয়ে বেশি আহত, এমনকি নিহতও হয়।

'প্রজেক্টরটা বন্ধ করো! এটার আলো দেখে বোমারু বিমান এদিকে চলে আসবে?' একজন লোক চিৎকার করল। তারা প্রজেক্টর বন্ধ করে দিল। একজন মহিলা আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

'এই যে, তুমি বাছা,' মহিলাটি আমাকে বলল। 'তুমি কী করছ বলে তোমার মনে হয়? হ্যাঁ? তুমি আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষিত করতে চাও, যাতে তারা এই ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে...শোনো, তারা পেট ভরে খেতে চায় এবং এই শয়তান আসাদ বাহিনীর বোমার হাত থেকে বাঁচতে আয়। সাহায্য করতে চাইলে গিয়ে আসাদের বোমা হামলা বন্ধ করো, তাহলেই আমরা ভালো থাকব। আল্লাহর গজব পড়ুক, বাশার তোর আর তোর ক্রিমিনাল পরিবারের ওপর!'

'বিশ্বাস করুন আন্টি, পারলে আমরা সেটাই করতাম,' আমি জবাব দিলাম। 'কিন্তু আমরা এটুকুই করতে পারি।'

দলের সবাই জেনারেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি গোছাতে শুরু করল। পুরো এলাকা আঁধারে ঢেকে গেল, পুরো কক্ষ খালি হয়ে গেল, যদিও আমরা জানালা দিয়ে তাদের উঁকি দেওয়া মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম।

'যখন তারা এভাবে একত্র হয়, তখন যদি কোনো মিসাইল আঘাত হানে, ওহ আল্লাহ, কত মানুষ একসঙ্গে মারা যাবে!' রাজান বলল।

'তাহলে সেটাই হবে আল্লাহর ইচ্ছা, হুকুম ও বিচার,' দাড়িওয়ালাদের দলের একজন জবাব দিল। তারা তখনো সামান্য তফাতে থেকে সবকিছু খেয়াল করছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নীরবতা নামল এবং আকাশ আঁধার হয়ে এল। এমনকি জোনাক পোকার মতো আলোও কোথাও অবশিষ্ট ছিল না। আমরা গাড়িতে ফিরে গেলাম।

***

পরের দিন, আমরা কাফরানবেলের বাইরে কারামা বাস প্রজেক্টের আরেকটি স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। এবার তারা ছবি প্রদর্শন ও আলোচনা দুটোই শেষ করতে পেরেছিল। এই স্কুলে প্রায় ১৫টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের সঙ্গে প্রায় ৭০ জন শিশু। এদের বয়স ২ থেকে ১৩ পর্যন্ত। এদের বেশির ভাগই মেয়ে এবং খুবই উৎসাহী। ছেলেরা ছিল একটু বেশি সতর্ক, নিজেদের পুরুষ ভাবছিল এবং বলছিল যে এগুলো তাদের মানায় না। আমি ৯ বছরের একটা ছেলেকে যোগ দিতে বললাম।

'কী! আমি বাচ্চা নাকি?' সে উদ্ধত স্বরে বলল। 'আমি শিগগিরই নুসরা বাহিনীতে যোগ দেব। আমি গুলি চালাতে জানি।'

তার বোন হাসল। 'মিথ্যুক! ও মোটেও গুলি চালাতে জানে না।'

বোনটির বয়স ১০, মিষ্টি এক কিশোরী। তার ছোট ভাইটি তাকে চিৎকার করে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল। কারণ পুরুষদের সামনে তার কথা বলা উচিত নয়। শুধু এই ৯ বছরের বালকটির চিন্তাই এ রকম নয়, যোদ্ধাদের একজন তার ১২ বছরের ভাগনেটিকে ঘরের সামনে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। কারণ ছেলেটি নুসরা বাহিনীতে যোগ দিতে পালাতে চেষ্টা করেছিল, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আশায়। ঘরের লোকজন যখন তাকে ফেরত নিয়ে আসে, তখন সে তাদের গালাগাল দিয়েছে এবং তাদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছে।

আমি ভীষণ বিমর্ষ বোধ করলাম। কারণ, এই মনস্তাত্ত্বিক, উন্নয়নমূলক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রজেক্টগুলো যত ভালো উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন অথবা এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলোকে সাহায্য করার তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, প্রতিদিনকার ট্র্যাজেডি ও ভয়ের ঘটনাগুলোর সামনে তারা আসলে অসহায়। এই শিশুগুলো খুব কমই খেতে পায় এবং একটা বাস্তুহারা জীবনযাপন করছে এখানে-সেখানে, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কারামা বাস প্রজেক্ট যথেষ্ট নয়। মানবিক বিপর্যয়ের এই বিশাল সাগরে তাদের এই চেষ্টা পানির কয়েকটি ফোঁটার মতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অফিসে ফিরে এলাম। সেখানে চার্জার লাইট জ্বলছিল আর বাকিরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা পৌঁছার পর রায়েদ জেনারেটর চালু করে দিল। হোশামও সেখানে ছিল, আমাদের চা পরিবেশন করছিল। সে ছিল খুবই সহজ-সরল ও ভদ্র। যখন সে আমাকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরত, সে সময় আমি জানতে পেরেছিলাম, সে আরবি সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হওয়ার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে একজন অফিসারের মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়, যদিও মেয়েটি ছিল অলস ও ফাঁকিবাজ ধরনের। সে ২০১২ সালের জুলাইতে সামরিক বাহিনী থেকে দলত্যাগ করে এবং ইদলিবের পল্লি অঞ্চলের রাটাকিয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দামেস্কে পালিয়ে আসে। তারপর কাফরানবেলের প্রথম চেকপয়েন্টে যুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরই সে হাতিয়ার ছেড়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ফিরে যায়। কারণ, সে ফ্রি আর্মি ও সামরিক ব্যাটালিয়নগুলোর কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। তার মতে, তারা ছিল অসৎ ও চোর। তা ছাড়া এত হত্যা ও নৃশংসতা সহ্য করাও তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল।

হোশাম ছিল আমার দেখা সেসব তরুণের একজন, যে অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে ভালো চাকরি জোগাড় করতে পারেনি এবং তারও বলার মতো একটা গল্প ছিল। একদিন গাড়িতে অত্যন্ত রাগতভাবে সে আমাকে সেই গল্প শুনিয়েছিল। সে সময় আমরা কাফরানবেলের আশপাশের গ্রামগুলোতে বোমা-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখতে গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। উপড়ে যাওয়া গাছ, লন্ডভন্ড চারদিকের মধ্যে বাস্তুহারা মানুষের ঢল, রোদে পোড়া চেহারা। গাছের নিচে শোয়া শিশু। বড় বড় পাথরের মাঝে জ্বলতে থাকা আগুন। মনে হচ্ছিল যেন প্রস্তর যুগের অন্ধকার সময়ের দৃশ্য।

রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার সময় হোশাম চতুর্থ আর্মার্ড ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একদিন প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বে থাকা কর্নেল তাকে একটি রুপালি সাজ গাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার দেন। কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, কর্নেল গাড়িটি কিনেছেন উগ্রবাদী দলগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য। কর্নেল রাশিয়ান বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের অধীনে বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন, হোশাম ব্যাখ্যা করল।

তারপর বলে চলল, 'কোর্সের পর তিনি নিজে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে তাল রাহাল এলাকায় গেলাম। সেখানে পুরো এলাকা বিদ্রোহীরা ঘিরে রেখেছিল। সেখানকার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমাদের কিছু IED দিল (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস)। আমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেবেছিলাম গাড়িটা আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধ এলাকায় গুঁড়িয়ে দেব এবং আমি সশস্ত্র উগ্রবাদী দলগুলোর গল্পটা বিশ্বাস করেছিলাম।' সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। 'কর্নেল আমাকে বলেছিলেন যে গাড়িটা প্রস্তুত আছে এবং শুধু ডেটোনেটর লাগানোই বাকি। লাগানো হলে যে-ই গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করবে, সে-ই গাড়ির সঙ্গে উড়ে যাবে।' হোশাম একটু থামল, কপাল মুছল। গরমে তার কপাল গড়িয়ে ঘাম নামছিল আর আমরা উপড়ে পড়া গাছের এক বিশাল সমভূমি পার হচ্ছিলাম।

'সেই রাতে কর্নেল আমাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে জাগালেন,' সে বলতে লাগল। 'তিনি বললেন যে দুজন আমাকে ডেটোনেটর লাগাতে সাহায্য করবে। আমি তাদের সঙ্গে গেলাম। তারা ছিল নিশ্চুপ, একটা শব্দও করছিল না, এমনকি আমার প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু যেহেতু আমি বাধ্যতামূলক ডিউটি করছিলাম, সুতরাং আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ আমার ছিল না।

'পথে যেতে যেতে আমি আবিষ্কার করলাম যে লোকগুলো বিমানবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের। তারপর বড় চমক এল। আমরা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং দামেস্কের কাবুল দুয়ারে থামলাম। আমরা সোজা স্কয়ারের ভেতর ঢুকে পড়লাম, সেখানে আগে থেকে আরও দুটো গাড়ি পার্ক করা ছিল। তারা আমাকে বলল যে মেজর জেনারেল জামিল হাসানের নির্দেশ আমরা যেন ওই গাড়ি দুটোতে ফিরে যাই, যার একটায় তারা দুজন থাকবে, আর অন্যটা আমি একা চালিয়ে নিয়ে যাব।

'পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ধাক্কার মতো লাগল। আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ডেটোনেটরটা অকেজো করে দিলাম। তারপর সেটাকে ভুলভাবে সংযুক্ত করলাম, যাতে সেটা না ফাটে। যদি আমি সেটা সঠিকভাবে লাগাতাম, তাহলে আমার কারণে স্কয়ার ভর্তি অসংখ্য লোক ৩ কিলোগ্রাম বিস্ফোরকের তীব্র বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

'ভুলভাবে জিনিসটা লাগানোর পর আমি স্বস্তি বোধ করলাম। আমার কাজ শেষ হলো এবং আমরা আলাদাভাবে যার যার পথে ফিরে এলাম। পরদিন সকালেই আমি পালালাম। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে আমরা উগ্রবাদী সন্ত্রাসীদের মারতে যাচ্ছি এবং এ ব্যাপারে দেশকে মুক্ত করতে আমার কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা আমাকে আসল সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আসল সন্ত্রাসী তো আমাদের বাহিনী।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন ছাদে বসে চা-পান করছিলাম আর গল্প-গানে মশগুল ছিলাম, তখন আমি হোশামের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। জলপাই বাগানের দিক থেকে একটা ঠান্ডা, নির্মল বাতাস ধেয়ে এল। সেদিন সকালে অফিসের কাছের এক দোকানে আরেকজন তরুণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে বলেছিল, সে একজন বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্র, সামরিক অবরোধে যোগ দেয়নি।

'আমরা দুটো আগ্রাসনের মধ্যে বাস করছি; একটা আসাদের প্রদত্ত সামরিক আগ্রাসন। আরেকটা তাকফিরিদের আনা উগ্রবাদী আগ্রাসন। আমরা সত্যিই ক্লান্ত,' সে বলেছিল।

আরেকটা দোকানে, লোকজন মিডিয়াকে কী পরিমাণ ঘৃণা করতে শুরু করেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম। আমি যখন আমার আইপ্যাডে ওই দোকানের ছবি তুলছিলাম, তখন দোকানি আমার দিকে চিৎকার করে বলেছিল। 'এই যে মিস, আপনি যে জিনিসের ছবি তুলবেন, সরকার এসে সেটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে। আমার দুটি সন্তান ইতিমধ্যে মারা গেছে, আর এই যে পাথরের স্তূপগুলো দেখছেন...এখানে আমার ঘর ছিল। দয়া করে চলে যান, আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুক।'

'ঠিক আছে, আঙ্কেল, ধন্যবাদ,' আমি বললাম, বেরিয়ে যেতে যেতে।

***

সেদিন সন্ধ্যায় হোশাম তার বাড়িতে চলে যাওয়ার পর শুধু আমি, রাজান, রায়েদ, হাসান, ইজ্জাত, হাম্মাদ আর ওসামা—আমরা এই কজনই ছিলাম। তারা পরদিন সকালে কাফরানবেলের দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শহরের দেয়ালে যে ক্যারিকেচার ছবি তারা এঁকেছিল, যেগুলো তারা ছবির মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছে। সেগুলো ছিল তাদের কষ্টের কথা সবাইকে জানানোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ওসামা আর আমি বসে কীভাবে রেডিও সেট করা যায়, তার পরিকল্পনা করছিলাম। যদিও আমার রেডিওতে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে আমি লেবাননে টিভি ও রেডিও ব্রডকাস্টিংয়ের ওপর একটা কোর্স করেছিলাম এবং ২০০৫ ও ২০০৬-এর মাঝামাঝি সিরিয়ার জাতীয় চ্যানেলের একটি টিভি সেবা প্রযোজনা ও উপস্থাপনা করার অভিজ্ঞতা আমার ছিল। ওই একই সময়ে আমি একজন টিভি সমালোচক হিসেবেও কাজ করতাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রায়েদ আমাকে কাফরানবেলের কাহিনি শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কীভাবে এখানে বিপ্লব শুরু হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে, কত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু সে সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছিল। আমি তাকে বললাম, আমাকে আর রাজানকে মাঝরাতের আগেই রাজানের বাড়িতে ফিরতে হবে। সেটাই ছিল নিরাপদ। যদিও একজন নারী ও বিদেশি হিসেবে ব্যাপারটা অনেকটা জেলখানায় বন্দী থাকার মতো ছিল। গুম, অপহরণ, ডাকাতি ও হত্যার গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর, এমনকি স্থানীয় নারীরাও একা বের হতে পারত না।

'কফি চলবে?' আমি প্রস্তাব করলাম। 'সামনে দীর্ঘ আলোচনা আছে।'

'আপনার ইচ্ছা আমার জন্য আদেশ,' রায়েদ হেসে উত্তর দিল।

খুব বেশি কোনো কথা ছাড়াই রায়েদ আমার চাওয়াগুলো বুঝতে পারত। সে ছিল চালাক, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সঙ্গে সে যে এখানকার দলের এবং ওই অঞ্চলের অন্য সেন্টারগুলোর নেতা, এ ব্যাপারেও অত্যন্ত সজাগ ছিল। আমি জানতাম না তার এই সচেতনতায় ভালো নাকি মন্দ বেশি ছিল। কিন্তু সেটা হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও পরিষ্কার হবে। কিন্তু এ-যাবৎ পর্যন্ত আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে এটা প্রমাণিত যে এই বিপ্লবে রায়েদের মতো স্থানীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে।

'বেশ, শুরু করো। তুমি বলবে, আমি লিখব,' আমি বললাম।

আমরা ঘরের ভেতর বসে ছিলাম, একটা কম্বলে পা আড়াআড়ি করে ভাঁজ করে, একগুচ্ছ কুশনে হেলান দিয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম। রায়েদ শুরু করতে যাচ্ছিল, এমন সময় বছর বিশেকের দুজন তরুণ ভেতরে প্রবেশ করল। 'কী অবস্থা, ম্যাম, সব ঠিক আছে তো?' তাদের একজন আমাকে আশ্বস্ত করল।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু তার পরিচয় জানতে চাইলাম না। কারণ, এভাবে নানা তরুণ মাঝেমধ্যে এসে আমার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল, আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। মারচিনের অপহরণের পর, আমি নিশ্চিত, তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কাছে এমন মূল্যবান কিছু আছে, যা তাদের রক্ষা করা প্রয়োজন ও উচিত। তাদের সমর্থনে যারা এগিয়ে এসেছে, তাদের প্রতি তারা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে এবং আমিও বিপদমুক্ত নই—এ ব্যাপারটা নিয়ে তারা ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। ছেলেগুলো বসল না এবং এক মুহূর্তের জন্য রুমে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। তারপর রায়েদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ধীরকণ্ঠে কাফরানবেলের কাহিনি বলতে শুরু করল, আর আমি নোট নিতে লাগলাম।

'প্রতিবাদ শুরু হয় ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে,' সে বলল। 'দুটো দল কাফরানবেলের দেয়ালে সরকারবিরোধী স্লোগান লেখতে শুরু করে। মার্চে আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ শুরু করি এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করি। সে সময় সিরিয়ার অন্য কোনো দলের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমাদের যোগাযোগও ছিল সম্পূর্ণ গোপনীয়, কারণ আমরা আসাদ সরকারের বিপক্ষে স্থানীয়ভাবে বিপ্লবের সূচনা করতে চাচ্ছিলাম।

'মার্চের ২৫ তারিখে কাফরানবেলে প্রথম বিক্ষোভ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ অনেক লোকই তখন প্রতিবাদ করতে ভয় পেয়েছিল, আর তাদেরকে আরও ভয় দেখাতে বাথ পার্টির এক সদস্য ঠিক সেদিনই তাৎক্ষণিকভাবে সরকারপক্ষীয় র‍্যালি বের করার আয়োজন করে। তারা তাদের নেতা আসাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য করেনি। কিন্তু এর ফলে আমাদের বেশি দিন তারা দমাতে পারেনি। পরবর্তী জুমার দিনই আমরা রাস্তায় নামি। এটা ছিল একটা শক্তিশালী মিছিল। দু-তিন শ লোক এতে অংশ নিয়েছিল, যদিও এদের অর্ধেকই ছিল গুপ্তচর, যারা জানতে এসেছিল আসলে কী ঘটছে। সিরিয়ার সর্বত্রই গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে, কাফরানবেলও তার ব্যতিক্রম নয়।

'আমরা মিছিলের ভিডিও তৈরি করে অনলাইনে তা শেয়ার করি। তখন স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী পরিবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে এবং মিছিল বন্ধ করার জোর দাবি জানায়। ফলে আমরা পরবর্তী সপ্তাহে কোনো মিছিল বের করিনি। তারা একটি নজরদারি কমিটিও গঠন করেছিল, যারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল কোনো রকম মিছিল প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু এপ্রিলের ১৫ তারিখে আমরা আবার বের হই, আমাদের ব্যানারে "কাফরানবেল" এবং সেদিনের তারিখ লেখা ছিল। আমরা রাষ্ট্রীয় পতাকা তুলে ধরি, যাতে সই করা স্লোগান লেখা ছিল, "শুধু আল্লাহ, সিরিয়া ও স্বাধীনতা।"

'১৭ এপ্রিল ছিল স্বাধীনতা দিবস ও সরকারি ছুটির দিন। তাই আমরা দুপুরের পর মিছিল বের করেছিলাম, আসাদ সরকারের পতনের দাবি জানিয়ে। এ সময় সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী "মুখাবারাত"-এর প্রায় দুই শ অফিসার-সহ নিরাপত্তা গাড়িগুলো সেখানে আসে। আমরা তখন শান্তিপূর্ণভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিক্ষোভ করছিলাম। তারা গুলি চালাতে শুরু করে। তারা আমাদের বুকের দিকে মেশিনগান তাক করেছিল এবং আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিজয়চিহ্ন দেখাচ্ছিলাম। তারপর তারা চলে যায়।

'এরপর আমি লুকিয়ে পড়ি, সঙ্গে আরও অনেকে। দিনে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতাম, আর রাতে বনে বা বাগানে তাঁবু খাঁটিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমরা প্রতিদিনই বিক্ষোভ করতে শুরু করলাম। তবু ততটা জনপ্রিয় সমর্থন আমাদের ছিল না, কেননা কাফরানবেলের লোকজন ছিল ভীত। তাদের স্মৃতিতে ১৯৮২ সালের হামলা, হত্যাযজ্ঞের দগদগে ঘা তখনো জ্বলছিল, যখন হাফেজ আল-আসাদের সরকারি বাহিনী এক সপ্তাহে ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ নিয়েছিল।

'আমরা শুধু কাফরানবেলেই সীমাবদ্ধ থাকলাম না; পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও গেলাম এবং তাদের মার্চে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানালাম। হুজেইরান, জিবালা, মারজিতা, হাস, আল-হাবিত, কাফর-ওবেইদ ইত্যাদি গ্রাম। আমরা প্রতিদিনই গ্রামে গ্রামে যেতাম। আমরা মারাত আল-নুমান শহরের দিকে মার্চ করে গেলাম, সেখানকার লোকজনও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। এপ্রিলের ২২ তারিখে আমরা প্রথমবারের মতো কাফরানবেলের নিজস্ব পোস্টার প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা প্রতি শুক্রবারে সেগুলো তৈরি করতাম, তাতে নতুন স্লোগান লিখতাম আর অনলাইনে প্রকাশ করতাম। আক্ষরিক অর্থে ভীত লোকেরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করল এবং বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা বেড়ে চার থেকে সাত হাজারে দাঁড়াল। তা সত্ত্বেও, লোকজন "মুখাবারাত" বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আতঙ্কিত ছিল। কিন্তু আমি সেই নারীদের ভুলব না, যারা ফুল আর চাল দিয়ে আমাদের মিছিলের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করছিল, যখন আমরা স্বাধীনতার স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।'

রায়েদ এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে তাকে থামতে হলো। সে মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটল, তারপর একটা সিগারেট ধরাল। অবসাদে আমার শরীর অসাড় লাগছিল। বাকিরা যদিও তার সঙ্গে এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল, তবু দেখলাম তারাও মুগ্ধতা নিয়ে শুনছে।

রায়েদ আবার শুরু করল, 'আমরা ছিলাম মুখাবারাত বাহিনীর "ওয়ান্টেড" তালিকায়, যেটা লোকের ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২ মে তারা শহরের বাড়িগুলোতে রেইড করে। তারা বিক্ষোভকর্মীদের বাড়িতে ঢুকে সব তছনছ করে দেয় এবং প্রায় ৫০ জনকে আটক করে। সমর্থকেরা থানার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সামনে বসে পড়ে তাদের মুক্তি দাবি করে এবং পরে থানার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অন্যরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা গ্রামের বহির্গমনের পথে পাথর ও টায়ার দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করি ও তাতে আগুন লাগিয়ে দিই। বন্দীদের ছাড়া না হলে থানায়ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কাফরানবেল থেকে একদল লোক থানায় বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছিল, তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

'পরের দিন বাথ পার্টির শাখা সভাপতি আসেন এবং লোকজনের দাবি জানতে চান। আমরা তাঁকে বলি যে আমাদের দাবি হলো নিরাপত্তা বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হোক, প্রাত্যহিক জীবনে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ রোধ করা হোক এবং প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন করা হোক। আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই আলোচনা করছিলাম। তবে যখন আমি বললাম যে "আমরা সিরিয়ায় একজন নতুন প্রেসিডেন্ট চাই, তার পরিবর্তে যারা ৪০ বছর ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছে", তখন সভাপতি নীরব হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, বন্দীদের মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো আমাদের বাশার-বিরোধী স্লোগান দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এমনকি তার পিতা হাফেজ আল-আসাদের নামে কুৎসা রটনা করা যাবে না। কিন্তু আমরা তাঁর সামনেই বাশারবিরোধী স্লোগান দিই। সে মাসের ৭ তারিখে, আমরা বিদ্রোহী সমন্বয় কমিটির জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের আয়োজন করেছিলাম।'

'এই কমিটি কীভাবে শুরু হলো, আর এর গঠন কেমন ছিল?' আমি মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম।

সে হেসে বলল, 'বিশ্বাস করুন, এটা নিজে নিজেই গঠিত হয়ে গেছে।'

আমরাও হাসলাম, কিন্তু ততক্ষণে আবার বোমা হামলার শব্দ কাছে এসে পড়ল, আমরা সবাই সহজাতভাবেই সেদিকে মনোযোগ ফেরালাম।

'চিন্তার কিছু নেই', হাম্মাদ আমাকে বলল। 'মনে হয় না আজ এদিকে বোমা ফেলবে।' কিন্তু হাসান আপত্তি জানাল। 'না, ভয় পেতে দাও; যেকোনো সময়ই বোমা হামলার আশঙ্কা আছে।' আমরা আবার হাসলাম। এই ছেলেগুলো সর্বাবস্থায় হাসতে জানে। মনে হচ্ছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে এই হাসিই তাদের প্রতিকার।

'বিদ্রোহী সমন্বয় কমিটি স্বাভাবিক তাগিদেই গঠিত হয়েছিল,' রায়েদ আবার শুরু করল। 'আরও উঁচু স্তরের লোক পর্যায়ক্রমে আমাদের দলে যোগ দিতে লাগল; দক্ষ, গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন। উকিল ইয়াসির আল-সেলিম, হাসান আল-হামরা, আমিসহ আমরা ছিলাম ১৫ জন। সে সময় অবশ্য আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এটাকে সমন্বয় কমিটি বলতাম না; আমরা শুধুই একটা কমিটি ছিলাম। এমনকি তখন আমরা আমাদের পোস্টার বা ব্যানার ফেসবুকেও শেয়ার করতাম না। এটা ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারির কথা। আমরা বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সব করছিলাম। আমরা চাইছিলাম লোকজনকে সক্রিয় ও সচল করতে। রাজনৈতিক, সামরিক, মিডিয়া ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আমরা সাতজনকে নির্বাচিত করেছিলাম। যখন আমাদের মনে হলো যে নির্বাচিত লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, তখন আমরা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মিলিত হলাম ও আবার নির্বাচন দিলাম এবং ঘোষণা দিয়ে সবাইকে জানালাম যে কাফরানবেলে বিপ্লব সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

'২০১১ সালের ১ জুলাই, আমরা একটা বড় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু ৪ জুলাই পুরো এলাকায় আর্মিরা তল্লাশি শুরু করল। ফলে আমরা কাফরানবেল ছেড়ে সরে পড়লাম। কাফরানবেলে সে সময় নয়টা আর্মি চেকপয়েন্ট ছিল, প্রায় সতেরো শ সেনা, এক শ ট্যাংক ও এক শ সামরিক যানসহ। পরে আমরা গোপনে আবার শহরে প্রবেশ করি এবং স্নাইপার ও সৈন্যদের আক্রমণের ভয় থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যানার তৈরি করি। তারপর উকবা মসজিদ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয় এবং আর্মির গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত চলে। ব্যাপারটা প্রায় রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; আমরা প্রথমে বিক্ষোভ করতাম, তারপর আর্মি দেখলে পালিয়ে যেতাম, তারা আমাদের দিকে গুলি ছুড়ত। কিন্তু আমরা ছিলাম শান্তিপূর্ণ, আর কেউ তখন মারাও যায়নি।'

রায়েদ একটু থামল, আমার কলমও। আমি কফিতে চুমুক দিলাম। রায়েদ গভীর মনোযোগে রাত আর বাড়ির চারপাশের জলপাইগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কিন্তু কখন তোমরা সশস্ত্র হয়ে উঠলে আর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভই-বা কীভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নিল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমরা ভাবিনি সরকার টিকে যাবে। ভেবেছিলাম শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের দ্বারাই সরকারের পতন ঘটাতে পারব। পরবর্তী সময়ে কী হবে তা আমরা ভাবিনি...তবে আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলাম,' সে জবাব দিল।

'এ ছাড়া আর কী করার ছিল; তারা আমাদের ধরে হত্যা ও আমাদের ওপর বোমা হামলা করছিল। কী করতাম আমরা—শুধু মরতাম? আপনার কী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মনে হয় আমরা এমনি এমনি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি?' প্রশ্নটা এল দরজার কাছে দাঁড়ানো এক রাগত চেহারার যুবকের কাছ থেকে।

রায়েদ বলে চলল, 'ওয়াদি দেইফ নামের একটা চরম গোপনীয় সামরিক অস্ত্রাগার ও জ্বালানিকেন্দ্র ছিল, অবশ্য এখনো আছে। আমাদের কয়েকজনের সেখানকার এক সৈন্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাদের মাধ্যমে আমরা সেখান থেকে ৩টি রাইফেল সংগ্রহ করেছিলাম, যা আমরা এখানে কাফরানবেলে নিয়ে এসেছিলাম। ধারে আরও ৬টি রাইফেল সংগ্রহ করেছিলাম। সব মিলিয়ে আমাদের মোট ১৮টি রাইফেল ছিল, যা আমরা ডুমুর বাগানের মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলাম—সেটা ছিল কমিটির সিদ্ধান্ত। কথা ছিল—যখন ঘর বাঁচানোর প্রয়োজন পড়বে, তখনই আমরা এগুলো ব্যবহার করব।

'আর্মি প্রবেশের আগ পর্যন্ত আমাদের সেগুলোতে হাত দেওয়ার দরকার পড়েনি। ১৬ আগস্ট আমরা আবার বিক্ষোভ মিছিলে বের হই। আর্মি আমাদের হামলা করে এবং সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। এক যুবকের মা আর্মিদের কবল থেকে তার ছেলেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তারা তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে তার চুল সবার সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা উপস্থিত লোকদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। ফলে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আমরা একত্রে আল-আয়ার চেকপয়েন্টের দিকে যাই, আমাদের সম্মানের প্রতি এই অপমানের বদলা নিতে। তখন আমাদের কাছে মাত্র একটি রাইফেল ও একটি স্নাইপার রাইফেল ছিল। তবু আমরা সেখানে দুই ঘণ্টা ছিলাম, একজন আর্মি ক্যাপ্টেনসহ ছয়জন নিহত হয় আমাদের হাতে। তারপর থেকেই আর্মি অ্যাটাক শুরু হয়।

'পরদিন আর্মি আরও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসে এবং গণহারে সবাইকে অ্যারেস্ট করা শুরু করে। তারা কার্পেট ফ্যাক্টরিকে কয়েদখানায় রূপান্তরিত করে এবং লোকের ঘরে ঢুকে পড়তে শুরু করে।

'আমরা ছয়টা থেকে সাতটা দলে ভাগ হই। প্রতি দলে ১০-১১ জন করে সদস্য এবং একজন দলনেতা ঠিক করে দেওয়া হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই শহর রক্ষা করা এবং কাফরানবেলের বেশ কিছু প্রবাসী পরিবার আমাদের অর্থ সাহায্য পাঠাতে শুরু করে, যা আমরা ভাগ করে নিতাম। আমরা বিবাহিতদের ছয় হাজার সিরীয় লিরা আর অবিবাহিতদের তিন হাজার লিরা করে দিতাম। টাকার পরিমাণ ছিল নেহাতই কম, কর্মীর সংখ্যাও তা-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ই। বেশ কয়েকজন অস্ত্র হাতে নিতে অস্বীকার করে এবং সাধারণ কর্মকাণ্ডেই ব্যাপৃত থাকে।

'নভেম্বরে আমরা প্রথম ব্যাটালিয়ন গঠন করি "কাফরানবেল শহীদ ব্যাটালিয়ন" নামে—এটা পরে ফ্রি আর্মির অংশ হয়ে যায়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল রাতের আঁধারে আর্মিদের আক্রমণ করা। দুজন মোটরসাইকেলে করে যেত, চেকপয়েন্টে গুলি চালাত, তারপর পালিয়ে যেত। তারপর তারা সারা রাত চেকপয়েন্ট থেকে গুলি চালাত। এতে করে লাভ হতো এই যে তারা রাতে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারত না, সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে পারত না। কাফরানবেলের আশপাশের নয়টি চেকপয়েন্টে আমরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম।'

শেষ কথাটা রায়েদ একটু জোর দিয়ে বলল, মনে হলো যেন আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদান করছে।

'আমরা এটা করেছি, কারণ তারা আমাদের পরিবারের প্রতি অন্যায় করেছিল, যা আমরা বন্ধ করতে চাইছিলাম। তারা আমাদের বাড়িঘর তছনছ করে দিয়েছে, আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করেছে। আমরা শুধু তাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।

'সেই সময় লে. কর্নেল আবু আল-মাজদ—তাঁকে তো আপনি দেখছেনই—আর্মিদের পক্ষ ত্যাগ করেন। দলত্যাগী আর্মি সদস্যদের মধ্যে তিনিই প্রথম। স্বভাবতই শুরুতে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু পরে তিনিই আমাদের সদ্য গঠিত ব্যাটালিয়নের কমান্ডার হন। যা পরে ফারসান আল-হাক ব্রিগেডে পরিণত হয়। আমরা আমাদের ব্রিগেডের পরিচিতিমূলক একটি ভিডিও তৈরি করে তা অনলাইনে শেয়ার করি। তারপর জনসমর্থন আমাদের পক্ষে আসতে শুরু করে, লোকজন তাদের সাধ্যমতো আমাদের অর্থসাহায্যসহ অন্যান্য সহযোগিতাও করতে শুরু করে। তাদের অধিকাংশই ছিল বিপ্লবের সমর্থক, যদিও এই সমর্থনের মাত্রা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

'মিছিলে বাধাদানকারী আর্মি যান আটকাতে আমরা হাতে তৈরি মাইন ব্যবহার করতাম। যা আমরা নিজেরাই চিনি, সার ও অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে ফিউজ লাগিয়ে তৈরি করতাম। কিন্তু এতে রাস্তার ক্ষতি হতো, ফলে জনগণ এই কৌশল পছন্দ করল না এবং তাদের সমর্থন কমতে লাগল। কিন্তু আমাদেরই-বা কী করার ছিল? তারা আমাদের লোকদের ধরে নিয়ে নির্যাতন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করে মেরে ফেলছিল। কাফরানবেল মুক্ত হওয়ার পর তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া একটি স্কুলে আমরা অনেকের লাশ পেয়েছিলাম।

'আমাদের ও সেনাবাহিনীর মধ্যে লাগাতার গুলি-পাল্টা গুলি চলত, এতে লোকদের ঘরবাড়ি ও নির্বিঘ্নে চলাচল বাধাগ্রস্ত হলো, ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ধীরে ধীরে রাস্তাগুলো পরিপূর্ণ রণাঙ্গন হয়ে উঠলে জনগণ আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠে এবং আমাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়।

'২০১২ সালের ১০ এপ্রিল সরকারি বাহিনী ও ফ্রি আর্মির মধ্যে একটা গোলাগুলি হয়। আমরা ভেবেছিলাম এতে খানিকটা চাপ সৃষ্টি হবে। যদি সরকার এই গোলাগুলি ও বোমাবাজি বন্ধ করে, যদি লড়াই বন্ধ হয়, তাহলে আমরা আবার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু সরকার এটা চায়নি। তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল যে আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়াতেই তারা এর প্রতিরোধস্বরূপ এই হামলা চালাচ্ছে। তখন আমরা সামরিক কাউন্সিল থেকে সহায়তা পাই, যা ছিল ফ্রি আর্মির একটা অংশ এবং এপ্রিলের শেষের দিকে আরও হাতিয়ার আমাদের হাতে আসে। আমরা আরপিজি রকেট কিনেছিলাম কিন্তু সেগুলো ব্যবহারোপযোগী ছিল না; আর্মস ডিলাররা আমাদের ঠকিয়েছিল। এতে করে আমাদের এক সঙ্গী মারাও গিয়েছিল। সামরিক কাউন্সিলের সহায়তায় আমরা ১০টি নতুন আরপিজি রকেট পেয়েছিলাম। আমার মতে, কাফরানবেলে আসাদ-যুগ ঠিক সেই সময়টাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

'আমরা আবার চেকপয়েন্টে হামলা শুরু করি। প্রথমে আল-আয়ার চেকপয়েন্টে করেছিলাম, যার পরে সরকারি আর্মি ট্যাংক ও ফোজিকা মিসাইল ব্যবহার করে আমাদের ওপর হামলা চালাতে আরম্ভ করে। আমরা যেকোনো মুহূর্তে মিসাইল হামলার শিকার হতে পারতাম। কিন্তু তাতেও আমরা লড়াই বন্ধ করিনি এবং এভাবে পাঁচটি চেকপয়েন্ট মুক্ত করতে পেরেছিলাম।

'মুক্তির সঠিক সময়টা ছিল ভোর তিনটা। আমরা হাজাজিন গ্রামের চেকপয়েন্টের চারপাশে মাইন পুঁতে রেখেছিলাম। সেখানে আর্মি ট্যাংকগুলো রাখা ছিল। আমরা হামলা করলাম। তারাও তোপ দাগাতে শুরু করল। আমরা চারদিকে পালালাম। সেই সময় যেখানে মর্টারের বোমা পড়ছিল, এ রকম একটা জায়গায় থেমে আপেল খাচ্ছিলাম আমি, বলা ভালো, মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম।

'আমরা সরে পড়েছিলাম। সিদ্ধান্ত হয়েছিল পরদিন ফিরে এসে আর্মি বিল্ডিং মুক্ত করব, কিন্তু ততক্ষণে তারা চেকপয়েন্ট ছেড়ে সরে পড়েছিল এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অন্য চেকপয়েন্টগুলো ওয়াদি দেইফের মূল ঘাঁটিতে সরিয়ে নিয়েছিল। সেদিনের পর থেকে আমরা "দখলকৃত কাফরানবেল"-এর পরিবর্তে "মুক্ত কাফরানবেল" লিখতে শুরু করি। সেটা ছিল ২০১২ সালের জুন মাস।'

হাম্মাদ উঠে দাঁড়াল। 'বলতে লজ্জা পাচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হয়, আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলে ভালো হয়।' সে লজ্জিত স্বরে বলল।

মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছিল। আমি অনুভব করলাম, আমার কোমরের নিচের অংশ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেছে। আমি পা নাড়াতে পারছিলাম না।

রায়েদও উঠে দাঁড়াল। 'কালকে আবার বলব,' সে বলল।

আমি তখনো নড়তে পারছিলাম না এবং এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, যেন আমরা রাবিয়া অঞ্চলের সমাধিগুলোর মতো কোনো গভীর সমাধির গহিন অন্ধকার থেকে উঠে আসছি। আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখনো এই অদ্ভুত চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রাজানের বাড়িতে ফেরার পথে, রাতের ঠান্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শ আমাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল।

রাতের অন্ধকার চিরে দিচ্ছিল আমাদের গাড়ির হেডলাইটগুলো। রাজান নারীদের নিয়ে একটা কর্মী দল গঠনের চেষ্টা করছে, যারা মুক্ত হওয়া এলাকাগুলোতে সামাজিক কাজ করবে। কিন্তু এ ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়া দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কেননা ISIS সহ অন্য বিদেশি দলগুলো এ ধরনের কর্মীদের অপহরণে কয়েক মাস ধরে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে, কি পুরুষ কি মহিলা। এই দলগুলোর মতে, এরা নাস্তিক এবং এদের কর্মকাণ্ড ধর্মীয় চিন্তাচেতনার পরিপন্থী। কাফরানবেল অবশ্য এই আশঙ্কা থেকে অনেকটাই মুক্ত। কেননা এখানে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত, যদিও ২০১৩-এর এই সময়টায় তাদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছিল।

গাড়ি থামল এবং আমরা একটা সরু পথ ধরে রাজানের বাড়িতে ঢুকলাম। আমার অস্থায়ী আবাস। বেজমেন্টের বড় একটি কক্ষে পাঁচটি পরিবার একত্রে বাস করছিল, যাদের সন্তানসংখ্যা অগনিত। বোমায় এই যৌথ পরিবারটির তিনজন পুরুষ সদস্য নিহত হওয়ার পর তারা বাড়ি ছেড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। মহিলারা জানালার নিচে একত্র হয়ে বসে ছিল। তাদের মধ্যে দুজন গর্ভবতী। সবাই অত্যন্ত কৃশকায়, এমনকি গর্ভবতীরাও। বাইরে একটি ডালিমগাছের নিচে তাদের বাচ্চারা খেলছিল, তাদেরকে আমার গল্প শোনাতে হলো। বাচ্চারা ছিল খালি পা এবং শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা, তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চেহারাগুলো নোংরা, চুল ধুলায় উষ্কখুষ্ক। তাদের কেউ গত দেড় বছরে স্কুলে যায়নি। এই সময়ে তারা অজস্রবার স্থান বদলেছে, কখনো খোলা আকাশের নিচেও ঘুমিয়েছে।

সেই রাতে, রাজানের বাড়ির প্রথম তলাটি ছিল অন্ধকার। আমরা পা টিপে টিপে উঠলাম, যাতে কেউ জেগে না যায়। আমি বাচ্চাগুলোর কথা চিন্তা করছিলাম, যাদের বাবা ও চাচা মারা গেছে এবং মা আরেকজন সন্তান প্রত্যাশা করছে।

'সবাই গভীর ঘুমে,' আমি রাজানের কানে ফিসফিস করলাম। সে তাকে একটা ছোট চার্জার রাখছিল, মাথা নেড়ে সায় দিল। চার্জারটা মিডিয়া সেন্টার থেকে চার্জ দিয়ে আনা, কেননা এখানে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পানির লাইনও কাটা।

'আমি শান্তিতে একটা সিগারেট ধরাতে চাই,' সে বলল। তার চেহারায় গভীর ক্লান্তির ছাপ।

রাত প্রায় একটা বাজছিল, চারপাশ নিঝুম আঁধার আর নীরবতায় ঘেরা। ঘুমে আমারও চোখ বুজে আসছিল। হঠাৎ আমি আনন্দিত অনুভব করলাম, কারণ আমি আবার সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় ফিরে এসেছি এবং বাকি জীবনটা এমন জাদুময় মুহূর্তের মতোই কাটাতে চাই। এই মুহূর্তের অনুভূতিটা আমার হৃদয়ে এত গভীর ছাপ ফেলেছিল যে বাকি জীবন আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দূরে একটা শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটল। মিসাইল পড়তে শুরু করল। এর মধ্যেও আমি ভোর পাঁচটা পর্যন্ত গভীরভাবে ঘুমালাম।

***

সকালবেলা মিসাইলের শব্দে আমার ঘুম ভাঙল আর আমি আবারও সেই আঁধারে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুলতা অনুভব করলাম। মশার কামড়ে আমার পাগুলো জ্বলছিল, যদিও এক সকালে আমার পুরো চেহারায় মশার কামড়ের দাগ নিয়ে জেগে ওঠার পর কম্বলমুড়ি দিয়ে শোয়া শিখে নিয়েছিলাম আমি।

আমি বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গেলাম। সামনের বোমায় বিধ্বস্ত বাড়িটি ও তার পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকালাম, যেখানে বোমা হামলার তীব্র ক্ষত বিদ্যমান। বাড়িটির ধ্বংসস্তূপের আকৃতি কিছুটা তাঁবুর মতো, তারই এক কোনা থেকে দুটি ছেলের ফিসফিস কণ্ঠস্বর আমার কানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এল। একজনের বয়স ছয় হবে, অন্যজন তার চেয়ে একটু বড়। দেয়ালজুড়ে কিছু আগাছা গজিয়েছে, যার মাঝে কিছু হলুদ ফুল উঁকি দিচ্ছে। সাদা প্লাস্টিক ব্যাগের স্তূপের পাশে বসে ছেলে দুটি লাল, সবুজ আর হলুদ মার্বেল গুনছিল। প্রথম ছেলেটি পকেট থেকে একটা কাপড়ের টুকরো বের করে বিছাল, তারপর দুজনে খেলা শুরু করল। তারা পাশের অন্য বাড়ির। আকাশ ছিল নীল, ছোট সাদা মেঘের ভেলা তাতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। বোমা পড়ার শব্দ তীব্রতর হলো। আমি জানালা থেকে সরে গেলাম। কাছেই একটা বোমা পড়ার শব্দ হলো, আমি চিৎকার করে রাজানকে জাগালাম এবং একটা পিলারের পেছনে লুকাতে বললাম। কিন্তু আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না, তাই আবার জানালার কাছে ফিরে গেলাম। বাচ্চা দুটো তখনো একই জায়গায় বসে মার্বেল খেলায় মত্ত। তারা ভালো আছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আমি আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

একটু পর আমি রান্নাঘরে রাজানের সঙ্গে যোগ দিলাম। রান্নাঘরটা গোছানো। কফি ও চিনির প্যাকেটগুলো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা, দরজা আর দরজার হাতলে কাপড় ঝুলছে। রান্নাঘরের একটি কাবার্ডে একটি বড় আয়না ঝোলানো, আমরা বাথরুমে আয়নার পরিবর্তে এটাই ব্যবহার করতাম।

আমরা একসঙ্গে কফি খেলাম। আমি নোটবুক খুলে আমার সেদিনের কাজগুলোর ওপর চোখ বোলালাম। উত্তর সিরিয়ায় আমি যত দিন কাটিয়েছি, তার সমান আরও প্রায় এক মাসের কাজ বাকি আছে। আমি সব সময়ই এটা বলি। আমাকে এক মাসে কয়েক মাসের কাজ শেষ করতে হয়। পরিস্থিতির কারণে সব সময় পরিকল্পনামাফিক এগোনো যায় না। অনবরত বোমা হামলা জীবনকে পঙ্গু আর মানুষকে ক্ষুধার্ত ও ভীত জীবে রূপান্তরিত করে দিয়েছে।

আজকে আমার কাজ হলো, কাফরানবেল মিডিয়া সেন্টারের কর্মীদের ব্রডকাস্টিংয়ের ব্যাপারে কিছু তথ্য দেওয়া, তারপর নারীদের প্রস্তাবিত কেন্দ্র দেখতে যাওয়া। সেখান থেকে মারাত আল-নুমানে খাওয়া এবং সবশেষে রাতে ফিরে এসে রায়েদের বাকি কাহিনিটুকু শোনা ও নোট নেওয়া।

বোমার মধ্যে নির্বিকারভাবে বসে মার্বেল খেলা বালকগুলোর কথা আমার মনে পড়ল। স্থানীয় লোকজনও তাদের প্রতিদিনকার সাহসিকতার গল্প কেউ কোথাও লিখছে না অথবা কীভাবে তারা দেশে পরিবর্তন আনবে সে ব্যাপারে। এই স্থানীয়রা, তারা এমনকি বড় বড় স্লোগান ও বক্তব্যের প্রতিও ভাবলেশহীন। আমি এখানে যাদের জীবনযাত্রা দেখছি, অনুভব করলাম তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমার জীবনযাত্রাকে পাল্টে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা সত্যি। এমনকি ধুলায় ধূসরিত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এই সারি সারি ভগ্নস্তূপের মাঝেও। এরা এই ক্রমহীন, অবহেলিত মানুষ। এরা তারা, যারা হয়তো এক টুকরো রুটি কিনতে গিয়ে বোমার আঘাতে প্রাণ হারায়। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তিক্ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বোমার আঘাত তাদের পাশ কাটিয়ে যায়, বোমারু বিমান তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় এবং তাদের খেত-ফসল-বাগান সব ধ্বংস করে দেয়। তবু তারা প্রতি সকালে কৃতজ্ঞচিত্তে জেগে ওঠে এই ভেবে যে এখনো বেঁচে আছে। এই পাথুরে গলিপথে, জলপাই ও ডুমুরগাছের মাঝে তারা সাদাসিধে জীবন কাটায়, সন্তান জন্ম দেয়, বৃদ্ধ হয় এবং মরে যায়। দিন আর রাতের আসা যাওয়ার মতো। কোনো আপত্তি ছাড়াই। কেউ তাদের খেয়াল রাখে না। তারাও জানে না তারা এখন কী চায়। নারীদের অধিকাংশই মাটিতে স্বামীর সঙ্গে শুয়ে আছে, যাদের স্বামী বেঁচে আছে তারা; তাদের সন্তানেরা ছোট, আবদ্ধ জায়গাতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, খেলছে।

সকালে হাঁটার সময়, আমি একটা উদ্বাস্তু পরিবারকে দেখলাম। স্বামী-স্ত্রী আর তাদের পাঁচ সন্তান। স্বামী আর স্ত্রী দুজনে মিলে আলাপ করছিল কীভাবে আরও দুই লিটার অতিরিক্ত মাজুত পাওয়া যেতে পারে। তারপর স্ত্রীটি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেঁয়াজ কিনতে পাওয়া যায়। তার চার বছরের বড় মেয়েটি উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল, তারপর প্লাস্টিকের জগ থেকে কয়েক ফোঁটা পানি চারদিকে ছড়িয়ে দিল। বাবাটা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, মাঝেমধ্যে তার স্ত্রী ও কোলের মেয়েটিকে দেখছিল এবং বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।

'শুভ সকাল', আমি সম্ভাষণ জানালাম।

'শুভ সকাল', তারাও কৌতূহলী হয়ে জবাব দিল। আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

হোশাম গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে বললাম যে আমি শহরের বোমা পড়া জায়গাগুলোতে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখতে চাই। মারাত আল-নুমানের তুলনায় কাফরানবেলের বেশির ভাগ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ছিল খুবই সামান্য। কাফরানবেল শহরে আমি দেড় ঘণ্টা ঘুরলাম, ধ্বংস হওয়া জিনিসগুলোর ছবি তুললাম; কয়েকটা স্কুল ও বড় বড় পানির ট্যাংক। আসাদের বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে পানির ট্যাংকগুলো ধ্বংস করেছে, বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলোর খাওয়ার পানির সংকট তৈরি করার জন্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেশির ভাগ এলাকার মতো এখানেও বাজারকেই বেশি টার্গেট করা হয়েছে। এক বিকেলে, এখানে বিমান থেকে তিনটি ব্যারেল বোমা ফেলা হয়েছিল, যা মিনিটের মধ্যে ৩৩ জন লোকের প্রাণ নাশ করে। একটা পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। বোমা হামলার ছাপ সর্বত্র। বাজার ঘুরে দেখার সময় আমি লক্ষ করলাম, সেদিনের বোমা হামলার জায়গাটায় একটা মার্বেল পাথরের কলাম বসানো হয়েছে, যাতে সেদিকের নিহত ব্যক্তিদের নাম খোদাই করা। তারপরও এলাকাটা ভালোই ব্যস্ততাবহুল। কিন্তু হোশাম বলল, এখানে আগে আরও ব্যস্ততা ছিল, কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকে লোকের আনাগোনা কমে গেছে। দোকান, সবজি মন্ডি ও ঠেলাগুলো এখনো আগের জায়গাতেই আছে। একটা সবজির ঠেলাগাড়ির সামনে একদল ছেলেমেয়েকে দেখলাম। সবচেয়ে বড়টা ১৫ বছরের হবে। তারা এক ঠেলা থেকে অন্য ঠেলায় দৌড়াচ্ছিল, হাসছিল আর খেলছিল, জোরে জোরে কথা বলছিল।

হোশাম আমাকে মিডিয়া সেন্টারে নামিয়ে দিল, বলল ঘণ্টাখানেক পরে এসে আমাকে মহিলাকেন্দ্রে নিয়ে যাবে। অফিসে পৌঁছে ওসামা আর আমি আমাদের প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু করলাম, রেডিও অনুষ্ঠান তৈরির ব্যাপারে। রেডিও ব্রডকাস্টের জন্য ব্যবহৃত বেজমেন্টে তিনটি আন্তসংযুক্ত রুম ছিল, প্লাস্টিকের কম্বল আর কয়েকটি ফোমের কুশন সজ্জিত। রেকর্ডিং ও প্রচারের জন্য নির্ধারিত ছোট্ট রুমটিতে আমরা প্রবেশ করলাম। এটা এত ছোট যে কোনো রকমে একজনের দাঁড়ানোর জায়গা হবে। খুব মৌলিক কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখানকার লোকেরা সরাসরি যোগাযোগের জন্য সরকারি কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছিল। তাদের ব্রডকাস্ট করার কোনো প্রত্যক্ষ ও মৌলিক অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু ওসামার পরিকল্পনা ছিল ইজ্জাত ও আহমেদের সঙ্গে একটা টক শো তৈরি করা। সেখানে কাফরানবেলের পরিবারগুলো প্রতিনিয়ত যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। যেমন মানবিক সহায়তা লাভে বাধা, লুটতরাজ, সামরিক দলগুলোর সহিংসতা ইত্যাদি; অর্থাৎ স্পর্শকাতর ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা। তরুণদের উদ্দেশ্য হলো এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করা, যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের নিত্যদিনকার সমস্যাগুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারবে। তাদের একজনের ভাষায়, 'আমরা আসাদ বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে উগ্রপন্থীদের হাতে পড়েছি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেজমেন্ট ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ছেলেদের কয়েকজন বাইরে বোমা হামলার বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে চলে গেল। সাধারণ বোমায় ক্ষয়ক্ষতি ব্যারেল বোমার চেয়ে কম হয় এবং বাঁচার সুযোগও বেশি থাকে। ব্যারেল বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাই আমাদের বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছিল, এমনকি ভূগর্ভস্থ কক্ষও নিরাপদ আশ্রয় নয়।

ট্রেনিং সেশন শেষ করে আমি হোশামের সঙ্গে মহিলাকেন্দ্রে গেলাম। এই কেন্দ্রটিও আসলে আরেকটি কার্যত শূন্য ও অতি নগণ্য কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো একটি বেজমেন্ট, যার ব্যাপক সংস্কার ও পুনরায়োজন দরকার। উম্মে খালেদ এই কেন্দ্রের ম্যানেজার এবং তার ছেলে একজন বিপ্লবী কর্মী। ইদলিব রাজ্যের অত্যন্ত কমসংখ্যক যে কয়েকজন নারী বিপ্লবের ন্যায়বিচার-স্বাধীনতা-মর্যাদার লক্ষ্যের প্রতি একাত্মতা পোষণ করেছিল এবং স্থানীয় জনগণ ও সমাজকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিল, উম্মে খালেদ তাদের মধ্যে অন্যতম। সে মাধ্যমিক পাস না করলেও পড়তে ভালোবাসত এবং বিশ্বাস করত, নারীদের হাত ধরেই পরিবর্তন আসবে। সে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, গাড়ি চালাতে পারত এবং একটি নারীদের বিউটি স্যালুন চালাত। এমব্রয়ডারি ও পুঁতির কাজ শিখতে আসা একদল নারীকে নিয়ে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এখানে হিজাব পরাটা রীতির অংশ ছিল, কিন্তু এক বছর ধরে আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আলেপ্পোর কিছু অংশে ISIS অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এটা চালু করেছে। উত্তর-পশ্চিম তীরের রাকা শহরে ISIS দখল প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানকার নারীদের আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে চলতে হচ্ছে। সিরিয়ার অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতো উত্তরাংশের গ্রামগুলোও দারিদ্র্যের ছাপমুক্ত নয়। তবে এখানকার নারীরা একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত এবং যেকোনো আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। তারা জানে যে ঢালাওভাবে যে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তা তাদের এমন অন্ধকার গলির দিকে ঠেলে দেবে, যা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ নেই। উগ্রপন্থীরা যে ক্রমান্বয়ে অস্ত্র ও ক্ষমতার দম্ভ কাজে লাগিয়ে সমাজের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে, সে ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা কিছুটা অসংযত ও অর্থহীনও বটে। এ কথাগুলোর সবই আমার সেখানকার নারীদের মুখে শোনা, যখন আমরা দ্বিতীয় তলায় বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আলাপ করছিলাম। এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আসলে কী করা সম্ভব, সে ব্যাপারে তারা যথেষ্ট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্দিহান ছিল। নিজেদের, স্বামীর বা সংসারের কোনো ক্ষতি না করে এসব কাজ চালিয়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব, তার ওপর রীতিনীতি ও ঐতিহ্য হারানোর ভয়ও প্রবল।

'এটা খুবই কঠিন। আমাদের উচিত হবে নারীদের সেলাইয়ের কাজ, স্যালুনের কাজ আর নার্সিংয়ের কাজ শেখানোর মধ্যে সীমিত রাখা। না এর চেয়ে বেশি, না কম। এই যুদ্ধ শেষ হলে তারপর অন্য কিছুর কথা ভাবা যাবে,' উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজন বলল।

কিন্তু উম্মে খালেদের মতামত ভিন্ন। 'আমরা ইংরেজি ও ফারসি ভাষা শেখাতে পারি, শিক্ষা-সাহিত্যবিষয়ক কোর্স করাতে পারি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণও দিতে পারি,' সে বলল।

আমি তাদের বোঝালাম যে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট জানা তাদের জন্য কতটা জরুরি এবং মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন দেওয়ার প্রশিক্ষণ। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি হলো মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা। আমার কথার মধ্যেই খুব কাছেই কোথাও একটা বোমা পড়ল। আমরা চারপাশে ছড়িয়ে বসে ছিলাম, কিন্তু একপলকেই সবাই রুমের মাঝখানে জড়ো হয়ে গেলাম। কয়েক মিনিট সময় পার হলো, আমরা উদ্বিগ্নমুখে বসে ছিলাম। তারপর সবার মুখে হাসি ফিরে এল। কিন্তু আমি তাদের মুখে মলিনতা ও আতঙ্ক দেখতে পেলাম। নিশ্চয়ই আমার মুখেও এর ছাপ ছিল।

একটা বেজে গিয়েছিল, আমার অফিসে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আমার শহীদ ব্রিগেডের কমান্ডার আবু ওয়াহিদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে যাওয়ার কথা। কিন্তু হোশাম তখনো আসেনি। সেখানে কোনো ফোনও ছিল না, আর আমারও একা রাস্তায় বের হওয়া নিরাপদ ছিল না। স্থানীয় মহিলারা বলল যে একান্তই জরুরি না হলে তারাও এখন আর বাইরে বের হয় না, একা বের হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার ভেবে খুব অবাক লাগল যে নারীরা এই জীবনকে কত সহজেই মেনে নিয়েছে!

'হ্যাঁ, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে আছি, কিন্তু আমি আমাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে চাই,' উম্মে খালেদ বলল। 'আমরা সবাই বিয়ে করতে চাই, সন্তান জন্ম দিতে চাই, জীবনটাকে গড়ে নিতে চাই। আমরা মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে রাজি নই।'

তার বলার ভঙ্গি আমাকে চমৎকৃত করল। জ্ঞান ও উন্নয়নের বিকাশে স্থানীয়, সাধারণ সমাজগুলোতে আমরা যে ধরনের অংশীদারিত্ব তৈরি করতে চাই, আমার কাছে উম্মে খালেদ ছিল তার জীবন্ত উদাহরণ। রাজনৈতিক ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাংস্কৃতিক উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিদের চেয়ে এই তৃণমূল সমাজের প্রতি আমার আস্থা আর বিশ্বাস দুটোই অনেক প্রবল।

মহিলারা আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল। উম্মে খালেদ আমার চুলগুলো সাজিয়ে দিতে অনেক জোর করল, আমিও রাজি হলাম। আমরা একজন হেয়ারড্রেসারের বাড়ি গেলাম, যে বাড়িতেই স্যালুন খুলে বসেছে। তার স্যালুনটা চলনসই এবং মৌলিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত, শহরের গতানুগতিক বিয়ের কনেদের সাজানোর জন্য যথেষ্ট।

সেদিন ছিল ১ আগস্ট। হোশামের গাড়িতে করে অফিসে ফিরে আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম যে আমার নিরাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ আমার চারপাশের নারীরা এত বিপদেও যথেষ্ট সাহসী ও একনিষ্ঠ। প্রখর রোদের তাপ আর আমার গায়ের কালো কাপড়ের গরমে আমার দমবন্ধ লাগছিল। আমি খানিকটা বিচলিতও বোধ করলাম। এত দিন আমি শুধু বোমা পড়ার শব্দ শুনেই কেঁপে উঠেছি, আর এখন...এখন আমি প্রথমবারের মতো সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে চলেছি।

***

আবু ওয়াহিদ আমার প্রতীক্ষায় ছিল। আমি পৌঁছানোমাত্রই সে আমাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা দিল। গত ফেব্রুয়ারিতে তাকে দেখার পর তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু সে আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, তার তেজও খানিকটা দমে গেছে বলে মনে হলো। আমাকে সে জানাল যে তার সৈন্যদের দেওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থসাহায্য সে পাচ্ছে না।

'আমরা কি হেরে গেছি?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে অভিনিবেশ সহকারে আমার দিকে তাকাল। 'ওহ, কী আর বলব?' সে জবাব দিল। 'আমরা সফলও হয়েছি, আবার হেরেও গেছি। কখনো বিশ্বাস করবেন না যে আমরা হেরে গিয়েছি। পুরো পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে ছিল—প্রত্যেকে।' তার রোদে পোড়া বাহু শক্ত ও স্থির থাকলেও স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখা তার আঙুলগুলো কাঁপছিল।

আমি তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

'তারা আমার কাছে সারা পৃথিবীর চেয়েও বেশি মূল্যবান।' সে উত্তর দিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় গরম বাতাস আমাদের চোখেমুখে হলকা দিয়ে যাচ্ছিল। আগের বারের সাক্ষাতের সময়, আবু ওয়াহিদকে আরও অনেক ইতিবাচক দেখেছিলাম, আশাবাদী মনে হয়েছিল। তখন সে বলেছিল, 'সবকিছুই ঠিক হতে পারে। আমরা এখনো আমাদের স্বপ্নকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছি।' এবার তাকে বেশির ভাগ সময়ই চুপচাপ থাকতে দেখলাম, তাই আমিও তার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম না। যদিও আমার জানতে ইচ্ছা করছিল এই বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে এবং তাকফিরি ব্যাটালিয়নগুলোর আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। যদিও কেন ইসলামকে রক্ষা করার নাম করে বাইরে থেকে প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক সিরিয়ায় প্রবেশ করছে, তাদের অর্থের উৎস ও উদ্দেশ্য কী, এ ব্যাপারে সে কী বলতে পারে, তা আমি ধারণা করতে পারছিলাম।

'রাস্তা থেকে আমরা একজন যোদ্ধাকে সঙ্গে নেব,' সে বলল।

মারজিতা থেকে আমরা আবু খালেদকে তুললাম। তার মাথাভরা সাদা চুল। সে যদিও তার নিজ বাড়িতে থাকে না, কিন্তু তার স্ত্রী ও বোনের পরিবারকে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে একটি পরিত্যক্ত পোলট্রি খামারে নিজের কাছে এনে রেখেছে। সে বলেছিল, তাদের একা এভাবে ফেলে আসতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। পোলট্রি খামারটি যে সমতলভূমিতে অবস্থিত, সেখানে কয়েক মুঠো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নেই। বিল্ডিংয়ের ভেতর ফার্নিচার বলতে শুধু একটা প্লাস্টিকের কম্বল, যাতে বড়জোর দুজন লোক বসতে পারে, আর একটি কুশন। খালি কংক্রিট আর পাথরের পিলার বড় খামারটিকে বিভক্ত করেছিল।

আমি আবু ওয়াহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু খালেদের স্ত্রী আর বোনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কি না। তার স্ত্রীর নাম উম্মে ফাদি, দুটি সন্তানকে জড়িয়ে ধরে সামনে এসে দাঁড়াল।

'বোমায় আমাদের বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর গত শীতে আমরা এখানে এসেছি। যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গাও ছিল না অবশ্য,' সে আমাকে বলল। 'যখন বোমা পড়ল, আমরা সবকিছু ফেলে রেখে দৌড়ে রাস্তায় চলে এসেছিলাম। এখানে আমরা ৮ জন থাকি, পুরুষেরাসহ ১১ জন। এক বছর ধরে এই পোলট্রি ফার্মটাই আমাদের আশ্রয়স্থল।'

নড়বড়ে লোহার দরজাটা নড়ে উঠল, আমিও আঁতকে উঠলাম। মহিলারা হেসে উঠল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'ও কিছু না, একটা বিড়াল,' তারা বলল। আমি লজ্জা পেলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম বোমা ফেটেছে।

উম্মে ফাদির বোন, তার বয়স ৩৭ বছর, বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে কথা বলছিল, কিন্তু দুঃখিত স্বরে। মহিলাটি কালো, তার চোখের দৃষ্টি ভীত, কিন্তু তীক্ষ্ণ ও গভীর। সে তার খালি পা বের করে দেখাল, গোড়ালি অসম্ভব ফাটা। বাচ্চাদের শরীরে কাপড় নেই বললেই চলে, আমার দেখা আরও অনেক উদ্বাস্তু শিশুর মতো তাদের বড় বড় পলকহীন চোখেও আশঙ্কার দৃষ্টি দেখতে পেলাম।

আবু খালেদ তার যুদ্ধের পোশাক তৈরি করে দিতে ডাকল, উম্মে ফাদি উঠে ভেতরে চলে গেল।

'আপনিও কি ওদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছেন?' বোনটি আমাকে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'যোদ্ধাদের মতো একই পোশাক পরবেন কি?'

'ম্যাম', আবু খালেদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপনিও আমাদের মতো পোশাক পরে নিলে ভালো হয়, কেননা সেখানে আমরা উন্মুক্ত জায়গায় থাকব।'

কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, কীভাবে তারা মৃত্যুর হাত এড়িয়ে টিকে আছে। সে জানাল, তার স্বামী খাবার নিয়ে আসে, প্রতি দুই সপ্তাহে তারা একবার গোসল করে। এবং যে কাপড় তাদের সঙ্গে আছে, তা পালাক্রমে পরে। পরনের কাপড় ছাড়া অতি সামান্যই বাড়তি কাপড় তাদের আছে।

'শীতের সময়, শুষ্কতা থেকে বাঁচতে আমরা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করি,' সে বলল। 'এই ঠান্ডা আমাদের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই, কারণ খুব কম গাছই অবশিষ্ট আছে।'

তার বোন উম্মে ফাদি এ সময় ফিরে এসে বলল, 'আমাদের স্বামীরা যখন যুদ্ধ করছে, তখন তো আর তাদের ছেড়ে যাওয়া যায় না। আমরা সব সময় তাদের সঙ্গে যাই। আমি এক ডাক্তারের সহকারী ছিলাম, লিখতে-পড়তে জানি। আর এখন গুহামানবের জীবন যাপন করছি। গ্রাম থেকে গ্রামে, অবুঝ শিশুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আশ্রয়ের আশায়, খাবারের আশায়। খাবার যা আছে তা শুধু বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট, আমাদের স্বামীরা জীবন বিপন্ন করে লড়াই করছে। ভাবতে পারেন, কী জীবন আমরা কাটাচ্ছি?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে আমার হাতে হাত রেখে কথা বলছিল, চোখের দিকে তাকিয়ে। তারপর সে তার হাতের তালু দিয়ে আমার আঙুলগুলো মুড়ে দিল। আমি ব্যথা পাচ্ছিলাম, তার কণ্ঠস্বর ফুঁসে উঠল।

'আপনি কি সত্যিই আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা মানুষকে জানাতে চান? তাহলে শপথ করুন, সারা বিশ্বকে জানাবেন যে অন্য গ্রামের লোকেরা আমাদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করছে। বাইরে থেকে আপনারা যা দেখেন, বাস্তবতা তা নয়। লোকজন মোটেও একতাবদ্ধ নয়! তাদের মধ্যে ঘৃণা বাড়ছে। ওই দিকে দেখছেন?' সে জানালার দিকে দেখাল, পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের মতো দূরে। 'এটা হলো যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা তাদের দেখি, তারা আমাদের দেখে। আমাদের আর তাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। আমরা এখানে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছি, অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায়। যদি এটাকে জীবনযাপন বলেন আর কি। যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, কবেই আত্মহত্যা করে মরে যেতাম।

'আমরা এখানে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করছি, গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা অভুক্ত পশুর মতো। আমাদের আত্মীয় যারা রয়ে গিয়েছিল, বোমার আঘাতে মারা গেছে। আমাদের চারপাশে সাপ কিলবিল করছে। আপনি এখানে আমাদের সঙ্গে এক রাত কাটাতে পারবেন? অসম্ভব। ওই ব্যাগগুলো দেখুন।' একটা পিলার থেকে তিনটি মাঝারি আকৃতির ব্যাগ ঝুলছিল। 'এগুলো আমাদের কাপড়। আমরা সেগুলো ব্যাগে ভরে রেখেছি, যাতে যেকোনো সময় বেরিয়ে পড়তে পারি। আমরা অসহায়, গৃহহীন। আমার পেট দেখুন।' সে তার ফোলা পেট দেখাল। 'আমি প্রতি নয় মাসে গর্ভবতী হব এবং বাচ্চা প্রসব করব, যাতে আমরা বিলুপ্ত না হয়ে যাই। আমাদের সন্তানেরা আমাদের অধিকার ফিরিয়ে আনবে। আমরা তাদের শিক্ষিত করতে চাই। আমরা চাই তারা লড়াই করুক, যাতে আবার আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে পারি। বাশারের সামনে আমরা নতজানু হব না। কখনো না। এবং পিছুও হটব না।'

সে আমার আঙুল ছেড়ে দিল, সেগুলো লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমি কাঁদতে চাইছিলাম না। আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে তা আটকাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অশ্রুর ফোঁটা আমার গাল বেয়ে নামতে শুরু করল। সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কারও মুখে হাসি ছিল না। আমি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে দুটো বাচ্চা আমার কাছ ঘেঁষে এল। আমি তাদের ছবি তুললাম। তারাও হাসছিল না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চলে আসার সময় আমি ওয়াদা করেছিলাম যে আবার ফিরে যাব, কিন্তু সে ওয়াদা আমি রাখিনি।

'আপনি আর ফিরবেন না,' উম্মে ফাদি বলেছিল এবং ঠিকই বলেছিল। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

আবু ওয়াহিদ, আবু খালেদ আর আমি হাইম শহরের দিকে গাড়িতে করে রওনা করলাম। এটি ইদলিব প্রদেশের প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটা। আমরা ওই পোলট্রি খামারের পাহাড়টি পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। সমতলভূমির ওপর দিয়ে দূরে আরেকটি খামার দেখা যাচ্ছিল। আকাশের রং গাঢ় নীল হতে শুরু করল, কোথাও এক ফোঁটা মেঘের চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিলাম, যা ওই মুহূর্তে সরকারি বাহিনী থেকে মাত্র ৭০০ মিটারের দূরত্বে ছিল।

'ওইখানে কি তারা এভাবে একা নিরাপদে থাকবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'আল্লাহই আমাদের রক্ষাকর্তা,' আবু খালেদ জবাব দিল।

হাইশের লোকসংখ্যা ২৫ হাজারের মতো ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটা একটা অত্যধিক বোমা হামলাপ্রবণ এলাকা। টানা ১৪ দিন ধরে বোমা হামলার ঘটনাও এখানে ঘটেছে। সেখানে পৌঁছে ধ্বংসের যে রূপ আমি দেখেছিলাম, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। লোকজন সব গায়েব হয়ে গেছে। ২৫ হাজার লোকের কেউ পালিয়েছে, কেউ নিহত, কেউবা গ্রেপ্তার হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন এখানে কখনো কোনো শহরের অস্তিত্বই ছিল না। কোনো রাস্তাঘাট ছিল না, শুধু ভাঙা ও ধুলায় ঢাকা কিছু পথ, যার স্থানে স্থানে বোমায় তৈরি বিশাল সব গর্ত, চারপাশে ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলো শুধু ধ্বংস হয়নি, পাথর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিছু গর্ত দেখলাম অসম্ভব রকমের বিশাল। আবু খালেদ বলল, বেশ কিছু ঘরবাড়িতে বারবার ব্যারেল বোমা হামলা হয়েছে। যে কংক্রিটের পিলারগুলো তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলোও দুমড়েমুচড়ে গেছে। কিছু চীনাবাদামের গাছ তখনো অক্ষত ছিল, ধ্বংসস্তূপের ওপর ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা পেছন দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করলাম, আমি মাথা ঝুঁকিয়ে। আমাকে যেন ওপাশ থেকে চিহ্নিত করা না যায়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি ছিল; বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন নারী। যুদ্ধের ময়দানে একজন নারীর উপস্থিতি এতটাই বিরল যে, যদি তারা আমাকে দেখতে পায়, তাহলে আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিচয় জানতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং আমার ও আমার দলের লোকদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ ডেকে আনবে।

'তারা কি আমাদের দেখতে পাবে?' আমি আবু ওয়াহিদকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব,' জবাব এল।

একটা মাত্র রাস্তা আর কয়েকটা ভাঙা বাড়ি আমাদের শত্রুর থেকে আড়াল করে রেখেছিল। তারা ওপাশেই মাটিতে ওত পেতে আছে। আমরা তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। পুরুষ দুজনও গাড়ি থেকে নামার সময় মাথা নামিয়ে ফেলল। আবু খালেদ আমাকে তার দেহের আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, বুলেটের বিরুদ্ধে আমার বর্ম হিসেবে। আমাদের পেছনে বড় বড় পাথরে ভরা একটা রাস্তা। চতুর্দিকেই লোহা ও সম্প্রতি পোড়ানো কয়লা হয়ে যাওয়া গাড়ি আর পাথরের বিশাল বিশাল স্তূপ। বোঝাই যাচ্ছে, এই শহরে বোমা হামলা এখনো শেষ হয়নি।

আমরা একটা ছোট ও তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষে প্রবেশ করলাম। বরাবরের মতোই, এখানেও প্লাস্টিকের একটা কম্বল বিছানো ও তার ওপর কয়েকটা কুশন ছড়ানো ছিল। তারপর যোদ্ধারা ভেতরে এল, সংখ্যায় তারা ছিল অন্তত ১০ জন। বাইরে গোলাগুলি শুরু হলো।

'তারা আপনার উপস্থিতির ব্যাপারে জানতে পেরেছে,' সৈন্যদের একজন বলল।

'কিন্তু আমরা তো সতর্ক ছিলাম, রাস্তা এড়িয়ে এসেছি, তাহলে কীভাবে জানল?'

দেয়ালে কিছু ছবি টাঙানো ছিল। স্থির জীবনচিত্র। একজন যোদ্ধার ছবি। রঙিন ফুলের ছবি। কিছু পেরেকে কয়েকটা শার্ট ঝুলছিল। রুমটা ছিল আমাদের কয়েকজন দাঁড়ানোর মতো বড়। প্রতিটি যোদ্ধা তার পায়ের নিচে মেশিনগান চাপা দিয়ে বসল, যেন এটা তার আরেকটা পা। অস্ত্রগুলো চকচকে এবং আমি তাদের কালো মাজলগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যোদ্ধারা কৌতূহল ও আনন্দমিশ্রিত চোখে আমাকে দেখল।

'হেই, ম্যাডাম, আপনার ভয় লাগে না? আপনার উচিত ছিল আমাদের মতো পোশাক পরা, যাতে তারা আপনাকে চিহ্নিত করতে না পারে,' ২৬ বছরের সামান্য রোদে পোড়া চেহারার এক তরুণ যোদ্ধা আমাকে বলল। তার মেশিনগান তার পায়ের নিচে ধরা ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম এবং বললাম যে আমি তার ও তার সহযোদ্ধাদের ব্যাপারে জানতে এসেছি, তারা কারা, এখানে কীভাবে আছে। ব্যাটালিয়নগুলো নাকি এখানে নুসরা বাহিনী ও আহরার আল-শামকে অনুসরণ করছে, ISIS এখানে পৌঁছে গেছে, এ খবর সত্যি কি না—এসব জানতে এসেছি।

'এখানে যাদের দেখছেন আমরা সবাই হাইশ শহরের বাসিন্দা এবং জন্মভূমি ছেড়ে যাইনি,' যোদ্ধাটি বলল। 'আমরা এখানে থাকছি, কারণ আমাদের বাড়িগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমার নাম ফাদি, আমি লেবাননে কাজ করতাম। যখন লড়াই শুরু হলো আর আমি টিভিতে দেখলাম কীভাবে আমাদের লোকদের মেরে ফেলা হচ্ছে, তখন আমি চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে আসি। এটা আমার দেশ, এখানেই আমাকে থাকতে হবে। আমি মাইন আর আরপিজি গ্রেনেড বিশেষজ্ঞ।

'আমার কাছে এটা একটা শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ, আর কিছু নয়। শুরুতে এমনটা ছিল না, কিন্তু ইরানি শিয়ারা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল এবং অনুপ্রবেশ করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করল—তারা আর হিজবুল্লাহ। আমরা রেডিওতে তাদের ফারসি ভাষায় কথা বলতে শুনেছি। আমাদের মধ্যে এখন মাত্র কয়েক শ মিটারের দূরত্ব। আপনি যেদিক দিয়ে এলেন, সেখানেই তারা ঘাপটি মেরে আছে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, হাইশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য শহরের মতো আমাদের মিডিয়া সেন্টারও নেই। সারফেস-টু-সারফেস রকেট, ব্যারেল, স্কাড মিসাইল, বোমাসহ যত ধরনের অস্ত্র দিয়ে সম্ভব তারা আমাদের আক্রমণ করেছে। হাইশের একটি বাড়িও আস্ত নেই।'

'এটা একটা ধর্মীয় যুদ্ধ, অন্য কিছু নয়,' আরেকজন বলে উঠল। 'আমি জানি। আমার বয়স ২২ বছর। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। আপনার কাছে কি এটা ধর্মীয় ছাড়া আর কোনো কারণ বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ, এটা ধর্মীয় কারণেই হচ্ছে,' তৃতীয় আরেকজন বলল।

তারপর যে তরুণটি কথা বলল সে রোগা পাতলা, শান্ত ধরনের। তাকে খানিকটা বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, যদিও সে হাসার চেষ্টা করছিল। 'আমি আনাস,' সে বলল। 'আমার বয়স ২৫। আমরা এখান থেকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল করতাম, এটা ছিল হাইশের কেন্দ্রস্থল। আমরা কখনো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মিছিল করিনি। আমরা শুধু "সরকারের পতন চাই" স্লোগান দিতাম। কিন্তু দেখা গেল শাসকগোষ্ঠীই নাস্তিকের দল, ফলে আমাদের অস্ত্র হাতে তুলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিতে হলো। জানেন, কেন তারা নাস্তিক? আমাদের ওপর এক মিনিটের মধ্যে ৫০টা বোমাও পড়েছে। তারা সব ধরনের বিমান ব্যবহার করেছে, তবু শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। তাদের ৮৫ জন সৈন্য নিহত হয়েছে, তবু তারা প্রবেশ করতে পারেনি।

'এই ব্যাটালিয়নের আমরা সবাই হাইশের সন্তান, কিন্তু আমরা একা নই। নুসরাসহ অন্যান্য বাহিনীও আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্ব আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি। আমরা শুধু বলতে পারি, "আর কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।" মৃত্যু আমাদের প্রতীক্ষা করছে এবং জালিম বাশারের হাত থেকে মুক্তি পেতে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই।'

তাদের চেহারায় ক্রোধের ছায়া ছড়িয়ে পড়ছিল। 'আলায়িরা আমাদের হত্যা করছে, আমরাও তাদের হত্যা করব,' আরেকজন বলল।

আবু খালেদ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং মাঝখান দিয়ে বলে উঠল, 'এই তরুণেরা সবাই গরিব মজুর পরিবারের ছেলে। সরকার তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, পরিবারের লোকদের হত্যা করেছে, আর অধিকাংশকে ঘরছাড়া করেছে। সুতরাং, দেখতেই পাচ্ছেন এদের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের অনুভূতি আছে।'

অন্য একজন তাকে বাধা দিল, 'না, স্যার। শিয়া আর আলায়িরা আল্লাহর সম্পর্কে জানে না, তারা নাস্তিক।' বাকিরাও তার সঙ্গে সম্মত হলো।

আমার চারপাশে বসে থাকা এই তরুণেরা 'হাইশ কমান্ডো' ব্যাটালিয়নের সদস্য। বেশ কিছু এলাকায় নুসরা বাহিনী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, আর এখানে আবু ওয়াহিদ তাদেরকে আমার উপস্থিতিও টের পেতে দিতে চায় না। গোলাগুলির মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে আবু ওয়াহিদ দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে চাইছিল কিন্তু হাইশ কমান্ডোর সদস্যরা আমাকে তাদের সমস্যার কথা শোনাতে আগ্রহী ছিল—কীভাবে তাদের শহর পরিত্যক্ত শহরে পরিণত হয়েছে, তারা কত অবহেলিত ইত্যাদি। তারা এখানে একটা মিডিয়া সেন্টার খুলতে চায়, কিন্তু ক্রমাগত বোমা হামলার মুখে ব্যাপারটা একটা চ্যালেঞ্জে দাঁড়িয়েছে। তাদের সামাজিক কর্মীদেরও হত্যা করা হয়েছে; শুধু আনাস বেঁচে ছিল, সে যোদ্ধাদের দলে নাম লিখিয়েছে।

'আমরা একবার আশপাশের গ্রাম ও সুপরিচিত বেশ কয়েকটি মিডিয়া সেন্টারের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা কেউ সাহায্য করেনি। তারাও আমাদের পরিত্যাগ করেছে!' একজন বলল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তরুণটির কথায় যুক্তি ছিল। শহরটিকে সত্যিই অত্যন্ত অবহেলিত দেখাচ্ছিল, যেন সবাই এর কথা ভুলে গেছে, যেন এর অস্তিত্ব সময় ও ইহজগতের বাইরে। আর এই ক্রোধান্বিত তরুণেরা এখানে জ্যান্ত লাশের মতো বসবাস করছে। আমি উঠতে চাইছিলাম; তাদের বন্ধুদের একের পর এক মৃত্যুর কথা শুনতে শুনতে আমার হাত কাঁপতে শুরু করেছিল।

তাদের একজন মজা করে বলল, 'আজকে আমার পালা। আমি বেহেশতে যাচ্ছি।'

'না, আল্লাহর নামের শপথ, আমার আগে তুমি যেতে পারবে না,' অন্যজন উত্তর দিল, আর সবাই হেসে উঠল।

আবু ওয়াহিদ চঞ্চল হয়ে উঠল। 'এখনই বের হতে হবে, ভাইরা, পরিস্থিতি মহিলাটির জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।'

আমি থাকতে চাইছিলাম, শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু আর দেরি করা সমীচীন হতো না। যেকোনো মুহূর্তে বোমা হামলা শুরু হতে পারে। ময়দানের দুই পাশের স্নাইপাররা তখনো গুলি ছুড়ে যাচ্ছিল। আমি তরুণদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম না, তবে তাদের ভালোর জন্য প্রার্থনা করলাম। এই এলাকার পুরুষেরা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করে না। বেশির ভাগ তো চোখ তুলেই তাকায় না।

আমরা প্রবেশমুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, মাথা নিচু করে। আবু ওয়াহিদ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যোদ্ধাদের চারজন আমার আর আবু খালেদের পেছনে পেছনে এল। ছায়ায় আমি ভালো করে লক্ষ করিনি এমন একজন তরুণ কথা বলে উঠল।

'দয়া করে বিশ্বকে জানাবেন, ম্যাম, যে আমরা এখানে নিঃসঙ্গভাবে মারা যাচ্ছি, আর আলায়িরা আমাদের হত্যা করছে এবং এমন দিন আসবে, যখন তারা হত্যার শিকার হবে। আমরা এর বদলা নেব, আর ওই নাস্তিক শিয়াগুলোর ওপরও, তারা আর তাদের বেশ্যা স্ত্রীদের ওপর।'

'বন্ধ করো এসব কথা,' আবু খালেদ বলল। 'এ ধরনের কথা বলা অনুচিত ও অশোভনীয়।'

'না, মোটেই না,' ছেলেটিও তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিল।

আমি তার দিকে তাকালাম। 'আল্লাহ তোমাদের সবাইকে রক্ষা করুন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিন।' আমি বললাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আমিন,' তারা বলল। 'আল্লাহ আপনাকেও হেফাজত করুন। শপথ করে বলছি, আপনার সঙ্গ আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। ইফতার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে পারতেন।'

'আপনাদের ইফতার বরকতময় হোক,' আমি বললাম। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে গাড়ির দিকে চললাম। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা বুলেট চলে গেল।

'আমি আলায়ি পরিবারের সন্তান,' আমি দ্রুত ও সাবলীলভাবে বললাম। তারপর গাড়িতে উঠে পড়লাম। তাদের দুজন দৌড়ে এল এবং গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল।

'দয়া করে বেয়াদবি নেবেন না, ম্যাম। শপথ করে বলছি, আমরা আপনাকে কিছু বলিনি! সব আলায়িকে আমরা ঘৃণা করি না। আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা।'

আমি পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে রইলাম, আমার হৃৎস্পন্দন আর বুলেটের শব্দ শুনছিলাম।

'কষ্ট পাবেন না। শপথ করে বলছি তারা আপনাকে বোঝায়নি,' আবু খালেদ বলল।

'আমি কষ্ট পাইনি,' আমি শান্তভাবে বললাম। কিন্তু তারপরও ক্ষমা চাওয়ার স্রোত বইতে লাগল। আনাস দৌড়ে এল, তার চোখে পানি চকচক করছিল। 'শপথ করে বলছি, ম্যাম, আপনাকে আমরা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। আপনিও এ দেশেরই সন্তান, এই মাটির মেয়ে।'

'আপনার এ কথাটা বলা উচিত হয়নি,' আবু ওয়াহিদ ফিসফিস করে বলল। তারা দুজনই আমার ওপর রাগ করেছিল কথাটা বলার জন্য—আমিও জানি না আমি কেন বলেছিলাম, যদিও কারও না কারও এই ঘৃণার দেয়াল ভাঙতেই হতো। আমি অনুভব করেছিলাম যে নীরব থাকার মানে প্রতিটি নিরীহ আলায়ির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা, দুই বছর আগে যে ব্রত নিয়ে আমরা বিপ্লব শুরু করেছিলাম, তার আত্মার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করা।

তরুণ যোদ্ধারা স্পষ্টতই অনেক লজ্জিত ছিল, তাই আমাদের সুরক্ষার জন্য তাদের অত্যধিক চিন্তিত দেখাল। তারা পাল্লা দিয়ে আমাদের একেকটি নিরাপদ রাস্তার কথা বলতে লাগল। তরুণদের দুজন আমাদের সামনে এগিয়ে গেল, ক্রস ফায়ারিংয়ের নিচ দিয়ে আর আমাদের গাড়ি তাদের অনুসরণ করে চলল। কয়েক সেকেন্ড পরপরই তাদের একজন লজ্জিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে, আমিও বিনিময়ে হাসছিলাম। ফলে সুবিধা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হলো এই যে অনবরত উড়ে চলা বুলেটগুলোর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল না। আমার ঘাড় যেন শক্ত হয়ে গিয়েছিল; ঢোঁক গিলতে গিয়ে অনুভব করলাম, গলা ব্যথা করছে।

'আমরা এখানে কোনো ছবি তোলার অনুমতি নিই না,' আবু ওয়াহিদ বলল। আমাদের পেছনে থাকা যোদ্ধা দুজন এবার আমাদের ধীরগতির গাড়ির সামনে চলে এল এবং মেশিনগান নিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। কারণ, আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে।

'একটু অপেক্ষা করে দেখি কী হয়,' আমি বললাম। কিন্তু আবু ওয়াহিদ রাজি হলো না, কারণ যুদ্ধটা ভয়ংকর আর আমাদের দ্রুত সরে পড়া দরকার। গাড়ি ঘুরে যাওয়ার আগে আমি ওই সৈনিকদের উদ্দেশে হাত নাড়লাম। তারা চারজনও থেমে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল, তখনো তাদের লজ্জিত দেখাচ্ছিল। আমরা ধুলায় আচ্ছন্ন পথের ওপর উঠলাম আর আবু ওয়াহিদ সর্বোচ্চ গতিতে গাড়ি ছাড়ল। কয়েক মিনিট পর সে আমার দিকে তাকাল, গাড়ির কাচের মধ্য দিয়ে।

'এ রকম একটা জায়গায় আমি আর কখনো আপনাকে নিয়ে যাব না। আজও যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল, কিন্তু ভালোও হলো; এই তরুণদের চিন্তাধারার সঙ্গে আপনি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। কিন্তু আপনার এটাও বোঝা উচিত যে অন্য কেউ অন্য রকম প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারত। আপনি মারাও পড়তে পারতেন।' আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম, তারপর পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। আমি শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম; শত্রুদলে কি আমার কোনো আত্মীয় আছে? আমার পরিবারের কেউ, যাদের আমি ভালোবাসি, মিস করি, যাদের সঙ্গে আমার শৈশব কেটেছে, যাদের প্রিয় মুখগুলো এখনো আমার চোখের সামনে নেচে বেড়ায়, হাসি-খুশিতে ভরপুর প্রাণোচ্ছল মানুষগুলো। আমি তাদের মৃত্যু কামনা করি না, চাই না তারা খুন হোক।

আমি সানগ্লাস পরে নিলাম, কারণ আমার চোখ ভিজে উঠেছিল। সূর্য ডুবতে বসেছিল বিধায় গরম আর ততটা পীড়াদায়ক ছিল না, আমার চোখের পানি নীরবে ঝরতে লাগল। আবু ওয়াহিদ বলেছিল, সরকারি বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ছিল। আমি নীরবে কাঁদছিলাম, চওড়া সানগ্লাস আর স্কার্ফের আড়ালে মুখ ঢেকে। হঠাৎ আমার যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল, মনে হলো আমার কলজে ফেটে যাবে। আমার হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে চলেছিল। এই যন্ত্রণার মধ্যে আমি আবু খালেদের স্ত্রী-বোনদের কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরেকবার যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম, ফলে তাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। আমি সত্যিই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি।

আবু ওয়াহিদ বলল যে পরদিন আমরা আলেপ্পোর খান আল-আসালে যাব। 'সেখানে গতকাল একটা লড়াই হয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, দুই পক্ষের প্রায় ৫০০ লোক নিহত হয়েছে।'

আমি তার দিকে তাকালাম না বা আর কোনো প্রশ্নও করলাম না। শুধু ভাবতে লাগলাম, এত অল্প সময়ে এতগুলো মানুষের মৃত্যু কী ভয়াবহ ঘটনা। আমি এত গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলাম যে গাড়ি থামা বা আবু খালেদের গাড়ি থেকে নামা কিছুই টের পেলাম না। আবু খালেদ বিদায় জানাতে আমার পাশের জানালায় এসে দাঁড়ালে আমি চমকে উঠেছিলাম। বাকি রাস্তাটা আমার দৃষ্টি রাস্তার দুই ধারের বিস্তীর্ণ সমভূমি ও দূর পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো আধ-পোড়া, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িগুলোর দিকেই নিবদ্ধ রইল। কাফরানবেল মিডিয়া সেন্টারে পৌঁছে আমি মুখ-হাত ধুয়ে ছাদে গিয়ে বসলাম আমার সেই পিলারটির গায়ে হেলান দিয়ে।

***

পিলারটার কাছেই একটা জলপাইগাছ। আমি যেখানে বসে ছিলাম, সেখান থেকে একটা ছোট বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। নবনির্মিত একটা বেড়ার কাছে দুটি বাচ্চা ছেলে দুটো ভেড়াকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। এক পাশে বেশ কিছু লাকড়ি স্তূপ করে রাখা। বাচ্চাগুলো জলপাইগাছের কাছে এল এবং খেলাচ্ছলে একটা লাকড়ি আমার দিকে ছুড়ে দিল, সেটি এসে আমার কোলে পড়ল। নিচে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, আমি একটা খয়েরি রঙের ম্যাটের ওপর বসে আছি, আমার সবচেয়ে প্রিয় রং। কর্মীরা সবাই নানা কাজে ব্যস্ত; রায়েদ ছাদের এক পাশে রাতের খাবার প্রস্তুত করছিল আর সবার সঙ্গে ঠাট্টা-কৌতুক করছিল। সে মাংসের বড় কয়েকটা টুকরো নিয়ে সামান্য তেল, লবণ, গোলমরিচ আর সবজি দিয়ে সেগুলো বারবিকিউ করল। হাম্মাদ সবজি ধুচ্ছিল। আব্দুল্লাহ মেঝে ঝাড়ু দিল আর ম্যাটগুলো পরিষ্কার করল। রাজানাকে অপরিষ্কার প্লেটগুলো ধোয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিনের বোমাবাজির মধ্যে ইফতারের সময়টাই ছিল আমাদের উৎসবের সময়। দেখে ভালো লাগত যে এখনো সবজি ও অন্যান্য খাবার খেতে পারছি, এখনো কেউ আছে যারা সেগুলো কাটছে, রান্না করছে আর বন্ধুদের সঙ্গে বসে খেতে পারছে; এ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়টা নিজেদেরকে জীবন্ত মনে হয়। কয়েকজন মিলে পানির মগ ও গ্লাসগুলো ধুয়ে এক পাশে রাখছিল। এ সময় আরও দুজন যোদ্ধা ভেতরে এল এবং বাকিদের সঙ্গে যোগ দিল।

রায়েদ হাসল। 'এক ঘণ্টার মধ্যে খাব এবং এক ঘণ্টার মধ্যে বোমাবাজিও শুরু হবে। কিন্তু ভালো একটা খাবার না খেয়ে আমরা কেউ মরছি না!'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আজকে সন্ধ্যায় আপনি স্কুল থেকে ফিরে আসার পর আপনাকে কাফরানবেল কাহিনির বাকি অংশ শোনাব,' সে আমাকে বলল।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, খানিকটা অন্যমনস্কভাবে। হাইশ ভ্রমণের স্মৃতি তখনো আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু আমার নিজেকে ধরে রাখার মতো শক্তি সঞ্চয় করে রাখা দরকার। একটু পরই বোমা হামলা শুরু হবে। যদি বেঁচে না থাকি, তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে গেল। আর যদি বেঁচে থাকি, তাহলে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হবে, আর সেখান থেকে ফেরার পর সবশেষ কাজ; কাফরানবেলের বিপ্লব কাহিনির শেষ পর্ব শোনা।

আমরা ইফতার করলাম এবং বোমা হামলা থেকে বাঁচতে পারলাম। মাগরিবের আজান হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট পর মিসাইল আঘাত হানল, শহরের পশ্চিম অংশে। তারপর পরিস্থিতি আবার শান্ত হয়ে এল।

কারামা বাস প্রজেক্টের অধীনে পরিচালিত উদ্বাস্তু শিশুদের আরেকটি স্কুল পরিদর্শন শেষ করে আমরা যখন ফিরলাম, ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে ১০টার কিছু বেশি বাজে। রায়েদের গল্পের বাকি অংশ শোনার জন্য আমাদের হাতে দুই ঘণ্টার মতো সময় ছিল।

'আমরা চলে এসেছি। চলো, শাহরিয়ার, তোমার গল্প শুরু করো,' আমি বললাম। আরব্য রজনীর সেই রাজার নাম ধরে ডেকে ওঠায় রায়েদ হেসে উঠল।

'না, আমরা চরিত্র পরিবর্তন করেছি; তুমি হচ্ছ শেহেরজাদে, গল্পকথক আর আমি হলাম পাণ্ডুলিপিকার,' আমি যোগ করলাম। 'জুন ২০১২ পর্যন্ত শোনা হয়েছে, বিদ্রোহীরা কাফরানবেলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া পর্যন্ত কিন্তু আর্মি চেকপয়েন্টগুলো কি এখনো আগের জায়গাতেই ছিল?'

রায়েদ মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, চেকপয়েন্টগুলো সেখানেই ছিল, কিন্তু ট্যাংক ব্যবহার না করে তাদের শহরে কোনো রাস্তা ছিল না। ৬ আগস্ট আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে মুক্তির জন্য একটা চূড়ান্ত লড়াই লড়তে হবে। দলের নেতা করা হলো সাহসী যোদ্ধা ফোয়াদ আল-হোসনিকে, যিনি রমজানের সময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লাতাকিয়া রোডের চেকপয়েন্টটিতে অ্যামবুশ করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। তাঁর ও তাঁর দলের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর গুলি বিনিময়ও হলো, কিন্তু তাঁরা তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন এবং সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালেন। সেই সময়, বেশ কিছু তরুণ যোদ্ধা স্তূপ করে রাখা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "আমরা সাহায্য করতে এসেছি! আমরা সাহায্য করতে এসেছি!" এভাবেই মুক্তির লড়াই শুরু হয়েছিল এবং তরুণ যোদ্ধারা আমাদের ব্যাকআপ দিতে এসে হাজির হয়েছিল।

'আমরা প্রায় এক হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহীর একটা দল ছিলাম। টানা পাঁচ দিন লড়াই চলল। আমরা শহরের চারপাশে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিলাম, যাতে রাস্তাগুলোয় ব্যারিকেড বসাতে পারি। আর্মিদের খাবার ও পানির সরবরাহ আটকে দিলাম। লড়াই একটানা চলছিল, কোনো বিরতি না দিয়ে। তারপর তারা বিমান নিয়ে এলে বোমা হামলা শুরু করল। আমাদের লড়াইয়ের সপ্তম দিনে, আর্মি হেলিকপ্টারও এসে এই বোমা হামলায় যোগ দিল। তবে তখনকার বোমা হামলাগুলো এখনকার মতো এত নির্দয়, নৃশংস ছিল না। তখন বোমা হামলা হতো শুধু সেনাবাহিনীর সদস্যদের আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে, কাভার করার জন্য।

'সত্যিকার অর্থে নৃশংস বোমা হামলার সূচনা ঘটে ৮ আগস্ট ২০১২ থেকে, যেদিন তারা সিরিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথম ব্যারেল বোমা হামলা চালায়। সেদিন চেকপয়েন্টের কাছেই আমি ক্যামেরাসহ অবস্থান নিয়েছিলাম এবং যা যা ঘটেছিল, সবকিছুরই ছবি তুলেছিলাম। তারপর থেকেই আমাদের ওপর তারা টানা ব্যারেল বোমা নিক্ষেপ করে যাচ্ছে।

'আগস্টের ১ তারিখে তারা একটি মিগ বিমান থেকে বোমা ফেলে আর পরের দিন, অর্থাৎ ১০ তারিখে কয়েকটা মিগ একযোগে এসে আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকে, একটানা। কিন্তু ৮ থেকে ১০ তারিখের মধ্যেই কাফরানবেল প্রশাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা মসজিদ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমরা ভীষণ গর্ববোধ করছিলাম, কারণ কাফরানবেল চতুর্দিকে "স্বাধীন" বলে পরিচিতি পাচ্ছিল। আমরা ভেবেছিলাম আসাদের বিপক্ষে বিজয় আমাদের অতি নিকটে।

'অন্য চেকপয়েন্টগুলোও মুক্ত হওয়া শুরু করল, হাস, কাফরুমাসহ। কিন্তু সেনাবাহিনী পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনও এলাকা ছাড়তে শুরু করেছিল, কারণ অনবরত হামলা। লড়াই চলছিল আর গোলাগুলিও বন্ধ হচ্ছিল না। শুধু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিদ্রোহীরাই রয়ে গিয়েছিল এবং কাফরানবেলে অন্তত একটা ধ্বংসযজ্ঞ তো ঘটেছিলই।

'২২ আগস্ট যেখানে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করেছিলাম, সেখানে ২৬ জন লোক নিহত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর একই জায়গায় আরও সাতজন নিহত হয়। তারপর ১৭ অক্টোবরে ১৩ জন, অক্টোবরের শেষে ১১ জন, ৫ নভেম্বর আরও ৩২ জন নিহত হয়। স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনই তারা আমাদের ওপর বোমা হামলা চালাতে থাকে এবং কাফরানবেল একটা ভূতের শহরে পরিণত হয়। ৩০ হাজার থেকে এখানকার জনসংখ্যা ১৫ হাজারে নেমে যায়, আর যারা রয়ে গিয়েছিল, তারাও দিনে আশপাশের গ্রামে চলে যেত, আর রাতে ফিরে আসত। অক্টোবরে মারাত আল-নুমান স্বাধীন হয় এবং হাইশের সর্বস্বান্ত পরিবারগুলো কাফরানবেলে চলে আসে। এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞে উদ্বাস্তু এই লোকগুলোও আমাদের সঙ্গে প্রাণ দিচ্ছিল।'

রায়েদ চুপ করল। আমি আমার নোটবুকটা এক পাশে সরিয়ে রাখলাম।

'পাঁচ মিনিটের একটা ধূমপানের বিরতি নেওয়া যাক,' আমি বললাম।

সে হাসল। আমি তার কথা শুনছিলাম বটে কিন্তু একই সঙ্গে তার চেহারায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তনও লক্ষ করছিলাম। ঠিক এই পরিবর্তন আমি আবু ওয়াহিদের চেহারায়ও দেখেছি; একটা বিষাদের ছায়া। আড়াই বছর ধরে ঘটে চলা দৈনন্দিন হত্যার বিষাদ। প্রথমে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল, তারপর সশস্ত্র সামরিক লড়াই। আর এখন উগ্রপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো সেই বিপ্লব তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু রায়েদ ও আবু ওয়াহিদ, দুজনেরই পথ আলাদা সত্ত্বেও আমি দেখেছি উভয়ে একই বিশ্বাসে অটল ছিল যে আসাদ সরকারের পতন না ঘটা পর্যন্ত কিছুরই সমাধান হবে না।

আমি আবার আমার নোটবুক তুলে নিলাম। 'বলুন, ও সুখী মহারাজ...' আমি গলা তুলে বললাম।

রায়েদ উঠে দাঁড়িয়ে পা টানটান করল। সে ঘণ্টাখানেক ধরে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল। 'জুন ২০১২-তে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। অনেক আর্মি অফিসার ও সৈনিক এ সময় দলত্যাগ করে কাফরানবেলে চলে আসে।' সে বলতে শুরু করল, 'একবারে প্রায় এক হাজার সৈন্য ও ৩৫ জন অফিসারের একটি বড় দল দলত্যাগ করে। সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদার অফিসারদের ব্যাটালিয়নগুলোর দায়িত্বভার দেওয়া হয়, স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা বানানো হয় হাসান আল-সাল্লোমকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সমস্যা শুরু হয় স্বাধীন হওয়ার পর, নব্য দলত্যাগী সেনা কর্মকর্তা ও অতি সম্প্রতি বিপ্লবে যোগ দেওয়া লোকদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ বাড়তে থাকে। সেনা কর্মকর্তা ও জনবিপ্লবী সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রথম সামরিক কাউন্সিলটি মাত্র এক সপ্তাহ পরই ভেঙে যায়। কাফরানবেল ব্যাটালিয়ন ও অন্যান্য ব্যাটালিয়নের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজন, যিনি ছিলেন একই সঙ্গে ধনী ও অস্ত্র সরবরাহের বড় একটা উৎস, হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নেন। লে. কর্নেল আবু আল-মাজদ, ফায়সাল আল-হাক অংশ নেওয়া প্রথম ব্যাটালিয়ন, পরে এটা ধীরে ধীরে সংখ্যায় বড় হয় এবং এর নেতারাই কাফরানবেল স্বাধীন করেছিলেন। তারপর থেকে আরও ব্যাটালিয়ন গঠিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়।'

'অন্য আরও অনেক গ্রামের মতো কাফরানবেলে উগ্রগোষ্ঠী দলগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়নি কেন?' আমি এ সময় প্রশ্ন করলাম।

রায়েদ মাথা নাড়ল। 'আমি জানতাম, আপনি এটা জিজ্ঞেস করবেন,' সে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল। 'আপনি তাদের ভয় পান।'

'হ্যাঁ, পাই। তবে নিজের জন্য নয়, দেশের ভবিষ্যতের জন্য।'

'তা বটে। তারা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আহরার আল-শাম চেকপয়েন্টগুলো মুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা রাজি হইনি। কারণ, স্বাধীনতা লাভের পর তারা কাফরানবেলে থেকে যেতে পারে, এ ব্যাপারে আমরা শঙ্কিত ছিলাম। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নুসরা বাহিনীও মিছিলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু আমরা সেটাতেও অস্বীকৃতি জানাই। আমার মতে, স্থানীয়রা উগ্রপন্থীদের যোগদানের পক্ষে ছিল। তারা ভেবেছিল কেবল তারাই আসাদ সরকারের হাত থেকে তাদের মুক্ত করতে পারবে। কারণ তাদের টাকা, অস্ত্র ও বিশ্বাস সবই আছে। ফ্রি আর্মির আর্থিক সহায়তার উৎস ছিল সীমিত এবং তাদের অনেকেই নিজস্ব অর্থায়নের খাতিরে চৌর্যবৃত্তি শুরু করেছিল। স্থানীয়রা এটাও ভেবেছিল যে যদি ইসলামিস্টরা আসে, তাহলে তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা হত্যা আর অন্যায়ের শাসন সরিয়ে একটি সুবিচারভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। কেননা, হাফেজ আল-আসাদের সময় থেকে সরকার নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করে আসছিল।

'কিন্তু মুক্ত অঞ্চলগুলোর ইসলামিস্টদের অনুপ্রবেশ ও শাসনব্যবস্থা গঠনের পর, মানুষ বুঝতে পারল যে ন্যায়বিচারকারী তো তারাও নয়—তারা আসলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সরকারেরেই কার্বন কপি। এখানে ইসলামিস্ট বলতে আমি ওইসব শাখাদলের কথা বলছি, যারা একটা ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং শরিয়া আইনের কড়া বাস্তবায়ন ঘটাতে উন্মুখ। কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থান সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। বর্তমানে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রায় শূন্যের কোঠায়, স্থানীয়রা এখন তাদের প্রস্থান দাবি করছে।'

আরেকবার আমি রায়েদকে একটা বিরতি নিতে বললাম। 'নাও, এক গ্লাস পানি পান করো, শাহরিয়ার,' আমি বললাম।

তারপর আমি উঠে দাঁড়িয়ে আরেক দফা চা বানালাম। হঠাৎ আমার নিজেকে অসম্ভব চাঙা মনে হলো, যেন আরও ২৪ ঘণ্টা জেগে থাকা আমার জন্য কোনো ব্যাপার নয়। বন্দী থেকে শুরু করে বিপ্লবী কর্মী ও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত যোদ্ধা সবার বিবৃতিমূলক সাক্ষ্য সংগ্রহের ধারণা আমাকে দারুণ প্রলুব্ধ করল। আমি হব সেই সাক্ষ্যমূলক কাহিনির বর্ণনাকারী। ইতিহাসের আড়ালে থাকা এক ভঙ্গুর সত্যের অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি সূত্র হব আমি।

কিন্তু পরম সত্য বলে তো কিছু ছিল না। শিরোনামগুলোর মতে, আসাদ সরকার এমন সব অপরাধ করে চলেছে, যা সমসাময়িক ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। কিন্তু আবার অন্যান্য সূত্রমতে, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম যে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে এটা একটা গুপ্ত পরিকল্পনা, এটা একটা জাতিগত ও ধর্মীয় মেকআপ, যার মাধ্যমে মুক্ত অঞ্চলগুলোকে উগ্রপন্থী দলগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পরিবর্তন করা হবে। বাস্তবতা এই সাক্ষ্যই দিচ্ছিল যে, এই জায়গাটা দুই দিক দিয়ে প্রতিরোধের শিকার হচ্ছে। আর বিদ্রোহীরা, তাদের অধিকাংশই গুম, খুন, বন্দী, অপহরণ ও পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তখনো প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল। তাদের প্রতিরোধব্যবস্থা ছিল তুলনাহীন, একই সঙ্গে অনির্দিষ্ট ও জটিল। পরিস্থিতিও একটু একটু করে একটা ধর্মীয় লড়াইয়ের রূপ নিচ্ছিল। এমন ঘটনা অবশ্য ইতিহাসে বিরল নয়।

'গৃহযুদ্ধ সামরিক যুদ্ধ বাস্তবতার একটা বড় অংশ,' গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে আমি বললাম। 'হ্যাঁ, এটা ঠিক, আমাদের আরেকটু সময় দরকার, কিন্তু পরিস্থিতিটাও তো কঠিন।'

বাকিরা ছাদ থেকে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। 'দয়া করে আমার সব প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই চলে যেয়ো না,' আমি বললাম। রাজান আমার আগেই বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রায়েদ আর হাম্মাদ আমার সঙ্গে সেখানেই রইল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'জনগণ আর উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়নগুলোকে চায় না, এটা সত্যি, কিন্তু এটাও কি ঠিক নয় যে বিপ্লবের প্রতিও জনসমর্থন আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ,' রায়েদ বলল এবং তার অভ্যাসমতো মাথা আর হাত নাড়ল। 'প্রথম দিককার কিছু বিপ্লবী কর্মী এমন কিছু ভুল করেছিল, যা মানুষকে রাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মূল হতাশাটা ছিল বিদ্রোহী সৈন্যদের নিয়ে। কারণ, তারা আসাদ বাহিনীর ক্রমাগত বিমান হামলার কোনো জুতসই জবাব দিতে পারছিল না। বিপ্লবের শুরুর দিকে তাদের ফ্রি আর্মির প্রতি আস্থা ছিল, সমর্থন ছিল কিন্তু ফ্রি আর্মির অস্ত্রভান্ডার ছিল অত্যন্ত সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রি আর্মি শুরু থেকেই অনেকবার ওয়াহিদ দেইফ বা দেইফ উপত্যকা দখলে নিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু এমন দশটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এ প্রচেষ্টার ফলে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে, কিন্তু আমাদের বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র না থাকায় কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। এ ছাড়া প্রচুর প্রতারণার ঘটনাও ঘটেছে। এসব কারণে ফ্রি আর্মির থেকে লোকের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে।

'তারপর আরেকটা কারণও আছে; এখানে প্রশাসনের অনেক হিতৈষী আছে, তারা ফ্রি আর্মির ইমেজ নষ্ট করতে এবং বিদ্রোহীদের, এমনকি ত্রাণকর্মী, মিডিয়াকর্মী, সশস্ত্র যোদ্ধাসহ প্রত্যেকের ব্যাপারে অসৎ ও বিদ্বেষপূর্ণ গুজব ছড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো ও বিভাজন তৈরিতে প্রশাসনও গুজবগুলোকে একটা বড় সমরাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

'আমরা বিদ্রোহের মাত্র তৃতীয় বর্ষে পা দিতে যাচ্ছি; লোকজন ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং কারও ঘাড়ে দোষ চাপানোর সুযোগ খুঁজছে। এই অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের এত দীর্ঘ কিন্তু নিষ্ফল সম্প্রসারণ, সেই সঙ্গে সরকারের মাত্রাতিরিক্ত নৃশংসতা, অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী ও যোদ্ধাদের সিরিয়া ছেড়ে পলায়ন—এসবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ফ্রি আর্মি দিনরাত এক করে লড়ে চলেছে কোনো ফায়দা ছাড়াই, পরিবারগুলো চোখের সামনে সন্তানদের নিরর্থক মৃত্যু দেখছে, মিডিয়াগুলো শুধু শুধুই এই ফুটেজগুলো সম্প্রচার করছে, প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য সাহায্যই আমরা পাচ্ছি আর বিদ্যুৎ, পানি, খাবার সব সরবরাহ বন্ধ...সংক্ষেপে জনগণ এখন বিধ্বস্ত। তারা যথেষ্ট সহ্য করেছে।'

'আবার কি আগের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব?' আমি দ্রুত জিজ্ঞেস করলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রায়েদ বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু দ্রুত জবাবও দিল, 'বিপ্লব এখনো চলছে। আমাদের মুক্ত অঞ্চলগুলোতে মানুষের সাহায্যে আমরা যে অফিসগুলো খুলেছি, তাতে বিপ্লবের এই দ্বিতীয় ধাপের সন্তানেরা জীবন লড়িয়ে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ত্রাণ অফিস, মিডিয়া অফিস, অর্থ ও পরিসংখ্যান অফিস—সর্বত্র তরুণেরা কাজ করছে। যেমন ধরুন পরিসংখ্যান অফিসের তরুণেরা আহত, বন্দী ও নিহত লোকদের সংখ্যাসহ যা যা ঘটছে তার রেকর্ড রাখছে। প্রতিদিন আমাদের প্রকৌশলীরা ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব করছে, যাতে আমরা আমাদের শহর পুনর্গঠনের খরচটা হিসাব রাখতে পারি।

'যখন কাফরানবেলের প্রবাসীদের কাছ থেকে ডোনেশন আসা শুরু হলো, আমরা এই সুবিধাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা সংগঠন তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম। এই কাজের দায়িত্ব তাদেরই দেওয়া হলো, যারা শহরবাসীর কাছে তাদের সততা, আন্তরিকতা ও সম্মানের জন্য সুপরিচিত। মূল পরিকল্পনা ছিল ত্রাণ কাজের জন্য একটা দায়িত্বপূর্ণ অফিস প্রতিষ্ঠা করা। কারণ আশপাশের গ্রামগুলো থেকে প্রায় ১৫ হাজার উদ্বাস্তু কাফরানবেলে আশ্রয় নিয়েছিল, যাদের থাকা-খাওয়াসহ সবকিছুর উত্তম দেখাশোনা করা ফিন্যানশিয়াল অফিসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর যেসব ব্যাটালিয়ন আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল, তাদেরও খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। আমরা সাতজনকে নিয়ে একটা ত্রাণ অফিস খুললাম। লড়াই যখন তীব্র হয়ে উঠল, উদ্বাস্তু লোকেরা এখান থেকে সরে গেল। তখন থেকে সেই ত্রাণ অফিস বর্তমানের এই মিডিয়া সেন্টারে রূপ নিয়েছে। এভাবেই আমরা একক সিদ্ধান্তে কাজ করেছি, বাইরের কারও অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া। আমাদের সব কৌশল নিজেদের আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে।

'কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষভাবে জটিল, কেননা যে বিপদ এখন আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, তা আমাদের সামলানোর ক্ষমতার তুলনায় অনেক বড় ও বিস্তৃত। এসব উগ্রপন্থী ব্যাটালিয়ন এবং তাদের কারণে সৃষ্ট বিরাট বিশৃঙ্খল অবস্থা আমাদের সামনে এক দুর্ভেদ্য সংকটের দেয়াল তৈরি করেছে। আমার কথা বললে বলব, আমি কখনো আমার স্বপ্ন বা লক্ষ্য ছাড়ব না। আমরা একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, যার ভিত্তিতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি কখনো নিরাশ হইনি, তবে আবারও জনপ্রিয়তা ও সমর্থন ফিরে পাওয়া সম্ভব—এর নিশ্চয়তাও আমি দিতে পারব না,' রায়েদ এক মুহূর্তের জন্য থামল। তারপর কথা শেষ করল, 'ব্যস, এই পর্যন্ত যথেষ্ট। আর কিছু বলার নেই।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি লেখা বন্ধ করলাম। আকাশে অগনিত তারা জ্বলছিল, আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছিল না। রায়েদ ছাদের পাশের জলপাই গাছটার দিকে তাকিয়ে আনমনে মাথা নাড়ছিল। সে রাতের নীরবতা ছিল অস্বাভাবিক, কোনো বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু আমার হৃদয়ের ফাটল ক্রমে বেড়েই চলেছিল, যার সমাপ্তির কোনো লক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

***

বিভিন্ন অঞ্চলের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য নিয়েই সে অঞ্চলের জনগণের একটা সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি হয়, ইদলিবও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানকার নারীদের ওপর এই যুদ্ধ একটা নিষ্ঠুর নিগ্রহ চাপিয়ে দিয়েছিল। তারপর এল নুসরা বাহিনী, ISIS ও আহরার আল-শামের মতো উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো। আমরা আগেও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছি, এখনো করছি।

রাজানের বাড়িটা ছিল স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সিরিয়ায় থাকাকালে আমি যতগুলো বাড়িতে ছিলাম বা দেখেছিলাম, তার প্রতিটিই আমাকে আমার শৈশবের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। আমি বাড়ির জন্য কাতরতা অনুভব করতাম। প্রতিটি বাড়িই ছিল তার নিজস্ব ধরনে আলাদা, তবু আবু ইব্রাহিমের বাড়ি, আমার মূল আস্তানা, সারাকেব আর কাফরানবেলের মিডিয়া সেন্টার, যেখানে আমি লম্বা সময় ধরে ছিলাম, উম্মে খালেদের বাড়ি, আয়ুশির পোড়া অ্যাপার্টমেন্ট, আমার দেখা প্রতিটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। অথচ তবু আমরা এমনভাবে চলছিলাম, যেন সবকিছুই স্বাভাবিক আছে। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের ছিল নিরন্তর লুকোচুরি। বাইরে অবিরাম বোমা হামলার মধ্যেও আমাদের ছোট্ট গ্যাসের চুলায় কফির পানি ফুটত। জীবন-মৃত্যুর হিসাবের চেয়ে ওই এক কাপ গরম কফির উষ্ণতা আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান ছিল। প্রতিদিন ভোরে আমরা বোমার শব্দে জেগে উঠতাম। সামান্যতম পানি দিয়ে প্রাত্যহিক কাজগুলো সারতাম। আমরা তা-ই করছিলাম, যা আমাদের করতে হবে। জীবন তার নিজস্ব গতিতে চলছিল। রাজান ও আমি কখনোই অপ্রস্তুত বিদেশিদের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম না, ধৈর্য ধরে আমাদের নিতে আসা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতাম।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে, জর্ডান-সিরিয়া সীমান্তের কাছে, দামেস্কে রাজনৈতিক নিরাপত্তা দলের একটি শাখা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অভিযোগে রাজানকে গ্রেপ্তার করেছিল। 'ফ্রি আর্মি তখন দামেস্কের মূল কেন্দ্রে ছিল।' রাজান আমাকে বলেছিল, 'আর আমরাও দামেস্কের পতনের জন্য তৈরি ছিলাম, ইয়ারমুক ক্যাম্প হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা সেখানেই আমাদের মিটিং করতাম।' তাকে প্রথমে হত্যা মামলার আসামিদের জন্য নির্ধারিত বন্দিশালা 'দারা জেলখানা'য় রাখা হয়, পরে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। প্রতিদিনই তাকে আলাদা জেলখানায় রাখা হতো। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে আবার দামেস্কে ফিরে আসে এবং কোনো চার্জ ছাড়াই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু দুই মাস পরই সে আবার গ্রেপ্তার হয়। এবার তাকে বিমানবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স শাখার এক কয়েদখানায় বন্দী রাখা হয়, পরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে কখনোই তার কাজ বন্ধ করেনি। সে সীমান্ত দিয়ে ইদলিব প্রদেশে পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিপ্লবের জন্য কাজ করা শুরু করে।

রাজান ছিল বিপ্লবের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং যা ঘটছে তা সত্ত্বেও সে বিপ্লবের সাফল্যের স্বপ্নে আশাবাদী ছিল। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। আমার মনে হচ্ছিল, বিপ্লব একটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং এখন যা ঘটছে তার পরিকল্পনা হচ্ছে সিরিয়ার বাইরে এবং সিরিয়ায় বিপ্লবের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তার প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ রেখে। কিন্তু তবু আমি যতটা বুঝি তাতে এই অবস্থায় বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়ানোরও প্রশ্ন ওঠে না।

সেদিন সকালে আমাদের আরেক সহকর্মী আবু তারেক এসে পৌঁছাল এবং রাজানের বাড়ি থেকে মূল সড়কে যাওয়ার কর্দমাক্ত গলিপথটার মাথায় দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছিল। আবু তারেকের বয়স ছিল ৪০, সে টেনেটুনে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছিল, কিন্তু সে ছিল করিতকর্মা লোক। একটা দরজি দোকানের মালিক এবং মোজাইক ও মার্বেলের কাজে বিশেষ দক্ষ। সে অভ্যুত্থানের প্রথম দিন থেকেই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছে এবং স্থানীয় লোকজনের কাছে 'আস্থাভাজন' হিসেবে তার খ্যাতি আছে। বিপ্লব ও তৎসংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি অনুগত থেকে সে এর প্রমাণও দিয়েছে, যা বর্তমান সময়ের জন্য একটি বড় পাওয়া। বর্তমানে সে একজন সেকেন্ডারি মিলিটারি কমান্ডার, তার অধীনে প্রায় এক হাজার যোদ্ধা আছে। সে একটি ঐক্যবদ্ধ সিরিয়া গঠনে আশাবাদী, যদিও সে বলেছিল বাশারের পতনের পর সে হাতিয়ার ত্যাগ করে পূর্বের কাজে ফিরে যেতে চায়।

সে একটি বেসামরিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চায়। 'সিরীয় সমাজে ইসলামি শরিয়া আইন প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। এটা আমাদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানিয়ে নিতে কষ্ট হবে।' সে আমাকে বলেছিল। তার মতে, এখন যা ঘটে চলেছে, তা প্রথমত স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের অধিকার আদায়ের লড়াই—সে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মবিষয়ক কোনো তত্ত্ব মানতে রাজি নয়। যদিও সে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত এবং তার ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তারপরও সে বলত, 'ব্যাপারটা একরকম নয়। আমরা আমাদের দেশটাকে গড়তে চাই, ধ্বংস করতে নয়।'

সেদিন তার সঙ্গে আমার মারাত আল-নুমানে যাওয়ার কথা। আমার আগেরবারের ভ্রমণের তুলনায় এবার তা আরও বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের কারণে তিন মাস ধরে অনবরত বোমা বর্ষণ চলেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরটিতে বোমা ফেলে ধ্বংস করার মতো আর কী বাকি আছে?

সেখানে যার সঙ্গে আমরা দেখা করব, তিনি একজন প্রভাবশালী নেতা, আহরার আল-শামের একজন আমির। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বর্তমান আন্দোলনের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়াই ছিল আমার লক্ষ্য। ইফতারের জন্য সবজি কিনতে আমি আর রায়েদ আগেও এখানে এসেছিলাম, সুতরাং বিপজ্জনক এলাকা কীভাবে পাড়ি দিতে হবে, তা আমার জানা ছিল। আমরা মাথা নিচু করে দম আটকে স্নাইপারের আয়ত্তাধীন এলাকাটা পার হয়ে গেলাম। সেখানে সরকারি বাহিনীর স্নাইপাররা রাস্তার দিকে নিশানা লাগিয়ে বসে ছিল। আমরা মারাত আল-নুমানে প্রবেশের ঠিক আগে আগে সেখানে একটা মিসাইল পড়ল এবং বিরাট একটা বিস্ফোরণ ঘটল। তবে আমরা গাড়ি থামালাম না।

দৈনন্দিন জীবনে এখন যে ভয়টা সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হলো একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কর্তৃপক্ষ দৃশ্যপটে ঢুকে পড়েছে এবং বিধ্বস্ত সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত যেকোনো কাজ বা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া রাস্তা দিয়ে গাড়িতে চলতে চলতে আমি ভাবছিলাম যে সিরিয়ার নারীদের সঙ্গে বহির্বিশ্বের একটা ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে একটা কার্যকর কৌশল হতে পারে এমন ছোট পরিসরে কাজ শুরু করা, যা আহরার আল-শামের মতো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে উসকে দেবে না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো রকম কথাবার্তা চালানোই নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা রীতি থেকে আইনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। নেকাব বা হিজাব ছাড়া বাইরে পা রাখাটাও অকল্পনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটাবিহীন যেকোনো নারীকে বিচারের কাঠগড়ায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাঁড়াতে হতো এবং যেকোনো বিপ্লবী কর্মী, ছেলে হোক বা মেয়ে, অপহরণ-হত্যা বা গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে থাকত। যা-ই হোক, আমি হতাশ হতে রাজি ছিলাম না। আহরার আল-শামের আমিরের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যদিও আমি ঠিক করেছিলাম যে আমার আসল পরিচয় তাঁকে দেব না।

যাওয়ার পথে আমরা সদ্য ঘটা বিস্ফোরণের স্থানটা পাশ কাটালাম। 'আশার হাসি' দাতব্য সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি স্কুলের কাছে বোমাটা পড়েছিল। বোমায় একটা দেয়াল ও ছাদের একাংশ ধসে পড়েছে, ক্লাসে উজ্জ্বল টেবিল-চেয়ারের মাঝখানে। চেয়ারগুলো ছিল উজ্জ্বল রং করা। এমন ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে এমন প্রাণবন্ত রঙের উপস্থিতি অবিশ্বাস্য লাগছিল। স্কুলটা ছিল গাছপালায় ঘেরা একটা পুরোনো ভবন, দেয়ালগুলো প্রাণবন্ত ছবি আঁকা। ভগ্নস্তূপের মধ্যে আমি বাচ্চাদের কোমল হাতে আঁকা কিছু ড্রয়িং ও স্কেচ দেখতে পেলাম।

স্কুলের প্রবেশ-দরজার মুখে একজন বৃদ্ধ আকাশের দিকে দুই হাত তুলে বসে ছিলেন। ধোঁয়া আর ধুলায় বাতাস ঢেকে গিয়েছিল। আমরা জানতে পারলাম, বোমা হামলায় বৃদ্ধ লোকটির ছেলের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়েছে। কাছে দাঁড়ানো এক যুবক বলল, 'ওটা একটা রকেট ছিল।'

সর্বত্র পাথর আর ময়লার বিশাল বিশাল স্তূপ। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল আর আহরার আল-শামের আমিরের অফিসের মাঝখানের জায়গাটা এসব স্তূপে ভর্তি। শূন্য রাস্তাগুলো বিক্ষিপ্ত নানা জিনিসে ভর্তি আর কিছুক্ষণ পরপরই সেখানে জীবনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম।

আহরার আল-শামের আমির আবু আহমেদ তাঁর অফিসে বসে ছিলেন। তাঁর অফিস দেখতে অনেকটটা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের মতো, পার্থক্য শুধু তাঁর সোফার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা বেশ কিছু অস্ত্র আর তার পেছনে স্তূপ করে রাখা মেশিনগানগুলোতে। তাঁর দরজার বাইরে সশস্ত্র সামরিক প্রহরী দাঁড়ানো। তাঁর অফিস সোফাটির আপাদমস্তক কালো চামড়ায় মোড়া। এক পাশে একটা পরিষ্কার ও চকচকে কাঠের ডেস্ক। আমিরের বয়স প্রায় ৩৮ বছর, লম্বা ও ঘন দাড়িবিশিষ্ট এক ব্যক্তি, যিনি মূলত মারাত আল-নুমানের পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামের আদি বাসিন্দা।

তার উচ্চতা গড়পড়তা ও গুরুগম্ভীর ভাববিশিষ্ট চেহারা। লেবাননে একজন তেলশ্রমিক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ২০১১ সালের আগস্টে তিনি সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং এসেই সামরিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেননি, সামাজিক কোনো আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না, এগুলোর কোনোটাই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এসবই তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা। কোনো বিক্ষোভে অংশ না নিয়ে তিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সামরিক দলে যোগ দেন। তাঁর অফিসের সামনের রাস্তার বিপরীত পাশে 'আশার হাসি' সংগঠন ও আহরার আল-শামের দেওয়া মানবিক সহায়তা নিতে আসা পরিবারের স্রোত নামছিল।

আমির আমার পরিচয় জানতেও চাইলেন না এবং আমার চেহারার দিকে দৃষ্টিযোগ না করেই কথা বলেছিলেন। আবু তারেক তাঁকে বলেছিল যে আমি একটা বই লিখছি এবং সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আর আমিরও তাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন বিধায় সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি খুব সাধারণ কথাবার্তা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং হেসে আবু তারেককে সম্বোধন করছিলেন। এসবই ছিল আমার উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করার কৌশল। আমি তাঁর কাছে তাঁর নিজের ও আহরার আল-শাম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আমি জানতাম, দলটি নিজেদের প্রচারণায় উৎসাহী, তাই তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করা আমার কাছে এটি একটি উত্তম পথ বলে মনে হলো। দলটি ইসলামপন্থী সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং উত্তর সিরিয়ার নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে অন্যতম। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি আবু তারেকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কথা বলতে লাগলেন। তারপর, কোনো সম্ভাষণ ছাড়াই, একজন সৈনিক সেখানে প্রবেশ করল এবং আমাদের কথার মাঝখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাঘাত ঘটাল। সে আমিরের সোফার পেছনে আরও তিনটি মেশিনগান রেখে গেল।

আমি আমার হাতের শূন্য পৃষ্ঠাটার দিকে তাকালাম। আমি নার্ভাস বোধ করছিলাম, কারণ আমরা ছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর খুব কাছে এবং বোমা পড়ার শব্দও ছিল খুব নিকটবর্তী। উগ্রপন্থী দলগুলোর একজন অন্যতম আমিরের সামনে আমি বসে আছি, তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছি এবং আশ্চর্যভাবে আমি এখনো সম্পূর্ণ শান্ত আছি—এ ব্যাপারগুলোর সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। আমি খানিকটা হেসে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। সময়টা ছিল মাঝদুপুর এবং আমার চিন্তিত, গরম ও দমবন্ধ লাগছিল। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল এবং আমি হঠাৎ ঘামতে শুরু করলাম কিন্তু আবু আহমেদ অবশেষে কথা বলতে শুরু করলেন, আমিও লিখতে শুরু করলাম।

'আমি সামরিক দলে যোগ দিয়েছি, কারণ আমি বাশার সরকারের পতন চাই এবং এই দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই,' তিনি আমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বললেন। 'আমরা ৪৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাফেজ আল-আসাদ ও তাঁর পুত্রের অন্যায় আর অবিচার সহ্য করে আসছি। যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। আমি আবু তামিমা ও ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহর বই পড়ার কারণে অসংখ্যবার তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছি, যদিও আমার পরিবারের সদস্যদের অনেকেই সরকারের সমর্থক। এটা একটা নাস্তিক সরকার। আর এখন আমি যা করছি, তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

'২০১১ সালের আগস্টে প্রথমবারের মতো আমাদের দলটি গঠিত হয়। তখন আমাদের কাছে শুধু একটা গাড়ি আর তিনটা রাইফেল ছিল—আর এখন আমাদের ৪০টা গাড়ি আর ৪০ টন বিস্ফোরক রয়েছে। আমরা আবু আল-বারার সঙ্গে বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আহরার আল-শামের পাঁচজন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। লোকজন আবু আল-বারাকে "তাকফিরি" বলে থাকে, আর আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছিল, কিন্তু আমরা তা করিনি। আমি ছিলাম দলটিতে যোগ দেওয়া ষষ্ঠ সদস্য, সে জন্য আমি বাকি পাঁচ প্রতিষ্ঠাতা আমিরদের সম্পর্কেও বেশ ভালো করে জানি।

'মানহাল যখন মারচিনের অপহরণের ঘটনার আপিল নিয়ে শরিয়া আদালতে গিয়েছিল, তখন বিপ্লবীদের হুমকি দেওয়া লোকটির নামও আবু আল-বারা বলে শুনেছিলাম, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমিরের উল্লিখিত ব্যক্তি সেই একই লোক কি না।'

আমির বলে চললেন, 'সৈন্যদের হত্যা করার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে শুধু দলত্যাগের কারণে কোনো সদস্যকে আমরা হত্যা করব না, কিন্তু যদি তারা লড়াইয়ের ময়দানে মারা যায়, তাহলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে না, কারণ এটা জায়েজ, হালাল। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত টহল দলের রাস্তায় আমরা আইইডি পেতে রেখেছিলাম। কিন্তু ২০১২ সালের শুরুর দিকে যখন আর্মি প্রবেশ করল, তখন পরিস্থিতিও বদলে গিয়েছিল। আর্মি এসে আমাদের হত্যা করবে, সাধারণ নাগরিকের ওপর বোমা হামলা চালাবে—এমনটা আমরা আশা করিনি। যখন বোমা হামলা শুরু হলো, তখন সেটা ছিল একটা ধ্বংসযজ্ঞ, সুতরাং আমাদেরও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হলো।

'আবু আল-বারা আর আমি, আমরা আইইডি বিস্ফোরক পাতাসহ অন্যান্য অপারেশন পরিচালনা করা শুরু করলাম। আমরা একটা সাদা গাড়িতে ভ্রমণ করতাম এবং প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর গাড়ির রং পাল্টে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফেলতাম। আমরা গাড়িবোমা বিস্ফোরণের জন্য পরিচিত ছিলাম। বর্তমানে আমি মারাত আল-নুমানের আমির, আর আমার ব্যাটালিয়নে এক হাজার ভাই আছে।

'কিন্তু "আমির" শব্দটা দিয়ে আসলে কী বোঝানো হয়?' আমি জানতে চাইলাম। 'কেন আহরার আল-শাম, নুসরা বাহিনী বা ISIS নেতাদের আমির বলা হয়?' আমার জানামতে, এই টাইটেল সিরিয়া বা দূরপ্রাচ্যের কোথাও ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত হয় না, আর তাই আমার জানার ইচ্ছা ছিল কীভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো।

তিনি একপলক আমার দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নাড়লেন এবং উত্তর দিলেন, 'আমিররা সামরিক নেতাদের নিয়োগ দেয় ও অপারেশন পরিকল্পনা করে এবং একজন আইনি অভিভাবক বা বিচারকের দায়িত্বও পালন করে। যুদ্ধের সময় আমাদের শুরা কাউন্সিল নামে একটা উপদেষ্টা কমিটি থাকে, তবে আমিরের সিদ্ধান্তের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

'তাহলে আপনার আর হাফেজ আল-আসাদ ও তার ছেলের মধ্যে কী পার্থক্য আছে, যদি আপনার একক সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়ে থাকে?'

'এর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই, এটাই আইন।' তিনি চুপচাপ উত্তর দিলেন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না এবং তাঁকে বলতে দিলাম, কারণ তার পাশে জড়ো করে রাখা মেশিনগানের ব্যারেলগুলো আমাকে জমিয়ে দিচ্ছিল।

'আমির একজন রাজনৈতিক নেতাও বটে,' তিনি বোঝাতে লাগলেন। 'কিন্তু আমাদের মূল কাজ হলো সামরিক অপারেশন। যোদ্ধাদের মধ্যে আমাদের অনেক স্বেচ্ছাসেবী ভাই আছে। পয়সা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা আমাদের সেসব কর্মী পেতে সাহায্য করে, যারা সত্যিকার অর্থেই ধর্ম মেনে চলে। আমরা কোনো বেতন দিই না।'

আমি তাঁর কথার মাঝে কথা বলে উঠলাম। 'কিন্তু আমি তো শুনেছি যে আপনাদের যোদ্ধারা বেতন পান এবং আপনাদের বেশ কিছু দাতব্য ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে,' আমি বললাম। 'আর এ ব্যাপারটা তো কোনো গোপনীয় কিছুই নয়, সবাই জানে।'

তিনি প্রথমবারের মতো আমার চোখের দিকে তাকালেন এবং আগের মতোই সংযতভাবে বললেন, 'এগুলো হলো যোদ্ধাদের জন্য ব্যয়, আর টাকাগুলো পায় তাদের পরিবার, দৈনন্দিন খরচ সামলানোর জন্য। আর যদি দাতব্য সংস্থাগুলোর কথা বলেন, সেগুলো লোকদের সাহায্য করার জন্য।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আর ব্যবসাগুলো?'

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, 'শুরুর দিকে কিছু সমস্যা ছিল কিন্তু প্রায় প্রতিটি যুদ্ধ থেকেই আমরা বেশ কিছু পরিত্যক্ত অস্ত্র পেতে শুরু করেছি। আমরা আর্মিদের তুলনায় যথেষ্ট ভালো করছি। এই সম্পদগুলো মুসলিমদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে এবং মুসলিমদেরই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। আমি এখানে, মারাত আল-নুমানে, বেশ কিছু পানির ট্যাংকার কিনেছি, কুয়া থেকে পানি তুলে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

'আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু লোক আছে, যারা স্বাধীনভাবে বিপ্লবের জন্য কাজ করে এবং বেশ কিছু নন-সিরিয়ান ভাই, যারা আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমাদের দলে বেশ কিছু সিরীয় ভাই আছে মুসলিম ব্রাদারহুডের, যারা অভিবাসী ছিল এবং যাদের বাচ্চারা দেশের বাইরে নির্বাসিত অবস্থায় বেড়ে উঠেছে। তারা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যোগ দিতে ফিরে এসেছে। মোটকথা, আমাদের সদস্যদের ৯৮ শতাংশই সিরিয়ার বাসিন্দা। চেচনিয়ায় তিনজন ছিল কিন্তু বংশগতভাবে তারাও সিরীয়, ষাটের দশকে তাদের মা-বাবারা চেচনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।'

আবু তারেক মাঝেমধ্যেই তাঁর কথার ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন বা কোনো বিশেষ নোট যোগ করছিলেন বা কোনো অস্পষ্ট অংশ বিশ্লেষণ করছিলেন। আমি যতদূর সম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরিবেশ ক্রমেই গুমোট হয়ে উঠছিল। বাইরে বোমার শব্দ থেমে গিয়েছিল এবং এক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল, যেন পৃথিবীটাই প্রায় শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মধ্যাহ্নে এমন নীরবতার অভিজ্ঞতা আমার জন্য বিরল ছিল। কিন্তু চামড়ার গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশকে আপনি ঠিক কী অবস্থায় দেখতে চান?' আমি প্রশ্ন করলাম।

এবার আমির সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন। 'আমরা শুধু স্বৈরাচারীর পতন চাই,' তিনি বললেন।

আমি আবারও একই প্রশ্ন করলাম এবং তিনিও অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, 'স্বভাবতই আমরা একটা ইসলামি শাসনব্যবস্থা চাই। আমরা বিশ্বাসীদের একজন নেতা, অর্থাৎ আমির বানাব এবং একটি শুরা কাউন্সিল।' তারপর পুরোপুরি চুপ হয়ে গেলেন।

'আর এরপর?' আমি কথা এগিয়ে নিলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘এরপর...’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এরপর আইন হবে ধর্মীয় নানা সম্প্রদায় ও শাখার জন্য—নন-মুসলিম, নাসারা অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের জন্য। নারীদের হিজাব ছাড়া বাইরে বের হওয়াটা বেআইনি। এভাবে বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হবে; সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।’

আবু আহমেদের বলা কথাগুলো যখন আমি লিখছিলাম, আবু তারেক আমাকে লক্ষ করছিল। আমিও তার দিকে এক পলকের জন্য তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আবু আহমেদ যখন তাঁর শেষ কথাটি বললেন, তখন সে আমার দিকে একটা সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি জোর করে হাসলাম, আর আবু আহমেদ বলে চললেন, ‘আলায়িরা সিরিয়ায় থাকতে পারবে না। ইসলামে নাসারাদের জন্য যে নিয়ম, খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও এখানে তা-ই অনুসরণ করা হবে এবং আমরা সরাসরিই ঘোষণা দিয়েছি যে আমরা খোলাফায়ে রাশেদিনদের—যাঁরা ইসলামি খেলাফতের সঠিক খলিফা—তাঁদের যুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।’

‘আর যেসব আলায়ি বিপ্লবকে সমর্থন দিয়েছে তারা আর দ্রুজদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত?’ আবু তারেক জানতে চাইল।

‘এ রকম আলায়িদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের ছাড়া আর সব আলায়ি ও কুর্দিদের সঙ্গে আমরা লড়ে যাব, রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত।’ তাঁর মুখে কুর্দিদের উল্লেখ শুনে আমি যথেষ্ট হতবাক হলাম। কুর্দিরা একটা নৃগোষ্ঠী, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়। তাদের ব্যাপারে ঘৃণার কী থাকতে পারে, তা আমার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু আমি কিছু না বলে লেখা চালিয়ে গেলাম।

‘শুরা কাউন্সিলে আমাদের ২৫ জন ভাই আছেন,’ তিনি বললেন। ‘তথাকথিত সংসদ আমরা অনুমোদন করি না এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের পথও আমরা অনুসরণ করব না, কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য আছে।’

আমি অনুভব করলাম, আমার ঘাড় দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে নামল, কানের পেছন থেকে প্রথমে বুকে, তারপর পেটে। আমার আঙুলগুলো কাঁপছিল। আলোচনার এই পর্যায়ে যেকোনো বেসামাল প্রতিক্রিয়া বা আচরণ আমার জন্য প্রাণহানিকর হয়ে উঠতে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে আমার লেখার দিকে মনোনিবেশ করে রইলাম; সবার আগে আমি একজন লেখিকা ও সাংবাদিক—যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে, সব নোট করে নিচ্ছে এবং তারপর চলে যাবে—এটাই আমার এই মুহূর্তের দাবি। ভয়ে ও ক্রোধে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাঁপতে থাকা যে আলায়ি নারী আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে, এই মুহূর্তে তাকে কোনো জায়গা দেওয়া যাবে না। তার ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।

আহরার আল-শামের আমির আবার বলতে লাগলেন, 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে নুসরা বাহিনীও আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করে। বেশ কিছু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে ঠিকই কিন্তু তারা খুবই সাহসী লোক।'

'পুরো আহরার আল-শাম দলের বর্তমান আমিরের নাম কী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

জবাবটা এল গর্বিত স্বরে, 'আমাদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ আমির হচ্ছেন হাসান আব-বুদ আবু আব্দুল্লাহ। তিনি বিপ্লবের প্রথম মাসে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ ধর্মীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রয়েছেন, সেই ২০১১ সালের মে মাসে, অর্থাৎ বিপ্লবের শুরু থেকেই আমরা তাঁদেরকে দলে পেতে কাজ করে চলেছি। আমাদের কর্মকাণ্ড ছিল গোপনীয়, কিন্তু কাজের প্রতি আমরা ছিলাম আন্তরিক। বছরের শেষ দিকে এসে আমরা আত্মপ্রকাশ করেছি। বর্তমানে সিরিয়ান অংশকে একত্র করে আহরার আল-শাম নামে একক সংগঠন করা হয়। এই চারটি অংশ হলো ইসলামিক আল-ফজর মুভমেন্ট, জামাত আল-তালিয়া আল-ইসলামিয়া, আহরার আল-শাম ও আল-ইমান ফাইটিং ব্রিগেড।'

'সরকার যে ঠিক ওই সুনির্দিষ্ট সময়টাতে হাসান আব-বুদকে ছেড়ে দিল, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়নি?' তিনি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। 'অর্থাৎ ঠিক যেই সময়টাতে একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল, একটা বিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে?' আমি যোগ করলাম।

'না, এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

আমি তাঁকে আইসিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, আইসিসের ব্যাপারে তাঁদের দলের মনোভাব বা অবস্থান জানতে চাইলাম।

'আইসিসের ভাইয়েরা এখানে মারাতেও আছে। তারা আমাদের লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের একটা বড় অংশই অভিবাসী, যারা নুসাইরি অর্থাৎ আলায়িদের সঙ্গে লড়াইয়ে আগ্রহী,' আমির জবাব দিলেন।

'আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার উঠতে হবে।' হঠাৎ আবু তারেক বলে উঠল। আমি মাথা নাড়লাম। আমি ভাবলাম, শিগগিরই সব শেষ হবে। আবু আহমেদ হাসলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমি তাঁর দিকে আরেকটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। 'যদি বাশারের পতন হয়, তার পরবর্তী পরিস্থিতি কেমন হবে বলে আপনার ধারণা?'

'বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটবে। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষ। তাঁর পতনের পর কী ঘটবে, সেটা নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবি না। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আমি একজন শহীদ হব। একটা লড়াইয়ে আমি ছয় জায়গায় গুরুতর জখম হয়েছি, আর গত জানুয়ারির পর থেকে মাত্র একটা লড়াইয়ে যোগ দিতে পেরেছি।'

'আমি শুনেছি আপনাদের "যুদ্ধকালীন আমির" আছে, ব্যাপারটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন,' তিনি বললেন। 'যুদ্ধের সময় ব্যাপারগুলো এমনই হয়।'

'তার মানে কি একটি দেশ ও জাতি হিসেবে সিরিয়া আর আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'আমি বলতে চাইছি, আপনি বা আপনারা একটা ইসলামি রাষ্ট্র চান—যার অর্থ হলো সিরিয়ার সমূহ পরিবর্তন, তাই নয় কি?'

'না, আমরা শুধু ইসলামের ব্যানার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। সিরিয়া যেমন ছিল, তেমনই থাকবে, তবে ইসলামিক হবে। আলায়িদের বেরিয়ে যেতে হবে।'

'তাদের সংখ্যা তো ২০ লাখেরও বেশি। আর খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর তাহলে কী হবে?'

'তারা সিরিয়া ছেড়ে যেতে পারে, ইসলাম গ্রহণ করতে পারে বা 'জিজিয়া কর' দিয়ে থাকতে পারে, যা তাদের ওপর আরোপ করা হবে।'

'আর যদি কেউ যেতে না চায়?'

'তাদের ভাগ্যে যা আছে তা-ই ঘটবে।'

'হত্যা?'

'সেটাই তাদের যথোচিত পুরস্কার,' তিনি বললেন, বেশ বিরক্ত স্বরে।

'আর নারী ও শিশুদের কী হবে?'

'তারা যেতে পারে।' তিনি বললেন।

'দ্রুজ আর ইসমাইলি গোষ্ঠীর প্রতি আপনারা কী আচরণ করবেন?' আমি উচ্চস্বরে প্রশ্ন করলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'যদি তারা ইসলামের পথে ফিরে আসে স্বাগত জানাব, নয়তো তারা নাস্তিক গণ্য হবে। আমরা তাদের বিশ্বাসের পথে আহ্বান করি, কিন্তু আলায়িরা সব মুরতাদ এবং তাদের হত্যা করা উচিত।'

আমি নিজেকে শান্ত করার জন্য হাসার চেষ্টা করলাম। 'কিন্তু শিশু আর মহিলারা...তাদের দোষ কী?'

'মহিলারা শিশুদের জন্ম দেয়, শিশুরা বড় হয়ে পুরুষ হয়, আর পুরুষেরা আমাদের হত্যা করে!' তিনি জবাব দিলেন।

আবু তারেক উঠে দাঁড়াল। 'আল্লাহ আপনার হেফাজত করুন, ম্যাম, আমাদের এবার যেতে হবে, প্লিজ!' সে আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল এবং আমি বুঝলাম যে আমি আর কথা চালিয়ে নিতে পারব না। যদিও আমি সম্পূর্ণ শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম আমার পাগুলো ভয়ংকরভাবে কাঁপছে।

'এটা কোনো ধর্মীয় শুদ্ধতা হতে পারে না, আর এটা আল্লাহর ইচ্ছাও নয়,' আমি আবু আহমেদকে বললাম। 'এটা সম্পূর্ণ উগ্রবাদী কাজ। এর সঙ্গে বাশার আল-আসাদের শয়তানির কোনো পার্থক্য নেই।'

আবু আহমেদ খুব হালকাভাবে মাথা নাড়লেন। 'যুদ্ধের ব্যাপারটা পুরুষদের ওপর ছেড়ে দিন, বোন।'

যখন আমরা বের হয়ে আসছিলাম, তিনি মারাত আল-নুমানের বাচ্চাদের "তাহফিজ" করানোর কথা উল্লেখ করলেন—কোরআনের আয়াত মুখস্থ করাকে তাহফিজ বলা হয়।

'আমি শুনেছি, আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহী,' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, অতিমাত্রায় আগ্রহী জনাব আহমেদ। সেটাই সবচেয়ে জরুরি বিষয়।' আমি জবাব দিলাম।

'আমরা আমাদের শিশুদের কোরআন শিক্ষার জন্য একটা স্কুল খুলতে চাই,' তিনি বললেন।

'আমাদের মানবজ্ঞানকে বিকশিত করা দরকার। ধর্মকে মানুষের অন্তরের জন্য ছেড়ে দিন না।' আমি বললাম।

তিনি অসন্তুষ্টভাবে মাথা নাড়লেন।

সেই মুহূর্তে, আমি হয়তো আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিতাম, যদি না আবু তারেকের প্রখর দৃষ্টি আমাকে বাধা না দিত। আমরা দ্রুত গাড়িতে করে ফিরে চললাম। আবু তারেক বাকরুদ্ধ হয়ে রইল, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা কেউই কথা বললাম না। মারাত আল-নুমান থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেরিয়ে আসার পর আমি আমার হাতের তালু পরিষ্কার করলাম এবং বড় অক্ষরে লিখলাম : ৪ আগস্ট।

গাড়ির রেডিও সচল হয়ে উঠল এবং আবু তারেক তার যোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সে বিভিন্ন নম্বর ঘুরিয়ে অনেকগুলো সেকশনের সঙ্গে কথা বলল। তাদের কী প্রয়োজন, তা জেনে নিল এবং বলল যে সে ইফতারের পর তাদের সঙ্গে দেখা করবে। আমি তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। সে বলল, আমরা ইতিমধ্যে সেখানে এসে পড়েছি, তবে রাস্তার শেষ মাথায় থাকা পাহাড়ের ওপর দিয়ে চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আমি খেয়াল করলাম, রাস্তার প্রায় সবখানেই বিড়াল চলাচল করছে। চিকন, মোটা, অস্বাভাবিক মোটা—সব রকম। অন্যান্য জায়গায় ধ্বংসের যে রূপ আমি দেখেছিলাম, এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না, বরং আরও বেশি, আরও বিস্তৃত ও নৃশংসভাবে প্রকট হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা বিশাল বিশাল ভগ্নস্তূপ পার হলাম, আর চূড়ান্ত ক্ষেত্রে গিয়ে দেখলাম, বিদ্ঘুটে সব অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপ। সবকিছুই জ্বলে গেছে; পড়ে আছে শুধু লোহার রডগুলো, কংক্রিট আর পাথরের টুকরো। ধীরে ধীরে সব ছাইয়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

কোথাও কোনো ঘরের চিহ্নও নেই। আবু তারেকের ১০ জন সহযোগী যোদ্ধা এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে। সে আমাকে গাড়ি থেকে নামতে নিষেধ করল। 'আমরা এখানে কয়েক মিনিটের বেশি থাকতে পারব না,' সে যোগ করল। তার কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধ ময়দানের বিপরীত পাশ থেকে গুলির শব্দ আসতে শুরু করল। আর আবু তারেক তখনই গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আমাদের আগের রাস্তায় ফিরে গেল।

সে রাতটা ছিল গাঢ় আর বিশাল। ইফতারের পর বরাবরের মতোই বোমা হামলা সহযোগে কারামা বাস সদস্যদের সঙ্গে আল-দারা গ্রামের স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে মিডিয়া সেন্টারে একদল বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদের একজন মারচিন সুদেরের খোঁজে সুদূর ডেনমার্ক থেকে এসেছিল। সে তার খোঁজ বা অবস্থান-সংক্রান্ত কোনো যোগসূত্র খুঁজেছিল। সে বিশেষভাবে আমার কাছে জানতে চাইল, সেদিন কী ঘটেছিল।

আমার উপস্থিতির ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে, এই ব্যাপারটা আমি ভুলে থাকতে চাইছিলাম। কেননা এর ফলে আমার সিরিয়ায় থাকা বিপজ্জনক হয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উঠেছিল। এখানে থাকার পেছনে আমার একটা জেদ কাজ করছিল। আমি এই ব্যাপারটা মানতে পারছিলাম না, যে অঞ্চলগুলো 'মুক্ত' বলে দাবি করা হচ্ছে, সেখানে আমার চলাচল নিষিদ্ধ এবং ততটাই বিপজ্জনক, যতটা আসাদ সরকারের সময় ছিল। এটা সত্যি যে বিপদের মাত্রা অনেক বেশি এখন। ফারসান আল-হক ব্রিগেডের কমান্ডার আবু আল-মাজদ আমাকে বলেছিল যে আমি এখন সেখানে আছি, যেখানে আমার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। কারণ, তারা আমাকে খুব ভালো নিরাপত্তা দিচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে প্রকৃতই নিরাপদ বোধ করতাম, কিন্তু এটাও জানতাম যে এ নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র নয়। তবু আমার নারী ও শিশুবিষয়ক কাজটা শেষ করতে চাইছিলাম।

রাজানের বাড়ি ফিরতে আমার অনেক রাত হলো, মহিলারা সবাই গভীর ঘুমে নিমগ্ন। তবে দূরের বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিচতলা থেকে বাচ্চাদের হাসাহাসি আর চিৎকারের শব্দ আসছিল। বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগবিহীন আর ন্যূনতম ইন্টারনেট সংযোগ থাকা এই বাড়িতে আজ নিয়ে আমার ষষ্ঠ দিন চলছিল। একান্ত জরুরি না হলে আমরা জেনারেটর চালাতাম না, জ্বালানি বাঁচাতাম। আমি সেসব নারীর কথা ভাবছিলাম, যারা ইউরোপ, আমেরিকায় তাদের নিরাপদ আবাস ছেড়ে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এসেছে চিকিৎসা ও পুষ্টি সহায়তা দেওয়ার জন্য। তারাও কি একই রকম বিপদের মধ্যে আছে?

আমি মেঝের ওপর বিছানো গদির এক কোনায় শুয়ে পড়লাম এবং মড়ার মতো ঘুমালাম। আমার ঘুম যখন ভাঙল, তখন পরদিন সকাল, ঘড়ির কাঁটা সাড়ে সাতটার ঘর পেরিয়ে গেছে।

***

সেদিন সকালে আমার নুসরা বাহিনীর একজন আমির আবু হামানের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আমি ছয় মাস ধরে এই বাহিনীর একজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম এবং তখনো পর্যন্ত সফল হইনি। ওই আমিরের সঙ্গে দেখা করাটাও কঠিন, কারণ তাঁর অবস্থান যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে অবস্থিত এলাকায়। তাঁর শেষ যুদ্ধে তিনি পায়ে মারাত্মক জখম হয়েছেন, তারপরও তিনি বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রের কাছাকাছি অবস্থান করতে জোর করেছিলেন। আবু তারেক আমাকে আল-বারা গ্রামে নিয়ে যাবে, মিটিং সেখানেই। গ্রামটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। মিডিয়া সেন্টারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া তরুণ ইব্রাহিম আল-আমিনও আমাদের সঙ্গে ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গাড়িতে উঠে প্রথমেই আমি আমার হাতের তালুতে তারিখ লিখে নিলাম : ৫ আগস্ট। আমি জানতাম যে সন্ধ্যা নাগাদ এ লেখাটা মুছে যাবে, শুধু নীল একটা ছোপ রয়ে যাবে আমার হাতের তালুতে। কিন্তু আমার এবারকার ভ্রমণ এতটাই দীর্ঘ যে আমার স্মৃতিকে চলমান রাখতে সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টাই আমাকে করতে হয়েছিল। প্রতিদিনই আমি আমার নোটবুকের ওপরের কোনায় সেদিনের তারিখ লিখে রাখতাম, সেই সঙ্গে আমার হাতেও। তাতে করে আমার জন্য সেদিনের তারিখ জানাটা সহজ হয়ে যেত। আমার আফসোস হলো যে কেন শুরু থেকেই আমি এ কাজটা করলাম না, কারণ আমার স্মৃতিতে বড় রকম ফাঁক তৈরি হয়েছিল। ফাঁক আসলে দুটো তৈরি হয়েছিল—একটা আমার স্মৃতিতে, অন্যটা হৃদয়ে।

আল-বারা গ্রামে যাওয়ার পথে আবু তারেক তার ট্রান্সসিভারে তিনজনের সঙ্গে কথা বলল, মিটিংয়ের সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্য। গ্রামটি মারাত্মক ধ্বংসের শিকার। ট্রান্সসিভারে আমরা সৈন্যদের গালাগাল আর শপথবাক্য শুনছিলাম। ফ্রি আর্মি আর আইসিসের মধ্যে একটা বড় ধরনের লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। আবু তারেক আমাদের বিস্তারিত বলল।

'ISIS বিপ্লবটাকে ছিনতাই করেছে! তারা যা করছে তাতে তাদের এত সহজে আমরা পার পেতে দেব না,' সে বলল। তারপর যোগ করল, 'আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন; হয় আমাদের আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, না হয় উগ্রপন্থী দলগুলোর সঙ্গে, যারা বাইরে থেকে এসে আমাদের বিপ্লবের মধ্যে ঢুকে গেছে আর এটাকে দূষিত করছে। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো একটা নির্বাচন করা তো অসম্ভব। আকাশ থেকে আসাদ বাহিনী আমাদের ওপর বোমা ফেলছে, আর মাটিতে এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো আমাদের সঙ্গে লড়ছে। মানুষের জীবন অতিষ্ঠ।'

আমিরের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার এই ভ্রমণটাকে আমার গুপ্তধনের খোঁজে পরিচালিত অভিযান বলে মনে হলো। আমাদের মিডিয়া সেন্টারের একজন যোদ্ধা, যে নুসরা বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার কাছ থেকে আমরা তথ্য নিয়েছিলাম এবং অনেক আঁকাবাঁকা-সরল-ঘোরানো পথ ঘুরে অবশেষে সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিলাম। আল-বারা গ্রাম ঘুরে আমরা এর একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছালাম। ক্রমাগত বোমাবর্ষণের শব্দ হচ্ছিল। অন্য আরও অনেক গ্রামের মতো এই গ্রামটিও ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

আমরা রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করালাম। এক ঘণ্টারও কিছু পরে একটা গাড়ি এসে আমাদের পাশে থামল এবং দুজন তরুণ নেমে এল। আবু তারেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিছু সময় তাদের সঙ্গে গায়েব হয়ে রইল, তারপর ফিরে এসে আমাদের নিয়ে চলল। আমরা একটা জলপাই বাগান পার হলাম এবং একটা ছোট পাহাড়ের ওপর চড়লাম। সেখানে একটা গাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেটিরও পেছনে কয়েকজন সৈন্য বসে ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা একটা কালো ব্যানার হাতে। কিছুক্ষণ পর তারাও একটা নিচু রাস্তা ধরে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বেলা দুপুর হয়ে গিয়েছিল। মিডিয়া সেন্টারের যে কর্মীর মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, সে জানাল আমাদের দেরি হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকারের আগে সে আমাদের ছবি তুলতে চাইল, কিন্তু আমি মানা করলাম। আমি জানতাম, এটা আল-কায়েদার একটা কৌশল। যখনই তারা কোনো গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে দেখা করে, তার ছবি তুলে রাখে পরে কাজে লাগবে ভেবে। তবে সে আমাকে জোর করল না—হয়তো আমি মহিলা বলেই। পরে, আমি নিজেকে বললাম, সাক্ষাৎকার শেষে গাড়িতে করে ফিরে যাওয়ার সময় আমি তাকে আমার আসল নাম বলব, তবে আর কোনো কিছু প্রকাশ করব না।

আমি এই জায়গায় আমার থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম এবং নিজেকে খোলাখুলিভাবে চিনে নেওয়ার, কেননা এটা আমার স্বাধীনতার একটা অংশ। যদিও আমি এর ঝুঁকি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারপরও যা ঘটে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমার হতাশা থেকে আমার মধ্যে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। কখনো কখনো আমার রাগ সীমা ছাড়িয়ে যেত, বিশেষত যখন কোনো ISIS চেকপয়েন্টে আমাদের থামানো হয়, যেখানে সবাই ছিল বিদেশি—তিউনিশিয়ান, মরক্কান, সৌদি অ্যারাবিয়ান, ইয়েমেনি বা চেচনিয়ান। তাদের কাছে আমরা ছিলাম শুধুই একদল সিরীয়। যখনই তারা আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করত 'মহিলাটি কে?', তখন আমার নিজেকে সংযত রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। কিন্তু আমার সঙ্গের কেউ না কেউ সব সময় আমার হয়ে জবাব দিত : 'আমার মা' বা 'বোন' বা 'আন্টি'। এবার আমি একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম।

আমরা আরেকটা জলপাই বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে একটা গ্রামীণ রোমান মুসোলিয়ানে পৌঁছালাম। স্থানটি একটা মিসাইলের আঘাতে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ভেতরের অনেক পাথরই লুট হয়ে গেছে, খুব কমই অবশিষ্ট আছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু ধ্বংসস্তূপ—বিমানবাহিনীর বোমা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হামলার ফলাফল। এই রোমান সমাধিক্ষেত্রটি প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো, বর্তমানে নুসরা বাহিনী এটাকে সাক্ষাতের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছে।

'এগুলো কারা লুট করছে?' আমি মিডিয়া প্রতিনিধিটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা জানি না,' সে জবাব দিল। 'উভয় পক্ষ থেকেই লুট করা হচ্ছে। যুদ্ধের সময় এমনটাই হয়ে থাকে।'

জলপাই গাছগুলো পেরিয়ে একজন লোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ছিল পেটানো শরীর, গড় উচ্চতা এবং খানিকটা স্থূল, বাদামি চামড়া। পরনে ছাইরঙা লম্বা পোশাক এবং একটা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন, একটি পা মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে। তিনিই আল-বারায় নুসরা বাহিনীর স্থানীয় আমির, যাঁর নাম আবু হাসান। আমি তাঁর সম্পর্কে আগে কিছুটা শুনেছিলাম। দেখলাম, লোকে যা বলে সে তুলনায় তিনি আরেকটু ভদ্রস্থ। তিনি একসময় বৈরুতে নির্মাণ ঠিকাদার হিসেবে কাজ করতেন। তারপর মেফ পাহাড়, জোয়াইন ও দেইর আল-কামারেও কাজ করেছেন। তিনি ১৭ বছর ধরে লেবাননে ভবন নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের কাজ করেছেন।

'যতবারই আমি সিরিয়ায় ফিরে এসেছি, বিশেষ করে আল-বারায়, প্রতিবারই তারা আমাকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং আমাকে সালাফি বলে দোষী সাব্যস্ত করেছে,' তিনি বললেন। 'একবার তারা আমাকে সাত দিন টানা আটকে রেখেছিল। কিন্তু রাজনীতি আমার আগ্রহের বিষয় ছিল না। আমরা লেবাননে শুধু উচ্চবিত্তদের নির্মাণকাজ করতাম। আমার ভাইয়ের চার বছরের জেল হয়েছিল; তাকে মে মাসে ছেড়েছে।'

'বিপ্লবের তৃতীয় মাসে?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ,' তিনি জবাব দিলেন।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আমি নিয়মিত এই বিষয়টা শুনছি এবং গতকাল আবু আহমেদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়ও আমি খেয়াল করেছি যে সালাফি ও ইসলামিস্টদের ২০১১ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসে সরকার ছেড়ে দিয়েছিল। এতে করে একটা জিনিসই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের যখন নির্যাতন, গ্রেপ্তার, হত্যা ও নির্বাসিত করা হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার এই উগ্রবাদী ইসলামিস্টগুলোকে জেল থেকে ছেড়ে দিচ্ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবু হাসান বলে চললেন, 'আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছিল। তাই আমি বৈরুতে ফিরে গেলাম, চার বছর আগে, সেখানকার পাবলিক রেজিস্টারে আমার নথিভুক্ত নামের একটা কপি সংগ্রহ করার জন্য, যাতে সেটাকে পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিপ্লবের একেবারে শুরুর দিকে, অর্থাৎ মার্চ ২০১১-তে যখন দারাতে ঘটনা ঘটতে শুরু করল, তখন আমি ফিরে এলাম আর দেখলাম যে জনতা আসাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিসর, আল-শোকোর, আল-বারা ও জাবাল জাভিয়ায় আমরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করলাম। জুন ২০১১ পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। সে সময় তারা কোনো বাছবিচার ছাড়াই আমাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করেছিল, আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলছিল।

'সাধারণত আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম মিসর, তিউনিশিয়া ও লিবিয়ায় যা ঘটেছে, সিরিয়ায়ও তা-ই ঘটবে। আমাদের লক্ষ্য তাই "মুখাবারাত"দের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্তই সীমিত ছিল, সরকারের আভ্যন্তনিরাপত্তা বাহিনী। আমরা সামরিক সেনাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর মর্যাদা দিয়েছিলাম, এভাবে আমাদের ওপর তারা বোমা বর্ষণ করবে, হত্যা করবে, এটা কখনোই প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু ২০১১-এর মে মাসে ইদলিবের কাছে আল-মাস্তুমা শহরে একটা বিশাল হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, যাতে অনেক নিরীহ সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিল। তারপরই আমরা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিই। সে সময় আমার কাছে শুধু একটা শিকারি রাইফেল ছিল, যেটা আমি বিয়ে অনুষ্ঠানে ফাঁকা গুলি করতে এবং শিকারের জন্য বের করতাম। আমরা খুবই সাধারণ মানুষ, বিখ্যাত কেউ নই, দেখতেই তো পাচ্ছেন। কিন্তু বিপ্লবের সময় আমরা একটা নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলাম।

'জুনের ২৯ তারিখে সেনাবাহিনী জাবাল জাভিয়া অবরোধ করে আর আমরা খুব সাধারণ অস্ত্র দিয়ে সেটার জবাব দিচ্ছিলাম—কালাশনিকভ রাইফেল। হালাক পরিবারের এক বিধবা মহিলাকে আর্মির এক স্নাইপার গুলি করে মেরে ফেলার পর জনতা উন্মত্ত হয়ে যায়, ফলে আমরা একটা আর্মি চেকপয়েন্ট আক্রমণ করি। তারপর তারা তাদের বিএমপি নামক ভারী অস্ত্র থেকে গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। আমরা ভেবেছিলাম, আর্মি আমাদের মুখাবারাতের সঙ্গে লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে এসেছে। কিন্তু শিগগিরই বুঝতে পারলাম যে তারা আসলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে। গ্রামের ভেতর ট্যাংক প্রবেশ করতে দেখে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল জবরদখল। এ কারণেই আমরা পুরুষেরা আমাদের বাড়ি ছেড়েছি, মহিলা ও শিশুদের রেখে এবং আমরা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন আমরা ছিলাম পাঁচজন।

'সব গ্রাম ও শহরের চিত্র একই ছিল, পরিস্থিতিও। একদিকে স্থানীয় পরিবারগুলোর মধ্যে, অন্যদিকে আর্মি ও মুখাবারাত বাহিনীর মধ্যে—এটা একটা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি গ্রামেই কয়েকজন সশস্ত্র পুরুষ মোতায়েন করা হয়েছিল তাদের বাড়িঘর রক্ষা করতে এবং সম্মান বাঁচাতে। এভাবেই বিপ্লব শুরু হয়েছিল। আমাদের লড়াইয়ের ন্যায়সংগত কারণ আমাদের মধ্যে বিজয়ের বিশ্বাস তৈরি করেছিল এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আল-বারার চেকপয়েন্টে হামলা করে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেব। কারণ, আমাদের কাছে অস্ত্র বা তা কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ কোনোটাই ছিল না। আমরা পুলিশ স্টেশন ও বাথ পার্টির শাখা অফিসগুলোতে হামলা চালালাম আর তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিলাম, সেই সঙ্গে সেনা নিয়োগের অফিসগুলোতেও।

'নিশ্চিতভাবেই, আমাদের মধ্যেও গুপ্তচর ছিল এবং আমরা তুলনামূলক দুর্বলই ছিলাম, কিন্তু তবু আমরা জাবাল জাভিয়ার চেকপয়েন্ট অবরোধ করলাম। শুরুর দিকে আমরা মুখাবারাত সদস্যদের হত্যা করতাম না। আমরা তাদের আটকে রেখে পরে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু পরে নিয়ম পাল্টে গিয়েছিল। লড়াই করার জন্য আমি ইদলিব, হামা আর আলেপ্পোর মধ্যে বিচরণ করতাম। প্রতিটি পিকেএস মেশিনগান বুলেট ছিল অত্যন্ত দামি—এক হাজার লিরা। আমাদের কাছে কোনো টাকা ছিল না আর সরকার দিন দিন আরও বেশি নৃশংস হয়ে উঠছিল। প্রতিদিনই বোমা হামলা, গ্রেপ্তার, হত্যা, গণহত্যা চলছিল। আমরা জমানো টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনছিলাম, জলপাইয়ের সিজনে যে লাভ হয়, তার থেকে জমানো টাকা। তারপর আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে একজোট হওয়া শুরু করলাম। আমাদের বিজয়ের স্বপ্ন আরও নিকটতর মনে হতে লাগল। কিন্তু পরে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল।'

'কীভাবে বদলে গেল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে এক বিরাট কাহিনি', তিনি বললেন। 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না, আমরা ছিলাম বিধ্বস্ত এবং আমাদের অধিকাংশ লোকই নিহত হয়েছিল। এক বছর আগে আমি নুসরা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে সময় আর্মির অনেক দলত্যাগী সদস্যও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে আমরা "জাবাল জাভিয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাটালিয়ন” গঠন করেছিলাম এবং আমরা বেশ কয়েকজন যোদ্ধার দেখা পেয়েছিলাম, যারা পরবর্তী সময়ে আহরার আল-শাম বাহিনী গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। সে সময়, জুলাই ২০১১-তে দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র সরবরাহ হতো না।'

'শুনে মনে হচ্ছে, আপনারা ছিলেন সশস্ত্র কয়েকটি দলের একটা জোট, যারা চেকপয়েন্টে হামলা চালাত, তাদের অস্ত্র কেড়ে নিত এবং সেগুলো দিয়েই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত?' আমি বললাম।

'ঠিক তাই।' তিনি বলতে লাগলেন। 'গ্রামের সম্পদশালী লোকেরা আমাদের বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র কিনতে পরামর্শ দিল। বলল, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ তারা জোগান দেবে কিন্তু আমরা একটাও তেমন অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। তখন সমস্যা টাকার ছিল না, সমস্যা ছিল কেউ আমাদের কাছে এমন অস্ত্র বিক্রয় করতে চাইছিল না। আমাদের গ্রামের শখানেক লোক নিহত হয়েছিল।

'আমরা কিছু যুবককে জানতাম, যাদের একজন জেলে আমার ভাইয়ের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের ইদলিব প্রদেশের নুসরা বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে সময় জাবাল জাভিয়ায় নুসরা বাহিনীর কোনো উপস্থিতি ছিল না। ইদলিবেও তাদের বিচরণ ছিল সীমিত। কিন্তু তারা চাইছিল, আমি যেন তাদের সঙ্গে যোগ দিই। আমি যোগ দিলাম এবং একসঙ্গে আমরা একটা বাহিনীতে পরিণত হলাম।'

'আর ISIS? তাদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কী?'

আবু হাসান সরাসরি কোনো উত্তর দিলেন না। 'ISIS যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি উপস্থিত কোনো গোষ্ঠী নয়,' তিনি বললেন। 'তারা নেপথ্যে আছে। তারা সবাই একসময় নুসরা বাহিনীতে ছিল। তারা বিদেশি; বেশির ভাগই সিরীয় নয়। আমরা সহানুভূতিশীল ধর্মের অনুসারী, বিধর্মীদের প্রতিও আমরা সমান উদার। ওমর, আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিথ করুন, ছিলেন ক্ষমাশীল। কিন্তু আমরা লোকদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে চাই, আর বাশার আল-আসাদকেও হত্যা করতে চাই।'

'ওমর বলতে আপনি "মুজতাহিদ"দের প্রথমজনের কথা বলছেন, শরিয়া আইনপ্রণেতাদের শুরুর দিককার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী?' আমি পরিষ্কার হতে চাইলাম। 'আর আপনারা কি তাকফিরি? যারা নাস্তিকদের শনাক্ত করে চলেছেন?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চোরা দৃষ্টি দিলেন, মনে হলো যেন এইমাত্র আমার সম্পর্কে কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন। তারপর একটা বিস্তৃত হাসি দিয়ে বললেন, 'অন্যদের তুলনায় আমি কিন্তু যথেষ্ট মডারেট, মিস! আমাকে যা বলতে শুনছেন, তা এখানকার অনেকের কাছেই শুনবেন না। এখানকার তাকফিরিরা লোকদের জবাই করে, চাবুক মারে। তারা আমাদের কিছু গ্রুপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি এমন একটা ইসলাম ধর্ম চাই, যা সারা বিশ্বকে একত্র করবে, তবে সেটা মিশনারি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

'নুসরা বাহিনীতে আমরা সংসদের বদলে শুরা কাউন্সিল চাই। আমাদের মধ্যে নাসারা, অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের উপস্থিতি আমাদের কাম্য নয়। আমরা তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করি। যে চায় সে-ই ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, আর যে চায় না তাকে "জিজিয়া কর" দিতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করার জন্য আমাদের "মুসলিম কোষাগার" আছে। আমাদের মধ্যে আলায়িদেরও কোনো স্থান নেই।'

আমি যদিও নিচু হয়ে নোট লিখছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম, আবু তারেক আর ইব্রাহিম, উভয়ে আমার দিকে নজর রেখেছে। তারা মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল, কখনো আমাকে কখনো আবু হাসানকে সম্বোধন করে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি জানতাম আবু তারেক মনে মনে প্রার্থনা করছিল, যাতে আমার ধর্মীয় পরিচিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো অস্বস্তিকর আলোচনা না হয়।

তিনি বলে চললেন, 'গত আড়াই বছরের যুদ্ধের পর, আমি আপনাকে এটা বলতে পারি, এ লড়াই এখন সুন্নি-আলায়িদের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। আর এ লড়াই অত্যন্ত দীর্ঘ হতে চলেছে, ন্যূনতম এক দশক।'

তিনি কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। বাকি ছয়জন উপস্থিত লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, কৌতুক করছিল আর হাসছিল, আমি শুনছিলাম।

'তারা বিলিন গ্রামের ৫৩ জন লোককে অ্যাসিডে পুড়িয়ে দিয়েছিল।' তাদের একজন বলল। 'ভাবুন তো! কোনো কারণ ছাড়াই! আমরাও তাদের পোড়াব। আমরা জানি, পুরো বিশ্বই বাশার আল-আসাদকে চায়, চায় তার পতন না ঘটুক। এ জন্য নয় যে সে অত্যন্ত শক্তিশালী, বরং এ জন্য—কেননা তার পেছনে আছে ইরান, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চীন। কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। তার পতনের পর আমি আবার আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পুরোনো কনস্ট্রাকশনের পেশায় ফিরে যাব। আমার স্ত্রী-সন্তান আছে, একটা জলপাইয়ের বাগান আছে।'

আমি চুপচাপ তাঁর কথা শুনছিলাম, তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'আমি আলায়িদের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি কোনো স্ত্রী, শিশুকে হত্যা করিনি। আমি হত্যার বিরুদ্ধে। ইসলাম সহনশীলতার ধর্ম, আর ধর্মের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা বদলে যাচ্ছে। আমি মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, কিন্তু বাস্তবতা যদি বর্তমান সময়ের মতো চলতে থাকে, তাহলে আমি বা আমার মতো লোকদের কথায় কেউ কান দেবে না। এবং আমার ধারণা, এ যুদ্ধ এত সহজে শেষ হবে না। আসন্ন ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা হবে বলেই আমার মনে হয়। এখন বলুন, এর মূল্য দেবে কারা? বাশার আল-আসাদ অবশ্যই নয়। আলায়িদেরই এর জন্য মূল্য দিতে হবে। তারা নাস্তিক ও বিধর্মী।'

'আপনি ভুল করছেন, তারা মোটেও নাস্তিক বা বিধর্মী নয়,' আমি দ্রুত উত্তর দিলাম, আর আবু তারেকের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি সীমা অতিক্রম করব না।

'আপনি কীভাবে জানেন?' আবু হাসান প্রশ্ন করলেন। 'আমি তাদেরকে আপনার চেয়ে ভালো চিনি।'

'আমি তাদের সম্পর্কে কমই জানি!' আমি জবাব দিলাম। 'কিন্তু জনাব আবু হাসান, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সিরিয়ার অধিবাসীরাও একে অন্যের সম্পর্কে কম জানে।'

তারপর আমাদের চারপাশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা চলল। কাছাকাছি একটা কবরস্থানের ফলকের তিন কোনা মাথা দেখা যাচ্ছিল, যেটি বোমার আঘাতে এমন হয়েছে; কিন্তু জলপাই বাগান লড়াইয়ের এলাকা না হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ এখানে কম ও বিক্ষিপ্ত। 'মূলত লুট করার অভিপ্রায়ে কবরস্থানে বোমা হামলা করা হয়েছে,' সৈন্যদের একজন বলল। জামাল মারুফ ব্যাটালিয়নের একজন সদস্য যার চুলগুলো পাকা এবং আলোচনার মাঝখানে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—অবশ্য ব্যাপারটা মানতে চাইল না। কিন্তু এ সৈন্যটি জোর দিয়ে বলল, 'আমরা আর চুপ করে থাকব না। ঐতিহ্যবাহী জিনিসগুলো সব চুরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য শুধু আমাদের সেনাবাহিনী আর শাবিহার সদস্যরাই দায়ী নয়।'

'তারা সবাই অস্ত্র কেনার জন্য এটা করছে,' আরেকজন যোগ করল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের পায়ের নিচের মাটিতে অন্য ধরনের একটি ক্ষুদ্র লড়াই চলছিল, মাটির মধ্যে তাদের নড়াচড়া অনুভব করছিলাম—পিঁপড়ের সারি।

'কিন্তু আপনি এখানে কেন?' আবু হাসান আমাকে প্রশ্ন করলেন। 'যে বই আপনি লিখছেন, তা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে?'

'আমি বিপ্লব নিয়ে বিভিন্নজনের মতামত সংগ্রহ করছি এবং এটা ছাপাতে চাই। আমি মনে করি, এই ইন্টারভিউগুলো নিপীড়িতদের ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।'

'আপনাকে কি তারা বিশ্বাস করবে?'

'সেটা জরুরি নয়,' আমি ভাবলেশহীনভাবে জবাব দিলাম।

তিনি কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন। 'আপনি কি দামেস্কের?'

'আপনার কী মনে হয়?' আমি বললাম।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনার উচ্চারণ মিশ্র,' তিনি জবাব দিলেন।

'আমার বাড়ি সবখানেই,' আমি বললাম।

তিনি হেসে বললেন, 'তবে আপনার এভাবে আমাদের এখানে আসাটা সত্যিই অনেক সাহসের।'

'আর আপনি? আপনিও কি সাহসী নন?'

তিনি হাসলেন। 'আমি তো পুরুষ, এটা আমার জন্য স্বাভাবিক।'

'আর আমি নারী, তবু এটাই আমার জন্য স্বাভাবিক,' আমি জবাব দিলাম, তিনি হাসি বন্ধ করলেন।

যদিও তারা আমাদের আপ্যায়ন করতে চাইছিল, আমরা সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। আমার চলে আসার সময় আবু হাসান চুপি চুপি আমাকে বলেছিলেন যে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, তিনি কখনোই কোনো নারী বা শিশুকে হত্যা করবেন না। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে সময় যত পার হবে, ততই এ ধরনের ঘটনার সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। আমিও জানতাম যে তিনি একজন যথেষ্ট সাহসী পুরুষ।

আবু তারেক আমাকে জিজ্ঞেস করল যে আবু হাসান সম্পর্কে আমার কী ধারণা। 'যেকোনো মানুষের চোখ দেখেই ধারণা করা যায় সে কতটা সাহসী,' আমি জবাব দিলাম।

মানতেই হবে যে এই বিপ্লব আমাকে শোনার ক্ষমতা আর ধৈর্যের সৌন্দর্য শিল্প দিয়েছিল। এই পুরুষ যোদ্ধারা আর আমি, আমরা ভূমিকা বদলে নিয়েছিলাম; আমি বক্তার ভূমিকা নিয়েছিলাম যে তার বক্তব্যের প্রতি পুরো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছি, কারণ তাদের জীবনের গল্পগুলো আমার প্রয়োজন; তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমি শব্দে রূপান্তরিত করতে চাই। আমার আশা, তাদের বলা কথাগুলো এই ধ্বংস থামাতে সাহায্য করবে। আর কিছু যদি না-ও হয়, অন্তত আমার কথাগুলো রয়ে যাবে, যা ঘটেছে তার সাক্ষী হিসেবে। সুতরাং সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার ভয় অন্তত নেই। আরব্য রজনীর শেহরাজাদের ভূমিকা নেওয়ার পালা এখন আবু হাসান আর আবু আহমেদের—যেমনটা রায়েদ নিয়েছিল, তাদের আমাকে কাফরানবেলের স্বাধীনতার গল্প শোনানোর সময়। আর আমি হব শাহরিয়ার, যে পেটুকের মতো তাদের গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলে চলেছি। কিন্তু আমি একজন দ্বৈত ভূমিকা পালনকারী শাহরিয়ার—আমি প্রথমে শুনি, তারপর আবার শেহরাজাদের ভূমিকায় ফিরে যাই, ঘটনার বর্ণনাকারীতে রূপান্তরিত হই। এভাবে আমার দ্বৈত সত্ত্বার আসা-যাওয়া চলতেই থাকে—কখনো আমি শ্রোতা, কখনো কাহিনির স্রষ্টা। কিন্তু যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমিও হয়তো সিরিয়ায় ফিরে আসা বন্ধ করে দিতাম, আর আমার নির্বাসিত জীবনে বন্দী হয়ে থাকতাম। কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতা এসেছে এক নান্দনিক প্রতারণার হাত ধরে, যাকে আমি আমার লেখনী ও বর্ণনার আড়ালে ঢেকে রাখতে চাই, যা ঘটে চলেছে সেই সত্য প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা থেকে। সিরিয়ার স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যারা প্রাণ দিয়েছে, সেসব শহীদের অধিকার এই সত্য, যা প্রকাশ হওয়াটাই তাদের প্রতি ন্যায়বিচার হবে।

***

আমাকে সারাকেবে ফিরতে হলো। শহরটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। সারাকেব বা কাফরানবেলে কোনো বাড়ি ভাড়া নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সিরিয়ায় থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটানোর স্বপ্ন তো পাগলামি ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না, এই বর্তমান পরিস্থিতিতেও। এমনকি, যদিও এই ব্যাপারটা সত্যি যে নিজ নিজ পাগলামি পূরণ করার অধিকার সবারই আছে। তারপরও বিপ্লবী সৈনিকদের ওপর এভাবে আমি আর আমার নিরাপত্তার বোঝা চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি যেখানে যেতে চাই, সেখানে আমার সঙ্গে যাওয়া, আমার নিরাপত্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা—এসবই তাদের বাড়তি দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। আমি চিন্তা করে দেখলাম, কতজন লোকই-বা আমার সারাকেবে থাকার ব্যাপারটা জানত!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখন মধ্য-আগস্ট চলছে এবং মহিলাদের নিয়ে আমার পরিকল্পিত প্রজেক্টের কাজ এ মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

কাফরানবেল থেকে সারাকেবে যাওয়ার পথে আমি লাগাতার ঘর, গাছ আর আকাশের ছবি তুলছিলাম; আর এই বিস্তীর্ণ সমতলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকগুলোর, আকাশের পাণ্ডুর বর্ণের, আর রাস্তায় সম্ভাব্য সবকিছু বিক্রি করতে বসে থাকা শিশুগুলোর মলিন বিবর্ণ চেহারার। মানহাল আর মোহাম্মদ আমার সঙ্গে ছিল। সারাকেবের প্রবেশমুখে তখনো ক্রমাগত বোমা হামলা চলছিল। এখানে অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। কাফরানবেল ছিল তুলনামূলক নিরাপদ জায়গা, সারাকেবের বর্তমান বিদীর্ণ রূপের তুলনায়।

বাড়ি পৌঁছে আমরা তৎক্ষণাৎ বেজমেন্টে চলে গেলাম। সেখানে নুরা ও আবু ইব্রাহিম বসে ছিল। সে রাতে আমি ঘুমাতে পারলাম না। ভোর চারটা পর্যন্ত আমি একই কাপড়ে রইলাম। তারপর ওপরের কামরায় আয়ুশি ও দুই বৃদ্ধার সঙ্গে শুতে গেলাম। জানি না কেন। অবশেষে যখন আমার ঘুম পেল এবং বোধ হয় মাত্র ঘণ্টাখানেকই ঘুমাতে পেরেছিলাম, তীব্র বোমার শব্দ আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। মশার কামড়ে আমার সারা শরীরে দারুণ চুলকানি হচ্ছিল, এমনকি চোখের পাতাগুলোতেও।

আমার শরীরটা এত ভারী মনে হচ্ছিল যে নাড়াতে পারছিলাম না, তবুও বেশ ভালোভাবেই সারা শরীর ডলে নিলাম। পা ধোয়ার সুযোগ এখানে খুব কম, কোনোভাবে আমি গত দুই দিনের জমা ময়লাগুলো পরিষ্কার করে নিতে পেরেছিলাম। আমি যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করি, সে জন্য নুরা আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইল, এমনকি আমার গোসলের সময়ও সে বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বোমার শব্দ কাছাকাছি না হলেও একটানা চলছিল। আমি দ্রুত গোসল শেষ করলাম, তারপর বড় পারিবারিক রুমটির দিকে রওনা দিলাম। এ জন্য আমাদের উঠান পার হতে হয়েছিল। যখন আমরা উঠান পার হচ্ছিলাম, তখন কাছেই কোথাও একটা মিসাইল পড়ার শব্দ এল। তবু আমরা শান্তভাবেই রুমে গেলাম, দুই বৃদ্ধার সঙ্গে বসে কফি খেলাম। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আমি চলে যাব ভেবে আমার মন ভীষণ খারাপ হলো।

আজকের দিনটাও দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিল, কেননা আমার বেশ কয়েকজন নারীর বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি, না লোকের মৃত্যু, না তাদের সহায়-সম্বলহীন অবস্থা। আগের সেই দৈনন্দিন জীবনের ছবিগুলোই আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। এক গল্প থেকে অন্য আরও অনেক গল্পের সূত্রপাত। বর্বরের ওপর প্রতিশোধ নিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও বর্বরতার প্রদর্শনী, উদ্বাস্তুদের নিরন্তর পথচলা, দৈনন্দিন বোমা হামলা থেকে সৃষ্ট মানুষের শূন্য অভিব্যক্তিপূর্ণ দৃষ্টি, ভাবলেশহীন চেহারা। লোকদের দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হয়নি, একটি নতুন বিষয় শুধু তাতে যোগ দিয়েছে। ভয়াবহ আতঙ্ক। জীবন এখানে প্রতিদিনকার গতিতেই চলছিল, সুন্দরী বিধবারা তাদের চেহারা সূর্যের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল, একে অন্যের বাহু জড়িয়ে দিন পার করছিল, নতুন জীবন সৃষ্টি হচ্ছিল, মৃত্যুর মিছিল বড় হচ্ছিল। কোনো কিছুই বৃদ্ধি পায়নি, ঘৃণার মাত্রা ছাড়া। আকাশ থেকে যুদ্ধবিমানগুলো ক্রমাগত মৃত্যুবাণ ছুড়ে চলেছিল।

নতুন কিছুই ছিল না। সেই এক কেজি সবজি কিনতে পারার চিন্তা, বাড়ি থেকে মার্কেটে যেতে সেই লুকোচুরির রাস্তা। বিলম্বিত মৃত্যুর দিকে অস্থায়ী যাত্রা আর মিগ বিমানগুলোর সঙ্গে অন্তহীন ইঁদুর-বিড়াল খেলা। মহিলাদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া আর তাদের সঙ্গে আমার কর্মকাণ্ডের চিত্রগুলোও বদলায়নি। নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে আর ভরা হচ্ছে। পাহাড়ে-উপত্যকায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশের দেখা এখনো পাওয়া যায়। তাকফিরি ব্যাটালিয়নের লোকেরা ধর্মীয় চাদরের আড়ালে ধর্মকেই হত্যা করছে, আর সেখানে আইসিসের জন্য নতুন নতুন ক্যাম্প গড়ে উঠছে।

তবু, এত কিছুর মধ্যেও লোকজন এখনো প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো এমন সৈন্য আছে, যারা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের শর্ত মেনে তাদের পালিত পেয়াদা হতে নারাজ। ISIS এখনো সৈন্য, সামাজিক কর্মী আর বিপ্লব সমর্থকদের ধরছে আর হত্যা করছে; সিরিয়ার গণমাধ্যমকর্মী আর বিদেশিরা গুম-খুন, চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছে; বাকিরা আসাদ বাহিনীর বিমান হামলায় মারা পড়ছে। ২০ বছরের তরুণ যোদ্ধাদের ঘর আর প্রাণ বাঁচাতে ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করতে হচ্ছে, ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে।

কোনো কিছুই যেন স্পষ্ট নয়। ব্যাটালিয়নগুলো অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাদের পরস্পরের সমস্যাগুলো বিপ্লবকে নেতিবাচক ক্ষতির মুখে ফেলছে। ধর্মীয় উগ্রপন্থী সামরিক গোষ্ঠীগুলো বহুমাথাবিশিষ্ট সর্বভুকের আকার নিয়েছে। আমি ১৬ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের হাতিয়ার নিয়ে রাতের আঁধারে অন্ধকার গলিপথে হারিয়ে যেতে দেখেছি। চোরের দলগুলো কাল্পনিক ব্যাটালিয়নের নামধারী হয়ে মূলত শাবিহার লক্ষ্য পূরণে নেমেছে। দেশটা এখন নামে মাত্র দেশ, এর অঞ্চলগুলো নানা সামরিক দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে, যাদের সবাই ওই হত্যাকারী আসাদের ক্ষমতার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পিত। তারপরও আমরা জীবন কাটাচ্ছি অভিযোগহীনভাবে। প্রাণনাশী আকাশ আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাটির নৃশংস উগ্রগোষ্ঠীর বর্বরতার মাঝেও পরিবারগুলো বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চলেছে।

আমি আমার ছোট ব্যাগটি গোছাচ্ছিলাম, দ্রুতই আবার নির্বাসিত জীবনযাপনের জন্য সীমান্তে ফিরে যাব। আমরা জানতাম—আমি আর আমার সঙ্গীরা—আমরা মৃত্যুকালীন অংশীদার নই। আমাদের মধ্যে যে অংশীদারত্ব গড়ে উঠেছে তা ক্ষণস্থায়ী, আর তারাও এর মধ্যে আমার মৃত্যু চায় না। আমি যখন মহিলাদের ছেড়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তাদের একজন বলল, আমি যেন নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান থাকি। 'এখানে মরবেন না যেন,' সে আমাকে সতর্ক করল। 'আমাদের আর বহির্বিশ্বের মাঝামাঝি থাকুন। আমাদের যোগসূত্র আর কণ্ঠস্বর হবেন আপনি, সামার।' মহিলাটি আমার বিদায় উপলক্ষে অত্যন্ত বড় ধরনের ডিনারের আয়োজন করছিল, আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। এই ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক ও অশিক্ষিত মহিলাটি আমাকে এত ভালো করে কীভাবে বোঝাতে পারল? আমার মনে হলো, আকাশ আর মাটির মাঝে ঝুলন্ত এক কিনারাবিহীন রশির মধ্যে আমি ঝুলে আছি, কোথাও স্থির হতে পারছি না। মুক্ত, তবু কোনো নিখাদ পরিচয় আমার নেই, নিজ শিকড় থেকেই আমাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে।

আমার প্রস্থানের কিছুদিন আগেও, আমি মৃত্যুর বিস্তৃতির মাঝে ডুবে ছিলাম। আমি তীব্র অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, খুব কমই দুই চোখের পাতা এক করতে পারতাম। এ জন্যই আগস্টের শেষ চার দিন, আমি শুধু রাতের দৃশ্যগুলো দেখতাম, কীভাবে বোমা হামলার মধ্যবর্তী বিরতির সময় রাস্তাগুলো জেগে ওঠে, প্রাণের সঞ্চার হয়, রাতের জীবনকে সে সময়ই আমি আবিষ্কার করেছিলাম। রাতেই লোকেরা পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পেত। রাতেই আমি সারাকেবের রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সাহায্য করতাম। এই অদ্ভুত জাদুময় রাতগুলোতেই, শহরের লোকেরা তাদের প্রিয় শহরটির শরীর থেকে মৃত্যুর ঘ্রাণ আর চিহ্ন মুছে ফেলতে সক্রিয় হয়ে উঠত। গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে আমরা এক সড়ক থেকে অন্য সড়কে ঘুরে বেড়াতাম, যাতে বিমানের চোখে না পড়ি। মিসাইল আর গুচ্ছ বোমার মাঝ দিয়ে, লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিতাম। আমরা এমন বাড়িতেও আশ্রয় নিয়েছি, যেখানে মৃত শিশুর জন্য মাতম চলছিল, যেখানে তরুণেরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত অবস্থায় ঘুমানোর চেষ্টা করছিল, বিকলাঙ্গ তরুণদেরও দেখা পেতাম সময়ে সময়ে। তারপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একসময় আমরা বেরিয়ে আসতাম এবং আমার শহর পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়তাম।

সারাকেবের শিশুরাও রাতে ঘুমাত না। তারা তাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত, স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ দেখত। স্বেচ্ছাসেবীরা, যারা রাস্তার ময়লা তুলে একটি চার চাকার গাড়িতে নিয়ে তুলত, যে গাড়ির তিনটি চাকা সচল ছিল, আর চতুর্থটি শ্রাপনেলের আঘাতে ফেটে গিয়েছিল; তবু গাড়িটি চলত, কাজ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট ভালোভাবেই চলত। যা কিছুই জমা করা হতো, সব পুড়িয়ে দেওয়া হতো, চারপাশে ছিল শুধু পোড়া গন্ধ।

পরের দিনও, আমি মহিলাদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রোগ্রাম অনুসরণ করলাম, আগের মতোই। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি প্রতিদিন। উন্মুক্ত মৃত্যুর মাঝে এটাই ছিল সেই সৌভাগ্যবানদের (!) জন্য একমাত্র চেষ্টা, যারা এই মৃত্যুফাঁদের মধ্যে থেকেও জীবিত ছিল।

***

চারপাশ দেখে নিচ্ছিলাম আর যা যা করা দরকার তা সেরে নিচ্ছিলাম আমার পেশাগত দুটি দক্ষতা দিয়ে—গতি আর যথার্থতা। আর অন্য কিছুরই কোনো গুরুত্ব ছিল না। দুঃখ প্রকাশের মতো সময় ছিল না। কান্নাকাটিরও নয়। না কোনো ভাবনার, না বিশ্লেষণের। এখানে থাকাটা আমার চিন্তার ক্ষমতাটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল, বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছিল। সর্বোচ্চ এটাই আমরা আশা করতে পারতাম যে সকালে ঘুম থেকে জেগে নিজেদের যেন পাথরের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় না দেখি, অথবা আমাদের মাথাগুলো যেন আইসিসের হাতে কাটা না পড়ে। এ জন্যই সেদিনের সীমান্তযাত্রা ও আমাদের কাছে প্রতিদিনকার ভ্রমণের মতোই ছিল। একই রকম গরম, একই রকম গাড়িতে গাদাগাদি করে বসা, বোমা থেকে বাঁচতে কয়েকবার করে গাড়ি থামানোর সেই একই প্রচেষ্টা।

আমি চুপচাপ ছিলাম, বাঁচব কি মরব এ চিন্তা আর আমাকে আচ্ছন্ন করছিল না। আমি জলপাই বাগানগুলোকে পেরিয়ে যেতে দেখছিলাম, আর রাস্তার লোকগুলোকে। কার্যকারণ, বুদ্ধি-বিবেক আর চিন্তার অভাব থেকে সৃষ্ট অহেতুক মৃত্যু মানুষের মাঝে বন্ধুত্বকে কতটা কঠিন করে দিয়েছে, তা আমি অনুভব করছিলাম। এখানে, এই ধ্বংসের ইতিহাস নামায় শুধু পৃথিবীর নৃশংসতম সহিংসতা, অর্থাৎ এভাবে গলা কেটে হত্যার ঘটনাই শুধু সামান্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলোড়ন তুলতে পারে। আমি এখন একটা সুদৃঢ় রূপান্তরের মধ্যে আছি। আমি এটাকে জানতে পারছিলাম, স্পর্শ করতে পারছিলাম, নিশ্বাসের সঙ্গে অনুভব করতে পারছিলাম।

আমাদের আরেকজন যোদ্ধার সঙ্গে দেখা করে তার সাক্ষ্য নেওয়া বাকি ছিল। আমার সমস্ত মনোযোগ সেদিকেই ছিল। রাস্তায় আমরা দুজন পঙ্গু সুদর্শন তরুণকে পাশ কাটালাম, কিন্তু আমি তাদের চোখের দিকে তাকালাম না, যদিও আমি সাধারণত এটা করতাম। আমি মর্মপীড়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম, যা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার ছিল। এটা আমার রক্তে মিশে গিয়েছিল, তাই এটাকে দূর করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আমি যখন সেই যোদ্ধার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম, তখনো আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের দলের দিকে আমার দৃষ্টি গেল না। যোদ্ধাটি সময়মতোই এসে পৌঁছেছিল। তার কথা রেকর্ডই আমার সর্বশেষ কাজ, এবারের মতো।

আমি এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ জনের কথা রেকর্ড করেছি। এই পরিচ্ছন্ন মুখের যোদ্ধাটির কাহিনি ছিল তাদের চেয়ে আলাদা। তাঁকে সম্মানসূচক সম্ভাষণ করা হতো 'হাজি' বলে। তিনি লাতাকিয়া বন্দরের আল-রামাল ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবির থেকে এসেছিলেন; যেটি আমার জন্মশহর, আর সিরিয়ার আলায়ি জনগোষ্ঠীর অবস্থানস্থল বা প্রাণকেন্দ্র। দুটি আলাদা ছায়াপথে থাকা দুটি নক্ষত্রের মতোই, লাতাকিয়া অঞ্চলটি সারাকেবের মতো সিরীয় শহরগুলোর চেয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ছিল ভীষণ রকম আলাদা। হাজি ছিলেন ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছেলে, তাঁর জন্ম ১৯৭৮ সালে রামালে এবং ১১ বছর বয়স পর্যন্ত ওই শিবিরের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারপর তিনি বন্দরে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি 'আহরার লাতাকিয়া' (লাতাকিয়ার মুক্ত মানুষ) ব্যাটালিয়নের কমান্ডার। লাতাকিয়ার উত্তরে অবস্থিত সিরিয়ার উপকূলীয় পার্বত্য এলাকা ও তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তের মাঝে চলাচল করেই তাঁর জীবন কাটছে।

তাঁর সঙ্গে আমার সীমান্তেই দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি আন্তরিকভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ছিলেন মায়সারার বন্ধু। তাঁকে তাঁর কাহিনি বলতে যথেষ্ট উৎসাহী মনে হলো। তাঁর মতে, এখন আমরা একটা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি, যা আগামী ২০ বছর ধরে চলবে এবং তখনো আসাদের পরিবারকে হারানো যাবে না। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে হার হবে মূলত বাকি আলায়িদের, কারণ আসাদ বাহিনীর কৃত অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হবে আলায়িদের ওপর। তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বক্তব্যকে খণ্ডন করার মতো কোনো যুক্তিই আমার কাছে ছিল না। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও স্থিরসংকল্প, যখন কথা বলছিলেন ঘৃণা ও দুঃখের ভারে তাঁর কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে যাচ্ছিল।

'আমি বন্দরের একজন দিনমজুর হিসেবে কাজ করতাম,' তিনি শুরু করলেন। 'তারপর জামিল আসাদ ও আসাদ পরিবার বন্দর দখল করে নিল আর আমরা তাদের দাসে পরিণত হলাম। আমি প্রশাসন বা সরকার ও আলায়ি সম্প্রদায়—দুই দলকেই ঘৃণা করি; তারা আমাদের অপমান, অপদস্থ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। মনসুর আসাদ ও জামিল আসাদের ছেলেরা লাতাকিয়াকে তাদের জায়গির বানিয়ে ফেলেছে। তারা ধরেই নিয়েছে পুরো সিরিয়াই তাদের খামারবাড়ি আর আমরা তাদের আস্তাবলের ঘোড়া, কিন্তু বিশেষভাবে লাতাকিয়ার প্রতি তাদের আচরণ ছিল রূঢ় ও ন্যায়বিরুদ্ধ। আসাদ পরিবারের পালিত দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী, শাবিহার লোকেরা সব সময় আমাদের "সুন্নি শূকর" বলে সম্বোধন করত। আপনি তো লাতাকিয়ার মেয়ে, আপনি নিশ্চয় জানেন ব্যাপারটা। যেমন ধরুন, কোনো অফিসারের মেয়েও সেখানে ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে—সে ইচ্ছা করলে সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটিকেও নাকে খত দেওয়াতে পারে।

'২০০৩ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে আমরা আবিষ্কার করলাম যে তারা লাতাকিয়ায় ১০টি "হুসাইনিয়া" (শিয়াদের স্মৃতিরক্ষা উৎসব উদ্‌যাপনের ধর্মসভামূলক হল) নির্মাণ করছে। আমরা বুঝলাম আমাদের ধর্ম বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে, কেননা এই শিয়া ব্লক দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমার কাছে এই শিয়া-সুন্নি শুধুই দুটি মতবাদ। এরপরই আমরা একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং একটা কিছু করা দরকার। এমনকি সুন্নি-অধ্যুষিত আল-জিরা এলাকায় "ফারসি শেখার স্কুল" লেখা আরবি সাইনবোর্ড দেখে আমি সেখানে বোমা মারারও পরিকল্পনা করেছিলাম। আলায়ি গ্রামগুলোতে তারা শিয়া মসজিদ নির্মাণও শুরু করে দিয়েছিল—এ ব্যাপারে ইরানিরা তাদের সাহায্য করছিল। আমরা বছরখানেক ধরে সে ব্যাপারেও নিশ্চুপ ছিলাম। যদিও এতে আমাদের ধর্মীয় সত্ত্বাকে দাবিয়ে রাখা ও হেয় করার একটা চেষ্টা চলছিল।

'আমরা জানতাম যে সেই হাফেজ আল-আসাদের সময় থেকেই সিরিয়ার সরকার ইরাকে জঙ্গিগোষ্ঠী ও সন্ত্রাসীদের পাঠিয়ে আসছে, আর সুন্নি শেখদেরও সরকারের সঙ্গে ভালো রকম আঁতাত রয়েছে, বলা যায় তারাও সরকারের অন্যতম সহযোগী। কিন্তু আমরা উগ্রবাদী বা সরকারের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহযোগী—কোনোটাই হতে চাই না। তাই যখন তিউনিশিয়া, মিসর বা লিবিয়ার বিপ্লব শুরু হয়েছিল, আমরা যারা তরুণ ছিলাম তারা একত্র হয়ে নিজেদের করণীয় ঠিক করেছিলাম।

'যা-ই হোক, সে সময় অর্থাৎ গণ-অভ্যুত্থানের সময় দারা অঞ্চলটি ছিল চরম উত্তপ্ত এবং সেখানে বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল। তখন পরবর্তী শুক্রবারে, ফিলিস্তিনি আল-রামাল অঞ্চলের মোহাজেরিন মসজিদে আমরা সেই ধ্বংসযজ্ঞে মৃতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় নামাজ আদায় করেছিলাম। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মসজিদ থেকে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের হয় এবং আমরা সরাসরি প্রতিরক্ষা অফিসের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তারা আমাদের মারতে শুরু করলে আমরাও পাল্টা জবাব দিই এবং হেডকোয়ার্টারে আগুন ধরিয়ে দিই। তারপর আমরা মিছিল এগিয়ে নিতে থাকি, প্রথমে খালিদ বিন ওয়ালিদ মসজিদ, তারপর সালিবা প্রদেশ পর্যন্ত।

'এরপর আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজয়ের অনুভূতি হয়েছিল। আমরা প্রথমবারের মতো বলতে পেরেছিলাম যে, "আল্লাহ, সিরিয়ার মুক্তি আর কিছু নয়।" এর পরবর্তী শুক্রবারে, বিভিন্ন মসজিদ থেকে এ রকম মিছিল বের হতে শুরু করে এবং প্রায় ২০ হাজার প্রতিবাদী মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সেনাবাহিনী আমাদের দিকে গুলি ছোড়ে এবং প্রায় ১৫ জন নিহত হয়; আর বিপুলসংখ্যক লোক আহত হয়েছিল।

'বিপ্লব শুরুর আগেই, ফিলিস্তিনি আল-রামাল প্রদেশে অস্ত্র সরবরাহ আসতে শুরু করে। চরম দারিদ্র্য, বেকারত্বের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ড্রাগ ডিলারদের আনাগোনাও বেড়ে গিয়েছিল। আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলাম, পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে গোপনে পরামর্শ করছিলাম, কৌশল রচনা করছিলাম। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আমরা গোপনে অস্ত্র রাখতে শুরু করি, হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে ভেবে। তারা তখন আত্মরক্ষায় বেশি মগ্ন ছিল, আমরাও তাদের সঙ্গে লড়তে চাইছিলাম না। কিন্তু সালিবা অঞ্চলের বিন আল-আলবি স্কয়ারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর থেকে আমরা প্রকাশ্যেই অস্ত্র রাখতে শুরু করি। সেদিন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বের হই বিভিন্ন মসজিদ থেকে এবং স্কয়ারের সামনে অবস্থান নিই। নারী ও শিশুরা কোরআন হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল এবং "সরকারের পতন পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে" বলে স্লোগান দিচ্ছিল। এশার নামাজের পর, রাত প্রায় সাড়ে ১১টার সময়, আমি জানতে পারলাম আর্মিরা আমাদের অবস্থান ধর্মঘটের স্থান ঘিরে ফেলেছে। তাই আমি সরাসরি সেখানে গিয়েছিলাম। লোকেরা তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্লোগান দিচ্ছিল "সেনাবাহিনী আর জনগণ একসূত্রেই গাঁথা" আর "শান্তি, শান্তি, শান্তি" বলে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সরে যেতে বলা হলে জনগণ তাতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে সেনাসদস্যরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। নারী শিশুসহ ২০০ লোককে সে রাতে মেরে ফেলা হয়েছিল। আমি তার সাক্ষী। মৃতদেহগুলো একটার ওপর একটা স্তূপ হয়েছিল। সেদিন যারা তাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এই হত্যাদৃশ্য দেখেছে, তাদেরও হত্যা করা হয়েছিল। ১৬ বছরের একটি মেয়ে একজন কর্নেলকে কলার চেপে ধরেছিল, তাই কর্নেল মেয়েটিকে হত্যার নির্দেশ দেয়। যখন সৈন্যটি তাকে মারতে অস্বীকার করে তখন কর্নেল প্রথমে সৈন্যটিকে, তারপর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে।

'রাত ঠিক পৌনে ১২টার সময় একটা পিকআপ এসে লাশগুলো সরিয়ে নিয়ে যায় এবং একটি দমকলের গাড়ি এসে জায়গাটা পানি দিয়ে ধুয়ে সাফ করে ফেলে, যা ঘটেছিল তার কোনো অস্তিত্ব বা সাক্ষ্য কোথাও ছিল না। সেদিন ছিল ২০১১ সালের ১৭ এপ্রিল। সেদিনই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে সশস্ত্র প্রতিরোধই একমাত্র সমাধান। আমরা এরপর থেকে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করলাম, কালাশনিকভ রাইফেল ও মেশিনগান এবং সেগুলো নিয়েই মিছিল করতে লাগলাম, যাতে বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষা দেওয়া যায়। আমরা সেগুলো দিয়ে সেনাবাহিনী ও মুখাবারাত অফিসারদের আমাদের জেলা ক্যাম্পে প্রবেশ ঠেকিয়ে দিতাম। এভাবে ছয় মাস কাটল।

'কিন্তু আমরা ছিলাম দুর্বল এবং গুপ্তচর ছিল সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের যথেষ্ট অস্ত্রও ছিল না অথচ তারা ক্রমাগত আমাদের গুলি করে যাচ্ছিল। আমি একটা মোটরবাইকে করে সারা দিন ঘুরে বেড়াতাম, দিনে মাত্র আধঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ পেতাম। আমার নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মনে হতো। আমি কখনো এক জায়গায় দুই রাত থাকতাম না বা আগে থেকেছি এমন জায়গায় ফেরত যেতাম না। তিনটি আক্রমণ থেকে বাঁচার পর আমি সতর্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

হাজি বলে চললেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ, জেদি এবং আমার সাক্ষাৎকার নেওয়া অন্য যোদ্ধাদের চেয়ে একটু ভিন্ন লাগছিল; তিনি স্পষ্টতই জীবনকে ভালোবাসতেন। তিনি বাঁচতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বিয়ে করতে চাননি, কারণ তিনি স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন বলে হেসেছিলেন; কিন্তু তারপর যখন আবার মূল গল্পে ফিরে গেলেন, তখন তাঁকে আবার ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'জেলা ক্যাম্পে লোকজন পরস্পরকে সাহায্য করছিল, যে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল তা ভাগাভাগি করে নিচ্ছিল, কিন্তু তবু সমস্যা ছিল। অনেক লোক ছিল মাদকাসক্ত, তাই আমরা মাদক নিষিদ্ধ করলাম। লুটতরাজ অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই আমরা বাড়িতে চৌকিদার নিয়োগ করলাম বাড়িগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। আমি সবাইকে আদেশ দিয়েছিলাম, যেন তারা নিজেদের বাড়ির দরজা অপরের সাহায্যে খোলা রাখে। আমরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। ক্যাম্পের প্রবেশ ও প্রস্থানের মুখে রক্ষী নিয়োগ দেওয়া হলো, এমনকি উপকূল থেকে প্রদেশের মুখেও এবং প্রতি শুক্রবারে আমরা মসজিদ থেকে মিছিল বের করতাম। বিক্ষোভকারীর সংখ্যা প্রতিবারই ১০ হাজার ছাড়িয়ে যেত।

'ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত আল-রামাল এলাকায় আমরা একটা স্বাধীন প্রশাসন গড়ে তুলেছিলাম এবং নিজেদের কাজগুলো নিজেরাই চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলাম ছয় মাস পর্যন্ত। ছয় মাস পর আমরা আমাদের প্রথম মিলিটারি কাউন্সিল গঠন করেছিলাম, যেটা ছিল বিপ্লবের চতুর্থ মাস। আমি ছিলাম ফিল্ড কমান্ডার। কারণ, আমার এমিউনিশন ব্যবহারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল আর আমি ছিলাম কিছুটা অনুরক্ত।

'আল-সাকান্তরি এলাকার অবস্থাও খুব একটা আলাদা ছিল না। আমাদের মতো সেখানকার তরুণেরাও ছিল অশিক্ষিত ও বেকার অথবা দিনমজুর বা ট্যাক্সিচালক। তাদের আর আমাদের মধ্যে কিছুটা প্রতিযোগিতাও চলছিল। তাদের কাছে গানবোট আর দাশকা মেশিনগান ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে শুধু ডিনামাইট ছিল। তারা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। তারপর থেকে আমরা বিনামূল্যে লোকদের অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক অবশ্য তাদের ওপর হামলা করতে চাইছিল, কিন্তু আমি তাদের বাধা দিলাম। কেননা আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না এবং আমি ভাবছিলাম, যতক্ষণ না কেউ আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা দিচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। সত্যি বলতে কি, আমি ফ্রি আর্মি এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাহায্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু এর কোনোটাই ঘটল না। আমি বুঝলাম যে আমরা ছলনার শিকার এবং যা করার নিজেদেরই করতে হবে। আমাদের কাছে সাড়ে তিন হাজার বুলেট ছিল, আর ১০টা রাইফেল ও একটা মেশিনগান ছিল। আমরা আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার শপথ নিলাম, তবে কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করব না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাজি থামলেন। তিনি ছিলেন চেইন স্মোকার এবং তার প্রতিটি কথায় আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আমি তার দৃষ্টি উপেক্ষা করে লিখেই যাচ্ছিলাম।

'আমাদের আপাতত কোনো হামলা না করার পরিকল্পনা ছিল। সামরিক শাসিত একটি দেশের ছোট্ট একটি শহরের ততোধিক ক্ষুদ্র একটি এলাকা হিসেবে আমরা রক্ষণাত্মক কৌশল বেছে নিয়েছিলাম, যত দিন সম্ভব আর্মির সঙ্গে মারামারি, লড়াই এড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। আমরা আমাদের যোদ্ধাদের বিভিন্ন গলিপথে ছড়িয়ে রেখেছিলাম, যাতে তারা নিজস্ব বসবাসের জায়গাটুকু দেখে রাখতে পারে। কিন্তু সেটা ছিল আমাদের ভুল। এতে তাদের ওপর থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। তারা প্রদত্ত আদেশের বদলে নিজেদের ইচ্ছামতো সৈন্য ও ট্যাংকের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে।

'আর্মিরা পাল্টা হামলা চালায়। আমরা সেদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত তাদের ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হই, ক্যাম্পের গলিপথের সুবিধা নিয়ে আর্মি বোটগুলো আমাদের সমুদ্রের দিক থেকে আক্রমণ করছিল, আর ট্যাংকগুলো উপকূল থেকে গোলা বর্ষণ করছিল, এভাবে তারা ক্যাম্পে হামলা চালাচ্ছিল এবং ট্যাক্সি র‍্যাংক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে এসেছিল এবং ছাদ ও বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী জায়গাগুলোয় স্নাইপার মোতায়েন করেছিল। আমাদের হাতে তাদের ৪৫ জন আর তাদের হাতে আমাদের ১৩ জন নিহত হয়েছিল। ক্যাম্প খালি করার উদ্দেশ্যে এইন তামরা রোডে আমরা সব নারী ও শিশুকে জড়ো করেছিলাম। তাদের মধ্যে আমার মা এবং বোনও ছিল। আমরা আর্মি চেকপয়েন্টে হামলা করলাম, আর এই ফাঁকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে দিলাম। চার দিন পর্যন্ত আমরা কিছু খাইনি বা ঘুমাইনি। আমরা প্রতিরোধ করেছি এবং লড়াই করেছি, কিন্তু যখন সেনাবাহিনী আমাদের পার্শ্ববর্তী আল-সাকান্তরি গ্রামে চলে এসেছিল, তখন আমাদের দলের অনেক লোক পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা শূন্য বিল্ডিংগুলোতে লুকিয়ে থাকতাম আর এভাবেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।

'এই সময়ে সরকার রামাল এলাকা থেকে ৪৫ জন তরুণকে আটক করে, কিন্তু আমরা পালাতে সক্ষম হই। আমরা তুর্কি সীমান্ত অতিক্রম করে ইয়েলদা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছাই। আমার সঙ্গে ৬০০ লোক ছিল, যারা আমার জিম্মায় ছিল আর আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব। আমার কাছে তাদের দেওয়ার মতো কোনো টাকাও ছিল না। আমার উদ্‌ভ্রান্ত লাগছিল, তাই আমি আন্তাকিয়ায় গেলাম, কিন্তু সেখানে আমার জন্য দ্বিতীয় চমক অপেক্ষা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছিল। আমি দেখলাম যে আমার জায়গায় অন্যরা সেখানে সামরিক ও বেসামরিক ক্যাম্পেইনের নেতৃত্বের দাবি করে সাহায্য হাতিয়ে নিয়েছে। এই বিপ্লব ধোঁকা, মিথ্যা আর প্রতারণা এক দীর্ঘ সুতায় গাঁথায়।

'আমি অসংখ্য সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের কাছে আমার যুদ্ধের কৌশল পেশ করে ব্যাখ্যা করেছি। অস্ত্রের জন্য আমি নানা রকম অঙ্কের অর্থসাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। সরবরাহের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কারও সঙ্গে যথেষ্ট খোলামেলা না হওয়ার ব্যাপারে আমি অতি সতর্ক ছিলাম। সরবরাহ করা সমুদ্রপথে অস্ত্র চালান দেওয়ার ওয়াদা করেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি জানতাম, সেটা অসম্ভব।

'আমি সবার কাছেই সাহায্য চেয়েছি কিন্তু কারও কাছেই পাইনি, আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ক্রমেই আমার জন্য কঠিনতর হয়ে উঠছিল। পুরো পৃথিবী আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আর সৈন্য ও কমান্ডারদের ঘিরে ধরেছিল রাজ্যের হতাশা। আমাদের খাওয়ার মতো কিছু ছিল না, আমরা খুব সামান্যই ঘুমাতাম। আমি আমার সঙ্গে আসা যোদ্ধাদের ডেকে একত্র করলাম আর বললাম যে কেউ স্বাধীনভাবে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোনো দলে যোগ দিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিতে পারে, কারণ আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ২০১২ সালের শুরুর দিকে আমি কুর্দের পাহাড়ি অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলাম এবং জুলাইয়ের দুরিন পাহাড়ের যুদ্ধ পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

'আমরা পাহাড়ি অঞ্চলের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলাম। প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো চেকপোস্ট বা নিরাপত্তাচৌকিতে নতুন নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা করতাম এবং গাড়ি চুরি করতাম, কারণ আমাদের কাছে টাকা ছিল না। আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম কোনো গাড়ির ড্রাইভার যদি আলায়ি হয়, তাহলে যেন তাকে হত্যা করে। কিছু লোক আমার বিরোধিতা করল, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাল। কিন্তু আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না! বন্দরে কাজ করার সময় আলায়িদের ব্যাপারে আমার অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।'

তিনি কথা বন্ধ করলেন। আমি বুঝলাম, তিনি আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন। আমি মাথা তুললাম না, কলম হাতে ধরে বসে রইলাম।

'তারপর কী হলো?' আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি জবাব দিলেন না। অস্বস্তিকর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত পার হলো। আমি মাথা তুলে সরাসরি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনিও অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমিও চেয়ে রইলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'বলে যান,' আমি জোর করলাম। তিনিও বলা শুরু করলেন, চোখে সেই একই তীব্র দৃষ্টি।

'বিমানের বোমা হামলা শুরু হওয়ার আগে, যুদ্ধটা ছিল সরাসরি এবং আমরাই তাতে এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু বোমারু বিমান এসে সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিল। আল-হাফার যুদ্ধ থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। দুরিনের যুদ্ধের পর আমার কাছে আর কোনো বুলেট ছিল না এবং এই তীব্র বোমা হামলায় আমরা একা ও অসহায় হয়ে পড়লাম। আমি আবার তুরস্কে ফিরে গেলাম এবং সেখানে পয়সা ও অস্ত্র জমিয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরলাম। আমি কুর্দিশ পাহাড় থেকে লাতাকিয়ার তুর্কসেন পার্বত্য এলাকায় অস্ত্র চোরাচালান করে টাকা জমিয়েছিলাম।

'প্রথম লড়াই হয়েছিল জাবাল ৪৫-এ, রেঞ্জের মধ্যে থাকা একটি শৃঙ্গ আর দ্বিতীয় লড়াই হয়েছিল কেসাব সীমান্তের কাছে নাব আল-মুরে। বায়ত উসমান নামক একটা আলায়ি গ্রামে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, সেটা ছিল বেশির ভাগই শূন্য। অল্প কয়েকজন তরুণ শুধু সেখানে ছিল, তাদের আমরা হত্যা করলাম। মুরগিসহ খাবার যা কিছু সেখানে আমরা পেয়েছিলাম, তার সবই লুট করেছিলাম। কিছু ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। কিছুদিন পর জাবাল 45 বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, ব্যাটালিয়নগুলোর কোনো একটা সেনাবাহিনীর কাছে এটাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পূর্বে এটা সরকারের নজরদারি চৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখানে সরকারি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে দেখে আমরা যারপরনাই চমকে গিয়েছিলাম। এ রকম প্রতারণার অজস্র ঘটনা আছে। মুক্তির পরপরই যুদ্ধক্ষেত্রের জায়গাগুলো বিক্রি হয়ে যেত। যুদ্ধ চলাকালেই লোকেরা এই ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, আমাদের রক্তের বিনিময়ে ব্যবসা। আমরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কে প্রতারক আর কাকে বিশ্বাস করব। আল-জাইনিয়ার লড়াইয়ের সময়কার কথা বলছি। আমরা ১৩ নং রেজিমেন্টের দখল নিয়েছিলাম, দুই ঘণ্টার মতো দখলে রাখতে পেরেছিলাম, তবে হত্যা করেছিলাম অনেককে।'

'আপনি হত্যা বা খুনের কথাগুলো খুব স্বাভাবিক ও উৎফুল্লভাবে বলছেন। আপনি কি একজন খুনি?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, আমি অনেক লোককে মেরেছি।' তিনি বললেন, রাগত স্বরে। 'আমি আমাদের অধিকারের পক্ষে লড়ছি। তবে আমি আপনাকে মারব না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'হয়তো এ জন্য, কারণ আমরা তুর্কি সীমান্তে রয়েছি। আপনি তাই সতর্ক। যদি আমাদের সাক্ষাৎ সিরিয়ার কোথাও হতো, তাহলে আপনি হয়তো আমাকে মেরে ফেলতেন।'

'না, মারতাম না।' তিনি উত্তর দিলেন। 'সামনে যে নির্যাতন অপেক্ষা করছে, তা চিন্তা করে আপনার জন্য আমার বরং করুণা হচ্ছে। আপনাকে হত্যা করা আপনাকে দয়া দেখানোরই নামান্তর! আপনি একটা দুর্বল অবস্থানে আছেন এবং বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এখানে একটা ধর্মযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না!'

আমি আবারও তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। যখন তিনি আমার সম্পর্কে বলছিলেন আমি তাঁর চেহারা দেখতে চাইছিলাম।

'হ্যাঁ,' তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে করুণা করি এবং আশা করি, এই যুদ্ধ থেকে আপনি দূরে থাকবেন। আমি একজন আলায়ি সৈন্যকে চিনতাম, যে দলত্যাগ করে ফ্রি আর্মিতে যোগ দিয়েছিল এবং তারপর আত্মহত্যা করেছিল।'

'আত্মহত্যা না হত্যা?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'নিশ্চিতভাবেই আত্মহত্যা। সেটা শুরুর দিকের ঘটনা। ইদলিবের আরবাইন পাহাড়ে আমার নিজ চোখে দেখা ঘটনার কথা আপনাকে বলছি, শুনুন। বুঝতে পারছি, আপনি গল্প পছন্দ করেন। ফোরানলোক বনাঞ্চলে আমি ১৫ জন লোক নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে সরকারি সেনাবাহিনীর উপস্থিতির খবর আমাদের কাছে ছিল। আমাদের সামনে একটা খাড়া পাহাড় ছিল। আমরা তিনটি চূড়ার মধ্যবর্তী একটি বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরে পৌছালাম। চারপাশ থেকে বৃষ্টির মতো আমাদের ওপর গুলি করা হচ্ছিল, তাই আমরা কয়েকটি পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। আমি আমার সৈন্যদের পেছনে আসতে বললাম এবং চিৎকার করে অপর পক্ষের সেনাদের বললাম, "গুলি থামাও, সৈন্যরা, গুলি থামাও! আমরা তোমাদেরই ভাই।" উত্তরে অভিশাপ আর গালি ভেসে এল। তারপর উভয় পক্ষেই গালিগালাজের ফোয়ারা ছুটল। আমি তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম, তারা মানল না এবং বাগে পেয়েই আমরা তাদের গুলি করলাম। আপনি বিশ্বাস করবেন না, ব্যাপারটা আমাকে কতটা বেদনাগ্রস্ত করে তুলেছিল যে আমরা সিরীয় হয়ে সিরীয়দের হত্যা করতে উদ্যত। কিন্তু এ ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কী করার ছিল?

'আমরা রণে ভঙ্গ দিলেও তারা আমাদের ঘিরে ফেলেছিল এবং দাশকা মেশিনগান আর মর্টারশেলের আঘাত করে যাচ্ছিল। আমরা কোনোভাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পালিয়ে বাঁচলাম। আমরা ভেবেছিলাম মরেই যাব। অন্য যেকোনো যুদ্ধের চেয়ে এই যুদ্ধের স্মৃতিই আমার কাছে বেশি তাজা, কেননা আমরা পরস্পরের কথাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

'আল-জাইনিয়ার লড়াইয়ের সময় আমরা কাউকেই জীবিত ছাড়িনি। দৃষ্টিসীমার সর্বত্রই শুধু লাশ আর লাশ বিছিয়ে ছিল। আমরা যেগুলো খোলা প্রান্তরেই ফেলে এসেছিলাম। আর্মির লাশ সংগ্রহকারী গাড়ি এসে পৌঁছার আগেই বেশ কিছু লাশ বন্য কুকুরের খাবারে পরিণত হয়েছিল।

'আল-জাইনিয়ার লড়াইয়ের পর আমার ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার হলো তুর্কসেন পাহাড়ি এলাকা। আমরা দশম ব্রিগেডের আদেশ অনুসরণ করতাম, যারা ফ্রি আর্মির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীন ছিল। তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি শূন্য আলায়িদের গ্রামের পরিখায় আমি থাকতাম। আরও তিনটি ব্যাটালিয়ন আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং আমরা সরকারনিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তিন মাস পর আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সাহায্য চাইলাম। আমি সরকারি বাহিনীর আয়ত্তসীমার মধ্যে ছিলাম, অবিরাম গোলাবর্ষণ আর স্নাইপারের গুলির সামনে উন্মুক্ত। সেই পরিস্থিতি ছিল আমাদের জন্য আত্মহত্যার শামিল, তবু কেউ আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এল না। অন্য ব্যাটালিয়নগুলো পার্শ্ববর্তী কান্দাসিয়া গ্রামেই অবস্থান করছিল। যখন আমি বুঝলাম যে আমি আর আমার সাথিরা পরিত্যক্ত, আমি সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি কাউন্সিলকে জানালাম যে আমি সরে যাচ্ছি এবং তা-ই করেছিলাম। আমার ঋণের বোঝা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। তাই সেগুলো শোধ করতে আমাকে মর্টার আর রাশান অস্ত্রগুলো বিক্রি করে দিতে হলো। আমি কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে ফিরে গেলাম এবং তাদের কর্তৃত্বের অধীনে নিজেকে সঁপে দিলাম। এখন আমার ব্যাটালিয়নের নাম আহরার লাতাকিয়া ব্যাটালিয়ন। আমি শুধু নির্দেশ পেলেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাই। এখন আমাদের মূল ঘাঁটি মাশকিতায়, শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে।'

'তার মানে আপনি মনে করেন উপকূলীয় এলাকার লড়াইগুলো মৌলিক নয়?'

'না, নয়।' তিনি বললেন। 'আমার মতে, বিদেশি রাষ্ট্রগুলো চায় সিরিয়ানরা আপসে লড়াই করে মরুক। এ জন্যই তারা আমাদের পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আমাদের সঙ্গে লড়াইরত এক অধ্যাপকের কাছ থেকে আমি এ ব্যাপারটা জেনেছি। এ জন্যই অন্য যেকোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়ের চেয়ে আমি বেশি মর্মাহত ও হতাশ, কেননা বিনা কারণে আরও কত সিরীয় রক্ত না জানি ঝরবে।

'আরেকটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, উপকূলীয় অঞ্চলে আইসিসের উপস্থিতি আছে, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। সেখানে তাদের যোদ্ধার সংখ্যা ৫৫০-এর মতো, অথচ তারা সবাই দর্শকের ভূমিকায়। আমি জানি না, তারা এরপর কী করবে! আহরার আল-শামও সেখানে উপস্থিত, অথচ আমরা যারা লাতাকিয়ার সন্তান, যারা একটা জাতীয়তাবাদী সিরিয়া রাষ্ট্র চাই, তাদেরই বিতাড়িত করে দেওয়া হচ্ছে! তার চেয়েও বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এখন ফ্রি আর্মির লোকদের মারছে আইসিসের লোকেরা! তারা সরকারের সঙ্গে না লড়ে এই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই কিছুদিন আগে, তারা গ্রাফ রকেট নিয়ে এসেছিল জনবহুল একটি আলায়ি গ্রামে হামলা করতে। আমি মানা করেছি। কিন্তু একদিন না একদিন তারা এটা করবে, এমনকি লাতাকিয়াতেও বোমা ফেলতে পারে। আমি তাদের এ আশা ত্যাগ করতে বলেছি। আইসিসের যোদ্ধারা তিউনিশিয়া, লিবিয়া আর সৌদির লোক। আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা বেশ একটু কালিমালিপ্ত, বার দুয়েক তাদের সঙ্গে আমার লড়াইও হয়েছে।'

'হাজি সাহেব, সরকারের পতন ঘটার পর আপনি কী করবেন?' আমি জানতে চাইলাম। জবাবে তিনি এমন হাসতে লাগলেন যে তার গালগুলো লাল হয়ে গেল। তারপর তির্যক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন।

'এত শিগগিরই সেটা ঘটবে না,' তিনি বললেন। 'সামনে আরও অনেক পথ বাকি। এই যুদ্ধ শেষ হতে ২০ বছর লাগবে, তারপর কী হবে, সেটা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চিত তত দিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব না। ব্যাপারটা দুঃখজনক, কারণ আমি বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু আমি সর্বক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকি। আমাকে মৃতই ধরে নেওয়া যায়। যদি আমাদের সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ থাকত, তাহলে আমাদের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডগুলোও আরও ভালো হতো।'

***

হাজি সাহেবের বয়ান সংগ্রহ ছিল আমার শেষ সাক্ষ্য সংগ্রহ। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে আমি যখন সীমান্তের দিকে চূড়ান্ত পা ফেলছিলাম, নিঃসীম শূন্যতার একটা চাদর যেন আমাকে ছেয়ে ফেলেছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমার মানসিক অবস্থা আর চারপাশের মধ্যে এত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও আমার চলার ভঙ্গিটি ছিল সহজাত। বোমার ভয়ে পালিয়ে যাওয়া অসংখ্য লোকের লাইনের মাঝে আমিও আমার পা গলিয়ে দিলাম। জীবন আর মৃত্যুর কী পরস্পর সাংঘর্ষিক রূপ এখানে। এই কাঙাল মানুষগুলো শুধু প্রাণ বাঁচাতে শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রের দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু জীবনের দুর্দশার মধ্যে ছুটে চলেছে। আর বিপরীত পাশ থেকে যোদ্ধার দল দলে দলে প্রবেশ করছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ব্রত নিয়ে, বেহেশতের অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায়। অস্ত্র ব্যবসায়ী, অস্ত্র চোরাচালানি, মানব পাচারকারী, আত্মঘাতী সেনা সদস্য—কত ধরনের মানুষ মিশে আছে এখানে। আমি আচ্ছন্নের মতো হাঁটছিলাম আর এদের দেখছিলাম।

এই শেষবারের মতো সীমানা পেরোনোর সময় আমি আরও একবার আতঙ্কিত মানুষের পলায়নপর চেহারা দেখার সুযোগ পেলাম। আরও আছে আহত যোদ্ধা, মানবাধিকার সংস্থার কর্মী, প্রচারমাধ্যমের রিপোর্টার, বিদেশি সাংবাদিক, নারী ও শিশুদের মাঝে হেঁটে বেড়ানো বিকলাঙ্গ-পঙ্গু যোদ্ধা। তবু এই বিপুলসংখ্যক মানুষ কোনো রকম কৌতূহল ছাড়াই সমানে হেঁটে চলেছে, যেমনটা ডিরেক্টরের নির্দেশমতো চলচ্চিত্রের এক্সট্রারা হেঁটে বেড়ায়। তাদের চোখগুলো ভাবলেশহীন, উদ্বিগ্ন কিন্তু স্থির। রোদে ঝলসানো দৃষ্টি। আমি যতবার সীমানা পেরিয়েছি, ততবারই এই দৃশ্য দেখেছি, যেন কিয়ামতের দিন এসে গেছে।

আতমা ক্যাম্পের অবস্থাও আগের মতো একই ছিল। আমার সর্বশেষ দেখার চেয়ে এবার খালি পায়ের শিশুর সংখ্যা কিছু বেশি মনে হলো, সেই সঙ্গে তাঁবুর সংখ্যাও। আর্মি চেকপয়েন্টও বেড়েছে, উগ্রপন্থী আর ISIS সৈন্য নিয়ন্ত্রিত। সেই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত, আহরার আল-শাম আর নুসরা বাহিনীর মতো দলগুলোর সঙ্গে আইসিসের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কই ছিল। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। তারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আইসিসের পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে একটি রাষ্ট্র গঠন করা।

আমাদের সর্বশেষ চেকপয়েন্টটিও ছিল আইসিসের। চারজন তরুণ তাদের বন্দুকগুলো ঊর্ধ্বমুখী করে অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল, পা ফাঁক করে, প্রস্তুত অবস্থায়। দুজনের মুখ সম্পূর্ণ আবৃত, আর দুজনের আধখোলা। তারা সিরিয়ান নয়। তাদের দেখার পর আমি যতটুকু সম্ভব শান্ত রইলাম। গাড়ির জানালা দিয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকলাম, আমার সঙ্গীদের সঙ্গে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের কথোপকথনেও কান দিলাম না। তাদের বাচনভঙ্গি ছিল অদ্ভুত, আমি তাদের কথা বুঝতে পারছিলাম না। আমি শুধু দেখলাম, কতটা দাম্ভিক ও আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তারা দাঁড়িয়ে আছে, কত উচ্চস্বরে তারা চিৎকার করছে। তাদের চলার ভঙ্গিতে, হাত নাড়ার ভঙ্গিতে প্রভুত্বের ছাপ স্পষ্ট, যেন তারা এই জায়গায় মালিক।

আতমা ক্যাম্পে প্রবেশের মুখের চেকপয়েন্টটি ছিল আনসার আল-ইসলামের অধীনে। ক্যাম্প প্রহরার দায়িত্বটা ব্যাটালিয়নগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। সীমান্তের উভয় পাশেই অস্ত্রভর্তি কাঠের বাক্স দিয়ে সাজানো ট্রাকের সারি দেখা যাচ্ছিল। আমরা পার হওয়ার সময় দেখলাম, একটা জাহাজ থেকে খুব সাবধানে মালামাল নামানো হচ্ছে। হাজার হাজার নানা ধরনের মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকেই এমনটা ঘটে চলেছে। সীমান্তের তুর্কি অংশে, একদল সৈন্য রোদের নিচে বসে তাদের পালা আসার প্রতীক্ষা করছিল। তারাও সিরীয় ছিল না।

আমার সাথিরা আমাকে ঠিক সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিল, এবার প্রবেশের সময়ও এখান দিয়েই গিয়েছিলাম। মায়সারাও আমার সঙ্গে লাইনে দাঁড়াল, আমরা দীর্ঘ মানবসারির অংশে পরিণত হলাম। ক্রসিং পয়েন্ট পার হতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। আমার পাশেই ১৪ বছরের এক কিশোরী চারপাশের লোকদের ধাক্কা খেতে খেতে এগোচ্ছিল। তার মা-ও তার সঙ্গেই ছিল। মেয়েটির নাম ফাতিমা—এখানকার মেয়েদের অতি কমন নাম—সে আমাকে জানাল যে সে বিয়ের জন্য আতমা ক্যাম্প ছেড়ে যাচ্ছে। বোমায় তার বাবা নিহত হয়েছে এবং তার ছয় বোনের মধ্যে সে-ই বড়। আমি জানতে চাইলাম তার ভবিষ্যৎ স্বামী কে এবং কী করে। মেয়েটি বলল, সে তুরস্কে থাকে তবে জর্ডান বংশোদ্ভূত। বিয়ের পর সে আন্তাকিয়াতেই থাকবে, কেননা তার হবু বর আম্মান আর তুরস্কের মধ্যে ব্যবসা করে। আমি তার স্বামীর বয়স জিজ্ঞেস করে তাকে লজ্জা দিতে চাইলাম না। তারপর ফাতিমা যখন জানতে চাইল, আমি এখানে কী করছি। আমি তাকে নির্জলা মিথ্যা বললাম যে আমি জাবাল জাভিয়া থেকে এসেছি। এরপর সে চুপ করে গেল আর আমার দিকে মনোযোগ দিল না। কিন্তু সীমান্তের ওপারে ফাতিমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো, তার জন্য একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তার পাশে দাঁড়ানো লোকটির বয়স ৬০ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। তার কপালে নামাজ পড়ার কালো দাগ পড়েছে আর গায়ে সাদা আবায়া পরা। আমি যথেষ্ট কাছে দাঁড়িয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছিলাম, তাই তাকে ডাকলাম। 'তোমার স্বামী?' আমি জানতে চাইলাম। স্বামীটি অবশ্য নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

'হুম,' ফাতিমা অত্যন্ত নিচু স্বরে ছোট্ট উত্তর দিল, তারপর চলে গেল।

যেসব অফিসার নাম রেকর্ড করছিলেন, তাঁদের কপাল বেয়ে ঘাম নামছিল। আমার আপাদমস্তক তখনো কালো বোরকায় ঢাকা। আমার পেছনে নারী-পুরুষ-শিশুদের দীর্ঘ সারি, রোদে দাঁড়িয়ে নিজেদের পালা আসার প্রতীক্ষারত কারোই পরিচয়পত্র নেই। আমার পেছনে সন্তান কোলে একটি মহিলা দাঁড়ানো, মৃদু স্বরে গুনগুন করে বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। আমি পেছনে ফিরলাম। শিশুটির কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত গজ ব্যান্ডেজ বাঁধা। অফিসার আমার নকল নাম নথিভুক্ত করলেন। আমার মনে পড়ল, ১৯৮৭ সালে প্রথম ঘর ছেড়ে পালানোর সময় আমি একটা নকল নাম নিয়েছিলাম। তারপর এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেকবারই আমাকে নকল নাম লাগাতে হয়েছে, বিশেষ করে নির্বাসনের পর আসা-যাওয়া করতে গিয়ে। আমার হাসি পেয়ে গেল।

আমার হাসিতে বিরক্ত হয়ে অফিসারটি তাকালেন। 'কী ভেবে হাসছেন বললে আমরাও যোগ দিতাম,' তিনি বললেন। তবে বাকিদের মতোই আমাকেও একপলক দেখেই ছেড়ে দিলেন।

আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না কেন হাসছিলাম। আমার এই অভ্যাস তরুণ যোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া; যখনই দমবন্ধ লাগত, আমি জোরে জোরে হাসতাম।

'আপনি হাসতেন না! সত্যিটা জানলে, কখনোই হাসতেন না।' আমি নিজে নিজে বললাম। তারপর সামনে এগিয়ে গেলাম, শিগগিরই আমি তুরস্কে পা রাখব।

আমার সাথিরা সিরিয়ার অংশে দাঁড়িয়ে ছিল, লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। আমি বিদায়ের ক্ষণকে দীর্ঘ করলাম না। শুধু একবার হাত নাড়লাম। তারাও নাড়ল। আমার চোখ থেকে পানি গড়াল, আমার পাশে দাঁড়ানো মায়সারা কিছু বলল না। ওদের সঙ্গে আমার হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। আমি আবার হাত নাড়লাম।

'নিজেকে আমার কার্টুন চরিত্রের মতো মনে হচ্ছে, বালতি বালতি অশ্রু ঝরানো কার্টুন চরিত্র।' আমি বললাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মায়সারা ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল। আমি শেষবারের মতো ঘাড় ফিরিয়ে তাদের দেখলাম, তারপর দ্রুত চলে এলাম। নিজেকে আমার যতটা সম্ভব ধীর ও স্থির রাখতে হবে।

তারপর দাদার বয়সী স্বামীর সঙ্গে ফাতিমার চলে যাওয়া দেখে আমার মনে একটাই চিন্তা এল; আলার চিন্তা, মায়সারার মেজ মেয়েটি। আন্তাকিয়ায় তাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে তাকে আমি কী কী বলব, তা ঠিক করতে লাগলাম। তার বাড়ি, তার আন্টি আয়ুশি, তার চাচি নুরা, বৃদ্ধা দুই দাদি। আমি ভাবছিলাম কীভাবে গল্পের মতো করে তাকে আমি সব বলব, অভিনয় করে দেখাব। তাদের বাড়ি যেতে যেতে এসবই ভাবছিলাম। আলাও একদিন বড় হবে, তখন সে হয়তো তার বন্দী ও উদ্বাস্তু জীবনের কথা লিখবে অথবা সব ভুলে যাবে।

গাড়ি সীমান্ত ধরে এগিয়ে চলছিল, সিরিয়া ছিল আমাদের বামে। এখন আমিই শত্রু, প্রতিশোধের নেশায় আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। আমাকে শিকড় থেকে উপড়ে নতুন মাটিতে পোঁতা হয়েছে। আমি একই সঙ্গে পরিচয় খুঁজছিলাম আবার পরিচয় থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এমন একজন, যে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে আর ট্রেন প্ল্যাটফর্মে জীবন কাটায়, নিজের জায়গা থেকে উৎখাত হওয়া, বিতাড়িত। এখানে বসবাসের অসম্ভাব্যতা আমার ফিরে আসার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। এখন আমি চূড়ান্তভাবে নির্বাসিত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। আমার পেছনে সিরিয়ার মাটি, ক্ষতবিক্ষত। যে মাটি সিরীয়রা তাদের রক্ত দিয়ে মুক্ত করেছে, তা আবার দখল হয়ে গেছে। এটা আর মুক্ত সিরিয়া নয়, এক অর্থে সিরিয়াও নয়। আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন ছিনতাই হয়ে গেছে। পৃথিবীর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো এখানে তাদের নিজস্ব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পালিত গোষ্ঠীকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করছে। কারা আইসিসের অর্থায়ন করছে? কারা নুসরা বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক? কারা ফ্রি আর্মির কমান্ডারদের হত্যা করছে? সাংবাদিক আর শান্তিবাদী কর্মীদের গুম-খুন করাচ্ছে কারা? কারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত করছে? এই প্রশ্নগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়, জবাববিহীন।

আমার কথা বললে, আমি আর দুই দিনের মধ্যেই প্যারিসে ফিরে যাব, আর আমার চোখের সামনের দৃশ্যগুলো তখন ঝাপসা হয়ে যাবে। আমাদের গাড়ি তুরস্কের সীমায় ঢুকে পড়েছে, আমি আর মায়সারা, তাদের বাড়ি যাচ্ছি। যেখানে আলা তার সমৃদ্ধ গল্পের ভান্ডার নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করছে। আমি ইস্তাম্বুল যাওয়ার জন্য আন্তাকিয়া বিমানবন্দরে না পৌঁছা পর্যন্ত এ ভান্ডার ফুরোবে না। বিনিময়ে আমিও তাকে শোনাব তার বাড়ির কথা, তার প্রতিবেশীদের কথা। তবে অনেক কিছু বাদ দিয়ে, অনেক মিথ্যা মিশিয়ে। আমি তাকে তার মৃত প্রতিবেশী বা বন্ধুদের কথা বলব না। আমি তার কাছ থেকে স্বচ্ছভাবে বিদায় নেব এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যে কয়েক মাস পর আমি আবার ফিরব।

***

আমার আগের বই, *এ উম্যান ইন দ্য ক্রসফায়ার*-এ আমি বিপ্লবের সূচনা ও প্রথম চার মাসের নারকীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছি। এই দ্বিতীয় সাক্ষ্যমালা আমাকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। আর এখন, আমার পুনর্বাসিত জীবনেও, খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হয়নি। এখনো আমি প্রকৃত নির্বাসিত অনুভব করি না। যেসব ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তার ছায়া থেকে এখনো আমি পুরোপুরি মুক্ত নই। নির্বাসনও আসলে এ ক্ষেত্রে সঠিক শব্দ নয়; এ জন্য আমাকে শব্দটির আরও গভীরে গিয়ে অর্থ খুঁজতে হবে। প্রকৃত নির্বাসন বলতে যা বোঝায়, এটা ঠিক তা নয়। আধুনিক টেকনোলজি এই কনসেপ্টটির অর্থই বদলে দিয়েছে, ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বা আপডেট খবর জানা এখন কোনো সমস্যাই নয়। তাই ইন্টারনেট আসার আগে নির্বাসন বলতে যে আত্মহীনতা, পরিচয়হীনতা বোঝাত, এখন আর সে ব্যাপারটা নেই।

একসময় সীমান্ত দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আমি তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, যদি আমার শরীরটা কোনোভাবে পালকের মতো হালকা হয়ে আমাকে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, সেটা কী দারুণ ব্যাপার হতো। আমি শরীর থেকে মুক্ত হয়ে নিঃসীম শূন্যতায় হারিয়ে যেতাম। তারপর, ওই মুহূর্তে আমার মনে হলো, আমি আগস্টের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, আর কখনো ফিরব না, আমার দেশটা দখল হয়ে যাচ্ছে, দেশের আকাশ দখল হয়ে আছে, আর আমি চলন শক্তিহীন। আমার শরীরটা মার্বেলের মূর্তির মতো ভারী। আমি অনেক কষ্ট করে, অপলক চোখে দূর দিগন্তে সীমানারেখা খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিশিষ্ট

আমার এই পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া তৈরি শেষ হয় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সিরিয়া থেকে ফিরে আমি আমার কলম নামিয়ে রেখেছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা লিখতে শুরু করার আগে এর মধ্যে কয়েক মাস পেরিয়ে গেছে। সে সময় আমার মনে হচ্ছিল, এই লেখা হবে অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন। এমনকি যা ঘটছে সে সম্পর্কে কথা বলাটাও অযৌক্তিক আর অসাড়তাপূর্ণ মনে হতো। আমার চিত্ত ছিল বিক্ষিপ্ত, আঙুলগুলো নিথর। এই মানসিক অবসন্নতা বা ইমোশনাল প্যারালাইসিস, আমাকে আমার নোটস আর সাক্ষাৎকারের কাগজগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এই নিরর্থকতার অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। অন্যায়ের তীব্র আর প্রাত্যহিক ধ্বংসযজ্ঞ আমাকে বোবা বানিয়ে দিয়েছিল। লেখার সামর্থ্য ফিরে পেতে আমার তাই অনন্তকাল লেগেছে।

লেখালেখি সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম পথ, মৃত্যুর সঙ্গে এর একটা জটিল সম্পর্ক আছে। এটা জীবনের পুনঃসৃষ্টি, যে বীরদর্পে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি মৃত্যুর হারেরও প্রতিনিধিত্ব করে, কেননা মৃত্যু তার সঙ্গে জড়িত সকল কঠিন প্রশ্ন নিয়েই, একই সঙ্গে লেখার ও লেখার মূল উৎসের অনুপ্রেরণাস্থল। কিন্তু এই হার বা পরাজয়ও বীরোচিত। আমি এর আগ পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লেখালেখির এই অনিবার্য সম্পৃক্ততা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম।

সিরিয়া থেকে আমার চূড়ান্ত প্রস্থানের পর এক বছর কেটে গেছে। সেখানকার বিপুলসংখ্যক লোকের দলে দলে দেশত্যাগের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে। আমি দূরে বসে সবকিছু খেয়াল করছি। সবাই-ই নয় কি? আপনারা ছবি আর খবর সংগ্রহ করার মাধ্যমে সেখানে আটক লোকদের পরিস্থিতি বিচার করছেন, কিন্তু এর মানে কী? এতে কী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাসিল হবে? এই গোলকধাঁধার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিই গায়েব। টানা ১০ দিন ধরে আমার পূর্বের বাসকৃত শহরটিতে গুচ্ছ বোমা আর ব্যারেল বোমা হামলার ঘটনা পড়া আর সেই অবস্থায় সেই শহরে বাস করার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সারাকেব দৈনন্দিন বোমা হামলার শিকার হচ্ছে। স্তূপ হয়ে থাকা লাশের পাহাড়ের ছবি দেখা আর সেগুলোকে স্পর্শ করতে পারা দুটো ভিন্ন অভিজ্ঞতা। একটা বোমা পড়ার পর মাটি থেকে যে গন্ধ ছড়ায় ছবি বা ভিডিও, তা আন্দাজ করা শক্ত। তা-ও ভালো, এখনো কিছু কর্মী বেঁচে আছে এই ছবি বা ভিডিওগুলো শেয়ায় করার মতো। পোড়ার পর ধোঁয়ার গন্ধ, আতঙ্কিত মায়েদের চোখের ভয় বা একটা বিস্ফোরণের পরের কয়েক মুহূর্তের নিঃসীম নীরবতা সেসব ছবিতে কোথায়? এই ছবি বা ভিডিওগুলো আমাদের সেখানে কী ঘটছে, সে সম্পর্কেই শুধু ধারণা দেয়, কিন্তু কোনো বার্তা দেয় কি? আরও পাগলামি বৈ আর কিছুই নয়। কারণ এমন দ্বিমুখী ছবি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাকে মিশ্রিত করে দেয়, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ধন্দ লাগিয়ে দেয়।

বহির্বিশ্ব হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু সিরিয়ায় যা ঘটছে—যার সাক্ষী পুরো বিশ্ব—তা আর কিছুই নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিজেকে রক্ষার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তাতে তাদের পরিবর্তে সিরীয়রা মারা যাচ্ছে। সেখানে কিছু লোক বেঁচে আছে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। লালসার মতোই এটা একটা যৌন আকাঙ্ক্ষা। অপরের সঙ্গম দেখে তৃপ্তিলাভকারীর মতো বিশ্বও দূর থেকে সিরীয়দের আত্মরক্ষার লড়াই দেখে তৃপ্তি পাচ্ছে—স্তূপ হয়ে থাকা লাশের গাদা দেখে আনন্দ পাচ্ছে। আসাদ আর আইসিসের মধ্যকার লড়াইয়ে তারা নির্বাক দর্শক, যতক্ষণ না ওই লড়াই একটা ভয়াবহ দানবের আকার নিয়ে তাদেরও আক্রমণ করতে আসছে। যা ঘটছে তা মানব ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু এখন ব্যাপারটা এত চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে যে আমাদের চোখের সামনেই রক্ত ঝরছে। আর আমাদের হাতেই তার ছাপ লাগছে। প্রতিটি ছবি, বিশ্ব গণমাধ্যমে আসা প্রতিটি আপডেট থেকে এই নির্মম সত্যটাই ফুটে উঠছে যে প্রতিটি লাশই পরবর্তী লাশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, মৃত্যুর সঙ্গেই মানুষ যেমন কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। আমরা প্রতিটি খবর শুনেছি, তারপর স্মৃতির আস্তাকুঁড়ে সেটিকে ছুড়ে ফেলছি।

চার বছর ধরে সিরীয়রা এ রকমই হয়ে উঠেছে। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া একটি জনপ্রিয় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মঞ্চকে কেড়ে নিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উগ্রপন্থী ইসলামি দলগুলো সিরীয়দের নিজেদের মধ্যেই লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে। রক্তের এই হোলিখেলায় নেতার ভূমিকা নিয়েছে ISIS আর সিরীয়রা তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিলে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (ISIS) আজ নিজেই একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তুরস্কের সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা বিদেশি যোদ্ধারা আজ সিরিয়ায় মৃত্যু ও ধ্বংসের রূপকার হয়ে উঠেছে। সবকিছুই সহিংসতার চাদরে জড়ানো।

ISIS সিরিয়ান শহরগুলো কবজা করে রেখেছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট সেখানে খেয়াল-খুশিমতো বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ISIS ও তার মিত্র গোষ্ঠী যেন ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে থেকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরো বিশ্ব 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে ব্যস্ত, আর এদিকে ইদলিব, দামেস্ক, হোমস আর আলেপ্পোর রাজ্যগুলোয় আমাদের বিমানবাহিনী বোমার পর বোমা ফেলে চলেছে। ISIS সম্পর্কে স্বচ্ছ ও নিশ্চিত হতে পুরো বিশ্বের যত সময় লাগবে, তত দিনে সরকারি মর্টার শেল আর উগ্রপন্থীদের তলোয়ারে মারা পড়ে নিরীহ সিরিয়ান নাগরিকদের আর চিহ্নও থাকবে না। যে হারে রক্ত ঝরছে, লাখ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছে, শরণার্থীর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে, সে হারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আসছে না। সিরিয়া আর কখনোই আগের মতো হবে না—এর স্বাধীন সত্তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেশের ভেতরের বিদ্রোহী ও নারীদের সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। মোহাম্মদ এখনো সারাকেব ছেড়ে যায়নি। তার জন্য জরুরি চিকিৎসাসেবা নিতে দেশ ছাড়তেও সে নারাজ। এখনো সে এক চোখে দেখতে পায় না। আমাদের শেষ কথা যখন হলো, তখনো সে আমাকে বলেছিল যে সিরিয়ার বাইরে গেলে তার দমবন্ধ লাগে। সে তার অন্য সাথিদের সঙ্গে মিলে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি করছে রাতে ঘুমানোর জন্য, আর দিনে তারা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে লাশ বের করে, সহিংসতার ঘটনা রেকর্ড করে এবং যথাসাধ্য লোকদের সাহায্য করে। সুহাইবও তাদের সঙ্গে আছে, যদিও তার ইউরোপে ফিরে যাওয়ার সুযোগ ছিল।

'আমি এখানেই মরব; তবু দেশ ছেড়ে যাব না,' সে বলেছিল।

মায়সারা তার পরিবারসহ এখনো আন্তাকিয়ায় বাস করে। আমার প্রিয় আলার একটি নতুন ভাই হয়েছে, সে-ও তার ভাইবোনদের নিয়ে সুখে আছে। তারা তুর্কি ভাষা শিখছে, স্কুলে যাচ্ছে। মায়সারা যখন-তখনই সারাকেবে যাওয়া-আসা করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রায়েদ ফারেস একটা হামলা থেকে বেঁচেছে এবং এখনো ISIS ও অন্যান্য তাকফিরি দলের হুমকির মুখে আছে, তবে সেও কাফরানবেল ছাড়তে নারাজ। আমার চেনা অন্যরাও সেখানেই রয়ে গেছে—আব্দুল্লাহ, খালেদ, ইজ্জাত, হাম্মাদ, আবু তারেক ও আবু ওয়াহিদ—তারা সবাই তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সেখানে থেকেই লড়তে চায়। তাদের কাজের সুযোগ অনেক কমে গেছে, কিন্তু তবু তারা একই মন্ত্র আওড়ে চলেছে : 'এখানেই মরব, তবু যাব না। এটা আমাদের দেশ।' তারা আত্মসমর্পণকারী নয়, তারা এখনো উগ্রপন্থী দলগুলোর হাত থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখে। আহমেদ আর আবু নাসেরও যুদ্ধ করছে, তবে আহমেদ এক লড়াইয়ে আহত হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিয়ে করেছে, সে বাবা হয়েছে। এখনো সে খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটে। মানহাল তুরস্কে স্থায়ী হয়েছিল, তবে সম্প্রতি আবার সারাকেবে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে ফিরে গিয়ে আবার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। রাজান কাফরানবেল থেকে চলে গেছে। বর্তমানে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুর্কি শহরে বসবাস করে। যখন এ লেখা লিখছি, তখনো পর্যন্ত মারচিন সুদেরের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আবু ইব্রাহিম ও নুরা—আমার বিনম্র মেজবান—অবশেষে সারাকেবে তাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং বোমা থেকে দূরের এক সমতলভূমিতে এক ফার্মে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু মিসাইলের আওতার বাইরে যেতে পারেনি। প্রায়ই সেখানেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। আয়ুশিও তাদের সঙ্গে গেছে, দুই বৃদ্ধাসহ। সেখানে যাওয়ার মাসখানেক পর, বৃদ্ধা খালাটি মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে আবু ইব্রাহিম এখনো সারাকেব সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি এবং নুরা, যে তার স্বামীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, স্কাইপিতে আমাকে বলেছে যে যতই বিপদের আশঙ্কা থাকুক, সে তার স্বামীর পাশেই থাকবে। সে বলে, সে তার স্বামীর সঙ্গেই বাঁচবে, তার সঙ্গেই মরবে।

একুশ শতকের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডির এরা কয়েকটি চরিত্রমাত্র আর তাদের দুর্দশা মানুষের বিবেকহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এত দুর্দশার মধ্যেও তারা স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের স্বপ্ন দেখে। ভালোবাসার বীজ বুনে চলে অবিরাম। তাদের অপূর্ণ স্বপ্নের দাম তারা রক্ত দিয়ে শোধ করছে। এরা সিরিয়ার মহান সন্তান, আমি কখনো এদের ভুলব না। এই প্যারিসে, যেখানে অতি ক্ষুদ্র জিনিসেও সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়, আমি আমার চারপাশে শুধু কুৎসিত বীভৎসতা দেখতে পাই। আমার হৃদয়ের গভীরে এটা মোচড়ায়। এই অত্যাধুনিক শহর এখনো সম্পূর্ণভাবে আমাকে আমার দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে পারেনি; স্বদেশের প্রতি যে অনুভূতি, আমি ভেবেছিলাম নিজের মধ্য থেকে তা উপড়ে ফেলব, তা এখনো আছে। নির্বাসিত জীবনের যন্ত্রণা এখনো আমাকে পোড়ায়। এই অভিজ্ঞতার আগে আমি নির্বাসন শব্দটার অর্থ নিয়ে এত গভীরভাবে ভাবিনি। এটা একটা মানুষের পরিচয়, ভাষা, জাতীয়তা, ধর্ম বা ভৌগোলিক অবস্থান—এককথায় সমগ্র অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয়। আমার কথা বললে, আমার লেখা আর বইগুলোই আমার পরিচয়পত্র—আমি এভাবেই ব্যাপারটা দেখতে অভ্যস্ত। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, যেসব গল্প আমার বিশ্বাসকে পোক্ত করেছে, তার ভিত্তিতে আমি এটা আবিষ্কার করেছি যে নির্বাসন আসলে নির্বাসনই, অন্য কিছু নয়। এর অর্থ হলো রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো এবং মনে মনে এটা জানা যে এটা আমার জায়গা নয়, আমি এখানকার কেউ নই।

এই নির্বাসিত জীবনে আমি জানতে পেরেছি, কীভাবে ঘুমের মধ্যে হাঁটা যায়, চিন্তা করা যায় : গভীর ঘুম বা ইতিমধ্যে মৃত অবস্থা, কী পার্থক্য আছে এর মধ্যে? দুভাবেই আমি বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, অনুপস্থিত। আমি আমার শরীর স্পর্শ করলাম; আমার আঙুলগুলো চেনা যাচ্ছিল না। আমার বর্ণনাগুলো যেন বোধগম্যতার বাইরে। আমি কি সত্যিই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত? হয়তো আমি আরও বেশি জড়িত, আমার নির্বাসিত জীবনের বেড়ে যাওয়া গভীরতার মতোই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলায়ি ও সুন্নি সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট

–সামার ইয়াজবেক

আলায়িরা শিয়াদের একটি শাখা, যাদের নিজস্ব গোপনীয় ধর্মীয় শিক্ষা আছে এবং তারা ১২ ইমামকে স্বীকার করে। তাদের অতীত ইতিহাস নিপীড়ন, গৃহহীন উদ্বাস্তু অবস্থা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভর্তি। কেননা সুন্নিরা তাদের নাস্তিক ও পাষণ্ড বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

সুন্নি মুসলমানরা ইসলামের সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়, তাদের আইন ও ঐতিহ্য কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে গঠিত রাসুল (সা.) -এর শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। তারা শুধু চার ইমামকে স্বীকার করে, রাসুল (সা.)-এর মৃত্যুর পর খলিফা হওয়া চারজনকে।

আলায়িরা ইমাম আলি বিন আবু তালিবের অনুসারী এবং সুন্নি মুসলমানদের ঐতিহ্যগত নিয়মগুলোকে স্বীকার করে না। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আলাদা ধর্ম ও রাষ্ট্রের ধারণা। উনিশ শতকের আগে তারা নুসাইরিসহ অনেক নামে পরিচিত ছিল। বাসার আল-আসাদের পিতা হাফেজ আল-আসাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর সিরিয়ায় আলায়িদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কারণ, তিনি তাদের দুর্দশাপূর্ণ অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং নিজ স্বার্থে সেটার সুযোগ নিয়েছিলেন। তাদের মিত্রপক্ষ বানিয়ে নিয়েছিলেন, যদিও তাঁর শাসনামলে অনেক আলায়ি তাঁর বিরুদ্ধে ছিল এবং অনেককে জেলও খাটতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর অনেক উঁচু পদে আলায়িদের মোতায়েন করেছিলেন এবং অনেককেই তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর উঁচু পদগুলোতে মোতায়েন করার ফলে তাদের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

হাফেজ আল-আসাদ তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ক্ষমতা বহাল রাখতে এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তাই যখন সিরিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়, স্বভাবতই আলায়িরা বাশার আল-আসাদের পক্ষ নিয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সাহিত্যের মানদণ্ডের হিসেবে *দ্য ক্রসিং* জজ ওরওয়েলের *হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া* গ্রন্থের সমপর্যায়ভুক্ত বই। ইয়াজবেক একজন চমৎকার বর্ণনাকারী, যে জানে কীভাবে ভাষাকে সাজিয়ে সাহিত্যে রূপ দিতে হয় এবং তাতে বিশ্বজনীন অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে হয়; আর এভাবেই তিনি সাংবাদিকের সীমানা পেরিয়ে উচ্চতর সাহিত্যের সীমানায় প্রবেশ করেছেন।' –*অবজারভার*

'সাহসী, বিপ্লবী ও অত্যুৎসাহী...ইয়াজবেক কোনো সাধারণ সিরিয়ান অধিবাসীর নাম নয়।' –*ফিনানশিয়াল টাইমস*

'সিরিয়ার ভেতরের জীবনের একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি...যুদ্ধ শেষে আবিষ্কার হতে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের একটি দুঃখময় ঝলক।' –*সানডে টাইমস*

'যদি কেউ সিরিয়ার বিপ্লবকে চাক্ষুষ দেখতে চায়, সামার ইয়াজবেক-ই যথেষ্ট।' –*ওয়াশিংটন পোস্ট*

'যুদ্ধে মানুষের কী দুর্দশা হয়, তার ওপর একটি অসাধারণ বই...প্রত্যেক নাগরিকেরই এ বইটি পড়া উচিত।' –*আল-আরাবিয়া*

e'store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

THE CROSSING
by Samar Yazbek
Translated by Tanjina Binte Nur
Price: BDT 500.00 | US $18.00

ISBN 9789849347125

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com